দরূদ ও সালাম এবং অন্যান্য বিষয়াবলী সম্বলিত ৬৩টি বয়ানের সমষ্টি

দরূদ ও সালামের পুষ্পধারা

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

নং	বিষয়	নং	বিষয়

দরূদ ও সালাম এবং অন্যান্য বিষয়াবলী সম্বলিত ৬৩টি বয়ানের সমষ্টি

দরূদ ও সালামের পুষ্পধারা

উপস্থাপনায়

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল মদীনা

কিতাবের নাম : দরূদ ও সালামের পুষ্পধারা

উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ

প্রকাশকাল : রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরি, নভেম্বর ২০১৯ ইংরেজি

প্রকাশনা : মাকতাবাতুল মদীনা

সত্যায়ন নামা

২৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরী

الحمد للّٰہ رب العٰلمین والصلوٰۃ والسلام علٰی سید المرسلین وعلٰی الہ واصحا بہ اجمعین

সত্যায়ন করা হচ্ছে যে, মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত

"দরূদ ও সালামের পুষ্পধারা"

কিতাবটি কিতাব ও রিসালা তাফতীশ মজলিশের পক্ষ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মজলিশ এটি আক্বীদা, কুফরীয়া ইবারত, নৈতিকতা ও ফিকহী মাসআলা এবং আরবী ইবারত ইত্যাদি সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করেছে, তবে কম্পোজিং বা লিপিকাকরণের ভূলক্রটির জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা তাফতীশ মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
(২৬-১২-২০১৬ ইং)

E.mail: ilmia@dawateislami.net

www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধঃ অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
কিতাব পাঠ করার নিয়্যত	১১	বয়ান নম্বর ৫	৫২
আল মদীনাতুল ইলমিয়া	১৩	দরূদ শরীফ পাঠ না করার শাস্তি	৫২
প্রথমে এটা পড়ে নিন	১৫	দরূদ শরীফ পাঠ করার শরয়ী হুকুম	৫৩
বয়ান নম্বর ১	১৭	**আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে বঞ্চিত	৫৩
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৭	ভয়ঙ্কর কালো সাপ	৫৫
গোপন ইলম	২০	**আল্লাহ পাকের** লানত	৫৬
পুরস্কারের সমাহার	২৪	অনুশোচনা সৃষ্টিকারী বৈঠক	৫৭
মহান সৌভাগ্য	২৬	জান্নাতে প্রবেশ করেও আফসোস	৫৮
প্রিয় নবী ﷺ এর দীদার লাভ	২৭	বয়ান নম্বর ৬	৬০
বয়ান নম্বর ২	২৮	**প্রিয় নবী’র নৈকট্য লাভের হকদার হওয়া**	৬০
শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল	২৮	বুযুর্গানে দ্বীনের রীতি	৬১
দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ	২৮	শাফায়াত অর্জনের সহজ অযিফা	৬১
জমিন ও আসমানের মধ্যে ঝুলন্ত দোয়া	২৯	দোয়া কবুলের চাবিকাটি	৬২
দরবারে নববীতে ফিরিশতাদের হাজেরী	৩১	আমার শাফায়াত অবধারিত	৬২
কবর থেকে কস্তুরীর সুগন্ধি	৩৫	একটি মাসআলা ও এর ব্যাখ্যা	৬৩
৭৭ বছর পরও শরীর অক্ষত	৩৫	কোন সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা নিষেধ	৬৬
মার্শাল আর্টিস্ট কিভাবে মুবাল্লিগ হলো?	৩৬	বয়ান নম্বর ৭	৬৮
বয়ান নম্বর ৩	৩৮	মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতের ঠিকানা দেখবে	৬৮
সকল সৃষ্টির আওয়াজ শ্রবণকারী ফিরিশতা	৩৮	দরূদে পাকের আশিক	৬৯
ফিরিশতাদের শ্রবণ শক্তি	৩৮	পরিবার পরিজনের সংশোধনের দায়িত্ব	৬৯
আসমানের মসজিদের ইমাম	৪০	শিশু বয়সে সন্তানের প্রশিক্ষনের পদ্ধতি	৭১
দু’টি আঙ্গুলের কারণে ক্ষমা হয়ে গেলো	৪১	বয়ান নম্বর ৮	৭৫
দরূদ শরীফ লিখা ওয়াজিব	৪২	৭০ বার রহমত অবতীর্ণ	৭৫
“দঃ” বা “সাঃ” লিখা কঠোর হারাম	৪২	৫৬০টি কবর হতে আযাব উঠিয়ে নিলেন	৭৫
“صلعم” এর আবিস্কারকের হাত কাঁটা হলো	৪৩	দারিদ্রতা দূর করার ব্যবস্থাপত্র	৭৬
“صلعم” লিখা হতভাগাদের কাজ	৪৪	মানুষের পেট কবরের মাটিতেই পূর্ণ হবে	৭৭
“وَسَلَّمَ” এর জন্য চল্লিশটি নেকী	৪৪	দু’জন লোভী	৭৮
বয়ান নম্বর ৪	৪৬	দরূদ পাঠকারী মৌমাছি	৭৯
জান্নাতের বিরল ফল	৪৬	বয়ান নম্বর ৯	৮১
ওয়াজে দরূদ ও সালামের কারণে দয়াই দয়া	৪৮	এক ক্বিরাত প্রতিদান	৮১
আরশের ছায়া কে পাবে?	৫০	হাদীসে পাক থেকে অর্জিত মাদানী ফুল	৮২
চোখের ছানি দূর হয়ে গেল	৫০	কবর আযাবের একটি কারণ	৮৪

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
জিহ্বা উপকারীও আবার বিপজ্জনকও	৮৫	আল্লাহ্‌র রহমতের সাগরে জোশ	১৩২
জিহ্বার অসতর্কতার বিপদ	৮৬	বয়ান নম্বর ১৬	১৩৬
অন্তরের কঠোরতার পরিণতি	৮৬	হতভাগা কে...?	১৩৬
বয়ান নম্বর ১০	৮৮	রমযান মানে ইবাদত	১৩৬
হুযুর আশিকদের দরূদ নিজে শ্রবণ করেন	৮৮	পিতা মাতার আনুগত্য ও তাদের সেবা	১৩৮
অসাধারন ছোট কন্যা	৮৯	অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ	১৪১
দরূদ পাঠকারীর শরীর মাটি খাবে না	৯২	**দরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস গড়ার উপায়**	১৪১
৭৭ বছর পরও শরীর নিরাপদ ছিলো	৯২	বয়ান নম্বর ১৭	১৪৩
মাযার শরীফ থেকে কস্তুরীর সুগন্ধ	৯৩	দোয়া সমূহের রক্ষক	১৪৩
বাইয়াতের গুরুত্ব	৯৩	হাউজে কাওসার এর শান	১৪৪
বয়ান নম্বর ১১	৯৬	কুমন্ত্রণা এবং এর উত্তর	১৪৬
হারানো সুঁই খুঁজে পায় তাঁর মুচকি হাসিতে	৯৬	গুনাহের অভ্যাস দূর হয়ে গেলো	১৪৯
শাম দেশের প্রাসাদ আলোকিত হলো	৯৭	বয়ান নম্বর ১৮	১৫০
হুযুরের মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করা কেমন?	৯৮	দশ গুণ সাওয়াব	১৫০
সর্বপ্রথম সৃষ্টি	৯৯	রাসূলের যিকির মূলত আল্লাহ্‌র যিকির	১৫২
তোমারই নূর থেকেই সকলে উজ্জলতা পায়	৯৯	সুন্নাতে সিদ্দিকে আকবর رضي الله عنه	১৫৬
ব্রাক ডান্সার কিভাবে শুধরে গেল?	১০২	বয়ান নম্বর ১৯	১৫৭
বয়ান নম্বর ১২	১০৫	পুলসিরাতে সহজতা	১৫৭
জুমার দিন অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা	১০৫	পুলসিরাতের নূর	১৫৮
আম্বিয়াগণ عليهم السلام নিজ নিজ মাযারে জীবিত	১০৬	জান্নাতে ঠিকানা	১৬০
হাত মোবারক চুমু দেওয়ার মর্যাদা লাভ	১০৯	বয়ান নম্বর ২০	১৬৪
জান্নাতের সনদ	১১৩	সর্বোৎকৃষ্ট দিন	১৬৪
বয়ান নম্বর ১৩	১১৫	দোয়া কবুল হওয়ার সময়	১৬৫
রিযিকে প্রশস্ততার রহস্য	১১৫	যা চাওয়ার চেয়ে নাও	১৬৬
চেহারা পরিস্কার এবং ফোসকা দূর হলো	১১৬	হাশরের দিন পিপাসা হতে নিরাপত্তা	১৬৮
বিশেষ নৈকট্য	১২১	হাশরের ময়দানে গরমের অবস্থা	১৬৯
বয়ান নম্বর ১৪	১২৩	বয়ান নম্বর ২১	১৭১
১০০টি অভাব পূরণ হওয়ার ওযীফা	১২৩	একটি মহান নূর	১৭১
সত্য দ্বীনের প্রথম শর্ত	১২৪	তিন ধরনের লোকের দোয়া কবুল হয়না	১৭৪
সাদা পাখি	১২৫	দোয়া কবুল হতে দেরী হলে!	১৭৫
বয়ান নম্বর ১৫	১২৯	আরোহীর পেয়ালার মত বানিও না	১৭৬
দরূদ পাকের উপস্থিতি	১২৯	বয়ান নম্বর ২২	১৭৮
সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট হুরসমূহ	১৩০	সদকা করার সামর্থ্য না থাকলে!	১৭৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
(১) হালাল উপার্জন	১৭৮	পাঁচটি বিষয়কে গণিমত মনে করো	২০৮
সবচেয়ে উত্তম এবং পবিত্র খাবার	১৭৯	যত গুঁড় তত মিষ্টি	২১০
হারাম লোকমার শাস্তি	১৮০	বয়ান নম্বর ২৭	২১৩
(২) সদকা	১৮০	গীবত থেকে বাঁচার উপায়	২১৩
সদকা করে অসুস্থতা দূর করো	১৮১	চিন্তার বিষয়	২১৩
(৩) দরূদ শরীফ	১৮২	গীবতের পরিণাম	২১৪
দরূদ স্বয়ং পাঠকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে	১৮৩	কিয়ামতের অপমান ও অমঙ্গলের কারণ	২১৫
বয়ান নম্বর ২৩	১৮৫	আল্লাহ্‌র করুণা লাভের উপায়	২১৭
আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি মূলক কাজ	১৮৫	যিকিরের অতি উত্তম প্রকার	২১৭
আল্লাহ পাকের গযব হতে নিরাপত্তা	১৮৫	দরূদ শরীফ কয়েকটি নেকীর সমষ্টি	২১৭
একাগ্রতা সহকারে সামান্য আমলও যথেষ্ট	১৮৬	দূর্লভ মিম্বর	২১৯
কিছুক্ষনের একাগ্রতা মুক্তির কারণ	১৮৬	বয়ান নম্বর ২৮	২২১
মুহুর্তেই ক্ষমাপ্রাপ্ত	১৮৬	হযরত আলী ﵁ এর কারামত	২২১
রহমতে ইলাহী বাহানা খুঁজে	১৮৭	শাবান আমার মাস	২২১
চুগলখোরী এবং অপবাদের ভয়াবহতা	১৮৯	শাবান মাসে দরূদ শরীফের আধিক্য	২২২
বয়ান নম্বর ২৪	১৯১	শাবানের আগমনে পূর্ববর্তীদের রীতি	২২২
পৃথক হওয়ার পূর্বেই ক্ষমা লাভ	১৯১	শাবানের ১৫মত রাতের ফযীলত	২২৩
সালামের উত্তরের উত্তম পদ্ধতি	১৯২	আতশবাজীর আবিস্কারক কে?	২২৪
সালামের উত্তরে সুন্নাত পরিপন্থি শব্দ	১৯৩	দশ হাজারী দরূদ শরীফ	২২৫
ঘরে প্রবেশের আদব	১৯৩	প্রতি রাতে ষাট হাজার দরূদে পাক	২২৬
সালামকে প্রসার করো নিরাপত্তা পাবে	১৯৪	বয়ান নম্বর ২৯	২২৮
ভালবাসা সৃষ্টিকারী আমল	১৯৪	রুজি রোজগারে বরকত	২২৮
হুযুর ﷺ এর সাথে মুসাফাহার সৌভাগ্য	১৯৫	দারিদ্রতা থেকে বাঁচার উপায়	২২৯
আগুন কোন প্রভাব বিস্তার করলো না	১৯৫	দারিদ্রতার কয়েকটি কারণ	২৩০
আগুন দিয়ে ধৌত করা রুমাল	১৯৬	চাশ্‌তের নামাযের বরকত	২৩২
বয়ান নম্বর ২৫	১৯৮	বয়ান নম্বর ৩০	২৩৫
ঘরকে কবরস্থান বানিও না	১৯৮	গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম আমল	২৩৫
মৃত্যুর তিক্ততা থেকে মুক্তি	১৯৯	অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠের সংজ্ঞা	২৩৬
উপদেশ মূলক বাণী	২০০	ইমাম বুসরীর প্রতি **প্রিয় নবী**’র দয়া	২৩৮
মৃত্যু কাঁটাযুক্ত ডালের ন্যায়	২০৩	কুমন্ত্রণা ও এর উত্তর	২৩৯
মৃত্যু যন্ত্রণার এক বিন্দু	২০৩	বয়ান নম্বর ৩১	২৪২
মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচতে চাইলে	২০৩	মঙ্গল কামনাকারী	২৪২
বয়ান নম্বর ২৬	২০৫	যায়েদ বিন হারেসার ﵁ ইশকে রাসূল	২৪৩
আল্লাহ চান **প্রিয় নবী**’র সন্তুষ্টি	২০৫	প্রতি নিঃশ্বাসে صَلِّ عَلٰی	২৪৫

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আবশ্যক	২৪৬	বদ আক্বীদা হতে তাওবা	২৮৪
জাগ্রত অবস্থায় সালামের উত্তর	২৪৭	সৎ সঙ্গ সম্পর্কে হুযুর ﷺ এর বাণী	২৮৭
বয়ান নম্বর ৩২	২৪৯	বদ মাযহাবীদের সাথে মেলামেশা	২৮৮
মুবারক চিরকুট	২৪৯	বয়ান নম্বর ৩৮	২৯০
আল্লাহ পাক ও ফিরিশতাদের আমল	২৫০	**প্রিয় নবী**’র যিয়ারত লাভের ওযীফা	২৯০
দরূদ প্রেরণ করার রহস্য	২৫১	আলা হযরতের দীদারের আকাঙ্ক্ষা	২৯২
রযা! যে ভূলে না আমরা গরীবদের	২৫২	বয়ান নম্বর ৩৯	২৯৭
বয়ান নম্বর ৩৩	২৫৬	প্রেমিকের দরূদ আমি স্বয়ং শ্রবণ করি	২৯৭
ঠোঁটে নিযুক্ত ফিরিশতা	২৫৬	রওযা শরীফ থেকে সালামের উত্তর	২৯৭
রমযানের হক সম্পর্কে উপদেশ	২৫৭	**প্রিয় নবী**’র দরবারে উপস্থিতির আদব	২৯৯
অন্তরে একটি কালো বিন্দু	২৫৯	হুযুর ﷺ উৎসাহ বাড়িয়ে দিলেন	৩০২
ভীতিকর অবস্থা	২৫৯	বয়ান নম্বর ৪০	৩০৪
ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকার প্রয়োজন নাই	২৬০	অটলতা সহকারে সামান্য আমলও উত্তম	৩০৪
আগুন থেকে মুক্তির সনদ	২৬০	কামিল পীরের শর্ত	৩০৭
মদ্যপায়ী মুয়াজ্জিন হয়ে গেলো	২৬১	তাওবা করার কারণ	৩০৯
বয়ান নম্বর ৩৪	২৬৩	বয়ান নম্বর ৪১	৩১১
অন্তরের পবিত্রতা	২৬৩	মসজিদে প্রবেশের সময় দরূদ প্রেরণ	৩১১
হুযুরের যিকিরের আদব	২৬৩	হুযুর ﷺ মসজিদে অবস্থান করেন	৩১১
হুযুর ﷺ সাহায্য করলেন	২৬৫	ওসীলা পেশ করা সাহাবাদের পদ্ধতি	৩১৩
সবচেয়ে বড় কৃপণ ব্যক্তি	২৬৭	সাহাবীরা ডাকতো ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ্’	৩১৫
জানাযায় ফিরিশতা অবতরণ	২৬৮	বয়ান নম্বর ৪২	৩১৮
বয়ান নম্বর ৩৫	২৬৯	দুঃখ-দুর্দশার পরিসমাপ্তি	৩১৮
জান্নাত প্রশস্ত হয়ে যায়	২৬৯	জাহাজ ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপদ রইলো	৩১৮
উটের সাক্ষ্য	২৬৯	দরূদে তুনাজ্জিনা	৩১৯
সূদের ভয়াবহতা	২৭১	বলখ শহরের সওদাগর	৩২১
সূদের ধ্বংসলীলা	২৭৩	বয়ান নম্বর ৪৩	৩২৫
সূদের সত্তরটি স্তর	২৭৪	গুনাহ ক্ষমা করানোর উপায়	৩২৫
বয়ান নম্বর ৩৬	২৭৬	শাফায়াতের সুসংবাদ	৩২৬
সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য যথেষ্ট যে নূর	২৭৬	দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়ের পরিচিতি	৩২৮
দরূদ কি দাঁড়িয়ে পাঠ করা ওয়াজিব?	২৭৭	উদ্বেগময় পরিস্থিতি	৩২৯
দরূদ শরীফের বরকতে হুযুরের দীদার	২৮২	বয়ান নম্বর ৪৪	৩৩২
বয়ান নম্বর ৩৭	২৮৩	নূরানী চেহারায় খুশির ঝলক	৩৩২
তিনজন হতভাগা	২৮৩	একটি রহমতের অবস্থা	৩৩২
মুনাফেকী এবং দোযখ থেকে মুক্তি	২৮৩	ইছালে সাওয়াবের বরকত	৩৩৩

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রত্যেক নেক আমলের সাওয়াব ইছাল করুন	৩৩৫	বয়ান নম্বর ৫০	৩৭৩
উম্মে সা'আদ এর কুপ	৩৩৬	কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি	৩৭৩
ফিরিশতারাও ইছালে সাওয়াব করে	৩৩৭	কবর, জান্নাতের বাগান	৩৭৪
বয়ান নম্বর ৪৫	৩৩৯	জাহান্নামের গর্ত	৩৭৫
বরকত শূন্য কথোপকথন	৩৩৯	পরীক্ষা সন্নিকটে	৩৭৭
খাবারে বরকতের কারণ	৩৩৯	অনুকরণকারীরাই সফল	৩৭৮
ভয়ঙ্কর বিষ প্রভাবমুক্ত হয়ে গেলো	৩৪০	বয়ান নম্বর ৫১	৩৭৯
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ এর তাফসীর	৩৪১	রহমতের সত্তরটি দরজা	৩৭৯
দেখ! ঐ এসেছে আমার পাথেয়	৩৪৩	হযরত খিজির عَلَيۡهِ السَّلَام হচ্ছেন নবী	৩৮০
বয়ান নম্বর ৪৬	৩৪৫	জমিনে অবস্থানরত দু'নবী	৩৮০
অসম্পূর্ণ দরূদ	৩৪৫	আসমানে অবস্থানরত দু'নবী	৩৮১
দু'টি মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ বস্তু	৩৪৬	তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদা	৩৮৩
তিনটি বিষয়ের শিক্ষা	৩৪৮	কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ	৩৮৫
নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর নৌকা	৩৪৮	বয়ান নম্বর ৫২	৩৯০
আহলে বাইতের সাথে ভালবাসার দাবী	৩৫০	সত্তর হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ	৩৯০
বয়ান নম্বর ৪৭	৩৫৩	তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৩৯১
দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি	৩৫৩	আদমের কপালে নূরে মুহাম্মদী	৩৯২
দরূদ শরীফ না লিখার শাস্তি	৩৫৪	হুযুরের দুনিয়ায় আগমন	৩৯২
গলার ব্যথা দূর হয়ে গেলো	৩৫৫	মাতৃভাষা রক্ষার অসাধারণ পদ্ধতি	৩৯৪
দরূদে তাজ এর বরকত	৩৫৫	মু'জিযা সমূহ	৩৯৪
সালাত ও সালামের আশিকা	৩৫৭	নূরের খেলনা	৩৯৭
বয়ান নম্বর ৪৮	৩৫৯	হুযুরের সত্তায় মুজিযার সমাহার	৩৯৭
এক গুনাগারের ক্ষমা লাভের কারণ	৩৫৯	বয়ান নম্বর ৫৩	৩৯৯
আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু খাওয়ার সাওয়াব	৩৬০	সাহাবার প্রতি বিদ্রুপ, হুযুরের অপছন্দনীয়	৩৯৯
হুযুরের নাম মুবারক	৩৬১	হেদায়াতের উজ্জল নক্ষত্র	৩৯৯
নামে মুহাম্মদের বরকত	৩৬৩	**আল্লাহ পাকের** লানতের ভাগিদার	৪০০
মুহাম্মদ নাম রাখলে তার সম্মানও করো	৩৬৩	হুযুরের নৈকট্য অর্জনকারী সৌভাগ্যবান	৪০১
ওযু ছাড়া মুহাম্মদ নাম নিতো না	৩৬৪	**আল্লাহ পাকের** বন্ধু	৪০২
বয়ান নম্বর ৪৯	৩৬৬	সাহাবীর প্রতি বেআদবীর দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি	৪০২
সেটিই প্রথম সেটিই শেষ	৩৬৬	বয়ান নম্বর ৫৪	৪০৬
সিফ্‌তে আউয়াল এর ব্যাখ্যা	৩৬৮	তিনটি বিষয়ে ওসিয়ত	৪০৬
সিফ্‌তে আখির এর ব্যাখ্যা	৩৬৮	চাশ্‌তের নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব	৪০৬
তিনি যখন ছিলেন না তখন কিছুই ছিলো না	২৬৯	ফযরের নামাযের পর যিকিরুল্লাহ্‌'র ফযীলত	৪০৭
সর্ব প্রথম ও শ্রেষ্ঠ আমাদের নবী	৩৭১	অভাব দূর করার পদ্ধতি	৪০৯

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
রাতে শোয়ার সময়ের ওযীফা	৪১০	বয়ান নম্বর ৬০	৪৪৮
শাফায়াতের সুসংবাদ পেয়ে গেলাম	৪১১	শহীদদের সহচর	৪৪৮
বয়ান নম্বর ৫৫	৪১৩	ফিকহী ও হুকমী শহীদের মধ্যে পার্থক্য	৪৫০
আরশের ছায়া লাভকারী তিন সৌভাগ্যবান	৪১৩	শহীদের সাওয়াব	৪৫০
দিন-রাতের গুনাহের ক্ষমা	৪১৪	পদমর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে	৪৫১
দুঃখ যার চির সঙ্গী, তবে দরূদ পড়ো	৪১৪	নফসের সাথে জিহাদ, জিহাদে আকবর	৪৫২
মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান	৪১৪	নফসের প্রকারভেদ	৪৫৪
অন্তিম মুহুর্তে ওযীফা পাঠ	৪১৫	মন্দ স্বভাব হতে তাওবা	৪৫৫
উত্তম সঙ্গ গ্রহণ করুন	৪১৬	বয়ান নম্বর ৬১	৪৫৭
সুন্নাতের উপর আমল করার প্রতিদান	৪১৭	**রব তায়ালার** দরূদ প্রেরণ দ্বারা উদ্দেশ্য	৪৫৭
ড্রাইভারের রহস্যময় মৃত্যু	৪১৯	দীদারে ইলাহীর বাসনা	৪৫৭
বয়ান নম্বর ৫৬	৪২০	আজকে রাতেই হুযুর বরের বেশে	৪৫৮
ভূলে যাওয়া বিষয় স্বরণে এসে যাবে	৪২০	سُبْحٰن শব্দটির হিকমত	৪৫৯
স্মৃতি শক্তি মজবুত করার দরূদ	৪২০	মেরাজের সফরের শুরু	৪৬২
স্বরণশক্তি বৃদ্ধির পাঁচটি মাদানী ফুল	৪২১	মেরাজের সাক্ষ্যদানকারী সাহাবী	৪৬৫
জ্ঞান সংরক্ষন করার পদ্ধতি	৪২৩	বয়ান নম্বর ৬২	৪৬৭
স্বরণশক্তি হ্রাসের কারণ	৪২৪	রহমতের ভান্ডার	৪৬৭
অসাধারণ স্মৃতি শক্তি	৪২৫	আহলে সুন্নাতের নিদর্শন	৪৬৮
মাত্র এক মাসেই কোরআন হিফয	৪২৬	কোরআনে দরূদ ও সালামের আদেশ	৪৬৯
বয়ান নম্বর ৫৭	৪২৮	আযানের পর দরূদ পাঠ করার প্রমাণ	৪৭০
আল্লাহ পাকের রহমতের দৃষ্টি	৪২৮	আযান এবং সালাত ও সালামের মাঝে দুরত্ব রাখুন	৪৭১
নবী ছাড়া অন্য কারো প্রতি দরূদ পড়ার ফতোয়া	৪২৯		
আল্লাহ পাকের সালাম	৪৩২	কুমন্ত্রণা ও এর উত্তর	৪৭২
বয়ান নম্বর ৫৮	৪৩৫	বয়ান নম্বর ৬৩	৪৭৫
হুযুর আমাদের নাম জানেন	৪৩৫	জুমার দিনে দরূদে পাকের ফযীলত	৪৭৫
একটি কুমন্ত্রণা ও তার উত্তর	৪৩৬	হুযুরের সৌন্দর্য্যতা	৪৭৮
দশ হাজার দরূদে পাকের সাওয়াব	৪৩৮	চেহারা মুবারকের ঔজ্জল্যতা	৪৭৮
ভাগ্য জেগে উঠলো	৪৩৯	তিনি যদি উপস্থিত হন, তবে কি দেখার আছে	৪৮০
বয়ান নম্বর ৫৯	৪৪১	শরীর মুবারক	৪৮২
খিজির عَلَيْهِ السَّلَام এর পছন্দনীয় বৈঠক	৪৪১	আকৃতি মুবারক	৪৮২
মুহাদ্দিসীনে কিরামদের অভ্যাস	৪৪১	পবিত্র চুল মুবারক	৪৮২
হুযুরের সালাম	৪৪৪	নূরানী চক্ষু মুবারক	৪৮৩
সবুজ পোষাক	৪৪৫	মুখ মুবারক	৪৮৩
হাদীসে মুবারাকার সম্মান	৪৪৫	সত্যের সন্ধানী	৪৮৪

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার নিয়্যত

এই কিতাবটি পাঠ করার ২১টি নিয়্যত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ- মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।" (আল মু'জামুল কাবির, ৬/১৮৫, হাদীস- ৫৯৪২)

(১) প্রতিবার হামদ ও (২) সালাত এবং (৩) তাউয (اَعُوْذُ بِاللّٰه) ও (৪) তাসময়িা (بِسْمِ اللّٰه) সহকারে শুরু করবো। (এই পৃষ্ঠার প্রারম্ভে দেওয়া আরবী ইবারতটি পাঠ করাতে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) মাহফিলে উচ্চ আওয়াজে দরূদ শরীফ পাঠ করে অন্যকে এর প্রতি উৎসাহিত করবো। (৬) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বো। (৭) যথা সম্ভব এই কিতাব ওযু সহকারে (৮) ক্বিবলামুখী হয়ে পাঠ করব। (৯) কোরআনের আয়াত ও হাদীসে মুবারাকার যিয়ারত করবো। (১০) যেখানে যেখানে "**আল্লাহ্" পাকের** নাম আসে সেখানে "عَزَّوَجَلَّ" এবং (১১) যেখানে যেখানে "**নবী করীম**" এর নাম মুবারক আসবে সেখানে "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" পাঠ করবো। (১২) শরীয়াতের মাসআলা শিখবো। (১৩) যে জানে না তাকে শিখাব। (১৪) নিজের ব্যক্তিগত কপিতে প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ স্থানে **আন্ডারলাইন** করব। (১৫) যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে, তবে ওলামায়ে কিরামদের নিকট জিজ্ঞাসা করবো। (১৬) অন্যদেরকে এ কিতাব পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করব। (১৭) নিজেও দরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস গড়বা। (১৮) আর অন্যদেরকে এর ফযীলত বর্ণনা করে উৎসাহিত করবো। (১৯) এই কিতাব পাঠ করার সাওয়াব **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

সকল উম্মতের জন্য ইছাল (প্রেরণ) করব। (২০) কিতাবটি সম্পূর্ণ পড়ার জন্য ইলমে দ্বীন অর্জনের নিয়্যতে প্রতিদিন কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে ইলমে দ্বীন অর্জনের সাওয়াবের হকদার হবো। (২১) কিতাবের লিপিকাকরণ ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা লিখিতভাবে প্রকাশকদেরকে অবহিত করব।

(প্রকাশক ও রচয়িতাদের কিতাবের ভূলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বলাতে তেমন কোন উপকার হয়না।)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ)-র পক্ষ থেকে:

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحۡسَانِہٖ وَ بِفَضۡلِ رَسُوۡلِہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের کَثَّرَھُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরু দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. কিতাব অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র সর্বপ্রথম প্রধান কাজ হচ্ছে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত,

মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনার মাদানী কাজে সবধরণের সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া' মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি।

প্রথমে এটা পড়ে নিন

সকল প্রসংশা সেই মহান সত্তার প্রতি যিনি নিজের ইবাদতের জন্য জ্বিন ও মানব সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। নিঃসন্দেহে **তাঁর** প্রতিটি নেয়ামত স্বয়ং খুবই গুরুত্ব বহন করে, কিন্তু এটা স্বীকৃত, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, আমাদের মাঝে **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় জগতের জন্য রহমত স্বরূপ **আল্লাহ পাকের** এই নেয়ামত সকল নেয়ামতের উপর প্রাধান্য রাখে, কেননা **আল্লাহ পাক** নিজের কোন নেয়ামতের ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করে এর দ্বারা উদারতা দেখাননি, কিন্তু **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্পষ্টভাবে অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করে ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় মুসলমানদের প্রতি **আল্লাহ পাকের** বড়ই অনুগ্রহ যে, তাদের মাঝে এদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন।"

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের চাহিদা হলো যে, সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকের** বিধানাবলী পালন করা। এমনিতে তো তিনি আমাদের অসংখ্য বিধানাবলী দ্বারা সজ্জিত করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার আদেশ খুবই মহান, কেননা এই আদেশ দেয়ার পূর্বে **আল্লাহ পাক** নিজে এবং **তাঁর** নিস্পাপ ফিরিশতাদের দরূদ শরীফ প্রেরণ করার আলোচনা করে ইরশাদ করেন: "**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় **আল্লাহ্** ও **তাঁর** ফিরিশতা দরূদ প্রেরণ করেন এ অদৃশ্য বিষয় বর্ণনাকারী **(নবী)**'র উপর।" (পারা ২২, আল আহযাব, আয়াত: ৫৬) এরপর আমাদেরও এই মহান কাজের আদেশ দেন, অসংখ্য হাদীস শরীফও দরূদ শরীফের উৎসাহ ও ফযীলত দ্বারা ভরপুর।

জানা গেলো, দরূদ ও সালাম পাঠ করা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির মাধ্যম। ভাবুন যে, এক দিকে যেই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমাদের প্রতি অসংখ্য দয়া রয়েছে এবং

অন্যদিকে প্রতিটি বিশেষ সময়ে গুনাহগার উম্মতদের স্মরণ করে **যাঁর** দয়াময় চোখ অশ্রু সজল হয়ে গেছে, কেনইবা এই স্নেহশীল ও দয়াময় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি প্রদর্শন করার জন্য এই পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করবো না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে দরূদ ও সালাম পাঠ করার খুবই উৎসাহ দেয়া হয়। এই কিতাবটিও আসলে মাদানী চ্যানেলের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান **"ফয়যানে দরূদ ও সালাম"**এ শাহাজাদায়ে আত্তার হাজী আবু হিলাল মুহাম্মদ বিলাল রযা আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِى এর করা বয়ানেরই সমষ্টি। দরূদ পাকের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ এই বয়ানগুলোকে **"গুলদস্তায়ে দরূদ ও সালাম"** নামে লিখিত আকারে পেশ করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে, আর **দা'ওয়াতে ইসলামীর** অনুবাদ মজলিশ (এই কিতাবটি বাংলা ভাষায় **"দরূদ ও সালামের পুষ্পধারা"** নামে প্রকাশ করছে।)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই কিতাবে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** বয়ান বিভাগ (আল মদীনাতুল ইলমিয়া) এর ৫জন ইসলামী ভাই কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, বিশেষকরে সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী এবং ফরমান আলী আত্তারী মাদানী খুবই পরিশ্রম করেছে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে **"নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা"** করার জন্য মাদানী ইনআমাত এর উপর আমল এবং কাফেলার মুসাফির হতে থাকার তৌফিক দান করুক আর **দা'ওয়াতে ইসলামীর আল মদীনাতুল ইলমিয়া** সহ সকল বিভাগকে উত্তোরত্তোর সাফল্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ** {দা'ওয়াতে ইসলামী}
২৫ সফরুল মুজাফ্ফর ১৪৩৫ হিজরি, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ইংরেজি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বয়ান নম্বর ১

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে সুসজ্জিত করো, কেননা আমার উপর তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

(জামিউস সাগীর, হরফুয যাঈ, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই কোন যিকিরের মাহফিলে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হয় এবং সেখানে **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত নাম নেয়া হয়, মজলিশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বরকত লাভের আশায় দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত, যাতে আমাদের পঠিত এ দরূদ শরীফ কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য নূর হয় এবং ক্ষমা ও মাগফিরাতের মাধ্যমও হয়ে যায়। যেমনিভাবে-

প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা কাজে এসে গেল

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: "কিয়ামতের দিন হযরত সায়্যিদুনা আদম সাফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরশের পাশে একটি বিশাল ময়দানে অবস্থান করবেন, তিনি সবুজ কাপড়

www.dawateislami.net

পরিহিত অবস্থায় থাকবেন, আপন সন্তানদের মাঝে ঐ সকল লোকদের দেখতে পাবেন যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে এবং আপন সন্তানদের মধ্যে তাদেরকেও দেখতে পাবেন যারা জাহান্নামে যাচ্ছে। ঐ সময় আদম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন উম্মতকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে দেখবেন। সায়্যিদুনা আদম عَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام আহ্বান করবেন: হে আহমদ! হে আহমদ! **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: "লাব্বাইক হে আবুল বশর!" হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَیْهِ السَّلَام বলবেন: "আপনার এক উম্মত জাহান্নামে চলে যাচ্ছে।" এটা শুনে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ফিরিশতাদের পিছু নিবেন, আর বলবেন: "হে আমার প্রতিপালকের ফিরিশতারা! থামো।" তারা আরয করবে: "আমরা আদেশপ্রাপ্ত ফিরিশতা, যে কাজের জন্য **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন সেটার অবাধ্যতা আমরা করিনা, আমরা তাই করি যা আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে।" তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুঃখিত হয়ে আপন দাঁড়ি মুবারককে বাম হাতে ধরবেন এবং আরশের দিকে হাতে ইঙ্গিত করে বলবেন: "**হে আমার পরওয়ারদগার!** তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করোনি যে, আমাকে আমার উম্মতের ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্থ করবেনা।" আরশ থেকে আওয়াজ আসবে: "হে ফিরিশতা! **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আনুগত্য করো এবং তাকে ফিরিয়ে দাও।" অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের একটি থলে থেকে একটি সাদা কাগজ বের করবেন এবং সেটাকে মীযানের ডান পাল্লায় রেখে বলবেন: "بِسْمِ الله" অতঃপর নেকীর পাল্লা গুনাহের পাল্লার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে। আওয়াজ আসবে: "সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী হয়ে গেলো এবং তার মীযান ভারী হয়ে গেলো। তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। ঐ বান্দা বলবে: "হে আমার প্রতিপালকের ফিরিশতা! একটু দাড়াও, আমি এ বান্দার সাথে কথা বলে নিই, যিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে এতোই সম্মানিত।" এরপর সে আরয করবে: "আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গীত হোক! আপনার নূরানী চেহারা

www.dawateislami.net

কতইনা সুন্দর এবং আপনার আকৃতিও অনেক সুন্দর, আপনি আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করিয়ে আমার অশ্রুর প্রতি দয়া করেছেন (আপনি কে?)।" তখন **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: "اَنَا نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ وَهٰذِهٖ صَلَاتُكَ الَّتِيْ كُنْتَ تُصَلِّيْ عَلَيَّ وَقَدْ وَفَّيْتُكَ اَحْوَجَ مَا تَكُوْنُ اِلَيْهَا অর্থাৎ আমি তোমার নবী **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আর এগুলো তোমার ঐ দরূদ যা তুমি আমার প্রতি প্রেরণ করতে এবং আমি তোমার ঐসমস্ত হাজত পূরণ করে দিয়েছি যার তুমি মুখাপেক্ষী ছিলে।"(মাওসূআহ ইবনে আবিদ দুনইয়া ফী হুসনিয যান্নে বিল্লাহ্, ১/৯১, হাদীস নং-৭৯)

রাব্বি সাল্লিম! কে কেহনে ওয়ালে পর, জান কে সাথ হোঁ নিসার সালাম।
ওহ সালামত রাহা কিয়ামত মে, পড় লিয়ে দিল সে জিস নে চার সালাম।

(যওকে নাত, ১১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বরকত অর্জন, মারিফাত তথা **আল্লাহ পাকের** সান্নিধ্য লাভের ক্ষেত্রে উন্নতি ও صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জনের জন্য অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠের বিকল্প আর কিছু নেই। নিঃসন্দেহে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার অগণিত ফযীলত ও বরকত রয়েছে যা লিখে শেষ করা অসম্ভব।

সালাত ও সালামের বিষয়ের উপর অসংখ্য কিতাব রচনা হয়েছে। এর ফযীলত ও প্রতিফল ওলামায়ে কিরাম বয়ান করেই আসছেন। কলমের কালি শেষ হতে পারে, বয়ানের শব্দাবলী শেষ হতে পারে কিন্তু **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালাম এর বিষয় বর্ণনা করে শেষ করা যাবেনা। মনে রাখবেন! দরূদে পাক এমন একটি আমল যা স্বয়ং **আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও** করে থাকেন। যেমনিভাবে কোরআনে পাকে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২,আল আহযাব, আয়াত-৫৬)

__কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ__: নিশ্চয় **আল্লাহ** ও **তাঁর** ফিরিশতা দরূদ প্রেরণ করেন এ অদৃশ্য বিষয় বর্ণনাকারী (**নবী**)'র উপর, হে ঈমানদারগণ **তাঁর** উপর দরূদ ও বেশি পরিমাণে সালাম প্রেরণ করো।

www.dawateislami.net

এ পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা খুশিতে নুরের আলো বিচ্ছুরিত করতে লাগলো এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমাকে মুবারকবাদ দাও, কেননা আমাকে ঐ আয়াতে মুবারাকা দান করা হয়েছে যা আমার নিকট দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে সবগুলোর চেয়ে বেশি প্রিয়।”

(রুহুল বয়ান, পারা ২২, সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/২২৩)

গোপন ইলম

একবার সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাকের** এই বাণীর ব্যাপারে আপনার কি অভিমত اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “اِنَّ هٰذَا لَمِنَ الْمَكْتُوْمِ لَوْ لَا اَنَّكُمْ سَاَلْتُمُوْنِىْ عَنْهُ مَا اَخْبَرْتُكُمْ بِهٖ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে এটা গোপন ইলমের ব্যাপারে আলোচনা যদি তোমরা এ বিষয়ে প্রশ্ন না করতে আমি তোমাদেরকে কিছুই বলতাম না। اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِىْ مَلَكَيْنِ لَا اُذْكَرُ عِنْدَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّىْ عَلَىَّ اِلَّا নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** আমার জন্য দু’জন ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন, যে মুসলমানের সামনে আমার আলোচনা করা হয় আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে قَالَ ذَانَاكَ الْمَلَكَانِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ وَقَالَ اللهُ وَمَلَائِكَتُهٗ جَوَابًا لِذَيْنِكَ الْمَلَكَيْنِ اٰمِيْن তখন ঐ দু’জন ফিরিশতা বলে: **আল্লাহ পাক** তোমাকে ক্ষমা করুন, **আল্লাহ পাক** ও তাঁর ফিরিশতাগণ এ ফিরিশতাদ্বয়ের উত্তরে আমীন বলেন।”

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, সপ্তম অধ্যায়, ১/১৭, দ্বিতীয় অংশ, হাদীস নং- ৩০২৪)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **“তাফসীরে দুররে মনছুরে”** ইবনে নাজ্জার ও ইবনে মারদাওয়াই এর বরাতে বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতে আরো অতিরিক্ত উদ্ধৃত করেন: “ وَلَا اُذْكَرُ عِنْدَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَلَا يُصَلِّىْ عَلَىَّ اِلَّا আর যে মুসলমানের সামনে আমার আলোচনা করা হয়

www.dawateislami.net

আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে না, قَالَ ذٰلِكَ الْمَلَكَانِ: لَا غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ وَقَالَ اللّٰهُ وَمَلَائِكَتُهٗ لِذَيْنِكَ الْمَلَكَيْنِ اٰمِيْن তখন ঐ দু'জন ফিরিশতা বলে: **আল্লাহ পাক** তোমাকে ক্ষমা না করুক আর **আল্লাহ পাক** ও তাঁর ফিরিশতাগণ তাদের উত্তরে আমীন বলেন।" (দুররে মনছুর, পারা২২, সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৬৫২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "উল্লেখিত পবিত্র আয়াতে (অর্থাৎ দরূদে পাকের আয়াতে) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুস্পষ্ট প্রশংসা বিদ্যমান রয়েছে। এতে ঈমানদারদেরকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমে অনেক হুকুম আহকাম প্রকাশ করেছেন যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু কোন জায়গায় এটা ইরশাদ করেননি যে, এ কাজ আমিও করি, আমার ফিরিশতারাও করে এবং হে ঈমানদারগণ! তোমরাও করো, কেবল দরূদ শরীফের ব্যাপারেই এভাবে ইরশাদ করেছেন। এর কারণ একেবারে সুস্পষ্ট। কেননা কোন কাজ এমন নেই যা **আল্লাহ পাকের** করেন এবং বান্দাও করে। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** কাজ আমরা করতে পারবোনা আর আমাদের কাজকর্ম থেকে **আল্লাহ পাকের** শান অনেক উর্দ্ধে।"

যদি কোন কাজ এমন থাকে যা **আল্লাহ তাআলারও**, ফিরিশতাদেরও এবং মুসলমানদেরও যার আদেশ **আল্লাহ পাক** দিয়েছেন আর তা হচ্ছে একমাত্র **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ প্রেরণ করা। যেভাবে ঈদের চাঁদ সকলেই দেখে থাকে তদ্রুপ মদীনার চাঁদের প্রতি সকল সৃষ্টি ও স্বয়ং স্রষ্টার দৃষ্টি রয়েছে। (শানে হাবীবুর রহমান, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

আলা হযরতের ভাইজান, হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন নাতের গ্রন্থ **যওকে নাত** এর মধ্যে কত সুন্দর লিখেন:

জিনকে হাতোঁ কে বানায়ে হোয়ে হেঁ হুসনো জামাল
আয় হাসীঁ ! তেরী আদা উস কো পছন্দ আয়ী হে

(যওকে নাত, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এয়সা তুঝে খালিক নে তারাহ দার বানায়া
ইউসুফ কো তেরা তালিবে দীদার বানায়া
(যওকে নাত, ৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোক্ত আয়াতে করীমায় **আল্লাহ পাক** ও ফিরিশতাগণের দরূদ প্রেরণ করার আলোচনার পাশাপাশি আমাদেরকেও দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি মনে রাখবেন যদিও একই শব্দের সম্পর্ক **আল্লাহ পাক**, ফিরিশতা ও মুমিনদের প্রতি করা হয়েছে কিন্তু সম্পর্কিত সত্তা অনুযায়ী এর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। যেমনিভাবে ইমাম বাগাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**আল্লাহ পাকের** দরূদ হচ্ছে রহমত অবতীর্ণ করা, আর ফিরিশতা ও আমাদের দরূদ হচ্ছে রহমতের জন্য দোয়া করা।"

(শরহুস সুন্নাহ লিল ইমাম বাগাভী, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাতি আ'লান নবী, ২/২৮০)

আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াতে করীমায় এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আমি সব সময়, সর্বমুহুর্তে আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করি। এখানে **প্রশ্ন** আসতে পারে যে, যখন **আল্লাহ পাক** স্বয়ং রহমত অবতীর্ণ করেন তবে আমাদের দরূদ শরীফ তথা রহমতের জন্য দোয়া করার জন্য কেন আদেশ দিয়েছেন? কেননা প্রার্থনা ঐ বস্তু করা হয় যা পূর্বে অর্জন হয়নি, যখন পূর্ব থেকেই রহমত অবতীর্ণ হচ্ছে, তবে কেন প্রার্থনা করার আদেশ দেয়া হলো?

এর **উত্তর** হচ্ছে: যখন কোন ভিখারী কারো দরজায় ভিক্ষা করতে যায় তখন ঘরের মালিকের সন্তান ও ধন সম্পদের জন্য দোয়া করতে করতে যায়, দানশীলের সন্তান সন্তুতি জীবিত থাকুক, ধন-সম্পদ নিরাপদ রাখুন, ঘর সদা খুশি রাখুন ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন এ দোয়া ঘরের মালিক শুনেন তখন বুঝে নেয়, এ ভিখারী অত্যন্ত ভদ্র, ভিক্ষুক কিন্তু আমার সন্তানের মঙ্গল কামনা করছে তখন খুশি হয়ে কিছু না কিছু তার ঝুড়িতে দিয়ে দেয়। এখানে আদেশ দেয়া হয়েছে: হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আমার কাছে কিছু প্রার্থনা

www.dawateislami.net

করতে আসবে, আমিতো সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র, কিন্তু আমার একজন **প্রিয় হাবীব** রয়েছে, তিনি হচ্ছেন **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ঐ **হাবীবের** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, তাঁর আহলে বাইত তথা পরিবার পরিজন ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) কল্যাণ কামনা করে, তাদের জন্য দোয়া করে আসলে তবে যে রহমতের বৃষ্টি তাঁদের উপর বর্ষণ হচ্ছে সেগুলোর ছিটা তোমাদের উপরও প্রদান করা হবে। (শানে হাবীবুর রহমান, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ছিটাগুলোর মধ্যে একটা ছিটা এটাও যে রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে: " مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً অর্থাৎ যে ব্যক্তি **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** ফিরিশতাগণ তার উপর সত্তরটি রহমত অবতীর্ণ করেন।"

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস, ২/৬১৪, হাদীস নং-৬৭৬৬)

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত নাতের গ্রন্থ "**হাদায়িকে বখশীশ**" এর মধ্যে দরবারে রিসালতে আরয করেন:

ওয়হী রব হে জিস নে তুঝ কো হামা তন করম বানায়া,
হামে ভীক মাঙ্গনে কো তেরা আ-স্তাঁ বাতায়া।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এ পবিত্র আয়াতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, হে দরূদ ও সালাম পাঠকারীরা! কোন অবস্থাতেই এ ধারনা করবেনা যে, **আমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর আমার রহমত অবতীর্ণ হওয়া তোমাদের প্রার্থনার উপর নির্ভর করে এবং **আমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের দরূদ ও সালামের মুখাপেক্ষী। তোমরা দরূদ শরীফ পাঠ করো বা না করো, তাঁর উপর আমার রহমত সর্বক্ষণিক বর্ষণ হতে থাকবে। তোমাদের জন্য ও তোমাদের দরূদ ও সালাম পাঠ করা এখনকার বিষয় আর **প্রিয় হাবীব**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর রহমতের বর্ষণ তো তখন থেকেই যখন "**যখন**" ও "**কখন**"ও সৃষ্টি হয়নি। "**যেথায়**" "**তথায়**" "**কোথায়**" এর পূর্বেই তাঁর উপর রহমতই রহমত। তোমাদের দ্বারা দরূদ শরীফ পাঠ করানো অর্থাৎ **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য রহমতের দোয়া করানো তোমাদের নিজেদের উপকারের জন্য, তোমরা দরূদ ও সালাম পাঠ করলে অগণিত সাওয়াব ও প্রতিদান পাবে।" (শানে হাবীবুর রহমান, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বলেন: "কোন গুনাহ থেকে পরিত্রান পেতে চাইলে এর পদ্ধতি হচ্ছে, ঐ গুনাহের ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে যে অপকারীতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং গুনাহ করলে যে শাস্তির আলোচনা হয়েছে তা অধ্যয়ন করা। اِنۡ شَآءَ الله নিজের অজান্তেই এ গুনাহের প্রতিকার শুরু হয়ে যাবে। এছাড়া কোন নেক কাজের অভ্যাস করতে চাইলে এর ফযীলত ও সাওয়াবের প্রতি মনোযোগ দিন, اِنۡ شَآءَ الله অন্তর নেক আমলের প্রতি ধাবিত হয়ে যাবে। আসুন! দরূদ ও সালামের অভ্যাস করার নিয়্যতে এর কিছু ফযীলত শ্রবণ করি।

পুরস্কারের সমাহার

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه "**জযবুল কুলূব**" এর মধ্যে বলেন: "যখন কোন মুমিন বান্দা একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন, (দশটি গুনাহ মুছে দেন) দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, দশটি নেকী দান করেন, দশজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব দান করেন।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২২, হাদীস নং-২৫৭৪) এবং বিশটি গাযওয়া তথা ধর্মীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সাওয়াব দান করা হয়। (ফিরদাওসুল আখবার, ১/৩৪০, হাদীস নং-২৪৮৪) দরূদে পাক দোয়া কবূল হওয়ার মাধ্যম (ফিরদাওসুল আখবার, ২/২২, হাদীস নং-৩৫৫৪) তা পাঠের দ্বারা

www.dawateislami.net

শাফায়াতে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওয়াজিব হয়ে যায়। (মু'জামুল আওসাত, মিন ইচমুহু বকরিন, ২/২৭৯, হাদীস নং-৩২৮৫) জান্নাতের দরজায় **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জন হবে, দরূদে পাক সমস্ত পেরেশানী দূর ও সকল হাজত (চাহিদা) পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট। (দুররে মনছুর, পারা-২২, সূরা আহযাব এর ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৬৫৪) দরূদ শরীফ গুনাহের কাফফারা, (জালাউল আফহাম, ২৩৪ পৃষ্ঠা) সদকার স্থলাভিষিক্ত বরং সদকার চেয়েও উত্তম।" (জযবুল কুলূব, ২২৯ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ আরো বলেন: "দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা বিপদাপদ দূর হয়, রোগের শিফা তথা আরোগ্য লাভ হয়, ভয়-ভীতি দূর হয়, অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, শত্রুর উপর বিজয় লাভ হয়, **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং **তাঁর** ভালবাসা সৃষ্টি হয়, ফিরিশতা তার আলোচনা করে, আমল পরিপূর্ণ হয়, মন-প্রাণ, ধন-সম্পদের পবিত্রতা লাভ হয়, পাঠকারী আনন্দিত থাকে, বরকত অর্জন হয়, বংশানুক্রমিক ভাবে চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত এ বরকত অব্যাহত থাকে।" (জযবুল কুলূব, ২২৯ পৃষ্ঠা)

দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ হয়, দুনিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, অভাবগ্রস্থতা দূর হয়, ভুলে যাওয়া বস্তু স্মরণে এসে যায়, ফিরিশতাগণ দরূদ শরীফ পাঠকারীকে সুরক্ষিত রাখে, দরূদ শরীফ পাঠকারী যখন পুলসিরাত অতিক্রম করবে তখন নূর বিচ্ছুরিত হবে এবং সে অটল অবিচলতার সাথে চোখের পলকে পার হয়ে যাবে। মহান সৌভাগ্য হচ্ছে, দরূদ শরীফ পাঠকারীর নাম **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করা হয়, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য অন্তরে বসে যায় এবং অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধ্যান মন মানসিকতায় দৃঢ় হয়ে যায় আর সৌভাগ্যবানদের **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্যতার মর্যাদা অর্জিত হয়, এছাড়া স্বপ্নে **প্রিয় নবী,**

মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য হয়। কিয়ামতের দিন **মদীনার তাজেদার, রাসূলে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মুসাফাহা করার সৌভাগ্য নসীব হবে, ফিরিশতারা মারহাবা বলে থাকে এবং ভালবাসে, ফিরিশতারা তার দরূদ শরীফকে স্বর্ণের কলম দ্বারা রুপার কাগজে লিখেন, তার ক্ষমার জন্য দোয়া করেন। (ভুপৃষ্ঠে ভ্রমণকারী ফিরিশতারা) তার দরূদ শরীফকে আশ্রয়হীনদের আশ্রয়স্থল **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পাঠকারীর নাম ও পিতার নাম সহ পেশ করেন। (জযবুল কুলুব, ২২৯ পৃষ্ঠা)

মহান সৌভাগ্য

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"জযবুল কুলুব"** এর মধ্যে আরো বলেন: "দরূদ ও সালাম পেশকারীর জন্য সর্বোত্তম সৌভাগ্য হচ্ছে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং তার সালামের উত্তর প্রদান করেন। একজন নগণ্য গোলামের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে যে, স্বয়ং **রহমতে আলম হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালামের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে কল্যাণ ও নিরাপত্তার দোয়া দ্বারা ধন্য করে। যদি সারা জীবনে শুধুমাত্র একবার এ সৌভাগ্য নসীব হয় তবে হাজারো সৌভাগ্য ও সম্মান এবং কল্যাণ ও নিরাপত্তার মাধ্যম হবে।" (জযবুল কুলুব, ২৩০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়, ফরয ও ওয়াজিব সমূহ পালনের পাশাপাশি সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমল সমূহ পালন করার মন-মানসিকতা প্রদান করা হয় এছাড়া অধিকহারে যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে অভ্যস্ত করানো হয়। এগুলো ছাড়াও হামদে **বারী তায়ালা** এবং **নাতে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতও অর্জন হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে হামদ ও নাতের বরকত অর্জনকারীদের উপর অনেক সময় এমন দয়ার দৃষ্টি হয় যে, শ্রবণকারী ঈর্ষান্বিত হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) নিবাসী এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ কিছুটা এরুপ; সৌভাগ্যক্রমে একবার আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য নসীব হলো। সফরকালীন সময় একদিন মাদানী কাফেলার অংশগ্রহণকারীরা নাত মাহফিলের আয়োজন করলো, যাতে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় মগ্ন হয়ে ভাব-গম্ভীর পরিবেশে নাতে রাসূল পাঠ করলো, যা শুনে আমার অন্তর প্রভাবিত হয়ে গেলো, এ ভাব-গম্ভীর অবস্থায় আমার তন্দ্রা এসে গেলো। প্রকাশ্য চোখ তো বন্ধ হয়ে গেলো, কিন্তু অন্তরের চোখ জেগে উঠলো। দেখলাম আমার সামনে **তাজেদারে মদীনা হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন জলওয়া নিয়ে উপস্থিত আছেন আর আমি ব্যাকুলভাবে কান্না করছি। এমন সময় আমি অধমের উপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া এসে গেলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতের বাহু প্রশস্থ করে রহমতের ছায়ায় স্থান দিলেন। আমার অনুভূতি এমন হলো, যেন সমগ্র জগতের ভান্ডার হাতে এসে গেলো। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এই সৌভাগ্য মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে নসীব হলো, অন্যথায় কোথায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আর কোথায় আমি গুনাহগার।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ভালবাসা দান করো, সারা জীবন **তাঁর** সুন্নাতের উপর চলার ও **তাঁর** পবিত্র সত্তার উপর ধ্যান মগ্ন হয়ে অধিকহারে দরূদ ও সালামের নাযরানা পেশ করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ২

সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা রুয়াইফা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করল: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ তবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেল।" (মু'জাম কবীর, ৫/২৬, হাদীস নং-৪৪৮০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ দরূদে পাক মুখস্থ করে নিন এবং উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে অধিকহারে পাঠ করতে থাকুন اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে কিয়ামতের দিন আমাদের মত গুনাহগারদের **উম্মতের সুপারিশকারী প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব হবে। এছাড়া দরূদে পাকের অগণিত উপকারিতা রয়েছে, একটি উপকার এটাও যে, দরূদে পাকের বরকতে দোয়া কবূল হয়ে থাকে। যেমনিভাবে-

দোয়া কবূল হওয়ার সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা ফুযালা বিন উবাইদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (মসজিদে) উপস্থিত ছিলেন এসময় এক ব্যক্তি আসলো, সে নামায আদায় করলো অতঃপর এ বাক্যগুলো দ্বারা দোয়া করলো: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ অর্থাৎ **হে আল্লাহ!** আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার উপর দয়া করো।" **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ হে নামাযী তুমি তাড়াতাড়ি করেছো। اِذَاصَلَّيْتَ فَقَعَدْتَّ فَاحْمِدِ اللهَ بِمَاهُوَ اَهْلُهٗ وَصَلِّ عَلَىَّ ثُمَّ ادْعُهُ যখন তুমি নামায আদায় করে বসবে তখন (সর্বপ্রথম) **আল্লাহ পাকের** এমন প্রশংসা করবে যা **তাঁর** উপযুক্ত এবং **আমার** উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে এরপর দোয়া করবে।"

www.dawateislami.net

বর্ণনাকারী বলেন: এরপর আরো একজন লোক নামায আদায় করলো, অতঃপর (অবসর হয়ে) **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা করলো এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদে পাক পাঠ করলো তখন **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ اُدْعُ تُجَبْ হে নামাযী! দোয়া করো, কবূল করা হবে।" (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৯০, হাদীস নং-৩৪৮৭)

বর্ণনাকৃত রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা গেল, যদি দোয়া প্রার্থনাকারী (দোয়া) কবূল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে তবে তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, দোয়ার পূর্বে ও পরে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদে পাক পাঠ করা।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ফাযায়িলে দোয়া"** এর ৬৮ পৃষ্ঠায় আলা হযরতের পিতা, রঙ্গসুল মুতাকাল্লিমীন হযরত আল্লামা মাওলানা নক্বী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দোয়ার আদব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "পূর্বে ও পরে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও **তাঁর** পরিবার পরিজন এবং সাহাবীদের উপর দরূদ প্রেরণ করুন, কেননা দরূদ শরীফ **আল্লাহ পাকের** দরবারে মাকবুল আর মহান দয়ালু **প্রতিপালকের** শান এর চেয়ে উর্ধ্বে যে, পূর্বের ও পরের দোয়া কবূল করবেন আর মাঝখানের (দোয়াকে) ফেরত দিবেন।"

জমিন ও আসমানের মধ্যে ঝুলন্ত দোয়া

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: " اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم অর্থাৎ দোয়াকে জমিন এবং আসমানের মধ্যখানে থামিয়ে দেয়া হয়, যতক্ষন পর্যন্ত তুমি আপন **নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে না, ততক্ষন পর্যন্ত আর উর্ধ্বে উঠতে পারে না।" (তিরমিযী, কিতাবুত তাওবা, ২/২৮, হাদীস নং-৪৮৬) হযরত আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **হুযুর পুরনূর**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلدُّعَاءُ مَحۡجُوۡبٌ عَنِ اللهِ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَهۡلِ بَيۡتِهٖ অর্থাৎ দোয়া **আল্লাহ পাকের** থেকে আড়ালে থাকে, যতক্ষন পর্যন্ত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** আহলে বাইতের প্রতি দরূদ প্রেরণ করা হবে না।" (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/৩৫, হাদীস নং-৩২১২)

হে প্রিয়তম! দোয়া হচ্ছে পাখি এবং দরূদ শরীফ হচ্ছে এর মূল পালক (অর্থাৎ ডানার সবচেয়ে বড় পালক), পাখি পালক ছাড়া কিভাবে উড়তে পারবে!

পাখির ডানার সবচেয়ে বড় পালক যা ছাড়া কোন পাখি উড়তে পারবে না, তাকে মূল পালক বলে। অর্থাৎ দোয়া একটি পাখি আর দরূদ শরীফ তার মূল পালকের মতোই, সুতরাং এমন পাখি যার মূল পালকই না থাকে তবে তা কিভাবে উড়বে, এমনিভাবে যে দোয়া দরূদ শরীফ বিহীন হয় তা কিভাবে মাকবুল হতে পারে? (ফাযায়িলে দোয়া, ৬৯ পৃষ্ঠা)

সুতরাং আমাদের উচিৎ, চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা, বিশেষ করে আমাদের দোয়ার শুরুতে এবং শেষে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পড়ার অভ্যাস তৈরী করা উচিত, اِنۡ شَآءَ الله এর বরকতে আমাদের দোয়া **আল্লাহ পাকের** দরবারে কবুল হবে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নিষ্পাপ ফিরিশতাগণ **তাজেদারে মদীনা হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

দরবারে নববীতে ফিরিশতাদের হাজেরী

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীক্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। লোকেরা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করলে তখন হযরত সায়্যিদুনা কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: “প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়, যারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবর শরীফকে ঘিরে রাখে, আপন পাখাকে বিছিয়ে দেয় এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকে, যখন সন্ধ্যা হয় তখন তারা উপরে চলে যায় আর তাদের মতো (দ্বিতীয় ফিরিশতার দল) অবতীর্ণ হয় তারাও অনুরূপ করে থাকে “ حَتّٰی اِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْاَرْضُ خَرَجَ فِیْ سَبْعِیْنَ اَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ یَزِفُّوْنَهُ এমনকি যখন ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হবে তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্তর হাজার ফিরিশতার সাথে বের হবেন যারা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পৌঁছিয়ে দিবেন।” (মিশকাত, বাবুল কারামাত, ২/৪০১, হাদীস নং-৫৯৫৫)

এ রেওয়ায়েতের পাদটীকায় প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “মনে রাখবেন, সকল ফিরিশতা সর্বদা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ প্রেরণ করে থাকে কিন্তু এ সত্তর হাজার ফিরিশতা হচ্ছে তারা যারা জীবনে একবার (**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি পাবে। এসব ফিরিশতা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকত অর্জন করার জন্য উপস্থিত হয়। যে ফিরিশতা একবার উপস্থিত হবে তার দ্বিতীয়বার উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হবেনা। সারা জীবনে কেবল কয়েক ঘন্টা অর্থাৎ অর্ধ দিবসের হাজিরী নসীব হয়। یَزِفُّوْنَ গঠন হয়েছে زَفٌّ থেকে, زَفٌّ এর অর্থ হচ্ছে: মাহবুবকে মাহবুব পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া, এটা থেকে زِفَاف (অর্থাৎ বধুবিদায়) কেননা এতে কনেকে বরের বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হয়, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সেই

www.dawateislami.net

দিনের নিয়োজিত ফিরিশতা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বরের মতো মাঝখানে নিয়ে **মহান প্রতিপালকের** নিকট পৌঁছিয়ে দিবেন।" (মিরআত, ৮/২৮২-২৮৩)

আমার আক্বা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ **"হাদায়িকে বখশীশ"** এর মধ্যে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে কতইনা সুন্দর ভাবে লিখেছেন:

সত্তর হাজার সোবহ হে সত্তর হাজার শা'ম
ইয়ুঁ বন্দেগীয়ে যুলফ ও রুখ আ'টো পহর কী হে
জু একবার আয়ে দোবারা না আয়েঙ্গে
রুখসত হী বারগাহ সে বস ইস কদর কী হে
তড়পা করেঁ বদল কে ফির আ'না কাহা নসীব
বে হুকম কব মজাল পরিন্দে কো পর কী হে
এ্যা ওয়ায়ে বে কসী তামান্না কে আব উম্মীদ
দিন কো না শাম কী হে না শব কো সহর কী হে
ইয়ে বদলিয়াঁ না হোঁ তু করোড়ো কী আস জায়ে
অওর বারগাহে মরহমতে আম তর কী হে
মা'সূমোঁ কো তু উমর মে সিরফ একবার, বার
আসি পড়ে রাহে তু চালা ওমর ভর কি হে
(হাদায়িকে বখশীশ, ২২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দিন হোক বা রাত আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফের ফুল বর্ষণ করতে থাকা উচিৎ। এতে কখনোই অবহেলা করা উচিৎ নয়। এমনিতেই আমাদের উপর **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য দয়া রয়েছে। সায়্যিদা আমেনা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا এর গর্ভ থেকে দুনিয়ার আলো বাতাসে আগমন করতেই **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদা করেন এবং ঠোঁটে এই দোয়া ছিলো: "رَبِّ هَبْ لِىْ اُمَّتِى অর্থাৎ **পরওয়ারদিগার!** আমার উম্মতকে আমার জিম্মায় করে দাও।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৭১২)

ইমাম যুরকানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: "সেই সময় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুলকে এভাবে উঠিয়ে রেখেছিলেন, যেভাবে কোন অজোরে কান্নারত ব্যক্তি উঠিয়ে রাখে।" (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ১/২১১)

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে; **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "يَا اُمَّ هَانِىۡ اِنَّ جِبۡرِيۡلَ عَلَيۡهِ السَّلَام اَخۡبَرَنِىۡ فِىۡ مَنَامِىۡ اَنَّ رَبِّىۡ عَزَّوَجَلَّ قَدۡ وَهَبَ لِىۡ اُمَّتِىۡ كُلَّهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ অর্থাৎ হে উম্মে হানী! জিব্রাইল (عَلَيۡهِ السَّلَام) আমাকে ঘুমের মধ্যে সংবাদ দিলো যে, আমার **মহান প্রতিপাকল** কিয়ামতের দিন আমার সকল উম্মত (এর বিষয়াদী) আমাকে অর্পন করে দিবেন।" (তাফসীরে মাকাতিল, ২/৩৪৯)

"رَبِّ هَبۡ لِىۡ اُمَّتِى" কেহতে হুয়ে পয়দা হুয়ে
হক্ব নে ফরমায়া কে বখশা "اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَام"
(কাবালায়ে বখশীশ, ৯৪ পৃষ্ঠা)

এমনিভাবে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের সফরে রওয়ানা হওয়ার মুহুর্তেও উম্মতের গুনাহগারদের স্বরন করে অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, **খোদাওয়ান্দির** সৌন্দর্যের দীদার এবং বিশেষ দয়া দাক্ষিণ্যের সময়ও গুনাহগার উম্মতদের স্মরণ করেছেন। (বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ৪/৫৮১, হাদীস নং-৭৫১৭) পুরো জীবন বিভিন্ন সময়ে গুনাহগার উম্মতদের জন্য বিষন্ন ছিলেন। (মুসলিম, বাবু দোয়া'য়ান নবী ﷺ, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৬) যখন কবর শরীফে শুয়ানো হলো তখনো ঠোঁঠ মুবারক কাঁপছিলো, কয়েকজন সাহাবী عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কান পেতে শুনেছিলেন যে, ধীরে ধীরে বলছিলেন উম্মতী (আমার উম্মত)।

কিয়ামতেও **তাঁর** দামনেই আশ্রয় হবে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিকট থেকে "نَفۡسِى نَفۡسِى اِذۡهَبُوۡا اِلٰى غَيۡرِى" (অর্থাৎ আজ আমার নিজের চিন্তা, অন্য কারো কাছে চলে যাও) এই কথাই শুনবে এবং সেই **উম্মতের সহায় নবীর** ঠোঁটে থাকবে "يَا رَبِّ اُمَّتِىۡ اُمَّتِىۡ" (হে **রব!** আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও) এর আওয়াজ হবে।

(মুসলিম, বাবু আদনা আহলিল জান্নাতে মানযিলাতু ফিহা, ১২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩২৬)

www.dawateislami.net

সুতরাং ভালবাসা এবং ভক্তি বরং মনুষ্যত্বেরও চাহিদা এটাই যে, **উম্মতে সহায় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরন এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করা থেকে কখনো উদাসীন না হওয়া।

জু না ভুলা হাম গরীবোঁ কো রযা,
যিকির উস কা আপনি আদত কি জিয়ে।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের কিরূপ ভালবাসেন যে, সর্বদা নিজের গুনাহগার উম্মতের ক্ষমার জন্য আপন **প্রতিপালক আল্লাহ পাকের** নিকট মিনতি এবং দোয়া করেন, নিঃসন্দেহে আমাদের সকলের প্রতি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অগণিত দয়া রয়েছে। কিন্তু এটা কখনো সম্ভব নয় যে আমরা **তাঁর** কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করতে পারবো। ব্যস এতটুকুই করা যে, **তাঁর** প্রতি দরূদ ও সালামের উপহার প্রেরণ করতে থাকা অর্থাৎ **তাঁর** প্রতি রহমতের দোয়া করতে থাকা। যেমন ফকির দানশীলকে দোয়া করে থাকে।

শুকর এক করম কা ভি আদা হো নেহী সাকতা,
দিল তুম পে ফিদা জানে হাসান তুম পে ফিদা হো।
(যওকে নাত, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করাকে ওযীফা বানিয়ে নেয় এবং অন্যদেরকেও দরূদ পাক পড়ার উৎসাহ দেয়, সারা জীবন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব ও ভালবাসার শিক্ষা দেয় এবং মানুষদেরকে ইশ্‌কে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দেয়, যখন সেই দরূদ পাঠকারী এবং ভালবাসা পোষণকারী এই নশ্বর দুনিয়া থেকে অবিনশ্বর জগতের দিকে সফর করে, তখন তাঁদের উপর কিরূপ দয়া হয়? আসুন এর একটি ঝলক প্রত্যক্ষ করি।

www.dawateislami.net

কবর থেকে কস্তুরীর সুগন্ধি

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযুলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দরূদ শরীফের অনেক বড় চমৎকার কিতাব **“দালাইলুল খায়রাত”** লিখেছেন, যা খুবই প্রসিদ্ধ এবং ভালবাসা পোষণকারীদের মাঝে খুবই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। সুতরাং **“মাতালীউল মাসার্‌রাত”** প্রণেতা লিখেন: “তিনি সেই হযরত শায়খ জাযুলী, যার সম্পর্কে এই বিষয়টি পরীক্ষিত ভাবে প্রমানীত যে, তাঁর নূরানী কবর থেকে মুশকের (অর্থাৎ কস্তুরীর) সুগন্ধ পাওয়া যেতো, কেননা হযরত সুলাইমাম জাযুলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের জীবনে দরূদ পাক অধিকহারে পাঠ করতেন।” (মাতালীউল মাসার্‌রাত, ৫৪ পৃষ্ঠা)

৭৭ বছর পরও শরীর অক্ষত

তাঁর ওফাতের ৭৭ বছর পর তাঁর শরীর মুবারক ‘সোস’ নামক স্থান থেকে ‘মরক্কো’য় স্থানান্তরিত করার জন্য কবর থেকে বের করা হলো, তখন তাঁর কাফন মুবারকও পুরোনো হয়নি। তাঁর শরীর মুবারক একেবারে অক্ষত ছিলো। ওফাতের পূর্বে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দাঁড়ি মুবারকের খত বানিয়ে ছিলেন, এমন লাগছিলো যেন আজই খত বানিয়ে শুয়েছেন। বরং কেউ পরীক্ষা করে তাঁর চেহারা মুবারকে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলো, যখন আঙ্গুল সরালে দেখা গেলো সেখান থেকে রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে, যেমনিভাবে জীবিতদের হয়। অতঃপর কিছুক্ষন পর সেই জায়গা আবার লালচে হয়ে গেলো (অর্থাৎ যেরূপ জীবিতদের শরীরে রক্তের প্রবাহের কারণে এবং চাপ দেয়াতে এরূপ হয়) এবং এই সবই অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকত।

(মাতালীউল মাসার্‌রাত, ৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযথা ও অহেতুক কথার অভ্যাস ছাড়িয়ে নিজের মুখে যিকির ও দরূদ, তিলাওয়াত ও নাত এবং অন্যান্য উত্তম কথাবার্তা বলার অভ্যাস গড়ার জন্য সর্বদা আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। নিজ নিজ শহরে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করাকে অভ্যাসে পরিনত করুন। সকল ইসলামী ভাই নিজে এই মাদানী মানষিকতা তৈরী করুন যে **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে اِنْ شَآءَ الله। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরের অনেক বরকত রয়েছে, অগণিত মানুষ যারা গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করতো, মাদানী কাফেলার বরকতে তাওবা করে নিয়মিত নামায এবং সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেছে। এমনকি

মার্শাল আর্টিস্ট কিভাবে মুবাল্লিগ হলো?

সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ) এর স্থানীয় এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে আমি বিগড়ে যাওয়া চরিত্রের ছিলাম, মিথ্যা, গীবত, চুগলীর মতো গুনাহ আমার ঠোঁটে সর্বদা থাকতো এবং কুদৃষ্টি দেয়া আমার প্রতিদিনের রুটিনে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আমি মার্শাল আর্ট জানতাম, যার কারণে মানুষের সাথে অযথা ঝগড়া করতাম। প্রতিটি নতুন ফ্যাশন অনুসরণ করা আমার স্বভাব ছিলো। আহ! নামায থেকে এতই দূরে ছিলাম যে, আমি এটাও জানতাম না কোন নামায কত রাকাত। অবশেষে গুনাহের দিন শেষ হলো, রহমতের যুগ আসলো এবং আমার ভাগ্য এভাবে সুপ্রসন্ন হলো, আমার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হলো যে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলো। সে আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত দিলো, বন্ধুর কথা ফেলতে পারলাম না এবং সাথে সাথেই তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। মাদানী

www.dawateislami.net

কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে আমি জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানলাম, তখন আমার নিজের গুনাহের প্রতি আফসোস হতে লাগলো যে, জীবনের একটি বড় অংশ আমি **আল্লাহ পাকের** নাফরমানিতে কাটিয়ে দিয়েছি! আমার চোখ থেকে উদাসীনতার পর্দা সরে গেলো, আমার ভেতরের অবস্থাই পরিবর্তন হয়ে গেলো, যখন বয়ান শুনলাম তখন আমার চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা শুরু হয়ে গেলো, এমনকি মাদানী কাফেলা ফিরার সময়ও আমার মধ্যে ভাবাবেগ অব্যাহত ছিলো। কিছুদিন পর আমার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর যিয়ারত নসীব হলো, তাঁকে দেখতেই তাঁর ভালবাসা আমার অন্তরে রেখাপাত করলো, আমি সাথে সাথেই তাঁর মুরীদ হয়ে আত্তারী হয়ে গেলাম। সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলাম। এই বর্ণনা দেয়াবস্থায় আমি ডিভিশন মুশাওয়ারাতে মাদানী কাফেলার যিম্মাদার হিসাবে মাদানী কাজের সাড়া জাগানোয় লিপ্ত আছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের **প্রিয় আল্লাহ!** আমাদেরকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো এবং সারা জীবন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকার সৌভাগ্য নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৩

সকল সৃষ্টির আওয়াজ শ্রবণকারী ফিরিশতা

হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত মূলক ইরশাদ হচ্ছে: "اِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** একজন ফিরিশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন। اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনার শক্তি দান করা হয়েছে। فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاسْمِهٖ وَاسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে তবে সে আমাকে তার এবং তার পিতার নাম পেশ করবে। বলবে অমুকের পুত্র অমুক **আপনার** উপর দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়্যা, ১০/২৫১, হাদীস নং-১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

ফিরিশতাদের শ্রবণ শক্তি

سُبْحٰنَ الله! দরূদ শরীফ পাঠকারীরা কিরূপ ভাগ্যবান যে, তার নাম সাথে পিতার নাম সহ **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে পেশ করা হয়। এখানে এই বিষয়টিও অত্যন্ত ঈমান তাজাকারী যে, কবরে আনওয়ারের উপস্থিত ফিরিশতাকে কিরূপ শ্রবণ শক্তি দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার কোণায় কোণায় একই সময়ে দরূদ শরীফ পাঠকারী লাখো মুসলমানের খুবই নিম্ন স্বরও শুনে নেয় এবং তাকে ইলমে গাইবও (অদৃশ্যের জ্ঞান) দান করা হয়েছে, যেন সে দরূদ শরীফ পাঠকারীর নাম বরং তার পিতা মহোদয়ের নামও জেনে নিতে পারে। যেখানে দরবারে **রিসালতের** খাদিমের শ্রবন শক্তি এবং ইলমে গাইবের (অদৃশ্যের জ্ঞান) এই অবস্থা সেখানে স্বয়ং **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা ও ইলমে গাইবের (অদৃশ্যের

www.dawateislami.net

জ্ঞান) কিরূপ শান হবে! **তিনি** কেন **তাঁর** গোলামদের চিনবেন না এবং কেনইবা তাদের ফরিয়াদ শুনে **আল্লাহ পাকের** ক্ষমতাবলে সাহায্য করবেন না!

ফরিয়াদ উম্মতি জু করে হালে যার মে,
মুমকিন নেহী কেহ খাইর বশর কো খবর না হো।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইলমে গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞান) দান করেছেন, তাইতো **তিনি তাঁর** প্রতিটি উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং মাঝে মাঝে তাদের উদ্ধারও করেন। তারপরও **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসংখ্য মুজিযা দ্বারাও ধন্য করেছেন, যদি আমরা সারা জীবন **তাঁর** গুনাবলী ও উৎকর্ষতা, তাছাড়া **তাঁর** প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার ফযীলত বর্ণনা করি এবং শ্রবণ করি তবে শেষ হবে না। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বারগাহে **রিসালতে** আরয করেন:

তেরে তো ওয়াচফ এ্যবে তনা হি সে হে বরী
হায়রাঁ হোঁ মেরে শাহ মে কিয়া কিয়া কাহোঁ তুঝে
লেকিন রযা নে খতমে চুখন ইচপে কর দিয়া
খালিক কা বান্দা খলক কা আক্বা কাহোঁ তুঝে
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, বেশি বেশি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযীলত ও উৎকর্ষতা বর্ণনা করতে থাকা এবং এর থেকে অর্জিত বরকত দ্বারা উপকৃত হতে থাকা। এই বরকত সমূহ অর্জন করার একটি উপায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাও, আসুন! আমরাও দরূদ শরীফের কিছু ফযীলত শ্রবণ করি এবং একে আমাদের রাতে দিনে ওযীফা বানানোর নিয়্যত করে নিই।

www.dawateislami.net

আসমানের মসজিদের ইমাম

হযরত সায়্যিদুনা হাফস বিন আব্দুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হচ্ছে; আমি ইমামুল মুহাদ্দীসিন হযরত সায়্যিদুনা আবু যুর'আ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ওফাতের পর স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি প্রথম আসমানে ফিরিশতাদের নামায পড়াচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আবু যুর'আ! কোন ইবাদতের কারণে আপনার এরূপ সম্মান ও দয়া অর্জিত হয়েছে? তিনি বললেন: "আমি আমার হাতে দশ লাখ হাদীস শরীফ লিখেছি আর প্রত্যেকটি হাদীস শরীফে "عَنِ النَّبِيِّ" এরপর "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ" লিখেছি আর তুমি জানো যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদাময় ইরশাদ হচ্ছে: "যে মুসলমান আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন। এটা দরূদ শরীফের বরকত যে, **আল্লাহ পাক** আমাকে ফিরিশতাদের ইমাম বানিয়ে দিলেন।" (শরহুস সুদুর, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

এক শায়ের দরূদ শরীফ সম্পর্কে কত সুন্দরই না বলেছেন:

আক্বীদাতোঁ কা চমন, রুহ কা নিখার দুরূদ
নযর কা নূর, দিলোঁ কে লিয়ে করার দুরূদ

গমোঁ কি ধুপ মে হে আবরে ছায়াদার দুরূদ
চেরাগে ইয়াচে মুসলসল কে ঘুপ আন্ধেরোঁ মে

জবীনে শওক কো দেতা হে এক নিখার দুরূদ
দরূদ রুহ কি বালিদগী কা সামান হে

সদা বাহার দোয়াওঁ কা হে ওয়াকার দুরূদ
দরূদ নগমায়ে নাতে নবী কা যিইনা হে

যবাঁ পে জব ভি মেরী আ'তা হে মুশকবার দুরূদ
গোলাবে যেহেন কে পর্দাও পে খিলনে লাগতে হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবু যুর'আ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মহত্ব ও মহিমার প্রকাশ ঘটেছে তেমনি এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, যেরূপ মুখে দরূদ ও সালাম পাঠ করার অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে, সেরূপ **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের সাথে দরূদ ও সালাম লিখাতেও বরকত নিহিত রয়েছে। সুতরাং এপ্রসঙ্গে কয়েকটি বর্ণনা শ্রবণ করুন এবং দরূদ শরীফ লিখার অভ্যাস গড়ুন।

ফিরিশতা সকাল সন্ধ্যা দরূদ প্রেরণ করতে থাকবে

হযরত সায়্যিদুনা জাফর বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বানীর সংক্ষেপিত বর্ণনা হচ্ছে: "যে কিতাবে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ লিখলো, যতদিন পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম কিতাবে থাকবে, ফিরিশতা সেই ব্যক্তির প্রতি সকাল সন্ধ্যা দরূদ (রহমত) প্রেরণ করতে থাকবে।"

(আল কওলুল বদী, ৪৬১ পৃষ্ঠা)

দু'টি আঙ্গুলের কারণে ক্ষমা হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আবুল ফযল আল কিন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের পর ঈসা বিন আব্বাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: **আল্লাহ পাক** কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন: আমার হাতের শুধুমাত্র দু'টো আঙ্গুল আমাকে মুক্তি দিয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা বিন আব্বাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আশ্চার্য ও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: এর মানে কি? তিনি বললেন: "আসলে কথা হলো যে, যখন আমি কিতাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক লিখতাম তখন **তাঁর** নাম মুবারকের পর "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" লিখতাম।" (আল কওলুল বদী, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল বিন আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন: স্বপ্নে এক মুহাদ্দীসকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: কি কারণে? বললেন: "যখন আমি কিতাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক লিখতাম তখন **তাঁর** নাম মুবারকের পর এই দু'আঙ্গুল দ্বারা "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" লিখতাম।"

(আল কওলুল বদী, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, দরূদ শরীফ পাঠকারী এবং লিখকের অনেক বেশি মর্যাদা রয়েছে। আদবের দাবী এমন যে, যখনই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক লিখা হয় তবে তার সাথে সাথে

www.dawateislami.net

“صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم” অবশ্যই লিখা এবং শুধু লিখাতেই যথেষ্ট নয় বরং মুখেও দরূদ শরীফ পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরূদ শরীফ লিখা ওয়াজিব

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রতাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “**বাহারে শরীয়াত**” এর ১ম খন্ডের ৫৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: “যখন **তাজেদারে মদীনা হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত নাম লিখবে তখন অবশ্যই দরূদ শরীফ লিখবে, কেননা অনেক ওলামাদের মতে এই সময় দরূদ শরীফ লিখা ওয়াজিব।”

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/২৮১)

“দঃ” বা “সাঃ” লিখা কঠোর হারাম

আজকাল অধিকাংশ লোক দরূদ শরীফ এর পরিবর্তে ‘صلعم’, ‘عم’, ‘ص’, ‘ع’, ‘দঃ’, ‘সাঃ’ লিখেন। এরূপ লিখা নাজায়িয এবং কঠোর হারাম। এমনিভাবে رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর স্থানে ‘رض’ (রাঃ), رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর স্থানে ‘رح’ (রহঃ) লিখে, এটাও উচিৎ নয়। যে সমস্ত লোকের নাম মুহাম্মদ, আহমদ, আলী, হাসান, হোসাইন ইত্যাদি। অনেকে তাদের নামের সাথে ‘ص’, ‘ع’, ‘দঃ’, ‘সাঃ’ লিখে, এটাও নিষেধ, কেননা এই স্থানে এই ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। তার প্রতি দরূদের ইশারার মানে কি? (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৮৭। বাহারে শরীয়াত, ১/৫৩৪)

আল্লাহ পাকের নাম মুবারকের সাথেও عَزَّوَجَلَّ বা جَلَّ جَلَالُه পুরো লিখুন শুধু জীম (ج) দ্বারা সংক্ষেপ করবেন না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে কিরূপ মারাত্মক পরিস্থিতি চলছে। অযথা বিষয়ের উপর হাজারো পৃষ্ঠা তো লিখে নেয় কিন্তু যখন **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নাম মুবারক আসে, তখন লিখক ভাই ‘صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم’ এর সামান্য ইবারতটুকু লিখতে অলসতা করে বসে।

www.dawateislami.net

ইমামে আহলে সুন্নাত, আশিকে মাহে রিসালাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে ফতোয়া চাওয়া হলো। ফতোয়া তলবকারী প্রশ্নের মধ্যে "صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" এর স্থলে "صلعم" লিখে দিয়েছিলো। আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জন্য সতর্ক করলেন। যেমনিভাবে **"ফতোওয়ায়ে আফ্রিকা"**য় লিখেন:

প্রশ্নকারী প্রশ্নে "صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" এর স্থলে "صلعم" লিখেছেন, এটা কঠোর ভাবে নাজায়িয। আর এটা সাধারণ মানুষ তো সাধারণই, ১৪০০ শতাব্দীর বড় বড় বিজ্ঞ ও আলেমদের মাঝেও প্রসারিত হয়েছে, কেউ লিখে "عم" বা "ؑم", এক ফোঁটা কালি, সামান্য কাগজ আর এক সেকেন্ড সময় বাঁচানোর জন্য কতইনা মহান বরকত হতে দূর, বঞ্চিত ও হতভাগ্যতার সীমা অতিক্রম করছে। (ফতোওয়ায়ে আফ্রিকা, ৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"صلعم" এর আবিস্কারকের হাত কাঁটা হলো

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি দরূদ শরীফের সংক্ষিপ্ত রূপ আবিষ্কার করে, তার হাত কেঁটে দেয়া হয়।" (তাদরিবুর রাবী লিস সুয়ূতী, ২৮৪ পৃষ্ঠা) اَللّٰهُ اَكۡبَر! কতই ভালবাসাপূর্ণ যুগ ছিলো যে, "صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" এর সংক্ষিপ্ত রূপ আবিষ্কারকের হাতই কেঁটে দেয়া হলো। কেনই বা হবে না যে, শুধু সম্পদ যে চুরি করে তার হাত কাঁটা হয় তবে এই বদ নসীব তো সম্পদ নয় বরং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বকে চুরি করার চেষ্টা করেছে। আর যার অন্তরে **মুস্তফা জানে রহমত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব বদ্ধমূল সে ভালভাবেই জানে যে, সম্পদ চুরি করা থেকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান চুরি করা আরো বেশি গুরুতর অপরাধ। আর বর্ণিত সাজা তারপরও নগন্য, কিন্তু আফসোস! আজকাল তো এই চুরি প্রসারতা লাভ করেছে। প্রতিটি কিতাবে, প্রতিটি পুস্তিকায়, প্রতিটি পত্রিকায় 'صلعم', 'ص', 'দঃ','সাঃ' এর মতো সংক্ষিপ্ত রূপে ভরে আছে। এখন

তো এই পর্যায়টি লিখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এখনতো মুখে বলার সময়ও "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" এর পরিবর্তে "صَلْعَمْ"ই শুনা যায়!

মনে রাখবেন! "صَلْعَمْ" একটি অর্থহীন শব্দ। এর কোন অর্থই হয় না। (ফতোওয়ায়ে আফ্রিকা, ৫০ পৃষ্ঠা) সুতরাং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকৃত প্রেমিক ইসলামী ভাইয়েরা! দ্রুততার কাজ করবেন না। পুরো "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" লিখা ও পড়ার অভ্যাস করুন।

"صلعم" লিখা হতভাগাদের কাজ

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন শাহাবুদ্দীন বিন হাজর হায়তামী মাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"ফতোওয়ায়ে হাদীসীয়া"**য় লিখেন: " وَكَذَا اِسْمُ رَسُوْلِهٖ بِاَنْ يُّكْتَبَ عَقْبَهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْخَلَفِ كَالسَّلَفِ অর্থাৎ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের পর "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" লিখবে, কেননা এটাই সকল সলফে সালেহীনদের পদ্ধতিরূপে চলে আসছে। وَلَا يُخْتَصَرُ بِكِتَابَتِهَا بِنَحْوِ "صَلْعَمْ" فَاِنَّهٗ عَادَةُ الْمَحْرُوْمِيْنَ অর্থাৎ দরূদ লিখার সময় একে সংক্ষিপ্ত করে "صَلْعَمْ" লিখবে না, কেননা এটা হতভাগা লোকদের কাজ।" (আল ফতোওয়ায়ে হাদীসিয়া, ৩০৬ পৃষ্ঠা) এবং যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি নাম মুবারকের সাথে দরূদ শরীফ লিখা এবং পাঠ করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নেয়, তবে সে এর বরকতও অর্জন করে নেয়।

"وَسَلَّمْ" এর জন্য চল্লিশটি নেকী

হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন: একবার আমি স্বপ্নে **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করলাম। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আবু সুলাইমান! তুমি আমার নাম উচ্চারণ করো এবং

www.dawateislami.net

দরূদ শরীফও পড়ো, "وَسَلَّمَ" কেন বলো না? এখানে চারটি বর্ণ রয়েছে আর প্রতিটি বর্ণের জন্য দশটি করে নেকী অর্জিত হয়।" (আল কওলুল বদী, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)

"صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ" (অর্থাৎ **তাঁর** প্রতি **আল্লাহ পাকের** দরূদ হোক) হচ্ছে দরূদ শরীফ কিন্তু এতে সালাম অন্তর্ভুক্ত নেই, আর "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (অর্থাৎ **তাঁর** প্রতি **আল্লাহ পাকের** দরূদ ও সালাম হোক) এতে দরূদ ও সালাম দু'টোই অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনোযোগ দিন যে, শুধুমাত্র "وَسَلَّمَ" শব্দটি বাদ দেয়ার কারণে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরীফ এনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন, তবে যে সকল উদাসীন ও অলস লোক পুরো "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" ই গায়েব করে দিয়ে শুধুমাত্র 'صَلْعَمْ', 'ص', 'দঃ','সাঃ' দিয়েই চালিয়ে দেয়, তাদের প্রতি **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিরূপ অসন্তুষ্ট হবে? **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে দুনিয়া, কবর ও হাশর সব জায়গায় **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচাক।

নযআ মে, গোর মে, মিযাঁ পে, চারে পুল পে কাহিঁ,
না ছুটে হাত সে দামানে মুআল্লা তেরা।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩ পৃষ্ঠা)

খোয়ার ও বিমার ও খাতাওয়ার গুনাহগার হো মে,
রাফেয়ে ও নাফেয়ে ও শাফেয়ে লকব আক্বা তেরা।
কিস কা মুঁ তাকইয়ে, কাহাঁ জায়ে, কিস সে তাহিয়ে কাহে!
তেরে হি কদমোঁ পে মিট জায়ে ইয়ে পালা তেরা।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭ পৃষ্ঠা)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের সাথে দরূদে শরীফ পড়ার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৪

জান্নাতের বিরল ফল

আমীরুল মু'মিনীন, হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; "**আল্লাহ পাক** জান্নাতে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, যার ফল আপেলের চেয়ে বড়, আনারের চেয়ে ছোট, মাখনের চেয়ে নরম, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধযুক্ত। এ বৃক্ষের ডাল সমূহ ভেজা মুক্তার, কান্ড স্বর্ণের এবং পাতা মূল্যবান পাথরের। لَا يَأْكُلُ مِنْهَا اِلَّا مَنْ اَكْثَرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ অর্থাৎ ঐ বৃক্ষের ফল একমাত্র সে খেতে পারবে যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।" (আল হাভী লিল ফতোয়া লিস সুয়ূতী, ২/৪৮)

ওয়হ তো নেহায়ত সস্তা সওদা বেচ রহে হে জান্নাত কা,
হাম মুফলিস কিয়া মূল চুকায়েঁ আপনা হাত হী খালী হে।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দরূদ ও সালাম পাঠকারী মুসলমান কিরূপ সৌভাগ্যবান, **আল্লাহ পাক** তাদের জন্য জান্নাতে কি ধরণের পুরস্কার ও সম্মান তৈরী করে রেখেছেন। আর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সত্তার প্রতি পঠিত দরূদ শরীফ **আল্লাহ পাকের** নিষ্পাপ ফিরিশতারা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করেন।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; **রাসূলে** পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِىْ السَّلَام অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** কিছু ফিরিশতা জমিনে ভ্রমন করে যারা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছিয়ে থাকে।"

(মিশকাত, কিতাবুস সালাত, ১/১৮৯, হাদীস নং-৯২৪)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ হাদীসে পাকের পাদটিকায় লিখেন: "অর্থাৎ এ ফিরিশতাদের এটাই দায়িত্ব যে, মহা মহিম দরবারে উম্মতের সালাম পৌঁছিয়ে দেয়া। এখানে কতিপয় বিষয় লক্ষনীয় রয়েছে আর তা হচ্ছে:

(১) ফিরিশতাদের দরূদ শরীফ পৌঁছানো দ্বারা এটা আবশ্যক নয় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং প্রত্যেকের দরূদ শরীফ শুনতে পায়না, বাস্তবতা হচ্ছে এটাই, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে ও দূরের সকল দরূদ পাঠকারীর দরূদ শরীফ শুনেন আর দরূদ পাঠকারীর সম্মান বৃদ্ধির জন্য ফিরিশতারাও মহান দরবারে দরূদ পৌঁছিয়ে থাকেন, যাতে দরূদ শরীফের বরকতে আমরা গুনাহগারদের নাম ফিরিশতার মুখ দিয়েই মহান দরবারে পেশ হয়। হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তিন মাইল দূর থেকে পিপড়ার আওয়াজ শুনেছেন, তবে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমরা গুনাহগারদের ফরিয়াদ কেন শুনবেন না। দেখুন **মহান প্রতিপালক** আমাদের আমল দেখেন এরপরও **তাঁর** দরবারে ফিরিশতারা আমল পেশ করে থাকেন।

(২) দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, এসব ফিরিশতাগণ এত দ্রুতগামী যে এদিকে উম্মত দরূদ শরীফ মুখ থেকে বের করে, অপর দিকে তাঁরা **সবুজ গম্বুজে** পেশ করেন। যদি কেউ এক বৈঠকে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে এসব ফিরিশতারা ঐ বৈঠক ও মদীনা তাইয়্যেবায় হাজার বার আসা যাওয়া করে, এরূপ নয় যে, পুরো দিনের দরূদ ঝুলিতে জমা করে ডাক পিয়নের মতো সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছিয়ে দেয়।

(৩) তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে; **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদেরকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের খাদিম বানিয়েছেন। সুতরাং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতকারীগণ ফিরিশতার মর্যাদা রাখেন।

স্মরণ রাখবেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একই মুহুর্তে অসংখ্য দরূদ পাঠকারীর প্রতি সমানভাবে শুভদৃষ্টি দেন, সকলের সালামের উত্তর প্রদান

করেন। যেভাবে সূর্য একই মুহূর্তে সারা জগতে আলো বিকিরণ করে তেমনিভাবে নবুয়তের আকাশের সূর্য **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একই মুহূর্তে সকলের দরূদ ও সালাম শুনেও নেন এবং এর উত্তরও প্রদান করেন। কিন্তু এতে **তাঁর** কোন প্রকারের কষ্ট অনুভব হয় না। কিভাবে হতে পারে তিনি তো **মহান প্রতিপালকের** প্রকাশস্থল, **মহান আল্লাহ** একই সময়ে সকলের দোয়া শুনেন। (মিরআত, ২/১০০)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওয়াজে দরূদ ও সালামের কারণে দয়াই দয়া

হযরত সায়্যিদুনা মানসূর বিন আম্মার (رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ) এর ইন্তিকালের পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল: "**আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?" উত্তর দিলেন: আমার প্রতিপালক আমাকে প্রশ্ন করলেন: "তুমি কি মনসূর বিন আম্মার?" আমি আরয করলাম: জ্বি, **হে সমস্ত জগতের প্রতিপালক!** এরপর ইরশাদ করলেন: "তুমি লোকদেরকে দুনিয়ার প্রতি ঘৃনা সৃষ্টি করতে আর নিজে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী ছিলে।" আমি আরয করলাম: "**হে আল্লাহ!** বাস্তবিকই আমি এটা করেছি, কিন্তু যখনই আমি কোন ইজতিমায় বয়ান আরম্ভ করেছি তথায় সর্বপ্রথম তোমার প্রশংসা ও সানা পড়েছি, এরপর তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদে পাক পাঠ করেছি অতঃপর লোকদেরকে ওয়াজ ও নসীহত করেছি।" আমার এই কথায় **আল্লাহ পাকের** রহমত সহায় হলো আর ইরশাদ হলো: "ضَعُوۡا لَهٗ كُرۡسِيًّا فِيۡ سَمٰوَاتِيۡ يُمَجِّدُنِيۡ بَيۡنَ مَلَائِكَتِيۡ كَمَا يُمَجِّدُنِيۡ بَيۡنَ عِبَادِيۡ অর্থাৎ হে ফিরিশতা! তার জন্য আসমানে মিম্বর রাখো, যাতে সে দুনিয়াতে যেভাবে বান্দাদের সামনে আমার সুউচ্চ মর্যাদার কথা আলোচনা করেছে আসমানেও যেন সে ফিরিশতাদের সামনে আমার সুমহান মর্যাদার আলোচনা করে।"

(আল কওলুল বদী, ৪৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে সেই ইসলামী ভাইয়েরা অনেক সৌভাগ্যবান, যে দরস ও বয়ান করার মধ্যে ব্যস্ত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের এ রীতি রয়েছে যে, যখনই কোন মুবাল্লিগ সুন্নাতে ভরা বয়ান শুরু করে তখন সর্বপ্রথম اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে থাকে যাতে **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা এরপর দরূদ ও সালাম অতঃপর উপস্থিত লোকদেরকে দরূদ ও সালামের চারটি বচন পাঠ করানো হয় এছাড়া দরূদ ও সালামের ফযীলত বর্ণনা করে উপস্থিত লোকদেরকে দরূদ শরীফ পাঠ করানো হয় বরং বয়ান চলাকালীন সময়েও বিভিন্ন সময়ে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب এর ধ্বনি দিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করার প্রতি উৎসাহিতও করা হয় এবং পাঠ করানো হয়।

যেসব সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়েরা সুন্নাতে ভরা বয়ান কিংবা দরস দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে তাদের খিদমতে আরয হচ্ছে, অনেক সময় দ্রুততার কারণে মুখ থেকে শব্দ বের হওয়ার সময় দরূদে পাকের শব্দ কেটে উচ্চারণ হয়, এভাবে উচ্চারণের দ্বারা দরূদে পাকের বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হয়, পাশাপাশি মানুষের মারাত্মক কুধারনার স্বীকার হতেও লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং সুন্নাতে ভরা বয়ান কিংবা দরস দেয়ার সময় যখনই দরূদে পাকের স্থানে পৌঁছবেন তখনই মনমানসিকতা তৈরী করে নিন যে, এখন (বলার) গতি কমিয়ে বিশুদ্ধ পন্থায় দরূদে পাক উচ্চারণ করতে হবে। এভাবে পূর্ব থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার বরকতে اِنْ شَآءَ الله অতি শীঘ্রই বিশুদ্ধ উচ্চারণের সামর্থ্য অর্জিত হবে। এজন্য কোন ইসলামী ভাইকে নিজের পর্যবেক্ষক হিসাবে রাখাও উপকারী হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত, যখনই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম শ্রবণ করি ধীরে ধীরে, বিশুদ্ধ উচ্চারণের

www.dawateislami.net

মাধ্যমে দরূদে পাক পাঠ করা, তাছাড়া যখনই সুযোগ হয় উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে দরূদে পাক পাঠ করতে থাকা কেননা এর বরকতে কিয়ামতের দিন যখন আরশের ছায়া ব্যতিত কোন ছায়া থাকবেনা, সূর্য এক মাইল উপর থেকে আগুন বর্ষণ করবে, নফসী নফসী তথা সবাই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন থাকবে ঐ সময় দরূদে পাক পাঠকারী সৌভাগ্যবান মুসলমান আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। যেমনিভাবে-

আরশের ছায়া কে পাবে?

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ثَلَاثَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ عَرْشِ اللهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلَّهٗ" কিয়ামতের দিন যখন আরশের ছায়া ব্যতিত কোন ছায়া থাকবেনা (তখন) তিন ধরণের লোক **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়ায় থাকবে।" আরয করা হলো: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এরা কারা হবেন?" ইরশাদ করলেন:

(১) "مَنْ فَرَّجَ عَنْ مَكْرُوْبِ اُمَّتِى অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের কোন দুঃখ মোচন করলো।" (২) "وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِى আমার সুন্নাতকে পুণর্জীবন প্রদানকারী।" (৩) "وَمَنْ اَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَىَّ এবং যে ব্যক্তি আমার উপর বেশি পরিমানে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।" (বুস্তানুল ওয়ায়েজীন লিইবনি জওযী, ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ ও সালামের ফয়যানকে প্রচার প্রসার করাই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্যতম কাজ, এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক মুবাল্লিগ নিজের দরস ও বয়ানের সুচনা দরূদ ও সালামের মাধ্যমেই করে থাকে, অনেক সময় মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইদের উপর **আল্লাহ পাকের** এমন নেয়ামত আসে, যা দ্বারা বিবেক সম্পন্নরা অবাক হয়ে যায়। যেমনিভাবে-

চোখের ছানি দূর হয়ে গেল

হায়দারাবাদ এর এলাকা উসমানাবাদে (গাউশালা) বসবাসকারী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম

www.dawateislami.net

উপস্থাপন করা হলো: আমার সম্মানিত পিতা যিনি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন তার চোখে ছানি পড়ে গেলো, ফলে তাকে সামরিক হাসপাতাল বোর্ড (স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার কারণে রিটায়ার্ড) করে দিলো, নিঃসন্দেহে চোখ **আল্লাহ পাক** প্রদত্ত অনেক বড় নেয়ামত, এর মূল্যায়ন ঐ ব্যক্তিই করতে পারে যে দৃষ্টি শক্তি থেকে বঞ্চিত। আমি ১৪২৫ হিজরি মোতাবেক ২০০৪ইং সনে আমার সম্মানিত আব্বাজানকে বেলুচিস্থানে অনুষ্ঠিতব্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রাদেশিক পর্যায়ের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াত পেশ করলাম, তিনি দাওয়াত কবূল করে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, ইজতিমার সমাপনী দিবসের শেষ মুনাজাত হচ্ছিল, অন্যান্য আশিকানে মুস্তফার ন্যায় আব্বাজানও দোয়া কবূলকারী, অভাবীদের অভাব দূরকারী পরম করুনাময় **আল্লাহ পাকের** দরবারে হাত উঠালেন, কান্না জড়িত দোয়ার বদৌলতে ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীদের আহাজারীর শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিল, আমার পিতা মহোদয় অজোরে কান্না করছিলেন **আল্লাহ পাকের** ভয়ে আহাজারী করছিলেন, তিনি দোয়া সমাপ্ত হওয়ায় মূখে হাত মুছলেন এবং যখনই চোখ মর্দন করলেন তখন **আল্লাহ পাকের** করুনা প্রকাশ পেলো, দীর্ঘকাল যাবত ছানি রোগে আক্রান্ত পিতা মহোদয়ের আশ্চর্যজনকভাবে আরোগ্য নসীব হলো, চোখের ছানি রোগ দূর হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে আব্বাজানের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আশাটা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমারই বরকত ছিল।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থেকে দ্বীন ইসলামের অগণিত খিদমত করার এবং আপন **প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত মোতাবেক জীবন যাপন করার তাওফিক দান করো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৫

দরূদ শরীফ পাঠ না করার শাস্তি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"মন্দ মৃত্যুর কারণ"** এর ১ম পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: এক ব্যক্তিকে ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে অগ্নি পুজারীদের টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেল, তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তরে বললো: যখনই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম আসত আমি দরূদ শরীফ পাঠ করতাম না, এ গুনাহের কারণে আমার কাছ থেকে মারিফাত ও ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।" (সাবয়ে সানাবীল, ৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? গুনাহের শাস্তি কতই ভয়াবহ, এর কারণে মৃত্যুর সময় ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এখানে এই জরুরী মাসয়ালাটা হৃদয়ে গেঁথে রাখবেন, কারো ব্যাপারে মন্দ স্বপ্ন দেখা নিঃসন্দেহে দুশ্চিন্তার কারণ, তা সত্ত্বেও নবী ব্যতিত অন্য কারো স্বপ্ন দলীল হতে পারে না এবং কেবল স্বপ্নের ভিত্তিতে কোন মুসলমানকে কাফির বলা যাবেনা এছাড়া মৃত ব্যক্তির মধ্যে স্বপ্নে কুফরির চিহ্ন দেখলে কিংবা মৃত মুসলমান ব্যক্তি স্বপ্নে স্বয়ং নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার সংবাদ দিলেও তাকে কাফির বলা যাবে না।

আমাদেরও **আল্লাহ পাকের** অমুখাপেক্ষিতা ও **তাঁর** গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে ভয় করতে থাকা চাই এবং **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পাঠে উদাসিনতা না করা উচিত। আজকের পূর্বে হয়ত অনেকবার এমন হয়েছে যে, আমরা পবিত্র নাম শুনে কিংবা বলে দরূদ শরীফ পাঠ করিনি। যেহেতু এ বিষয়টির সুযোগ রয়েছে যে, ঐ সময় পাঠ না করলেও পরে পাঠ করতে পারবে, সুতরাং এখনই পাঠ করে নিন আর

www.dawateislami.net

ভবিষ্যতে চেষ্টা করবেন তৎক্ষণাৎ পাঠ করার জন্য অন্যথায় পরে পাঠ করে নিবেন।

দরূদ শরীফ পাঠ করার শরয়ী হুকুম

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “সারা জীবনে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা ফরয এবং প্রত্যেক যিকিরের মজলিশে দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব, চাই স্বয়ং পবিত্র নাম মুবারক উচ্চারণ করুক কিংবা কারো থেকে শুনে নিক। যদি একই বৈঠকে শতবার উল্লেখ হয় তবে প্রত্যেকবার দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। যদি পবিত্র নাম মূখে উচ্চারণ করলো কিংবা শুনলো আর তখন দরূদ শরীফ পাঠ করলোনা তবে অন্য সময়ে এর পরিবর্তে পাঠ করে নিন।” (বাহারে শরীয়াত, ১/৫৩৩)

হার দম মেরী যবাঁ পে দরূদ ও সালাম হো মেরী ফুযূল গুয়ী কী আদত নিকাল দো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করার অগণিত ফযীলত ও বরকত রয়েছে, অনুরূপভাবে পবিত্র নাম মুবারক শুনে অলসতা ও উদাসিনতার কারণে দরূদ পাঠ না করা কেবল মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া নয় বরং ধ্বংস ও অনিষ্টতা এবং **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টির কারণও হতে পারে। যেমনিভাবে-

আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত

হযরত সায়্যিদুনা কা’ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; একবার **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মিম্বরের কাছে আসো” আমরা মিম্বরের পাশে উপস্থিত হলাম, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথম সিড়িতে পা মুবারক রাখলেন তখন ইরশাদ করলেন: ‘আমীন’। যখন দ্বিতীয় সিড়িতে পা মুবারক রাখলেন ইরশাদ করলেন: ‘আমীন’। যখন তৃতীয় সিড়িতে পা মুবারক রাখলেন তখনও ইরশাদ করলেন: ‘আমীন’। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বর শরীফ থেকে নিচে তাশরীফ আনলেন তখন আমরা আরয করলাম:

www.dawateislami.net

“**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কথা শুনেছি যা পূর্বে কখনো শুনিনি।” **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলো: “যে ব্যক্তি রমযান মাস পেল আর তার ক্ষমা হলোনা সে (**আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে) বঞ্চিত হোক।” তখন আমি বললাম: ‘আমীন’। “فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بُعْدًا لِّمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ. قُلْتُ آمِيْن যখন আমি দ্বিতীয় সিড়িতে পা রাখলাম তখন জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: “যার সম্মূখে আপনার আলোচনা হলো আর সে আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলোনা সেও (**আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে) বঞ্চিত হোক।” তখন আমি বললাম: ‘আমীন’। এরপর যখন আমি তৃতীয় সিড়িতে পা রাখলাম তখন জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: “যে ব্যক্তি আপন পিতা-মাতা কিংবা তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো, অতঃপর তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালোনা তবে সেও (**আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে) বঞ্চিত হোক।” তখন আমি বললাম: ‘আমীন’।”

(মুস্তাদরাক, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস সিলাহ, ৫/২১২, হাদীস নং-৭৩৩৭)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ হাদীসে পাকের পাদটিকায় লিখেন: “অর্থাৎ এধরণের মুসলমান অপমানিত ও অপদস্থ হোক যারা আমার নাম শুনে দরূদ শরীফ পাঠ করেনা। আরবীতে এ বদদোয়া দ্বারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করাকে বুঝায়, প্রকৃত বদদোয়া বুঝায়না, মূলকথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি বিনা পরিশ্রমে দশটি রহমত, দশটি মর্যাদা, দশটি গুনাহের ক্ষমা অর্জন করেনা, সে বড়ই বোকা ও নির্বোধ।

(মিরআত, ২/১০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ভয়ঙ্কর কালো সাপ

এক ব্যক্তি মারা গেল। তার জন্য কবর খনন করা হলো কবরে একটি ভয়ঙ্কর কালো সাপ দৃষ্টিগোছর হলো। লোকেরা ভয় পেয়ে ঐ কবরটি বন্ধ করে দিয়ে আরেকটি কবর খনন করলো। সেখানেও ঐ সাপটি উপস্থিত ছিল। তৃতীয় জায়গায় কবর খনন করা হলো সেই ভয়ঙ্কর কালো সাপ সেখানেও উপস্থিত ছিল। অবশেষে সাপটি মুখ দিয়ে শব্দ করে বললো: তোমরা যেখানেই কবর খনন করবে আমি সেখানে পৌঁছে যাব। লোকেরা সেটাকে জিজ্ঞাসা করলো: এ শাস্তি কি কারণে? সাপটি বলল: "এ লোকটি যখন **তাজেদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র নাম শুনতো দরূদ শরীফ পাঠ করতে কৃপণতা করতো, আমি এ কৃপণকে শাস্তি দিতে থাকব।"

(শিফাউল কুলূব, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন বিন আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ ذُكِرۡتُ عِنۡدَهٗ فَخَطِیءَ الصَّلَاةَ عَلَیَّ خَطِیءَ طَرِیۡقَ الۡجَنَّةِ অর্থাৎ যার সামনে আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতে ভুলে গেল, তবে সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (মু'জামুল কবীর, ৩/১২৮, হাদীস নং-২৮৮৭)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلۡبَخِیۡلُ الَّذِیۡ مَنۡ ذُكِرۡتُ عِنۡدَهٗ فَلَمۡ یُصَلِّ عَلَیَّ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি কৃপণ, যার সম্মুখে আমার আলোচনা হলো অথচ সে আমার উপর দরূদে পাক পাঠ করলোনা।" (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/৩২০, হাদীস নং-৩৫৫৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এ হাদীসে পাকের পাদটিকায় লিখেন: "কেননা দরূদ শরীফে কিছুই খরচ তো হয়না অথচ সাওয়াব অনেক বেশি পাওয়া যায়, এ সাওয়াব

থেকে বঞ্চিত হওয়া অনেক বড় দূর্ভাগ্য। এ হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল, যখনই **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম শুনা হয় কিংবা বলা হয় তখন দরূদ শরীফ অবশ্যই পাঠ করে নেয়া উচিত কেননা এটা মুস্তাহাব।" (মিরআত, ২/১০৬)

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَبْخَلِ النَّاس অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে বলবোনা যে, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কৃপণ ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবশ্যই বলে দিন।" ইরশাদ করলেন: "مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَذَالِكَ اَبْخَلُ النَّاسِ তথা যার সামনে আমার আলোচনা করা হলো এরপরও সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলোনা, তবে সে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কৃপণ।"

(আত তরগীব ওয়াত তরহীব, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া, ২/৩৩২, হাদীস নং-২৬১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ পাকের লানত

আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করলো, যার নিকট একটি হরিণ ছিল, যা সে শিকার করেছিলো। **আল্লাহ্ পাক** এ হরিণকে বাকশক্তি দান করলেন, হরিণটি আরয করলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে, যাদেরকে আমি দুধ পান করিয়ে থাকি। এখন তারা ক্ষুধার্ত থাকবে। এ শিকারীকে আদেশ দিন যেন সে আমাকে ছেড়ে দেয়, যাতে আমি বাচ্চাদেরকে দুধ পান করাতে পারি, এরপর ফিরে আসবো।" **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যদি তুমি না আসো তবে?" হরিণটি আরয করলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আমি ফিরে না আসি তবে আমার উপর ঐ ব্যক্তির ন্যায় **আল্লাহ্ পাকের** লানত হোক, যে আপনার আলোচনা শুনে দরূদ শরীফ পাঠ করেনা অথবা ঐ ব্যক্তির মত লানত হোক, যে নামায আদায় করার পর দোয়া করেনা।" **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শিকারীকে সেটাকে মুক্তি দেয়ার জন্য আদেশ করলেন এবং

www.dawateislami.net

বললেন: “আমি এর জামিনদার।” সুতরাং হরিণ দুধ পান করিয়ে ফিরে আসলো, অতঃপর হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাক** সালাম ইরশাদ করেছেন এবং বলেছেন: আমার নিজের সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি আপনার উম্মতের উপর এর চেয়েও বেশি দয়ালু যেভাবে এ হরিণের কাছে আপন সন্তানের প্রতি মমতা রয়েছে এবং আমি আপনার উম্মতকে আপনার প্রতি ফিরিয়ে দিব যেভাবে এ হরিণ আপনার কাছে ফিরে এসেছে।” (আল কওলুল বদী, তৃতীয় অধ্যায়, ৩০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যে ব্যক্তি পবিত্র নাম শুনে দরূদে পাক পাঠ করেনা সে কৃপণ ও **আল্লাহ পাকের** লানতের উপযুক্ত, আমাদেরও উচিৎ যখনই সুযোগ হয় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে নেয়া। বিশেষতঃ যখন কোন যিকিরের মজলিশে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয় তখন কিছু না কিছু দরূদ শরীফ পাঠের চেষ্টা করা অন্যথায় কিয়ামতের দিন আফসোস আমাদের ভাগ্যে লিখে দেয়া হবে।

অনুশোচনা সৃষ্টিকারী বৈঠক

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন মানুষ কোন বৈঠকে বসে আর তাতে না **আল্লাহ পাকের** যিকির করে, না **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে। কিয়ামতের দিন ঐ মজলিশ তাদের জন্য অনুশোচনার কারণ হবে এবং **আল্লাহ পাক** চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন কিংবা চাইলে ক্ষমা করে দিবেন।”

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু হুরায়রা, ৩/৫৩৩, হাদীস নং-১০২৮১)

www.dawateislami.net

জান্নাতে প্রবেশ করেও আফসোস

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন গোত্র কোন মজলিশের আয়োজন করলো আর তাতে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না তবে তা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে, যদিও অন্যান্য নেক আমলের বিনিময়ে সেসব লোক জান্নাতেও প্রবেশ করে থাকে।" (শুয়াবুল ঈমান, ২/২১৫, হাদীস নং-১৫৭১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসব রেওয়ায়েত তথা বর্ণনাবলীগুলো সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন, দরূদে পাকের বেলায় কৃপণতাকারীদের জন্য কি ধরণের শাস্তির হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে। গভীর ভাবে ভাবুন, চিন্তা করুন এবং এ অভ্যাস থেকে তাওবা করে নিন।

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, আলহাজ্ব, আল হাফিজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ পবিত্র নাম শুনে দরূদ শরীফ পাঠ করার ব্যাপারে শরীয়াতের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে নিজ প্রসিদ্ধ ও যুগ বরেণ্য কিতাব "**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**" ৬ষ্ঠ খন্ডের ২২১ পৃষ্ঠায় বলেন:

হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম বিভিন্ন মজলিশে যতবার উচ্চারণ করা হয় কিংবা শুনা হয় প্রত্যেকবার দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব, যদি পাঠ না করে তবে গুনাহগার ও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, অবশ্য এতে মতানৈক্য রয়েছে যে, যদি একই মজলিশে কয়েকবার পবিত্র নাম উচ্চারণ কিংবা শুনা হয় তবে প্রত্যেকবার ওয়াজিব, নাকি একবারই যথেষ্ট এবং প্রত্যেক বার মুস্তাহাব, অনেক ওলামায়ে কিরাম প্রথম অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে একই মজলিশে হাজার বার কলেমা শরীফ পাঠ করা হয় তবে প্রত্যেক বার দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে যদি একবারও ছেড়ে দেয় তবে গুনাহগার হবে। অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম উম্মতের সহজতার জন্য দ্বিতীয় অভিমতকে গ্রহণ করেছেন, তাদের মতে

www.dawateislami.net

একই মজলিশে একবার (দুরদ শরীফ পাঠ করে নেয়া) ওয়াজিব আদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে, অধিক বার ছেড়ে দেয়াতে গুনাহগার হবেনা বটে, তবে মহান সাওয়াব ও বিশাল ফযীলত থেকে নিঃসন্দেহে বঞ্চিত হবে। যাহোক উচিত হবে এটাই, প্রত্যেকবার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলতে থাকা, কেননা এমন বিষয় যা করার মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে অনেক বড় রহমত ও বরকত এবং না করার মধ্যে নিঃসন্দেহে বিরাট ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়া সহ একটি শক্তিশালী মাযহাবের অভিমত অনুযায়ী গুনাহ ও পাপ, তাই বিবেকবানদের উচিত নয় যে, তা ছেড়ে দেয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে প্রত্যেক বৈঠকে **তোমার** এবং **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম আলোচনা করার তৌফিক দান করো এবং **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

ফরমানের মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, (মূলত) সে আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে।

(ইবনে আসাকির, ৯/৩৪৩)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৬

প্রিয় নবী ﷺ এর নৈকট্য লাভের হকদার হওয়া

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “اَوۡلَى النَّاسِ بِىۡ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ اَكۡثَرُهُمۡ عَلَىَّ صَلَاةً” অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার খুবই নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে যে সবচেয়ে বেশি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।” (তিরমিযী, আবওয়াবুল বিতর, ২/২৭, হাদীস নং-৪৮৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এ হাদীসে পাকের পাদটিকায় লিখেন: “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রশান্তিতে থাকবে, যে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবে আর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ লাভ করার মাধ্যম হচ্ছে, **তাঁর** প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা, এ হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল, দরূদ শরীফ সর্বোত্তম নেকীর কাজ কেননা সকল নেকীর বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যায় আর এর দ্বারা জান্নাতের দুলহা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পাওয়া যায়।” (মিরআত, ২/১০০)

হাশর মে কিয়া কিয়া মযে ওয়ারফতগী কে লোঁ রযা
লুট জাওঁ পাকে ওয়হ দামানে আলী হাত মে
(হাদায়িকে বখশীশ, ১০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাজেদারে মদীনা, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার কোন সময়, কোন স্থান এবং কোন অবস্থা ও ধরণের সাথে নির্দিষ্ট নেই, সর্বাবস্থায়, সর্ব মুহুর্তে, সর্বস্থানে এ আমল সৌভাগ্য ও ফযীলতের ভান্ডার এবং সংশোধন ও কল্যাণ প্রাপ্তির মাধ্যম, তবে গ্রহণযোগ্য বর্ণনানুযায়ী এই চব্বিশ সময় ও স্থানে দরূদ ও সালাম পাঠ করা ফযীলত অর্জনের মাধ্যম এবং কল্যাণ ও বরকতের মাধ্যম বরং সেটার তাকীদও এসেছে।

www.dawateislami.net

বুযুর্গানে দ্বীনের রীতি

(১) যখন **তাজেদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র নাম মুখে নিতেন কিংবা শুনতেন সাহাবী, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীন ও ওলামায়ে সালিহীনদের সর্বদা এ রীতি ছিল যে, তাঁরা সালাত ও সালাম ব্যতিত (**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর) পবিত্র নাম মুখে নিতেন না। (আল কওলুল বদী, পঞ্চম অধ্যায়, ৪৫৫ পৃষ্ঠা) এভাবে (লিখকদেরও উচিত যে) যখন নাম মুবারক লিখবে তখন দরূদ ও সালাম অবশ্যই লিখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত লিখনীতে নাম মুবারক অবশিষ্ট থাকবে ফিরিশতা লিখকের উপর দরূদ প্রেরণ করতে থাকবে।

(আল কওলুল বদী, পঞ্চম অধ্যায়, ৪৬০ পৃষ্ঠা)

শাফায়াত লাভের সহজ ওযীফা

(২,৩) প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দরূদ শরীফ অবশ্যই পাঠ করা উচিত। কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " مَنْ صَلَّى عَلَىَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِىْ عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকালে দশ বার ও সন্ধ্যায় দশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন তার আমার সুপারিশ নসীব হবে।"

(মাজমাউয যাওয়াইদ, কিতাবুল আযকার, ১০/১৬৩, হাদীস নং-১৭০২২)

(৪) যখন কোন বৈঠকে বসা কিংবা উঠা হয় তখন অবশ্যই দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। কেননা হযরত আল্লামা মজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত রয়েছে: "যখন কোন বৈঠকে (অর্থাৎ মানুষের সাথে) বসবে তখন বলবে: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد " তবে **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর এমন একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন, যে তোমাদেরকে গীবত করা থেকে বিরত রাখবে আর যখন বৈঠক থেকে উঠবে তখন বলবে: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد " তবে ফিরিশতা তোমার গীবত করা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।"

(আল কওলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

দোয়া কবূলের চাবিকাটি

(৫) দোয়ার পূর্বে, মধ্যভাগে ও শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। اِنْ شَآءَ اللّٰه দোয়া কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করবে। (আল কওলুল বদী, পঞ্চম অধ্যায়, ৪১৭ পৃষ্ঠা)

(৬) মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময়।

(আল কওলুল বদী, পঞ্চম অধ্যায়, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

আমার শাফায়াত অবধারিত

(৭) আযানের পর দরূদ ও সালাম এবং দোয়ায়ে ওসীলা তথা ওসীলা সুচক দোয়া পাঠ করার অভ্যাস করে নিন, কেননা এরূপ করা শাফায়াতে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নসীব হওয়ার মাধ্যম। যেমন **তাজেদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِذَا سَمِعۡتُمُ الۡمُؤَذِّنَ فَقُوۡلُوۡا مِثۡلَ مَا يَقُوۡلُ" যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে (আযান দিতে) শুনবে তখন তোমরা অনুরূপ বলো যা সে বলে। "ثُمَّ صَلُّوۡا عَلَيَّ فَاِنَّهٗ مَنۡ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ بِهَا عَشۡرًا" অতঃপর আমার উপর দরূদ প্রেরণ করো কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন। "ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الۡوَسِيۡلَةَ فَاِنَّهَا مَنۡزِلَةٌ فِي الۡجَنَّةِ لَا تَنۡبَغِيۡ اِلَّا لِعَبۡدٍ مِّنۡ عِبَادِ اللهِ وَاَرۡجُوۡ اَنۡ اَكُوۡنَ اَنَا هُوَ" এরপর **আল্লাহ পাকের** নিকট আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করো, সেটা জান্নাতের একটি স্থান, যা **আল্লাহ পাক** বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনের জন্যই ঐ স্থানটি নির্বাচন করেছেন আর আমার আশা হচ্ছে আমিই সেই ব্যক্তি। "فَمَنۡ سَئَلَ لِيَ الۡوَسِيۡلَةَ حَلَّتۡ لَهُ الشَّفَاعَةُ" আর যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত।"

(মিশকাত, কিতাবুস সালাত, ১/১৪০, হাদীস নং-৬৫৭)

একটি মাসয়ালা ও এর ব্যাখ্যা

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এ হাদীসে পাকের পাদটিকায় লিখেন: "এর দ্বারা বুঝা গেল, আযানের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত। অনেক মুয়াজ্জিন আযানের পূর্বেই দরূদ শরীফ পাঠ করে এতেও কোন অসুবিধা নেই, এদের উৎস হচ্ছে এই হাদীস। শামী বলেছেন: ইকামতের সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত। মনে রাখবেন, আযানের পূর্বে কিংবা পরে উচ্চ স্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করাও জায়িয বরং সাওয়াবও রয়েছে, বিনা কারণে এতে বাঁধা দেয়া যাবেনা। মনে রাখবেন! ওসীলা মাধ্যম ও উপায়কে বলা হয়। যেহেতু ঐ যায়গায় পোঁছা **আল্লাহ পাকের** বিশেষ নৈকট্যের মাধ্যম এই জন্য ওসীলা বলা হয়েছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী: "**আমি আশা করছি**" এটা তো বিনয় নম্রতার জন্যই, অন্যথায় এ জায়গাটি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য বিশেষিত করা হয়েছে। আমাদের **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য ওসীলার দোয়া করাটা এমনই যেমন ফকীর ধনী লোকের দরজায় ভিক্ষা চাওয়ার সময় তার জান ও মালের জন্য দোয়া করে থাকে, যাতে ভিক্ষা পাওয়া যায়। আমরা ভিখারী আর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হচ্ছেন দাতা, **তাঁকে** দোয়া দেয়া প্রার্থনা করার একটা ধরন।" (মিরআত, ১/৪১১)

হাম ভিখারী ওয়হ করীম উন কা খোদা উন সে ফযোঁ
আওর "না" কেহনা নেহী আদত রাসূলাল্লাহ্ কী
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

হাদীসে পাকের এ অংশ "**যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করে তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত**" এর টীকায় মুফতী সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "অর্থাৎ আমি ওয়াদা করছি যে, তার জন্য আমি অবশ্যই শাফায়াত করবো। এখানে শাফায়াত (সুপারিশ) দ্বারা বিশেষ শাফায়াত উদ্দেশ্য নতুবা **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রত্যেক মুমিনের সুপারিশকারী।" (মিরআত, ১/৪১১)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আযান ও ইকামতের উত্তর প্রদানের বিস্তারিত পদ্ধতি এবং দোয়ায়ে ওসীলা তথা ওসীলা প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা অর্জনের জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা **“ফয়যানে আযান”** পাঠ করুন বরং ৩৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“নামাযের পদ্ধতি”** সংগ্রহ করে নিন। اِنْ شَآءَ الله আযান সহ ওযু, গোসল এবং নামায ইত্যাদি সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা শিক্ষা অর্জনের সুযোগ হবে।

(৮) ওযু করার সময়। (৯) কোন বিষয় ভুলে গেলে দরূদ ও সালাম পাঠ করুন اِنْ شَآءَ الله ঐ বিষয়টি স্মরণে এসে যাবে। (১০) হজ্জের সময় লাব্বাইক পাঠ করার পর। (১১) সাফা ও মারওয়ার সাঈ করার সময়। (১২) **তাজেদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযার যিয়ারতের সময়, বরং যখনই মদীনা মুনাওয়ারা উদ্দেশ্যে সফর করবেন তখন সারা পথে বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করুন।

(দুররে মুখতার ও রদ্দে মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সিফাতুস সালাত, ২/২৮১)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **মিশকাত শরীফের** অনুবাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: যখন আমি কবরে আনওয়ারের যিয়ারতের উদ্দেশ্য মদীনা মুনাওয়ারা অভিমূখে সফরের জন্য রওয়ানা হই তখন হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বিদায়কালীন সময় বলেছেন: “তুমি নিশ্চিত হয়ে যাও যে, এ পথে ফরযের পর কোন ইবাদত দরূদ শরীফের সমতুল্য নয়।” আমি আরয করলাম: কি পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবো। বললেন: “কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। এত বেশি পরিমাণ পাঠ করো যে, এর মাঝেই মত্ত হয়ে যাও এবং দরূদ শরীফের রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যাও।” (সুরুরুল কুলুব, ৩৪১ পৃষ্ঠা)

যখন কানে শব্দ রোগ হয় তখন দরূদ শরীফ পাঠ করুন

(১৩) যখন কানে শব্দ রোগ হয় অর্থাৎ কানে শোঁ শোঁ আওয়াজ সৃষ্টি হয় তখন দরূদ শরীফ পাঠ করুন। **তাজেদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের কানে শব্দ হয় তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর আপন রহমত অবতীর্ণ করবেন।" (আল কওলুল বদী, পঞ্চম অধ্যায়, ৪২২ পৃষ্ঠা)

(১৪) জুমার দিন বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করুন। **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ نُوْرٌ لَوْ قُسِّمَ ذٰلِكَ النُّوْرُ بَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَوَسِعَهُمْ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন এমন নূর নিয়ে আসবে যদি তা সকল সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়, তবে সবার জন্য যথেষ্ট হবে।

(জমউল জাওয়ামে, হরফুল মীম, ৭/১৯৯, হাদীস নং- ২২৩৪৯)

জু গদা দেখো লিয়ে জাতা হে তোড়া নূর কা,
নূর কী সরকার হে কিয়া ইস মে তোড়া নূর কা।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

(১৫) জুমার রাত (তথা বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত) দরূদ শরীফ পাঠ করা অনেক উত্তম কাজ। (আল কওলুল বদী, পঞ্চম অধ্যায়, ৩৭৭ পৃষ্ঠা)

(১৬) কিতাব ও রিসালার শুরুতে بِسۡمِ الله শরীফ ও হামদ তথা **আল্লাহ পাকের** প্রশংসার পর দরূদ শরীফ লিখা মুস্তাহাব এবং কিতাব ও রিসালার শেষে দরূদ ও সালাম লিখা সলফে সালিহীন তথা পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের রীতি।

(আল কওলুল বদী, পঞ্চম অধ্যায়, ৪১৩ পৃষ্ঠা)

(১৭) প্রত্যেক নামাযে তাশাহহুদ (অর্থাৎ اَلتَّحِيَّات) এর পর দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত।

(১৮) জানাযার নামাযে দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

www.dawateislami.net

(১৯) জুমার খুতবা ও দুই ঈদের খুতবায় দরূদ শরীফ পাঠ করা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতে ফরয আর আহনাফ তথা হানাফী মাযহাবের মতানুযায়ী মুস্তাহাব। যাহোক এটা আবশ্যক যে, কোন জুমার খুতবা যেন দরূদ শরীফ শূন্য না থাকে। (আল কওলুল বদী, পঞ্চম অধ্যায়, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

(২০) বিবাহের খুতবা, ইলমে দ্বীন শিক্ষার আসর ও বয়ানের শুরুতেও দরূদ শরীফ পাঠ করে নেয়া মুস্তাহাব এবং মঙ্গল ও বরকতের মাধ্যম।

(২১) যখন কেউ কুরআনুল করীম খতম করে, তখন দরূদ শরীফ অবশ্যই পড়ে নিবে যে এটা রহমত অবতীর্ণ হওয়া ও দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম।

(২২) রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়ার সময়।

(২৩) বালা-মুসীবত দূর করার জন্য বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা অনেক উপকারী। (আল কওলুল বদী, পঞ্চম অধ্যায়, ৪১৪ পৃষ্ঠা)

(২৪) আতর, গোলাপ বা যেকোন সুগন্ধির সুগন্ধ নেয়ার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: সুগন্ধির সুগন্ধ নেয়ার সময় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিকে স্মরণ করে দরূদ ও সালামের উপহার পেশ করাটা উত্তম।

উনহী কী বু মায়া সামান হে, উনহী কা জলওয়া চমন চমন হে
উনহী সে গুলশান মাহক রহে হেঁ, উনহী কী রঙ্গত গোলাব মে হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোন সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা নিষেধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! মুখে যিকির ও দরূদ পাঠ করার দ্বারা সাওয়াব এবং প্রতিদানও পাওয়া যায় আর কোন কোন অবস্থায় নিষেধও রয়েছে। যেমন মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “**বাহারে শরীয়াত**” ১ম খন্ডের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় “**রদ্দুল মুহতার**” এর বরাতে উল্লেখ রয়েছে:

www.dawateislami.net

"ক্রেতাকে দ্রব্য দেখানোর সময় ব্যবসায়ী ব্যক্তির এ নিয়্যতে দরূদ শরীফ পাঠ করা কিংবা سُبۡحٰنَ الله বলা নাজায়িয, যাতে এ দ্রব্যের উত্তম গুনাবলী ক্রেতার নিকট প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে কোন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখে এ নিয়্যতে দরূদ শরীফ পাঠ করা নাজায়িয, যাতে মানুষের নিকট তাঁর আগমনের সংবাদ পৌঁছে যায় আর তারা তাঁর সম্মানের খাতিরে দাঁড়িয়ে যায়। এছাড়াও আরো এমন জায়গা রয়েছে যেখানে দরূদ শরীফ পাঠ করা নাজায়িয। সহবাসের সময়, ইস্তিঞ্জা করার সময়, জন্তু জবেহ করার সময়।"

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সিফাতুস সালাত, ২/২৮২)

যিকির ও দুরূদ হার গড়ি ভিরদে যবাঁ রহে
মেরী ফুযূল গুয়ী কী আদত নিকাল দো
(হাদায়িকে বখশিশ, ২৯০ পৃষ্ঠা)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে একনিষ্টতার সাথে উপযুক্ত স্থানে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৭

মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতের ঠিকানা দেখবে

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি একদিনে আমার উপর এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে আপন ঠিকানা দেখে নেবেনা।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস নং-২৫৯০)

ওয়হ নেহায়ত সসতা সওদা বেচ রহে হেঁ জান্নাত কা
হাম মুফলিস কিয়া মওল চুকায়েঁ আপনা হাথ হি খালী হে
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নিজেদের ফরয ও ওয়াজিব সমূহের নিয়মিত আদায়ের পাশাপাশি অধিকহারে দরূদ পাঠ করার অভ্যাস করা উচিত বরং আপন পরিবার পরিজনকেও দরূদে পাক ও **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** আহলে বাইতের ভালবাসার শিক্ষা দেয়া উচিত, যেমনিভাবে

সন্তানের প্রশিক্ষণের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَدِّبُوْا اَوْلَادَكُمْ عَلٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ অর্থাৎ আপন সন্তানদেরকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও" (১) "حُبِّ نَبِيِّكُمْ আপন **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা" (২) "وَحُبِّ اَهْلِ بَيْتِهٖ আহলে বাইত এর ভালবাসা" (৩) "وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ কুরআন তিলাওয়াত, فَاِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْاٰنِ فِيْ ظِلِّ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ مَعَ

www.dawateislami.net

اَنۡبِيَائِهٖ وَاَصۡفِيَائِهٖ কেননা কোরআনে পাক তিলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন আম্বীয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام সাথে **আল্লাহ পাকের** রহমতের ছায়ায় থাকবে যেদিন তার ছায়া ব্যতিত আর কোন ছায়া থাকবে না।”

(জামে সগীর, ১ম অংশ, হরফুল হামযা, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আপন সন্তানদেরকে এমন মাদানী প্রশিক্ষণ দিতেন যে, বাল্যকাল থেকেই তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার বাস্তব নমূনা ও অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করায় অভ্যস্থ হয়ে যেতো। এর একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন:

দরূদে পাকের আশিক

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: “শায়খ নূরুদ্দীন কারণী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে বলেছেন যে, আমি বাল্যকালে “শাওনী” (নামক শহরে) গৃহপালিত পশু চরাতাম, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠে আমার এমন ভালবাসা ছিলো যে, আমি আমার খাবার বাচ্চাদেরকে দিয়ে তাদেরকে বলতাম যে, এগুলো খেয়ে নাও এরপর আমরা সবাই মিলে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবো। সুতরাং দিনের অধিকাংশ সময় আমরা দরূদে পাক পাঠ করে অতিবাহিত করতাম।” (আত তাবকাতুল কোবরা লিশ শা'রানী, ২য় অংশ, ২/২৩৩)

খাক হো কর ইশ্‌কে মে আরাম সে চোনা মিলা,
জান কী একসীর হে উলফত রাসূলুল্লাহ্ কী।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরিবার পরিজনের সংশোধনের দায়িত্ব

বর্ণনাকৃত ঘটনা ঐ সমস্ত লোকদের প্রেরণাকে জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট হবে, যারা নিজে তো সচরিত্রবান ও নামাযী কিন্তু আপন সন্তানদেরকে যথার্থ প্রশিক্ষণ দেয়না, যার ফলে তাদের সন্তানগণ বেনামাযী ও আধুনিক হয়ে

www.dawateislami.net

যায়। এ ধরণের লোকদের জন্য আবেদন হচ্ছে, আপনার উপর স্বয়ং নিজের এবং পরিবার পরিজনের সংশোধনেরও দায়িত্ব রয়েছে। যেমনিভাবে ২৮ পারার সূরা তাহরীমের ৬ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿۶﴾

(পারা ২৮, তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর, যার উপর কঠোর ও শক্তিশালী ফিরিশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেনা এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে।

পরিবার পরিজনকে আযাব থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়?

হযরত সায়্যিদুনা সদরুল আফাযিল মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযাইনুল ইরফানে"** আয়াতের এই অংশ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا (হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো) এর পাদটিকায় লিখেন: "**আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য অবলম্বন করে, ইবাদত করে, গুনাহ থেকে বিরত থেকে এবং পরিবার পরিজনকে সৎকর্মের পথ প্রদর্শন ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করে এবং তাদেরকে ইলম ও আদব শিক্ষা প্রদান করে।"

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ অর্থাৎ তোমরা সবাই (আপন অধীনস্থদের) কর্তা ও দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই (কিয়ামতের দিন) তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" **(বুখারী শরীফ, ১/৩০৯, হাদীস নং-৮৯৩)**

www.dawateislami.net

এ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় “**বুখারী শরীফে**”র ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: “অধীনস্থ দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য যারা কারো পরিচালনার আওতায় রয়েছে। এভাবে সাধারণ লোক বাদশাহ ও রাজার, সন্তানগণ মাতা-পিতার, ছাত্রগণ শিক্ষকের, মুরীদগণ আপন পীরের অধীনস্থ। অনুরূপভাবে যে সম্পদ স্ত্রী কিংবা সন্তান অথবা চাকরের নিকট সোপর্দ করা হয়েছে (সুতরাং) সেগুলোর দেখাশুনা তাদের উপর ওয়াজিব। যাদের অধীনে কেউ নেই তারা আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কথা ও কর্ম, আপন সময় ও কার্যাবলীর দায়িত্বশীল। এসব কিছুর ব্যাপারে জবাবদিহী করা হবে।” (নুযহাতুল ক্বারী, ২/৫৩০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত সন্তান সন্তুতিদেরকে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ করা এবং তাদেরকে “টাটা, পাপা” শিখানোর পরিবর্তে শুরু থেকেই **আল্লাহ পাকের** নামের যিকির শিক্ষা দেওয়া। নিজের মাদানী মুন্না-মুন্নীদের সাথে খেলাচ্ছলে শিখানোর নিয়্যতে তাদের সামনে বারবার **আল্লাহ আল্লাহ** করতে থাকুন, তবে সেও মুখের কথা ফুটতেই সর্বপ্রথম শব্দ **আল্লাহ** বলবে।

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কিভাবে আপন সন্তানদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন তার একটি ঝলক এ ঘটনাতে লক্ষ্য করুন। যেমন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “**ফয়যানে সুন্নাত**” প্রথম খন্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

শিশু বয়সে সন্তানের প্রশিক্ষণের পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ তুসতারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার বয়স তখন তিন বছর ছিল। ঐ সময় রাত্রি বেলা উঠে আমার মামা হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সাওয়ার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে নামায পড়তে দেখতাম, একদিন তিনি আমাকে বললেন: “তুমি কি ঐ **আল্লাহ তাআলাকে** স্মরণ করোনা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “আমি **তাঁকে**

www.dawateislami.net

কিভাবে স্মরণ করব?” বললেন: “যখন রাতে শোয়ার জন্য যাও তখন জিহ্বা নড়াচড়া করা ব্যতিত মনে মনে শুধুমাত্র এ বাক্যগুলো ৩বার বলবে: اَللّٰهُ مَعِیَ ،اَللّٰهُ نَاظِرٌ اِلَیَّ، اللهُ شَاهِدِی অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমার সাথে রয়েছেন, **আল্লাহ পাক** আমাকে দেখছেন, **আল্লাহ পাক** আমার স্বাক্ষী।”

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ তুসতারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “আমি কয়েক রাত এ বাক্যগুলো পড়েছি, এরপর তাঁকে বললাম।” তিনি বললেন: “এখন থেকে প্রতিরাতে ৭ বার করে পড়ো।” আমি এরকমই করলাম অতঃপর তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন: “প্রতিরাতে ১১ বার করে এই বাক্যগুলি পড়ো।” আমি এভাবে যখন পড়লাম তখন আমার অন্তরে এর স্বাদ অনুভব করলাম। যখন এক বছর অতিবাহিত হলো, তখন আমার মামাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “আমি যা কিছু তোমাকে শিখিয়েছি সেগুলোকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত সর্বদা পড়তে থাকো। اِنْ شَآءَ الله এটা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার দিবে।” সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ তুসতরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমি অনেক বছর পর্যন্ত এ আমল করেছি, ফলে আমি নিজের ভিতর এর অফুরন্ত স্বাদ অনুভব করেছি। আমি একাকী অবস্থায় এ যিকির করতে থাকি।” অতঃপর একদিন আমার মামাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: “ওহে সাহল! **আল্লাহ পাক** যে ব্যক্তির সাথে থাকে, তাকে দেখে এবং তার স্বাক্ষী হয়, সে (ব্যক্তি) কি **তাঁর (আল্লাহ তাআলার)** নাফরমানী করতে পারে? কখনো না। অতএব তুমি নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাও।” এরপর মামাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে মক্তবে পাঠালেন। আমি চিন্তা করলাম কখনো আবার যেন আমার যিকিরের মধ্যে বাধা না ঘটে। অতএব উস্তাদ সাহেবের সাথে এ শর্ত নির্ধারণ করে নিলাম যে, আমি তাঁর নিকট গিয়ে এক ঘন্টা পড়বো এবং পুনরায় ফিরে আসবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি মক্তবে ৬ কিংবা ৭ বছর বয়সে কোরআন পাক হিফ্য করে নিয়েছি এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি প্রতিদিন রোযাও রাখতাম। ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আমি যবের রুটি খেতে থাকি। ১৩ বছর বয়সে আমি ১টি মাসয়ালার সম্মূখীন হলাম, আর এটির সমাধানের জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে অনুমতি

নিয়ে বসরা আসলাম এবং সেখানকার ওলামা হতে এই মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আমাকে যথাযথ উত্তর দিতে পারলেন না। অতঃপর আমি ‘আব্বাদানে’র দিকে রাওয়ানা হলাম, সেখানকার প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন হযরত সায়্যিদুনা আবু হাবীব হামযা বিন আবু আব্দুল্লাহ্ আব্বাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে আমি মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি মনঃপূত উত্তর দিলেন। আমি কিছুকাল পর্যন্ত তাঁর সংস্পর্শে থাকলাম। তাঁর বাণী হতে ফয়েয অর্জন করতাম, তার থেকে শিষ্টাচার শিখতাম, এরপর আমি তুসতারে ফিরে আসি। আমি জীবন যাপনের ব্যবস্থা এরূপ করলাম, আমার জন্য এক দিরহামের যব শরীফ ক্রয় করে নিতাম এবং সেগুলোকে পিষে রুটি তৈরি করতাম। আমি প্রতি রাতে সেহেরীর সময় এক আওকিয়া (প্রায় ৭০ গ্রাম) যবের রুটি খেতাম। যাতে না লবণ থাকতো, না তরকারী থাকতো। আর এই এক দিরহাম আমার এক বছরের জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপর আমি ইচ্ছা করলাম, তিনদিন ধারাবাহিক উপবাস থাকবো এরপর খাবার খাবো। অতঃপর ৫ দিন, তারপর ৭ দিন এবং এরপর ২৫ দিন ধারাবাহিক উপবাস থাকি। (অর্থাৎ ২৫ দিন পরপর খাবার খেতাম)। বিশ বছর পর্যন্ত এ নিয়মেই চললো। এরপর আমি কয়েক বছর পর্যন্ত একাধারে সফর করতে থাকি। পুনরায় তুসতারে ফিরে আসি, তখন যত দিন পর্যন্ত **আল্লাহ পাক** চেয়েছেন রাত জেগে ইবাদত করেছি। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমি মৃত্যু পর্যন্ত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ তুসতরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কখনো লবণ ব্যবহার করতে দেখিনি।”

(ইহইয়াউল উলূম, ৩/৯১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে পরিচালিত মাদরাসাতুল মদীনায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কোরআনে পাক শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি উত্তম চরিত্রের প্রশিক্ষনও দেয়া হয়, এছাড়া সন্তানের প্রশিক্ষনের জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “**তারবিয়তে**

www.dawateislami.net

আওলাদ" অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَاللّٰہ এর বরকতে নিজের এবং পরিবার পরিজনের সংশোধনের প্রেরণা সৃষ্টি হবে আর সন্তানের যথার্থ প্রশিক্ষনের পদ্ধতিও শিখতে পারবেন।

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে নিজের, নিজের পরিবার পরিজন ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের মহান প্রেরণা নসীব করো। শুধু নিজে অধিকহারে দরূদ পাঠকারী নয় বরং আপন সন্তানদেরকেও এর অভ্যস্ত করানোর তৌফিক দান করো।

মেরী আনে ওয়ালে নসলেঁ তেরে ইশক হী মে মছলে,
ইনহে নেক তুম বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

মুস্তফার বাণী

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার (জুমারদিন) রোযা রাখবে **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরী করবেন, যার বাইরের অংশ ভেতর থেকে দেখা যাবে এবং ভিতরের অংশ বাইরে থেকে।" **(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, ৩/৪৫২, হাদীস নং-৫২০৪)**

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৮

৭০ বার রহমত অবতীর্ণ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: "مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً যে ব্যক্তি **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً তার প্রতি **আল্লাহ পাকে** এবং **তাঁর** ফিরিশতা সত্তর বার (৭০) রহমত প্রেরণ করবেন।" (মুসনাদে আহমদ, ২/৬১৪, হাদীস নং-৬৭৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ ও সালামের ফয়েযের কথা কি আর বলবো! এতে শুধু দরূদ ও সালাম পাঠকারীরাই উপকৃত হয় না, বরং যে মুসলমানকে এর ইছালে সাওয়াব করা হয়, তারও তরী পার হয়ে যায়। যেমনিভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "**কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা**" এর প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে:

৫৬০টি কবর হতে আযাব উঠিয়ে নিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আহমদ মালেকী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত হয়ে এক মহিলা আরয করলো: "আমার যুবতী মেয়ে মারা গেছে। এমন কোন আমল বলে দিন যা করলে আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পাব।" হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মহিলাটিকে একটি আমল বলে দিলেন। স্বপ্নে সে তার মরহুমা কন্যাটিকে তো দেখলো, তবে এমন অবস্থায় দেখলো যে, তার শরীরে আলকাতরার পোশাক, ঘাড়ে শিকল আর পায়ে লোহার বেড়ি! এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে সেই মহিলা কেঁপে উঠলো! পরের দিন সে এসে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে স্বপ্নের কথা বললো।

www.dawateislami.net

শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه চিন্তিত হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখলেন যে, জান্নাতে সে একটি আসনে মাথায় মুকুট পরিধান করে বসে আছে। তাঁকে দেখে মেয়েটি বললো: "আমি সেই মহিলাটির কন্যা, যিনি আপনাকে আমার অবস্থার কথা বলেছিলেন।" হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "তার ভাষ্য অনুযায়ী তুমি আযাবে লিপ্ত ছিলে, তোমার অবস্থার এ পরিবর্তন কীভাবে হলো?" মরহুমা বললো: "কবরস্থানের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলো। সে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করলো, তার সেই দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে **আল্লাহ পাক** আমাদের পাচঁ শত ষাট (৫৬০)টি কবরবাসী হতে আযাব উঠিয়ে নিয়েছেন।"

(আত তাযকিরা ফি আহওয়ালুল মাওতা ওয়া উমুরীল আখিরাত থেকে সংক্ষেপিত, ১/৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, দরূদ শরীফের খুবই বরকত রয়েছে। সুতরাং আমাদেরও নিজ নিজ মরহুমদের কবরে উপস্থিত হয়ে ফাতিহা ও দরূদ শরীফ পাঠ করে ইছালে সাওয়াব করা উচিৎ, তাছাড়া দরূদ শরীফ পাঠকারীর একটি উপকারীতা এটাও অর্জিত হয় যে, তার পেরেশানী দূর হয়, অভাব দূর হয়ে যায় এবং সম্পদের দৌলত নসীব হয়। যেমনিভাবে-

দরিদ্রতা দূর করার ব্যবস্থাপত্র

"**তুহফাতুল আখবার**" প্রণেতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীস শরীফটি উদ্ধৃত করেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ اَبَدًا অর্থাৎ যে আমার প্রতি দৈনিক পাঁচশত বার (৫০০) দরূদ শরীফ পাঠ করে নিবে, সে কখনো দরিদ্র হবে না।" (আল মুসতাতরাফ, ২/৫০৮। রুহুল বয়ান, পারা ২২, আল আহযাব, ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/২৩১)

অতঃপর এই হাদীস শরীফটি উদ্ধৃতি করার পর এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন: "এক জন নেককার লোক ছিলো, তিনি এই হাদীস শরীফটি শুনে অতি

www.dawateislami.net

উৎসাহে দৈনিক পাঁচশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করা শুরু করে দিলো। এর বরকতে **আল্লাহ পাক** তাকে সম্পদশালী বানিয়ে দিলো এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিযিক দান করলেন যে, সে বুঝতেও পারলো না। অথচ এর পূর্বে সে দরিদ্র ও অভাবী ছিলো।" (সাআদাতুত দারাঈন, ১৬০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: "যদি কেউ উল্লেখিত সংখ্যায় দরূদ শরীফ পড়ে এবং তবুও তার দরিদ্রতা দূর না হয় তবে তা তার নিয়্যতের ত্রুটি আর তার অভ্যন্তরিণ সমস্যার কারণে কাজ হয়নি। আসলে দরূদে পাক পাঠ করাতে **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জনের নিয়্যত হওয়া চাই। তবে اِنْ شَآءَ الله দরিদ্রতা অবশ্যই দূর হবে আর মনে রাখবেন! দরিদ্রতা শুধু সম্পদ কম হওয়ার নাম নয় বরং অনেক সময় সম্পদের আধিক্যের পরও মানুষ অভাবের অভিযোগ করে, যা সম্পদের লোভ ও লালসার নিদর্শন। লোভী ব্যক্তি যতই সম্পদ পেয়ে যাক না কেন, সে هَلْ مِنْ مَّزِيْد (অর্থাৎ আরো পাওয়ার) শ্লোগান লাগাতেই থাকে। যেমনিভাবে-

মানুষের পেট কবরের মাটিতেই পূর্ণ হবে

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَاُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلٰى مَنْ تَابَ অর্থাৎ যদি মানুষের কাছে সম্পদের দু'টি উপত্যকা থাকে তবে সে তৃতীয়টি খুঁজে বেড়াবে এবং মানুষের পেটকে মাটি ছাড়া আর কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না এবং **আল্লাহ পাক** তাওবাকারীদের তাওবা কবুল করেন।"

(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২২৮, হাদীস নং-৬৪৩৬)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের টিকায় বলেন: "এখানে দুই আর তিন সীমাবদ্ধতা নয়। উদ্দেশ্য হলো, যদি দুইটি উপত্যকা ভর্তি সম্পদ হয় তবে

www.dawateislami.net

তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে এবং তিনটি উপত্যকা ভর্তি সম্পদ হলে তবে চতুর্থটির, এভাবে সে আকাংখা করতেই থাকেবে। মানুষের বাসনা তো অধিক সম্পদের দ্বারা মোচন হয় না, বরং তা তো **আল্লাহ পাকের** দয়ার মহিমায় মোচন হয়।”

“মানুষের পেটকে মাটি ছাড়া আর কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না” এর পাদটিকায় বলেন: “মাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কবরের মাটি, অর্থাৎ মানুষের বাসনা কবরে যাওয়া পর্যন্ত থাকে, মরার পর বাসনা শেষ হয়। এই হুকুমটি সাধারণ যে, **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দা এবং ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দা এই হুকুম থেকে পৃথক, যেমন; আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং বিশেষ **আল্লাহর** ওলীগন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام, কিন্তু এমন অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি খুবই কম। সূফীগন বলেন: “মানুষের জন্ম হচ্ছে মাটি থেকে আর মাটির বৈশিষ্ট্য হলো শুষ্কতা, এর শুষ্কতা শুধুমাত্র বৃষ্টিতেই দূর হতে পারে। বৃষ্টি হলেই এতে শস্য ফল ইত্যাদি হয়। এমনিভাবে যদি মানুষের উপর তৌফিকের বৃষ্টি না হয় তবে মানুষ শুধুই শুষ্ক, যদি নবুয়তের মেঘ থেকে তৌফিক ও হেদায়তের বৃষ্টি হয় তবেই এতে বেলায়ত ও তাকওয়া ইত্যাদির ফুল ও ফল উৎপন্ন হয়।” (মীরআত, ৭/৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় আপনি কখনো কোন ধনীকে এরূপ বলতে শুনেননি যে, **“অনেক সম্পদ অর্জন করে নিয়েছি, এবার ব্যস”** বরং সে আরো সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করতে থাকে। এছাড়া এমন কোন আলিম পাবেন না যে বলে **“অনেক জ্ঞান অর্জন করে নিয়েছি, এখন আর আমার পড়ার প্রয়োজন নেই”** বরং প্রত্যেক আলিম আরো জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করতে থাকে। যেমন;

দু’জন লোভী

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَنۡهُوۡمَانِ لَا يَشۡبَعَانِ দু’জন লোভী কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না। مَنۡهُوۡمٌ فِى الۡعِلۡمِ لَا يَشۡبَعُ مِنۡهُ অর্থাৎ একজন জ্ঞান

www.dawateislami.net

লোভী, সে কখনো জ্ঞানার্জন দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়না, مَنْهُوْمٌ فِى الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا আর অপর জন হচ্ছে সম্পদের লোভী, সে কখনো সম্পদ অর্জন করে পরিতৃপ্ত হয়না।" (মিশকাত, কিতাবুল ইলম, ১/৬৮, হাদীস নং- ২৬০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ শরীফের বরকতে اِنْ شَآءَ الله অল্পেতুষ্টির দৌলত নসীব হবে এবং অল্পেতুষ্টিই (অর্থাৎ যা অর্জিত হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা) আসলে ধনী। দুনিয়াবী সম্পদের লোভীই বাস্তবে দরিদ্র, হোক না সে যতই সম্পদশালী। অল্পেতুষ্টি সেই ধন-ভান্ডার, যা কখনো শেষ হবার নয় এবং দুনিয়াবী সম্পদ থেকে নিঃসন্দেহে উত্তম, কেননা দুনিয়াবী সম্পদ ধ্বংসশীলও আর জবাবদীহিতাও যে, কিয়ামতের দিন এর হিসাব দিতে হবে।

আ'মেনা কে লাল মুঝ কো দিজেয়ে চুয়ে বিলাল,
মালে দুনিয়া সে মুঝে হো জায়ে নফরত ইয়া রাসূল!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরূদ পাঠকারী মৌমাছি

হযরত সায়্যিদুনা মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **"মসনবী শরীফে"** বলেন: "একবার **তাজেদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মৌমাছি থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি মধূ কিভাবে বানাও" সে আরয করলো: **"ইয়া হাবীবাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা বাগানে গিয়ে সব ধরণের ফুল থেকে রস চুষে নিই, অতঃপর সেই রস মুখে নিয়ে নিজেদের বাসস্থানে ফিরে আসি, এবং সেখানে তা বমি করে দিই, আর এটিই মধূ।" ইরশাদ করলেন: "ফুলের রস তো পানসে হয় আর মধূ তো মিষ্ট, এটা তো বলো যে, মধূতে মিষ্টতা কিভাবে আসে?" মৌমাছি আরয করলো:

گُفْت چُوں خوَانِیم بَراحمد دُرود
مِی شَوَد شِیرِیں وَتَلْخِی رَا رُبُود

www.dawateislami.net

"অর্থাৎ কুদরত আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে, যেন বাগান থেকে বাসস্থান পর্যন্ত রাস্তায় আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে আসি। মধূর এই স্বাদ ও মিষ্টতা দরূদ শরীফের বরকতেই। (শানে হাবীবুর রহমান, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ শরীফের বরকতে ফুলের পানসে ও তিক্ত রস সব মিলে এক হয়ে যায় এবং সেগুলোর নাম মধূ হয়ে যায়। এমনিভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামীর বরকতে সকল আরবী ও অনারবী মানুষ এক হয়ে গেলো এবং এর নাম মুসলমান হয়ে গেলো। যেভাবে দরূদ শরীফের বরকতে পানসে রস মিষ্ট হয়ে গেল। اِنْ شَآءَ الله আমরা দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবো তবেই আমাদের পানসে ইবাদত সমূহে দরূদ শরীফের বরকতে কবুলিয়্যতের মিষ্টতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। যেভাবে দরূদ শরীফের বরকতে মধূ শিফা স্বরূপ হয়ে গেলো, তেমনিভাবে প্রত্যেক দোয়া দরূদ শরীফের বরকতে গুনাহের রোগের ঔষধ স্বরূপ।

হো দরূদ ও সালাম, মেরে লব পর মুদাম,
হার গড়ি দম বদম, তাজেদারে হারাম।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের সারা জীবন ফরয এবং ওয়াজিব আদায়ের পাশাপাশি আমাদের প্রিয় এবং দয়াময় **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৯

এক ক্বিরাত প্রতিদান

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ صَلّٰی عَلَیَّ صَلَاۃً کَتَبَ اللّٰہُ لَہٗ قِیۡرَاطًا وَالۡقِیۡرَاطُ مِثۡلُ اُحُد অর্থাৎ যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য এক ক্বিরাত প্রতিদান লিখে দেন এবং এক ক্বিরাত হচ্ছে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৪৯, প্রথম অংশ, হাদীস নং-২১৬৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফে উহুদ পাহাড়ের আলোচনা করা হয়েছে। এটি সেই সৌভাগ্যবান পাহাড়, যার কয়েকবার **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদম চুমু করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে এবং এই পাহাড় হচ্ছে আশিকে রাসূল। সুতরাং **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اُحُدٌ جَبَلٌ یُحِبُّنَا وَنُحِبُّہٗ অর্থাৎ উহুদ সেই পাহাড়, যে আমাকে ভালবাসে এবং আমিও তাকে ভালবাসি।"

(বুখারী, কিতাবুয যাকাত, ১/৫০০, হাদীস নং-১৪৮২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের পাদটিকায় **মিশকাতুল মাসাবীহ** এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ **মীরাতুল মানাজিতে** বলেন: "উহুদ শরীফ মদীনা পাক থেকে পশ্চিমে প্রায় তিন মাইল দূরের একটি পাহাড়, মদীনা মুনাওয়ারা বিশেষ করে জান্নাতুল বক্বী থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, সেখানে শুহাদায়ে উহুদ বিশেষকরে সৈয়্যদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে হামজা رِضۡوَانُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن এর মাযার অবস্থিত, যিয়ারতকারীগন দলে দলে এই পাহাড়ের যিয়ারত করেন, আমি হাজীদের এই পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে এবং সেখানকার পাথরকে চুমু খেতে দেখেছি। প্রত্যেক মুমিনের মনে প্রকৃতিকভাবে এর প্রতি ভালবাসা

www.dawateislami.net

রয়েছে। বাস্তবতা হলো, যে স্বয়ং এই পাহাড়ই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসে। গাছ, পাথরে অনুভুতিও আছে এবং ভালবাসা আর শত্রুতাও, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরহে উটও কেঁদেছিলো এবং কাঠও অজোরে কেঁদেছিলো এবং ফরিয়াদ করেছিলো। (লুমআত, মিরকাত, মাহয়িচ সুন্নাহ)

সুতরাং সত্য এটাই যে, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদ পাহাড়কে, সেই এলাকাকে, সেখানকার পাথরকে ভালবাসতেন এবং এসকল জিনিসই একইভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসতো। বিভিন্ন হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদের পাহাড়ে উঠলে উহুদ পাহাড়ে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে যায় আর আন্দোলিত হতে লাগলো।”

হাদীসে পাক থেকে অর্জিত সাতটি মাদানী ফুল

তিনি আরো বর্ণনা করেন: “এই হাদীস শরীফ দ্বারা কয়েকটি ঈমান তাজাকারী মাসয়ালা প্রমাণিত হলো:

প্রথমটি হলো, সকল সুন্দর শুধুমাত্র মানুষের প্রিয় হলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষ, জিন, কাঠ, পাথর এবং পশুরও প্রিয়, অর্থাৎ সমগ্র জগতের প্রিয়। কেননা **আল্লাহ পাকের** প্রিয়।

দ্বিতীয়টি হলো, অন্যান্য প্রেমিককে তো হাজারো লোকে দেখে কিন্তু আশিক দু’এক জনই হয়, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের এই অবস্থা যে, আজকের দিনে **তাঁকে** দেখেছে এমন কেউ নেই অথচ আশিক কোটি কোটি।

হুসনে ইউসুফ পে কাটি মিসর মে আঙ্গুশতে যানাঁ,
সর কাটাতে হে তেরে নাম পে মরদানে আরব।
(হাদায়িকে বখশীশ, ৫৮ পৃষ্ঠা)

তৃতীয়টি হলো, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাথরের মনের অবস্থাও জানেন, কোন পাথরের মনে আমার প্রতি কতটুকু ভালবাসা রয়েছে,

তবে আমাদের মনের ঈমান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ভালবাসা ও শত্রুতা ইত্যাদিও নিঃসন্দেহে জানেন, এটাই **রাসূলের** ইলমে গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞান)।

চতুর্থটি হলো, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট নিজের প্রেম ও ভালবাসা প্রদর্শন করা বা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন, উহুদ পাহাড় মুখে বলেনি যে, আপনাকে ভালবাসি বা আপনাকে পছন্দ করি।

পঞ্চমটি হলো, যেই মানুষের অন্তরে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা নেই, সে পাথরের চেয়েও পাষাণ, **আল্লাহ পাক হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা নসীব করুক।

ষষ্ঠটি হলো, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা **তাঁর** ভালবাসা পাওয়ার মাধ্যম, যে চায় **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ভালবাসুক তবে তার উচিৎ, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা, দেখুন এখানে বলা হয়েছে যে, আমিও উহুদকে ভালবাসি।

সপ্তমটি হলো, যে সকল ব্যক্তি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা প্রাপ্ত হয়ে গেছেন, তাঁদের বাসস্থান সৃষ্টি জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে গেছে, দেখেন তো হযরত সায়্যিদুনা খাজা আজমেরী, হুযুরে গাউছে পাক, হযরত দাতা গঞ্জে বখশ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ اَجْمَعِيْن দের দরবার সমূহের জাঁকজমক, এসব সেই ভালবাসারই প্রতিফল, আলা হযরত বলেন:

ওয়হ কে ইস দর কা হুয়া খলকে খোদা উস কি হুয়ি,
ওয়হ কে ইস দর সে ফেরা আল্লাহ উস সে ফের গেয়া।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৫৩ পৃষ্ঠা)
(মিরআত, ৪/২১৯-২২০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক উহুদ পাহাড়ের সদকায় আমাদেরও ইশ্‌কে **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চিরস্থায়ী প্রেরণা নসীব করুন এবং আমাদের একনিষ্ঠ আশিকে রাসূল বানিয়ে দিক।

www.dawateislami.net

দৌলতে ইশক সে আক্বা মেরী ঝোলী ভর দো ব্যস এহি হো মেরা সামান মদীনে ওয়ালে
আ'প কে ইশক মে এ্যয় কাশ কে রোতে রোতে ইয়ে নিকাল জায়ে মেরী জান মদীনে ওয়ালে
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবর আযাবের একটি কারণ

“**আল কওলুল বদী**”তে বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমি আমার মরহুম প্রতিবেশীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: “مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?” সে বললো: “আমি কঠিন ভয়ঙ্কর অবস্থায় পতিত হলাম, মুনকার নকীরে প্রশ্নের উত্তরও আমি দিতে পারছিলাম না, আমি মনে মনে খেয়াল করলাম সম্ভবত আমার মৃত্যু ঈমান সহকারে হয়নি। এমন সময় আওয়াজ আসলো: “هٰذِهٖ عُقُوْبَةُ اِهْمَالِكَ لِلِسَانِكَ فِى الدُّنْيَا অর্থাৎ দুনিয়ায় অযথা মুখের ব্যবহারের জন্য তোমাকে এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে।” এবার আযাবের ফিরিশতা আমার দিকে অগ্রসর হলো। এমনি সময় এক ব্যক্তি যিনি সৌন্দর্যতার প্রতীক এবং সুগন্ধিময় ছিলেন, তিনি আমার এবং আযাবের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে গেলেন। আর তিনি আমাকে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর মনে করিয়ে দিলেন আর আমি সেই ভাবেই উত্তর দিয়ে দিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আযাব আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলো। আমি সেই বুযুর্গকে আরয করলাম: “**আল্লাহ পাক** আপনার প্রতি দয়া করুক, আপনি কে?” বললেন: “اَنَا شَخْصٌ خُلِقْتُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم وَاُمِرْتُ اَنْ اَنْصُرَكَ فِىْ كُلِّ كَرْبٍ” অর্থাৎ আমি হলাম সেই ব্যক্তি যাকে তোমার **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাকে প্রত্যেক বিপদের সময় তোমাকে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।” (আল কওলুল বদী, ২৬০ পৃষ্ঠা)

তুমহারা নাম মুসিবত মে জব লিয়া হো'গা, হামারা বিগড়া হুয়া কাম বন গিয়া হোগা।
(যওকে নাত, ৩৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

سُبۡحٰنَ الله! অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে সাহায্য করার জন্য যদি ফিরিশতা আসতে পারে, তবে সকল ফিরিশতাদেরও **আক্বা মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়া কেন করতে পারবে না! কেউ তো কতই না সুন্দর ফরিয়াদ করেছেন:

মে গোর আন্ধেরী মে ঘাবড়াওঙ্গা যব তানহা   ইমদাদ মেরী করনে আ'জানা মেরে আক্বা
রওশন মেরী তুরবত কো লিল্লাহ্ শাহা করনা   যব নাযআ কা ওয়াক্ত আয়ে দীদার আতা করনা।

(যওকে নাত, ৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনা দ্বারা যেমন অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার উৎসাহ বিদ্যমান, তেমনি এ থেকে এটাও শিক্ষা পাওয়া যায় যে, জিহ্বা মানুষের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ।

জিহ্বা উপকারীও আবার বিপজ্জনকও

মনে রাখবেন! জিহ্বার সঠিক ব্যবহারে অগণিত উপকার রয়েছে এবং যদি এই জিহ্বা **আল্লাহ পাকের** অবাধ্য হয়ে চলে তবে অনেক বড় বিপজ্জনক সাব্যস্ত হয়। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ اَكۡثَرَ خَطَايَا ابۡنِ اٰدَمَ فِيۡ لِسَانِهٖ অর্থাৎ মানুষের অধিকাংশ ভুল তার মুখ দ্বারা হয়।" (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হাফযিল লিসান, ৪/২৪০, হাদীস নং-৪৯৩৩)

প্রতিদিন সকালে অঙ্গ সমূহ জিহ্বার তোষামোদ করে

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদ্‌রী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত: "اِذَا اَصۡبَحَ ابۡنُ اٰدَمَ فَاِنَّ الۡاَعۡضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوۡلُ اِتَّقِ اللهَ فِيۡنَا فَاِنَّمَا نَحۡنُ بِكَ، فَاِنِ اسۡتَقَمۡتَ اِسۡتَقَمۡنَا، وَاِنۡ اَعۡوَجۡجَتَ اَعۡوَجۡجۡنَا অর্থাৎ মানুষের যখন সকাল হয় তখন তার সকল অঙ্গসমূহ জিহ্বার তোষামোদ করে, বলে: "আমাদের সম্পর্কে **আল্লাহ তাআলাকে** ভয় করো! কেননা আমরা তোমার সাথে সম্পৃক্ত, তুমি

www.dawateislami.net

সোজা থাকলে আমরাও সোজা থাকবো, আর তুমি বেঁকে গেলে আমরাও বেঁকে যাবো।” (তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৪/১৮৩, হাদীস নং-২৪১৫)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের পাদটিকায় বলেন: “লাভ ক্ষতি, সুখ শান্তি, দুঃখ কষ্টে (হে জিহ্বা!) আমরা তোমার সাথে সম্পৃক্ত, যদি তুমি মন্দ হও তবে বিপদ এসে যাবে, তুমি যদি সঠিক হও তবে আমরা সম্মানীত হবো। মনে রাখবেন, জিহ্বা হচ্ছে অন্তরের প্রকাশস্থল, এর ভাল মন্দ অন্তরের ভাল মন্দ সম্পর্কে জানিয়ে দেয়।” (মিরআত, ৬/৪৬৫)

জিহ্বার অসতর্কতার বিপদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই জিহ্বা যদি বেঁকে চলে তবে অনেক সময় ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যায়, এই জিহ্বা দিয়েই যদি কাউকে মন্দ বলে এবং তার রাগ এসে যায় তবে কখনো কখনো হত্যা ও লুটপাট বিবাদ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই জিহ্বা দিয়েই কোন মুসলমানকে শরীয়াতের অনুমতি ব্যতিত ধমক দিয়ে দিলো এবং তার অন্তরে কষ্ট দিলো তবে নিঃসন্দেহে এ কারণে গুনাহগার ও জাহান্নামের ভাগীদার হবে।

অন্তরের কঠোরতার পরিণতি

আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি দয়া করুক, আমাদের মুখের লাগাম নসীব করুন এবং আমাদের অন্তরের কঠোরতাকে দূর করুক, কেননা পাষাণ হৃদয় অশ্লীল কথাবার্তার আলামত, যেমন **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “اَلۡبَذَاءُ مِنَ الۡجَفَاءِ وَالۡجَفَاءُ فِی النَّارِ অর্থাৎ অশ্লীল কথাবার্তা পাষাণ হৃদয় থেকে আর পাষাণ হৃদয় আগুনে।”

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, ৩/৪০৬, হাদীস নং-২০১৬)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যে ব্যক্তির জিহ্বা নির্ভীক হয়ে যায় যে, সকল ভাল-মন্দ কথা নির্দ্বিধায় জিহ্বা দিয়ে বের হয়ে আসে, তখন বুঝে নিন যে, তার অন্তর পাষাণ হয়ে গেছে, তার কোন লজ্জা নেই। কঠোরতা হচ্ছে সেই বৃক্ষ, যার শিকড় মানুষের অন্তরে এবং এর শাখা প্রশাখা দোযখে। এরূপ নির্ভীক ব্যক্তির পরিণতি এমন হয় যে, সে **আল্লাহ পাক** ও রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারেও বেয়াদবী করে অবশেষে কাফের হয়ে যায়। (মিরআত, ৬/৬৪১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার জন্য "**বুখারী শরীফ**" এর একটি হাদীস শরীফ মুখস্থ করে নিন اِنْ شَآءَ الله খুবই উপকৃত হবেন। সেই হাদীসে পাকটি হলো: **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ অর্থাৎ যে **আল্লাহ পাক** ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তার উচিৎ ভাল কথা বলা বা চুপ থাকা।" (বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১০৫, হাদীস নং- ৬০১৮)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে নিজের জিহ্বাকে সর্বদা যিকির ও দরূদ দ্বারা ব্যস্ত এবং শরীরের সকল অঙ্গের কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর তৌফিক দান করুন।

মেরী যবান পর কুফ্‌লে মদীনা লাগ জায়ে, ফুযুল গোয়ী সে বাঁচতা রাহোঁ সদা ইয়া রব!
কারে না তঙ্গ খেয়ালাতে বদ কাভী কার দে, শুউর ও ফিকর কো পাকিযগী আতা ইয়া রব!
বওয়াক্তে নাযআ সালামত রাহে মেরা ঈমান,
মুঝে নসীব হো কলেমা হে ইলতিজা ইয়া রব!

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ১০

প্রিয় নবী ﷺ আশিকদের দরূদ নিজে শ্রবণ করেন

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَسۡمَعُ صَلَاةَ اَهۡلِ مَحَبَّتِیۡ وَاَعۡرِفُهُمۡ وَتُعۡرَضُ عَلَیَّ صَلٰوةُ غَيۡرِهِمۡ عَرۡضًا অর্থাৎ ভালবাসা পোষণ কারীদের দরূদ আমি নিজে শ্রবণ করি এবং তাদের পরিচয় জানি, আর অন্যান্যদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।"

(মাতালেউল মাসাররাত শরহে দালাঈলুল খায়রাত, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রবণশক্তি এবং ইলমে গাইবের (অদৃশ্যের জ্ঞান) এর শান দেখুন যে, দুনিয়ার কোণায় কোণায় দরূদ শরীফ পাঠকারীদের শুধুই দরূদ শরীফ শ্রবণ করেন তা নয় বরং পাঠকারীর পরিচয়ও জানেন। মুবারক কানের আলিশান মহত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "اِنِّیۡ اَرٰی مَالَا تَرَوۡنَ وَاَسۡمَعُ مَا لَا تَسۡمَعُوۡنَ অর্থাৎ আমি সেই জিনিস গুলো দেখি যা তোমরা দেখোনা এবং আমি সেই আওয়াজ সমূহ শ্রবণ করি যা তোমাদের মধ্য হতে কেউ শুনে না।"

(আল খাচাইচুল কোবরা, ১/১১৩)

এই হাদীসে পাক দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তি অতুলনীয় এবং মহান মুজিযার সমৃদ্ধ মর্যাদা রাখে। কেননা **তিনি** দূরের ও কাছের আওয়াজ সমূহ একই সমান শুনতেন।

দূর ও নযদিক কে সুননে ওয়ালে ওহ কান,
কানে লালে কারামত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকা এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার হতে উপকৃত হতে থাকা, সৌভাগ্যবানরা **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পড়ায়

www.dawateislami.net

অভ্যস্ত হয়, তাদের প্রতি দয়া ও দানের এমন বর্ষণ হয় যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা অবাক হয়ে দাঁতে আঙ্গুল কামড়ে ধরে থাকে। সুতরাং এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবন করি।

অসাধারণ ছোট কন্যা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযুলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "আমি সফরে ছিলাম, এক স্থানে নামাযের সময় হয়ে গেলো। সেখানে একটি কূপ তো ছিলো, কিন্তু বালতি আর রশি ছিলো না, আমি এই চিন্তায় ছিলাম, তখনি একটি ঘরের উপর থেকে এক ছোট মেয়ে আমার দিকে তাকালো, আর জিজ্ঞাসা করলো: "আপনি কী খুঁজছেন?" আমি বললাম: "কন্যা! রশি আর বালতি।" সে জিজ্ঞাসা করলো: "আপনার নাম?" বললাম: "মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযুলী।" ছোট কন্যাটি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো: "আচ্ছা! আপনিই কি সেই ব্যক্তি, যার প্রসিদ্ধির ডঙ্কা চারদিকে বাজছে, অথচ আপনার অবস্থা এই যে, কূপ থেকে পানিও বের করতে পারছেন না!" এই বলে সে কূপে থুথু নিক্ষেপ করলো। মুহুর্তেই পানি উপরের দিকে উঠে গেলো এবং পানি কূপ থেকে উপচে পড়তে লাগলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ওযু করলেন, এরপর সেই অসাধারণ ছোট মেয়েকে বললেন: "বৎস! তুমি সত্যি করে বলো তো, এ অসাধারণ ক্ষমতা তুমি কিভাবে অর্জন করেছো?" সে বললো: "এটি সেই পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতেই হয়েছে, যদি **তিনি** জঙ্গলে তাশরীফ নিয়ে যান তবে পশু, পাখি **তাঁর** আঁচলে আশ্রয় নেয়।" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "এই অসাধারণ মাদানী মুন্নীর প্রতি প্রভাবিত হয়ে আমি সেখানেই সংকল্প করলাম যে, দরূদ শরীফের উপর কিতাব লিখবো।" (সা'আদাতুদ দারাইন, ১৫৯ পৃষ্ঠা) অতঃপর সুলাইমান জাযুলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দরূদ শরীফের উপর একটি কিতাব রচনা করেন, যা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে আর সেই কিতাবের নাম হল **"দালায়িলুল খায়রাত"**। (হোসাইনী দুলহা, ১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

নেককারদের আলোচনা রহমত লাভের মাধ্যম

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেনঃ " عِنْدَ ذِكْرِالصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককারদের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, নম্বর-১০৭৫০) আসুন আমরাও বরকত অর্জন এবং রহমত অবতীর্ণের জন্য **"দালাইলুল খাইরাত"** প্রণেতা সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করি।

"দালাইলুল খাইরাত" প্রণেতা ফানাফিল মুস্তফা, সনাদুল আসফিয়া, আরিফে কামিল, কুতুবুল আকতাব, ওহিদুদ দাহার, ফরিদুল আসর, শায়খ, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম মোবারক হলো মুহাম্মদ, সম্মানিত পিতার নাম আব্দুর রহমান, আর দাদার নাম আবু বকর বিন সুলাইমান। ইতিহাসে এমন অনেক বুযুর্গ পাওয়া যায় যাদের সম্পর্ক পিতার পরিবর্তে দাদার দিকেই হয়ে থাকে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাযুলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেও সাধারণত তাঁর পিতার দাদাজান হযরত সুলাইমান এর সাথে মিলিয়ে মুহাম্মদ বিন সুলাইমান বলা হয়।

সুলাইমান জাযুলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৮০৭ হিজরি মোতাবেক ১৪০৪ ইংরেজিতে মরক্কোর 'সুস'এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাসানী সৈয়দ ছিলেন, একুশ পূর্ব পুরুষে গিয়ে তাঁর বংশের ধারাবাহিকতা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে মিলিত হয়। তাছাড়া তিনি মালেকী মাযহাবী (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনুসারী) এবং তরীকা অনুসারে শাযলী ছিলেন।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযুলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সত্য আক্বীদার বুযুর্গ ছিলেন, যার সম্পর্ক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে ছিলো। তাঁর **আল্লাহ পাকের** প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এবং তিনি বিভিন্ন স্থানে **আল্লাহ পাকের** পবিত্র সত্তা ও গুনের এবং সর্বশক্তিমত্তার খুবই সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। **"দালাইলুল খাইরাত"** শরীফ মূলত দরূদ ও সালামের

www.dawateislami.net

সংকলন, তবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে **আল্লাহ পাকের** গুনাবলীকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, দরূদ শরীফ পাঠকারীর অন্তরে **আল্লাহ পাকের** শান ও মহত্ব এবং মহিমা ও পরিপূর্ণতা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

তিনি সর্বদা ওযীফা পাঠে লিপ্ত থাকতেন, প্রতিটি বিষয়ে **আল্লাহ পাকের** প্রতি আস্থা রাখতেন, কোরআন ও সুন্নাতের প্রতি গভীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং শরীয়াতের সীমাবদ্ধতার অনুসারী ছিলেন, অবশেষে তাঁর নেকী এবং বুযুর্গীর সাড়া পড়ে গিয়েছিলো এবং **খোদার** সৃষ্টি তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হতে লাগলো। তিনি রাত দিনে দেড় খতম কোরআন তিলাওয়াত করতেন, بِسۡمِ الله শরীফের ওযীফা পাঠ করতেন, তাছাড়া রাত দিনে দু'বার **দালাইলুল খায়রাত** শেষ করা তাঁর দৈনন্দিন রুটিনে অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযুলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সিলসিলায়ে শাযলীয়ায় বাইয়াত গ্রহনের পর চৌদ্দ বছর পর্যন্ত একাকীত্বে অবস্থান করে ইবাদত ও রিয়াযত এবং সুলুকিয়্যতের (স্বাভাবিক) অবস্থায় পৌঁছাতে ব্যস্ত ছিলেন। চৌদ্দ বছরের দীর্ঘ একাকীত্বের পর নেকীর দাওয়াত প্রসার করতে এবং সৃষ্টি জগতের হিদায়তের জন্য প্রকাশ্য থাকা গ্রহণ করলেন। 'আসিফি' শহরকে তিনি দ্বীনি কার্যকলাপের কেন্দ্র বানালেন এবং মুরীদদের শিক্ষা এবং পরিচালনা করার কাজ শুরু করলেন। অসংখ্য লোক তাঁর হাতে তাওবা করলেন এবং তাঁর সুনাম দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো, তাঁর থেকে অসংখ্য মহৎ কারমত এবং আশ্চর্যজনক অলৌকিক দৃষ্টান্ত মূলক কার্যাদী সম্পাদিত হলো। তাঁর গুন ও উৎকর্ষতা নিয়ে ভাবলে মানুষ হতবাক হয়ে যায়।

"দালাইলুল খাইরাত" প্রণেতা হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযুলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো ইশ্‌কে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। তিনি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজের ইশ্‌কের অবস্থাকে **"দালাইলুল খাইরাত"** শরীফে এভাবে বর্ণনা করেন: " وَنَفَيۡتَ عَنۡ قَلۡبِىۡ فِىۡ هٰذَاالنَّبِىِّ

الْكَرِيْمِ الشَّكَّ وَالْاِرْتِيَابَ وَغَلَّبْتَ حُبَّهُ عِنْدِى عَلٰى حُبِّ جَمِيْعِ الْأَقْرِبَاءِ وَالْاَحِبَّاءِ অর্থাৎ হে **আল্লাহ!** তুমি আমার অন্তরকে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয় থেকে দূরে রেখেছো এবং **তাঁর** ভালবাসাকে আমার নিকট সকল আত্মীয় ও প্রিয়দের ভালবাসার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে দিয়েছো।" তাঁর ইশ্‌কে রাসূলের অবস্থা "**দালাইলুল খাইরাত**" এর বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়।

তাঁর পুরো জীবন **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি উৎসাহ দিয়ে এবং দরূদ শরীফের প্রসার ও প্রচারের কাজে অতিবাহিত করেন।

দরূদ পাঠকারীর শরীর মাটি খেতে পারে না

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "**বাহারে শরীয়াত**" এর ১ম খন্ডের ১১৪ পৃষ্ঠায় বলেন: "ঐ ব্যক্তি, যে তার সময়কে দরূদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত রাখে, তার শরীর মাটি খেতে পারে না।"

৭৭ বছর পরও শরীর নিরাপদ ছিলো

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযুলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه শুধু নিজে **রহমতে আলম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতো না বরং তাঁর সংকলিত দরূদ শরীফের কিতাব "**দালাইলুল খাইরাত**" এর মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। সুতরাং তাঁর ওফাতের সাতাত্তর (৭৭) বছর পর যখন কবর থেকে বের করা হলো তখন তাঁর শরীর মুবারক একেবারে সতেজ ছিলো, যেন আজকেই দাফন করা হয়েছে, এতো দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁর শরীরে কোন পরিবর্তন হয়নি। তাঁর দাঁড়ি এবং মাথার চুল এমন ছিলো, যেন আজই কোন

www.dawateislami.net

নাপিত তাঁর ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন করেছে। এক ব্যক্তি তাঁর চেহারায় আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলো তখন আশ্চর্যজনক ভাবে সেই স্থান হতে রক্ত সরে গেলো এবং যখন আঙ্গুল তুললো তখন রক্ত আবার নিজ স্থানে ফিরে আসলো, যেমনিভাবে জীবিত লোকের সাথে হয়।

মাযার শরীফ থেকে কস্তুরীর সুগন্ধ

'মরক্কো'য় তাঁর সৃষ্টিকূলের মিলন মেলা হিসাবে মাযার অবস্থিত। মাযারে খুবই প্রভাব ও মহিমান্বিত অবস্থা বিরাজমান, লোকেরা যিয়ারতের জন্য দলে দলে হাজীরি দেয় এবং **"দালাইলুল খাইরাত"** শরীফ অধিকহারে পড়া হয়। সম্ভবত এই দরূদ শরীফের বরকতেই যে, তাঁর পবিত্র কবর শরীফ থেকে কস্তুরীর সুবাস ছড়ায়।

তাঁর পবিত্র সত্তা ছিলো সৃষ্টির জন্য নিবেদিত প্রাণ, মুরীদ ছাড়াও অসংখ্য মানুষ তাঁর যিয়ারত এবং সাক্ষাতের জন্য আসতো। এমনকি তাঁর ফয়েয প্রাপ্ত মুরীদদের মধ্যে বার হাজার ছয় শত পয়ঁষট্টি (১২৬৬৫) জন তো এমন কামিল হয়েছিলো যে, বেলায়তের মহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, এবং নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যের উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হন।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাইয়াতের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, প্রায় সকল আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام সুলুকিয়্যতের (স্বাভাবিক) পথ অতিক্রম করতে কোন না কোন কামিল পীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, বরং স্বয়ং আমাদের গেয়ারভী ওয়ালা আক্বা, সরদারে আউলিয়া

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা গাউছে আযম দস্তগীর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ও হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু সাঈদ মুবারক মাখযুমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। আমাদেরও উচিৎ কোন কোন শরীয়াতের অনুসারী কামিল পীরের মুরীদ হয়ে যাওয়া। **আল্লাহ পাক** কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

يَوۡمَ نَدۡعُوۡا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمۡ ۚ

(পারা ১৫ম বনী ইসরাঈল, আয়াত ৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমাম সহকারে আহ্বান করবো।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ "**নূরুল ইরফানে**" এই আয়াতে করীমার পাদটিকায় বলেন: "এ থেকে বুঝা গেলো যে, দুনিয়ায় কোন নেক বান্দাকে নিজের ইমাম বানিয়ে নেয়া উচিৎ শরীয়াতে 'তাকলীদ' এর মাধ্যমে আর তরীকতে 'বাইয়াত' এর মাধ্যমে, যেন হাশর নেককারদের সাথে হয়। যদি নেককার ইমাম না হয় তবে তার ইমাম শয়তান হবে। এই আয়াতে তাকলীদ, বাইয়াত এবং মুরীদের প্রমান রয়েছে।" (তাফসীরে নূরুল ইরফান, ৭৯৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে পীর-মুরীদের এই ধারাবাহিকতা ব্যাপক ভাবে প্রয়োজন, কিন্তু কামিল এবং ভন্ড পীরের পার্থক্য করা কঠিন। এটা **আল্লাহ পাকের** বিশেষ রহমত যে, **তিনি** প্রত্যেক যুগে **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উম্মতদের সংশোধনের জন্য নিজ আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام অবশ্যই সৃষ্টি করেন। যে নিজের ঈমানী প্রজ্ঞা ও অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা লোকেদের মধ্যে এই মানষিকতা তৈরী করে যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

বর্তমান যুগে কামিল মুর্শীদের এক উদাহরণ হলো, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ।

www.dawateislami.net

যার বেলায়তের দৃষ্টিতে লাখো মুসলমান বিশেষ করে যুবকদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তিনি সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরিয়া রযবীয়ায় মুরীদ করে থাকেন আর কাদেরীয়া সিলসিলা সম্পর্কে কি আর বলবো, **হুযুর** গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমার মুরীদ চাই যত বড় গুনাহগার হোক না কেন (اِنْ شَآءَ الله) সে ততক্ষন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষন পর্যন্ত সে তাওবা করে নিবে না।" (আদাবে মুর্শীদে কামিল, ২২ পৃষ্ঠা)

যে এখনো কারো মুরীদ হননি, তাদের নিকট মাদানী পরামর্শ হলো যে, নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য এই যুগের সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ার মহান বুযুর্গ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ হয়ে যান। নিঃসন্দেহে মুরীদ হওয়াতে ক্ষতির কোন অবকাশ নেই, দু'জাহানে اِنْ شَآءَ الله উপকারই উপকার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেক বান্দাদের আঁচল দান করুক, নেককারদের সদকায় আমাদেরও নেক বানিয়ে দিক এবং আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ১১

হারানো সুঁই খুজে পায় তাঁর মুচকী হাসিতে

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا সেহেরীর সময় কিছু সেলাই করছিলেন। তখনই হঠাৎ সুঁই হাত থেকে পড়ে গেল এবং প্রদীপও নিভে গেল। ঠিক এই সময় **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হুজরা শরীফে আগমন করলেন। তাঁর চেহারার উজ্জলতায় সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে গেলো এমনকি হারানো সুঁই পেয়ে গেলো। উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার নূরানী চেহারা কতইনা আলোকিত।" **তাজেদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "وَیۡلٌ لِمَنۡ لَّا یَرَانِیۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির ধ্বংস, যে কিয়ামতের দিন আমাকে দেখতে পারবে না।" আরয করা হলো: "তারা কে! যারা আমাকে দেখতে পারবে না?" ইরশাদ হলো: "তারা হলো কৃপণ।" জিজ্ঞাসা করা হলো! "কৃপন কারা?" ইরশাদ হলো: "اَلَّذِیۡ لَا یُصَلِّیۡ عَلَیَّ اِذۡ سَمِعَ بِاِسۡمِیۡ অর্থাৎ যে আমার নাম শুনেই আমার উপর দরূদ পড়ল না।" (আল কওলুল বদী, ৩০২ পৃষ্ঠা)

চুযানে গুমশুদা মিলতিহে তাবাস্সুম সে তেরে,
শাম কো সুবহ বানাতা হে উজালা তেরা।
(যওকে নাত-১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আলোকজ্জল শানের কথা কি আর বলব। যে পবিত্র চেহারার আলোয় হারানো সুঁই খুজে পাওয়া যায়! প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ

www.dawateislami.net

বলেন: “**রহমতে আ’লম নুরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানব ও এবং নূরও অর্থাৎ নূরানী মানব। প্রকাশ্য শরীর মুবারক মানবের এবং সত্তা হলো নূর।”

(রাসাঈলে নঈমীয়্য, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা)

কুরবান হয়ে যান! **আমার প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানীয়্যত এর উপর। এই নুরের অধিকারী দুনিয়ার বাতাস ও মাটিতে আগমনের ক্ষনেও এমন শান নিয়ে এসেছিলেন যে, চারিদিকে আলোর ছটা ছড়িয়েছিল। যেমনিভাবে-

পারস্য দেশের প্রাসাদ আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো

হযরত সায়্যিদুনা ইরবাদ বিন সারিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ اِنِّیْ عِنْدَ اللهِ مَكْتُوْبٌ خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ، وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِیْ طِيْنَتِهٖ অর্থাৎ আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট তখনো শেষ নবী হিসাবে ছিলাম যখনো হযরত আদম এর অবয়বের খামির বানানো হচ্ছিলো। (অতঃপর ইরশাদ করলেন): “وَسَاُخْبِرُكُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِیْ، আমি তোমাদেরকে আমার পূর্ববর্তীর অবস্থার বর্ণনা দিব। “ دَعْوَةُ اِبْرَاهِمَ، وَبِشَارَةُ عِيْسٰى، وَرُؤْيَا اُمِّی الَّتِیْ رَاَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِیْ অর্থাৎ আমি ইব্রাহিমের দোয়ার প্রতিফল, ঈসার সুসংবাদ, আমার মায়ের এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা যে, যা তিনি আমার জন্মক্ষণে দেখেছিলেন। “ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ اَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُالشَّامِ অর্থাৎ তাঁর মধ্য হতে একটি উজ্জল আলোর প্রতিভিম্ব প্রকাশ পেলো। যাতে শাম দেশের (সিরিয়ার) প্রাসাদ ও অট্রালিকা গুলো আলোকিত হয়ে গেলো।

হযরত সায়্যিদুনা শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিজ সিরাজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রিসালাতের দরবারে আরয করছেন:

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَر
مِنْ وَّجْهِكَ الْمُنِيْرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَر

www.dawateislami.net

অর্থাৎ **হে সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আর **সকল মানুষের সর্দার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিঃসন্দেহে আপনারাই নূরানী চেহারার নূরানিয়ত থেকে চন্দ্রকে আলোকিত করা হয়েছে।

হুযুরের মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করা কেমন?

নিঃসন্দেহে **আমাদের মাদানী আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা নূর। কিন্তু এটা মনে রাখবেন! সম্পূর্ন রূপে বশরিয়্যতকে অর্থাৎ মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করার অনুমতি নাই। যেমন; আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **"তাজেদারে রিসালাত, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বশরিয়্যতকে অর্থাৎ মানব সত্তাকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করা কুফরী।" (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা) কিন্তু তাঁর বশরিয়্যত তথা মানব সত্তা সাধারণ মানুষের মতো নয়, বরং তিনি সায়্যিদুল বশর তথা মানুষদের সর্দার এবং আফযালুল বশর তথা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। **আল্লাহ পাকের** নূরানী ফরমান হচ্ছে:

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾

(পারা-৬ সুরা মায়িদা, আয়াত-১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট **আল্লাহর** পক্ষ থেকে একটা "নুর" এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওয়াফাত ১৩০ হিজরি) বলেন: " يَعْنِى بِالنُّوْرِ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) اَلَّذِىْ اَنَارَ اللّٰهُ بِهِ الْحَقَّ وَاَظْهَرَبِهِ الْاِسْلَامَ অর্থাৎ নূর দ্বারা **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই, যারা দ্বারা **আল্লাহ পাক** সত্যকে আলোকিত এবং ইসলামকে প্রকাশ করেছেন।"

(তাফসীরে তাবারী, পারা ৬, সূরা মায়িদা, ১৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৫০২)

www.dawateislami.net

সর্বপ্রথম সৃষ্টি

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! بِاَبِیۡ اَنۡتَ وَاُمِّیۡ اَخۡبِرۡنِیۡ عَنۡ اَوَّلِ شَیۡءٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالٰی قَبۡلَ الۡاَشۡیَاءِ আমার পিতা মাতা আপনার উপর উৎসর্গীত। আমাকে বলুন যে: "সর্ব প্রথম **আল্লাহ পাক** কোন জিনিসটি সৃষ্টি করেছেন?" ইরশাদ করলেন: یَا جَابِرُ اِنَّ اللهَ تَعَالٰی قَدۡ خَلَقَ قَبۡلَ الۡاَشۡیَاءِ نُوۡرَ نَبِیِّكَ مِنۡ نُوۡرِهٖ "হে জাবির নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** সকল সৃষ্টির পূর্বে তোমার **নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরকে আপন নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

(আল মাওয়াহিবু লাদুনিয়া, ১/৩৬)

তেরী নচলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা,
তুহে আয়নে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা।
(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

তোমারই দিপ্তী থেকেই সকলে উজ্জলতা পায়

বরং তিনি তো নূর বন্টনকারী যাকে চান নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা আছিদ বিন আবি আয়াস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এমনি এক সৌভাগ্যবান সাহাবী যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম,** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার তাঁর চেহারায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর বুকে নূরানী হাত রেখে ছিলেন, বলা হয় যে, যখনি তিনি অর্থাৎ ওই সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কোন অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করতেন তখন ঘর আলোকিত ও দীপ্তিময় হয়ে যেতো।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ৭/১২৩। ১৩তম অংশ, হাদীস নং-৩৬৮১৯। আল খাসায়িসুল কুবরা, ২/১৪২)

চমক তুজ ছে পা'তেহে সব পানে ওয়ালে,
মেরা দিল ভি চমকাদে চমকানে ওয়ালে।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা মানব হওয়ার সাথে সাথে নূর দ্বারা ও পরিপূর্ণ। নূর ও মানব সম্পর্কে আরো জানার জন্য প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর **"রিসালায়ে নূর"** কিতাবটি অধ্যায়ন অত্যন্ত উপকারী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে (বৈঠক সমূহ) আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা সাজিয়ে নাও। কেননা তোমাদের আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।" (জামে সগির, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদিস নং- ৪৫৮০)

سُبْحٰنَ الله! কিরূপ সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তিরা, যারা নিজের দৈনন্দিন জীবনে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাকে সকাল সন্ধার ওযীফা বানিয়ে নিয়েছেন। কিয়ামতের দিন তাদের পাঠ করা দরূদ শরীফ তাদের জন্য নূর হবে।

কা'বে কে বদরুদ্দোজা তুম পে করোড়ো দরূদ,
তায়বা কে শামশুদ্দোহা তুম পে করোড়ো দরূদ।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করা এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা অত্যন্ত উপকারী।

www.dawateislami.net

মাদানী ইনআমাত আসলে এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে অতি সহজে নেক কাজ করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার এক উত্তম ও সমষ্টিগত সমন্বয়। যা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রশ্নবলী আকারে নিজের মুরীদ, ভালবাসা পোষণকারী এবং অনুসারীদের জন্য প্রদান করেছেন। মাদানী ইনআমাতে তিনি যেমন ইলম এবং আমলের উৎসাহ প্রদান করেছেন তেমনি বিভিন্ন জায়গায় **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার মন-মানষিকতাও সৃষ্টি করেছেন। যেমন; মাদানী ইনআম নং ৫ এ বলেন: "আপনি কি আজ নিজ সিলাসিলার শাজারা শরীফ হতে কিছু ওযীফা এবং কমপক্ষে ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়ে নিয়েছেন?"

মাদানী ইনআম নং ৪৯ এ বলেন: "আপনি কি আজ প্রয়োজনীয় কর্থাবার্তাও খুব কম শব্দের মধ্যে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন? এমনকি অপ্রয়োজনীয় কথা মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়া অবস্থায় সাথে সাথে লজ্জিত হয়ে দরূদ শরীফ পড়ে নিয়েছেন?"

এভাবে মাদানী ইনআম নং ৫১ বলেন: "আপনি কি এ সপ্তাহে ইজতিমার শুরু থেকে অংশগ্রহণ করে (যতটুকু সময় বসতে পারেন ততক্ষণ সময় পর্যন্ত) দু'জানু হয়ে বসে যথাসম্ভব দৃষ্টিতে নত রেখে প্রতিটি বয়ান, যিকির ও দোয়া এবং দাঁড়িয়ে সালাত ও সালামে অংশগ্রহণ আর মসজিদে (হালকার সাথে তাহাজ্জুদ, ফযর, ইশরাক ও চাশতের নামায আদায় করে) সারারাত ইতেকাফ করেছেন?"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের কতইনা সুন্দর মাদানী বাহার, এর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে না শুধু সমাজের নিকৃষ্টতমেরও ভাগ্য পরিবর্তন হয় বরং সে ইশ্‌কে রাসূলের মঝে নামাজ রোযার অনুসারী

www.dawateislami.net

এবং দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যস্ত হয়ে যায়। এমনি একটি মাদানী বাহার শ্রবন করুন এবং আমলের উৎসাহ জাগিয়ে তুলুন।

ব্রাক ড্যান্সার কিভাবে শুধরে গেল?

লিয়াকত পুর (জিলা রহিম এয়ার খান, পাঞ্জাব) এর স্থানীয় এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারর্মম অনেকটা এরূপ: আমি ১৪০৯ হিজরি মোতাবেক ১৯৮৯ ইংরেজীতে খান পুরে অবস্থান করতাম। এই সময় আমি এক ক্যারাটে ক্লাবে ক্যারাটে শিখতাম। ক্যারাটের র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী আমি গ্রীণ বেল্টধারী ছিলাম (ক্যারাটের এটি একটি মর্যাদা)। আমি আমার দুনিয়ার মত্ত ছিলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার আরো নতুন নতুন শখ ও আগ্রহ জাগতে থাকে। এমনকি আমি একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ থেকে ব্রাক ড্যান্স এর প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করি। আমি আমার কাজে এতটাই দক্ষতা র্অজন করলাম যে, আমার ওস্তাদ যিনি আমাকে শিখাতেন তিনি ১৯৯২ সালে ক্লাব আমার উপর ছেড়ে পাক-পতন চলে যান। ওস্তাদের অনুপস্থিতিতে ড্যান্স ক্লাব আমি ভালভাবে চালিয়ে নিলাম। ড্যান্স শেখার ছাত্রও বেড়ে গেলো। সময়ের সাথে সাথে আমি প্রসিদ্ধি লাভ করলে লিয়াকত পুর শিফট হয়ে গেলাম। এখানেও আমার কাজে আমি অদ্বিতীয় ছিলাম এবং ছাত্রদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। সেই সময় আমি স্টেজ প্রোগ্রাম করার এক স্থানীয় আর্ট কাউন্সিলের সদস্যও হয়ে গেলাম। আমাকে ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রিতে গান এবং ড্যান্স করার জন্য ডাকা হতো। আর এতে আমি লোকদের কাছ থেকে অনেক প্রশংসাও পেয়েছি। এভাবেই আমার রাত দিন গুনাহের অতল গহবরে নিমজ্জিত হচ্ছিলো। তবুও কখনো কখনো মসজিদে নামাজ পড়তে যেতাম। আর এই নামাজ পড়াটাই আমার সংশোধনের কারণ হলো। আমার সৌভাগ্য যে, আমি যেই মসজিদে নামাজ পড়তে যেতাম সেই মসজিদের ইমাম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। যখনি আমি মসজিদে যেতাম তখনি তিনি আমার সাথে অত্যন্ত বন্ধু সুলভ আচরণ করতেন এবং কবর ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার

www.dawateislami.net

মানষিকতা তৈরি করতেন। একদিন আমি যখন ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলাম তখন হঠাৎ একটি মোটা কিতাবের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। যাতে **“ফয়যানে সুন্নাত”** লিখা ছিলো। আমি সেটি হাতে নিলাম এবং পড়তে শুরু করলাম। কিতাবের লিখিত ঈমান তাজাকারী ঘটনাবলী এবং শুরুতে বিশেষ করে দরূদ শরীদের ফযীলত গুলো পড়ে মনে প্রশান্তি লাভ করলাম। কিতাবের প্রতিটি শব্দ ইশ্‌কে রাসূলে ডুবে ছিলো। এ কারণে মন ভরছিলোই না। তখন তো আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো যে, সন্ধ্যায় ইমাম সাহেবের কাছে আসতাম এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত পড়তেই থাকতাম এভাবে আমার দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস হয়ে গেলো। একবার শীতের সন্ধ্যায় আমি হোটেলে যাচ্ছিলাম সিনেমা দেখবো বলে। হঠাৎ পতিমধ্যে ইমাম সাহেবের সাথে দেখা হয়ে গেলো। তিনি আমাকে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশ গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। আমি যেহেতু যেতে চাচ্ছিলামনা তাই বাহানা করে বললাম যে, শীত তো অনেক বেশি বাড়ী থেকে চাদর নিয়ে আসি। আমি বলার দেরী ইমাম সাহেব নিজের চাদর খুলে আমাকে পরিয়ে দিলেন। আমি চাদর নিতে অস্বীকৃতি জানালাম, কিন্তু তার একনিষ্ট অনুরোধের কাছে হাল ছেড়ে দিলাম। আমি আর্শ্চয্য হয়ে গেলাম যে, এরূপ শীতের রাতেও কেউ এরূপ ইছার করতে পারে। অবশেষে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ হয়েই গেলো। সুন্নাতে ভরা ইজতিমার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে আমার চোখ তো অবাক। আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমি তো ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মোহে অন্ধ হয়ে আছি। আসল জিন্দেগী তো এটাই, যেখানে জিন্দেগীর সকল রঙ্গ নিজের ভেতর রহমত ও বরকত বিলিয়ে যাচ্ছে। ইজতিমায় “ইশকে রাসূল” বিষয়ে হওয়া সুন্নাতে ভরা বয়ান আমার চোখ হতে উদাসীনতার পর্দা দূর করে দিলো। আমি অজান্তে কান্না করে দিলাম। যিকিরুল্লাহ্‌র সময় আমার এমন প্রশান্তি অনুভব হলো যে, এর আগে কখনো এরূপ প্রশান্তি আমি অনুভব করিনি। পরিশেষে কান্না জড়িত দোয়া যেন মরিচা ধরা অন্তরকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলো। আমি কেঁদে কেঁদে আমার গুনাহ থেকে তাওবা করলাম। আমি

www.dawateislami.net

বুঝতে পারলাম যে, আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। ইজতিমার শেষে ইসলামী ভাইয়েরা এভাবে আমার সাথে মিলিত হচ্ছে যেন আমি তাদের অনেক পূরোনো পরিচিত। আমি তখনই ইমাম সাহেবকে বললাম “এখন থেকে আপনি আসুন বা না আসুন, আমি প্রতি বৃহস্পতিবার ইজতিমায় অবশ্যই আসব।”

اَلْحَمْدُ لِله আমি সদা সর্বদা প্রশান্তি এবং বরকত অর্জনের জযবায় **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। ৫-৬-৭ এপ্রিল ১৯৯৫ সালের লাহোরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে আমীরে আহলে সুন্নাতের মুরীদ হয়ে কাদেরী আত্তারী হয়ে গেলাম। কাল পর্যন্ত গ্রীন বেল্ট আমার কোমরে ছিলো আর আজ গ্রীন পাগড়ী আমার মাথায় শোভা পাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِله বর্তমানে আমি কাবিনা মুশাওয়ারাতের মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়ার যিম্মাদার হিসাবে সুন্নাতের খিদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো এবং দরূদ শরীফের বরকতে আমাদের সকল সমস্যা সমাধান করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀❀❀❀❀

অসম্পূর্ণ কাজ

নবী করীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এর মাধ্যমে আরম্ভ করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।” (আদ্ দুররুল মানসূর, ১/২৬)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ১২

জুমার দিন অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهٗ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَاِنَّ اَحَدًا لَنْ يُّصَلِّيَ عَلَيَّ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهٗ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا অর্থাৎ জুমার দিন আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ প্রেরণ করো কেননা এটা ইয়াউমে মাশহুদ (অর্থাৎ আমার দরবারে ফিরিশতাদের বিশেষ ভাবে উপস্থিত হবার দিন)। এই দিন ফিরিশতারা (বিশেষ ভাবে অধিকহারে আমার দরবারে) উপস্থিত হয়। যখন কোন ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরন করে তখন সে অবসর হওয়ার পূর্বেই তার দরূদ আমার সামনে পেশ করে দেয়া হয়।" হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম: "(**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!) আর আপনার পর্দা করার পর কি হবে?" ইরশাদ করলেন: "হ্যা (আমার জাহেরী) ওফাতের পরও (আমার সামনে এভাবেই পেশ করা হবে।") "اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** জমিনের জন্য আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীরকে খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন।" "فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ অতএব **আল্লাহ পাকের** নবীগণ জীবিত এবং তাঁদেরকে রিযিকও প্রদান করা হয়।" (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানাইয, ২/২৯১, হাদীস নং ১৬৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের শত চেষ্টা করে হলেও বিশেষ করে জুমার দিন অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা চাই। কেননা বিভিন্ন হাদীসে মুবারাকায় এই দিন অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। যেমনটি আপনারা এখনই শ্রবণ করলেন এবং জমিন আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام শরীর মুবারক কেন ভক্ষণ করে না, তার

www.dawateislami.net

ঈমান তাজাকারী হিসাব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: " لِاَنَّهَا تَتَشَرَّفُ بِوَقۡعِ اَقۡدَامِهِمۡ عَلَيۡهَا وَتَفۡتَخِرُ بِضَمِّهِمۡ اِلَيۡهَا فَكَيۡفَ تَأۡكُلُ مِنۡهُمۡ এইজন্য যে, জমীন আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ السَّلَام মুবারক কদমে চুমু দিয়েই ধন্য হয়ে থাকে। আর পরে তাদের এই সৌভাগ্য হয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام মুবারক শরীর জমিনের সাথে লেগে থাকে। আর এই কারণেই তাঁদের শরীরকে কিভাবে ভক্ষণ করবে? । (ফয়যুল কদীর, হরফুল হামযা, ২/৬৭৮, হাদীস নং- ২৪৮০)

জিস খাঁক পে রাখথে থে কদম সায়্যিদে আলম,
উস খাঁক পে কুরবাঁ দিলে শে'দা হে হামারা। (হাদায়িকে বখশীশ, ৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফ থেকে জানা গেল, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام নিজ নিজ মাজারে জীবিত। অনেক সময় এ ব্যাপারে অভিশপ্ত শয়তান বিভিন্ন কুমন্ত্রনার সৃষ্টি করে। আসুন এই সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি:

আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام নিজ নিজ মাজারে জীবিত

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিপিবদ্ধ করেন: আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام নিজ নিজ কবরে ঠিক সেই রকম সত্যিকার অর্থে জীবিত যেমনটি দুনিয়াতে ছিলেন। পানাহার করেন। যেখানে ইচ্ছা যাওয়া আসা করেন। **আল্লাহ পাকের** ওয়াদাকে সত্যায়িত করার জন্য কিছুক্ষণের জন্য তাঁদের উপর মৃত্যু অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আবারও পরিপূর্ণ জীবিত হয়ে যান। তাঁদের জীবন, শহীদের জীবন থেকেও অত্যধিক উচ্চ ও মর্যাদাবান। এই কারণেই শহীদের সম্পত্তি বন্টন হয়। শহীদের স্ত্রীগণ ইদ্দত পালন শেষে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। শুধুমাত্র আম্বিয়াগণ ছাড়া, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা জায়িয নয়"। (বাহারে শরীয়াত, ১/৫৮)

অন্য জায়গায় বলেন: আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে কিরাম, উলামায়ে দ্বীন, শুহাদা, হাফেযে কোরআন, যারা কোরআন মজিদের উপর আমল করে এবং যারা এর ভালাবাসার মর্যাদায় অধিষ্টিত আর ঐ শরীর যা কখনো **আল্লাহ পাকের** নাফরমানি করেনি এবং যে নিজের সময়কে দরূদ শরীফ পড়ার দ্বারা ব্যস্ত রাখতো। তাদের শরীর মাটি খেতে পারে না। যে ব্যক্তি আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام শানে এরূপ জঘন্য বাক্য বলে যে, মরে মাটির সাথে মিশে গেছে। সে গুমরা, বদদ্বীন, ভ্রষ্ট, মান হানীর অপরাধে অপরাধী।” (বাহারে শরীয়াত, ১/১১৪)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাহেরী ওফাতের পর আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام জীবিত হওয়াটা অসংখ্য হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণীত। তাছাড়া এ সকল মহা মনিষীগণ আপন আপন মাযারে নামাজও পড়ে থাকেন। যেমন; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “اَلۡاَنۡبِيَاءُ أَحۡيَاءٌ فِىۡ قُبُوۡرِهِمۡ يُصَلُّوۡنَ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام নিজ নিজ কবরে জীবিত এবং নামায ও পড়ে থাকেন।”

(সুনানে আবি ইয়ালা, মসনদ আনাস বিন মালিক, ৩ /২১৬, হাদীস নং ৩৪১২)

অপর হাদীস শরীফে ইরশাদ করা হয়েছে: “ مَرَرۡتُ عَلٰى مُوۡسٰى لَيۡلَةَ اُسۡرِىَ بِىۡ عِنۡدَ الۡكَثِيۡبِ الۡاَحۡمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىۡ فِىۡ قَبۡرِهٖ অর্থাৎ মিরাজের রাতে আমি লাল টিলার পাশ দিয়ে গমন করলাম (তখন আমি দেখলাম:) হযরত মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আপন কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।”

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল, ১২৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৭৪)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মৃত্যু আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন গাযযালীয়ে জামান, হযরত আল্লামা মাওলানা আহমদ সৈয়্যদ কাযেমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন:

www.dawateislami.net

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওফাত আমাদের মৃত্যুর দিক থেকে আলাদা ছিলো।

(১) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ক্ষমতা অর্জিত ছিলো যে দুনিয়ায় রয়ে যাবেন বা মহান বন্ধুর কাছে তাশরীফ নিয়ে যাবেন। (বুখারী শরীফ) কিন্তু আমাদের দুনিয়াতে থেকে যাওয়া বা আখিরাতের দিকে চলে যাওয়ার কোন নিজস্ব ক্ষমতা নেই। বরং আমরা মৃত্যুর মাধ্যমে আখিরাতের সফরে যেতে বাধ্য হয়ে যাই।

(২) (মৃত্যুর পর) গোসলের সময় আমাদের শরীরের কাপড় খুলে নেওয়া হয় কিন্তু **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **তাঁর** মুবারক কাপড় সহ গোসল দেয়া হয়েছিল যা তিনি জাহেরী ওফাতের সময় পড়ে ছিলেন।

(৩) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামাযে জানাযা আমাদের মতো পড়া হয়নি বরং ফিরিশতারা, আহলে বাইতগন, সম্মানিত সাহাবীগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জামাআত ছাড়া একা একা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামায পড়েছেন এবং এই নামাযে কোন নির্দিষ্ট দোয়া ও পড়া হয়নি বরং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রসংশা ও সৌন্দর্য বর্ণনামুলক বাক্য আরয করা হয়েছিলো এবং দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়েছিলো।

(৪) আমাদের মৃত্যুর পর তাড়াতাড়ী দাফন করার কঠোর হুকুম রয়েছে, কিন্তু **দু'জাহানের সরদার, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর প্রচন্ড গরমের যুগেও পুরোপুরি দু'দিন পর কবরে আনওয়ারে দাফন করা হয়েছিলো।

(৫) আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সাধারণ মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা হবে। পক্ষান্তরে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কবরস্থ সেখানেই করা হয়েছে যেখানে তিনি জাহেরী ওফাত গ্রহণ করেন।

(৬) আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সম্পত্তি বন্টন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা।

www.dawateislami.net

(৭) আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের স্ত্রীগণ ইদ্দত পালন করার পর অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে। পক্ষান্তরে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিবিগণের জন্য এরূপ করা জায়িয নেই। (মাকালাতে কাযেমী, ২/৯৫ সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم না শুধু জীবিত আছেন বরং সৌভাগ্যবানদের নিজের যিরারত এবং হস্তচুম্বন করার সৌভাগ্যও দান করেন।

হাত মোবারক চুমু দেওয়ার মর্যাদা লাভ

হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত সাইয়িদ আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ এবং আকাবির ছুফিদের মধ্যে গণ্য হতেন। তার ঘটনাটি বড়ই প্রসিদ্ধ যে, যখন তিনি ৫৫৫ হিজরিতে হজ্জ করার পর **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের জন্য মদীনা শরীফে উপস্থিত হলেন এবং নূরানী কবরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন এ দু'কলি শের পাঠ করলেন।

فِیْ حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِیْ کُنْتُ اُرْسِلُهَا تُقَبِّلُ الْاَرْضَ عَنِّیْ وَهِیَ نَائِبَتِیْ

আমি দুরে থাকাবস্থায় আমার রুহকে মুবারক খেদমতে পাঠাতাম। যে আমার নায়েব হয়ে আস্তানা মুবারককে চুম্বন করতো।

وَهٰذِهٖ دَوْلَةُ الْاَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ یَمِیْنَكَ کَیْ تَحْظٰی بِهَا شَفَتِیْ

এবার স্বশরীরে উপস্থিত হবার সময় এলো অতএব আপনার পবিত্র হাত মুবারক বের করুন যাতে আমার ঠোঁট এর উপর চুমু দিতে পারে।

فَخَرَجَتِ الْیَدُ الشَّرِیْفَةُ مِنَ الْقَبْرِ الشَّرِیْفِ فَقَبَّلَهَا অর্থাৎ এই বিনম্র আবেদনে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক হাত কবরে আনওয়ার থেকে বাইরে বের করে দিলেন এবং হযরত সাইয়িদ আহমদ কবীর রেফায়ী এতে চুম্বন করলেন। (আল হাভী লিল ফাতাওয়া, কিতাবুল বাআস, ২/৩১৪) ঐ সময় মসজিদে নববীতে কয়েক হাজার লোক উপস্থিত ছিলো, যারা পবিত্র মুবারক হাত যিয়ারত করেছিলো। (খুতবাতে মুহাররম, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তু জিন্দা হে ওয়াল্লা, তু জিন্দা হে ওয়াল্লা
মেরে চশমে আ'লম ছে চুপ জানে ওয়ালে
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এরও এরূপ আকিদা ছিলো যে, ওফাতের পর না শুধু **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বরং হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযমও رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শুধু জীবিত নয় বরং যিয়ারত কারীদের দেখছেন। যেমন; উম্মল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: "كُنْتُ اَدْخُلُ بَيْتِى الَّذِىْ دُفِنَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم وَاَبِى অর্থাৎ যখন আমি ওই হুজরা মুবারকে প্রবেশ করতাম যেখানে **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং আমার পিতা (হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) সমাহিত আছেন।" "فَاَضَعُ ثَوْبِىْ وَاَقُوْلُ اِنَّمَا هُوَ زَوْجِىْ وَاَبِىْ তখন আমি পর্দা করার কাপড় খুলে ফেলতাম এবং বলতাম: এখানে তো শুধু আমার মাথার মুকুট প্রিয় নবী এবং পিতা রয়েছেন (যাদের সামনে পর্দা আবশ্যক নয়)।" "فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللهِ مَا دَخَلْتُ اِلَّا وَاَنَا مَشْدُوْدَةٌ عَلَىَّ ثِيَابِىْ حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ কিন্তু যখন সেখানে হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সমাহিত হলেন তখন থেকে আমি হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে লজ্জা করার কারণে পরিপূর্ণ হিজাব সহকারে প্রবেশ করতাম।"

(মুসনদে আহমদ, মুসনদে সায়্যিদা আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ১০/১২, হাদিস নং ২৫৭১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনাটি এই বিষয়ের উপর অকাট্য প্রমাণ যে, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলো না যে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রকাশ্য ওফাতের পরও জীবিত এবং নিজ কবর থেকে তাঁকে দেখছেন। এজন্যই তিনি হুজরা মুবারকে প্রবেশের পূর্বে পর্দা করে নিতেন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: "এই হাদীসে পাক দ্বারা অনেক মাসয়ালা জানা যায়। প্রথমত: মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর সম্মান করা উচিৎ, মুফতিগণ বলেন: মৃত ব্যক্তিকে তেমনি সম্মান করা উচিৎ যেমনি সে জীবিতাবস্থায় তাকে করতো। দ্বিতীয়ত: বুযুর্গদের কবর সমূহের সম্মান করা উচিৎ এবং এদেরকে লজ্জা করা উচিৎ। তৃতীয়ত: মৃত ব্যক্তি কবর থেকে বাইরের লোকদের দেখে থাকে এবং এদের চেনে ও জানে। দেখুন তো হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে প্রকাশ্য ওফাতের পর হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হায়া ও লজ্জা পোষণ করেছেন। যদি তিনি বাইরের কিছু না'ইবা দেখতেন তাহলে এই লজ্জা পোষণ করার মানেই বা কী?" (মিরআত, ২/৫২৭)

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ওফাতের পরও জীবিত এবং মাযারে শরীর মুবারক নষ্ট না হওয়ার বিষয়ে **বুখারী শরীফের** এই বর্ণনাটি হলো বড় প্রমাণ। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের যুগে যখন রওজা শরীফের দেয়াল ভেঙ্গে গেলো এবং লোকেরা (৮৭ হিজরি) যখন এর নির্মাণ শুরু করলো তখন (ভিত্তির খনন কাজ করার সময়) একটি পা প্রকাশ পেলো। এতে লোকেরা ভয় পেয়ে গেলো এবং তারা ধরে নিল, এটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মুবারক। আর সেখানে জানা শুনা কোন লোকও ছিলনা। তখন হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: " وَاللهِ مَاهِیَ قَدَمُ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِیَ اِلَّا قَدَمُ عُمَر অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** শপথ! এটা **হুযুর নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মুবারক নয় বরং তা হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কদম মুবারক।" (বুখারী, কিতাবুল জানায়িয, ১/৪৬৯, হাদীস নং ১৩৯০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা লক্ষ্য করলেন যে, ওফাতের প্রায় ৬৪ বছর পর ও হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর শরীর মুবারক অক্ষত ছিলো এবং তাতে কোন প্রকারে পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর আলমে বরযখের জীবন এবং আমাদের বরযখের জীবনের মতো নয়। ব্যস পার্থক্য শুধু এটাই যে, তাঁরা শুধু আমাদের মতো লোকদের দৃষ্টিতে লুকায়িত। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হাসান শুরুনবুলালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিপিবদ্ধ করেন: "এ বিষয়টি গবেষণা কারীদের নিকট প্রমাণিত যে, اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ يُرْزَقُ مُمَتَّعٌ بِجَمِيْعِ الْمَلَاذِّ وَالْعِبَادَاتِ غَيْرَ اَنَّهٗ حَجَبَ عَنْ اَبْصَارِ الْقَاصِرِيْنَ عَنْ شَرِيْفِ الْمَقَامَاتِ। অর্থাৎ **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জীবিত, **তাঁকে** রিযিক পেশ করা হয়, সকল সুস্বাদু জিনিসের স্বাদ এবং ইবাদতের প্রশান্তি পায় কিন্তু যে লোক উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে সফল হয়নি তা তাদের দৃষ্টি হতে আড়াল।"

(নূরূল ইযা মাআ মারাকিল ফালাহ, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

রাইসুল মুহাদ্দীসীন হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "فَلَا فَرْقَ لَهُمْ فِي الْحَالَيْنِ وَلِذَا قِيْلَ اَوْلِيَاءُ اللهِ لَا يَمُوْتُوْنَ وَلٰكِنْ يَّنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ওফাতের পূর্বে এবং ওফাতের পরের জীবনে কোন পার্থক্য নেই। এই জন্যই বলা হয় যে, **আল্লাহর** প্রেমিকগণ মৃত্যুবরণ করে না বরং এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হয়।"

(মিরাকাত, কিতাবুল মানাসিক, ৫/৪৫৯, ১৩৬৬ নং হাদীসের পাদটিকা)

অপর এক স্থানে বলেন: "لِاَنَّهٗ حَيٌّ يُرْزَقُ وَيُسْتَمَدُّ مِنْهُ الْمَدَدُ الْمُطْلَقُ অর্থাৎ নিশ্চয় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জীবিত **তাঁকে** রিযিক পেশ করা হয় এবং **তাঁর** কাছ থেকে সকল প্রকার সাহায্য চাওয়া যায়।

(মিরকাত, কিতাবুন মানাসিক, ৫/৬৩২, ২৭৫৬ নং হাদীসের পাদটিকা)

মাঙ্গেঙ্গে মাঙ্গে জায়েঙ্গে মুহ মাঙ্গি পায়েঙ্গে,
সরকার মে না "লা" হে না হাজত "আগর" কি হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার প্রিয় আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আম্বিয়াদের عَلَيْهِمُ السَّلَام জীবন সম্পর্কে ইসলামী আকীদাকে নিজের একটি কালামে অত্যন্ত সুনিপুন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেন। তিনি লিখেন:

আম্বিয়া কো ভি আজল আ'নি হে
মগর এয়ছি কেহ ফাকাত আ'নি হে
ফির উচি আ'ন কে বাদ উন কি হায়াত
মিসলে সাবিক্ব ওয়হি জিসমানি হে
রূহ তো সব কি হে যিন্দা উনকা
জিসমে পুরনূর ভি রূহানী হে
অওরোঁ কি রূহ হো কিতনী হি লতিফ
উন কে আজসাম কি কব সানী হে
পাওঁ জিস খাক পে রাখ দে ওহ ভি
রূহ হে পাক হে নূরানী হে
উস কি আযওয়াজ কো জায়িয হে নিকাহ
উস কা তারকা বাটে জু ফানী হে
ইয়ে হেঁ হায়ি আবাদী ইন কো রযা
সিদকে ওয়াদা কি কাযা মানি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতের সনদ

হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ কুর্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমার সম্মানিতা মাতা সংবাদ দিল যে, আমার পিতা (অর্থাৎ হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ কুর্দীর নানা জান) যার নাম মুহাম্মদ ছিলো, তিনি আমাকে ওসিয়ত করলো যে, যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং আমাকে গোসল দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে তখন ছাদ থেকে আমার কাফনের উপর একটি সবুজ রংয়ের চিরকুট এসে পড়বে যাতে লিখা থাকবে, "هٰذِهٖ بَرَاءَةٌ مُحَمَّدِنِ الْعَالِمِ بِعِلْمِهٖ مِنَ النَّار অর্থাৎ মুহাম্মদ যে আলিম, সে তার জ্ঞানের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো।" এই চিরকুটটি আমার কাফনের সাথে রেখে দিবে। সুতরাং গোসলের সময় একটি চিরকুট পড়লো, যখন লোকেরা এটা পড়ে নিলো তখন আমি এটা তাঁর বুকের মধ্যে রেখে দিলাম, এই চিরকুটটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো, যেভাবে এটি পৃষ্ঠার সামনের দিকে পড়া যেতো, ঠিক তেমনি পৃষ্ঠার উল্টো দিক থেকেও পড়া যেতো। আমি তখন আমার আম্মাজানকে জিজ্ঞাসা করলাম: নানাজানের কি এমন আমল ছিলো? আম্মাজান বললো: " كَانَ اَكْثَرُ عَمَلِهٖ دَوَامُ

www.dawateislami.net

اَلذِّكْرِ مَعَ كَثْرَةِ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِى অর্থাৎ তাঁর একটি আমল এমন ছিলো যে, তিনি সর্বদা যিকরুল্লাহ্ করার পাশাপাশি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন।" (সাআদাতুত দারাঈন, চতুর্থ অধ্যায়, ১৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে আম্বিয়া কিরামদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام জীবন সম্পর্কে ইসলামী আক্বিদা পোষণ করার এবং অধিকহারে যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইস্‌মে আযম

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত; আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান ইবনে আফফান رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ এর ফযীলতের ব্যাপারে জানতে চাইলেন, তখন **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা **আল্লাহ পাকের** নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম। আর **আল্লাহ পাকের** ইস্‌মে আযম এবং এর (بِسۡمِ الله) মধ্যে এমন নিকটবর্তী সম্পর্ক যেমন চোখের কালো অংশ (চোখের মনি) ও সাদা অংশের মধ্যকার সম্পর্ক।" (আল মুসতাদরাক লিল্ হাকীম, ১/৭৩৮, হাদীস নং- ২০৭১)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ১৩

রিযিকে প্রশস্ততার রহস্য

“সাআদাতুত দারাঈন” কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: جَاءَرَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ এক ব্যক্তি দরবারে রিসালাতে উপস্থিত হলো “فَشَكَا اِلَيْهِ الْفَقْرَ وَضِيْقَ الْعَيْشِ وَالْمَعَاشِ এবং দরিদ্রতা ও সল্প আয় রোজাগারের ব্যাপারে অভিযোগ করলো, তখন **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “اِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَسَلِّمْ اِنْ كَانَ فِيْهِ اَحَدٌ اَوْلَمْ يَكُنْ فِيْهِ اَحَدٌ অর্থাৎ যখনি তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করো তখন اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলবে যদিও ঘরে কেউ উপস্থিত নাও থাকে। অতঃপর আমার প্রতি সালাম বলবে এবং একবার قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ পাঠ করে নিবে।” সেই ব্যক্তি এরূপ করলে **আল্লাহ পাক** ঐ ব্যক্তির রিযিকের দরজা খুলে দিলেন, এমনকি তার প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনরাও তার রিযিকের অংশীদার হলো।” (সাআদাতুত দারাঈন, ৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ শরীফের বরকতে যেমন আখিরাতে উপকার ও বরকত অর্জিত হয়, তেমনি দুনিয়ায়ও অসংখ্য এমন এমন সমস্যা সমাধান হয়ে যায়, যা স্বাভাবিকভাবে কঠিন মনে হয়। যেমনিভাবে বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত থেকে তা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, দরিদ্র ব্যক্তিটি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্য বর্ণনাকারী জবান দ্বারা ব্যবস্থাপত্র পেল যে, ঘরে প্রবেশ করার সময় আমার প্রতি দরূদ ও সালামের বাক্য প্রেরণ করলে তোমার সমস্যা ও সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। আর তেমনই হলো, না শুধু সেই উপকৃত হলো বরং তার কারণে তার প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনরাও দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করলো। আসুন এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি এবং আনন্দে বিভোর হয়ে যাই:-

www.dawateislami.net

চেহারা পরিষ্কার এবং ফোঁসকা দূর হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: "আমি হজ্ব করছিলাম (এমন সময়) এক যুবক এলো, যে প্রতিটি কদমে কদমে اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ এই বাক্যটি পড়ছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি জেনে শুনেই সবখানে দরূদ শরীফ পাঠ করছেন? সে উত্তর দিলো: জি, হ্যাঁ। অতঃপর যুবকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কি সেই সুফিয়ান ছওরী যিনি ইরাকের বাসিন্দা? আমি বললাম: জি, হ্যাঁ। যুবকটি বললো: আপনি কি **আল্লাহ পাকের** মারিফাত (পরিচয়) অর্জন করেছেন? আমি উত্তর দিলাম: জি, হ্যাঁ। অতঃপর যুবকটি বললো; আপনি **আল্লাহ পাকের** মারিফাত কিভাবে অর্জন করেছেন? আমি বললাম: এই দলিল (প্রমান) দ্বারা যে, তিনি তো রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান এবং মায়ের গর্ভের সন্তানের আকৃতি তৈরি করেন। যুবকটি বললো: আপনি যথার্থভাবে **আল্লাহ পাকের** মারিফাত অর্জন করেননি। এবার আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি মারিফাত কিভাবে অর্জন করেছেন? সেই যুবকটি বললো: আমি সমস্যা ও বিষন্নতা দূর হওয়া এবং ইচ্ছা সমূহ ভঙ্গ হওয়ার মাধ্যমে **আল্লাহ পাকের** মারিফাত অর্জন করেছি। এ জন্য যে, আমি যখন সমস্যায় নিমজ্জিত হতাম, তখন তিনি আমার সমস্যা দূর করে দিতেন এবং যখন কোন কিছুর ইচ্ছা পোষণ করি তখন আমার ইচ্ছা গুলো ভঙ্গ করে দেয়া হতো, আর তাতেই আমি জানলাম যে, অবশ্যই আমার **প্রতিপালক আল্লাহ পাক** আমার কর্মগুলো পরিচালনা করছেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞসা করলাম: তুমি **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এতো অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়ছো কেন? সে বললো: আসলে বিষয়টা হলো, আমি হজ্জ করছিলাম এবং আমার আম্মাজানও আমার সাথে ছিলো। তিনি আমাকে বললেন: আমাকে বাইতুল্লাহ্ শরীফ নিয়ে চলো, আমি তাকে বাইতুল্লাহ্ শরীফ নিয়ে গেলাম। হঠাৎ তিনি পড়ে গেলেন। যার কারণে তার পেটে অনেক ব্যথা পেলো এবং চেহারা কালো হয়ে গেলো। আমিও তার পাশে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে পড়লাম।

www.dawateislami.net

আকাশের দিকে হাত উঠালাম এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিজের ফরিয়াদ জানালাম: “হে আমার **পরওয়ারদিগার**! তুমি নিজের ঘরে প্রবেশকারীদের সাথে এরূপ আচরণ করবে?” হঠাৎ তাহামা পর্বত হতে একটি মেঘ উঠলো তার মধ্য হতে সাদা পোশাক পরিহিত একজন ব্যক্তিত্ব বের হয়ে আসলো। তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করলেন। তিনি নিজের মুবারক হাত আমার আম্মাজানের চেহারা এবং পেটের উপর বুলিয়ে দিতেই চেহারা পরিষ্কার এবং ব্যথা দূর হয়ে গেলো। এরপর তাকে ফিরতে দেখে আমি তাঁর চাদর আকড়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কে, যে আমার সমস্যা দূর করে দিলেন? তিনি বললেন: আমি তোমার **নবী মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “তুমি সর্বদা এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ।”

(আল কওলুল বদী, ৫ম অধ্যায়, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)

খাযাঁ কা চখত ফেহরা হে গমো কা গুপ আন্দেরা হে
যরা সা মুচকুরা দো গে তু দিল মে রৌশনি হোগী
আগর ওহ চান্দ সে চেহরে কো চমকাতে হুয়ে আয়ে
গমো কি শাম ভি সুবহে বাহারো বন গেয়ী হুগী
তড়প কর গম কে মা’রো তুম পুকারো ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
তুমারি হার মুচিবত দেখনা দম মে টলি হুগী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ পাক খুবই গুরুত্ব বহন করে, এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্টত্বের অনুমান এই বিষয় দ্বারা ভালভাবে বুঝা যায় যে, স্বয়ং **আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, দো জাহানের মালিক আল্লাহ পাক** আমাদেরকে এই আমলটি করার আদেশ দেয়ার পূর্বে উৎসাহ প্রদান করছে যে, এই কাজটি আমি এবং আমার (নিস্পাপ) ফিরিশতারা ও করে থাকি, তোমরাও করো।

www.dawateislami.net

যেমনিভাবে ২২ পারার সূরা আহযাব এর ৫৬ আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করছেন:

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় **আল্লাহ** ও **তাঁর** ফিরিশ্‌তাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্যবক্তা নবীর প্রতি হে ঈমানদারগণ! **তাঁর** প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো।”

কিরূপ সৌভাগ্যবান ঐ ইসলামী ভাইয়েরা যারা নিজের সময়কে অন্যান্য ইবাদতের পাশাপাশি এই মহান কাজেও ব্যয় করে যে, কাজ **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** অগণিত নিস্পাপ ফিরিশ্‌তারাও করছেন। কিন্তু এই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, কাজ তো সবাই একই করছে কিন্তু **আল্লাহ পাক** আর **তাঁর** ফিরিশ্‌তারা এবং **তাঁর** বান্দাদের দরূদ প্রেরণ করার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** দরূদ প্রেরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, **নিজের মাহবুবের** প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করা আর ফিরিশতা এবং বান্দাদের দরূদ প্রেরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশংসা ও মহত্ব প্রাথর্না করা। যেমনিভাবে-

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ‘صَلَاةٌ’ শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আবুল আলিয়ার বরাত থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি উল্লেখ করেন: “**আল্লাহ পাক তাঁর** নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করার অর্থ **তাঁর** প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করা এবং ফিরিশ্‌তা প্রভৃতি দরূদ প্রেরণ করার অর্থ আরো প্রসংসা ও মহত্বের প্রার্থনা করা।”

(ফাতহুল বারী, কিতাবুত দাওয়াত, ১২/১৩১, ৬৩৫৮ নং হাদীসের পাদটিকা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে করীমা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায়, **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য ফিরিশতারাও **আমাদের আক্বা ও মওলা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠে সদা ব্যস্ত রয়েছে। ফিরিশতারা **আল্লাহ পাকের** নূরী সৃষ্টি। এদের সংখ্যা **আল্লাহ পাক** ছাড়া কেউ গণনা করতে পারবে না। (এ ফিরিশতারা **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে বিভিন্ন কাজে কর্মরত)

www.dawateislami.net

“সাআদাতুত দারাঈন” কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: “কিছু ফিরিশতা একান্ত সহচর, কিছু আরশ বহনকারী, কিছু সাত আসমানে অবস্থানকারী, কিছু জান্নাতের পাহারাদার, কিছু দোযখের দারোগা এবং কিছু মানুষের আমল গুলো সংরক্ষণকারী, যেমন ইরশাদ হচ্ছে: “يَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ **আল্লাহর** আদেশে এর সংরক্ষণ করা হয়।” অনেক সমুদ্রে, পাহাড়ে, মেঘের রাজ্যে, বৃষ্টি বর্ষণে, গর্ভাশয়ে, বীর্য থলিতে এবং অকৃতি বানানোর কাজে নিযুক্ত রয়েছে। কিছু ফিরিশতা শরীরে রুহ প্রবেশ করানোর কাজে, গাছ পালা বানানোর কাজে, বাতাস চালানোর কাজে, নভোমন্ডল ও তারকারাজী চালনার কাজে নিযুক্ত। কিছু **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আমাদের দরূদ শরীফ পৌঁছানোর কাজে, জুমার নামাযের জন্য আসা মানুষের নাম লিখার কাজে, আর কিছু নামাযের কিরাতে আমীন বলার কাজে ব্যস্ত। কিছু শুধুমাত্র رَبَّنَا وَلَكَ الۡحَمۡد বলার জন্য, কিছু নামাযের অপেক্ষমানদের জন্য দোয়া করার কাজে এবং কিছু ঐ মহিলার প্রতি লানত বর্ষণকারী, যে নিজের স্বামীর বিছানা ছেড়ে অপরের কাছে গমন করে। তাছাড়াও অনেক ফিরিশতা রয়েছে যাদের সম্পর্কে অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। (সাআদাতু দারাইন, ১ম পরিচ্ছদ, ৬৯ পৃষ্ঠা)

سُبۡحٰنَ الله! এই সব আলোচনা থেকে এটাও বুঝা গেল, **আল্লাহ পাক** কিছু ফিরিশতাদের এই কাজের জন্য নিযুক্ত করছেন যে, আমরা যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পড়ব, তখন তারা আমাদের দরূদ শরীফ গুলো **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পৌঁছিয়ে দিবে বরং আরেকটি বর্ণনা এটাও রয়েছে: কিছু ফিরিশতার শুধুমাত্র এটাই কাজ যে, তারা আমাদের মুখ থেকে নিগর্ত দরূদ শরীফ সংরক্ষণ করে নিবে। যেমন:

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঐ ফিরিশতাদের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যারা শুধু মানুষের জন্য নিযুক্ত। ইরশাদ করলেন: “প্রতিটি মানুষের জন্য রাতে দশজন ফিরিশতা এবং দিনে দশজন ফিরিশতা নিযুক্ত থাকে। একজন ডানে, একজন বামে, দু’জন সামনে পিছনে, দুজন তার ঠোঁটে যারা শুধুমাত্র **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর

www.dawateislami.net

পঠিত দরূদ শরীফ গুলো সংরক্ষণ করে, দুজন কপালে এবং একজন তার কপালের চুলে ঝুকে থাকে। যদি সে বিনয় পোষণ করে তবে সে তা উঁচু করে আর যদি অহংকার করে তবে সে তা ঝুঁকিয়ে দেয়। দশম ফিরিশতাটি সাপ থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখে, যেন তার মুখে সাপ ঢুকে না যায় অর্থাৎ যখন সে শুয়ে থাকে।”

এটাও বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে ৩৬০ জন ফিরিশতা রয়েছে। জমিন ও আসমানে এমন কোন জায়গা নাই যেখানে এই ফিরিশতারা নিযুক্ত নেই, যা তাদের গুণ হলো:

لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝۶

(পারা ২৮, সূরা তাহরীম, আয়াত- ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যারা **আল্লাহর** নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে।

(সাআদাতুত দারাইন, ৬৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা গেলো, অগণিত ফিরিশতা সর্বদা **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দরূদ ও সালাম পেশ করতে থাকে এবং এখানে মনোযোগ দেয়ার বিষয় হচ্ছে, এই উল্লেখিত রেওয়ায়াত সমূহে বরং আয়াতে করীমায়ও কোন সময়, অবস্থা এবং দরূদ পাকের শব্দ চয়নের জন্য বিশেষ কোন শব্দ নিরূপন ছাড়াই সাধারণ ভাবে দরূদ শরীফ পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং যদি শয়তান এই কুমন্ত্রনা দেয় যে, অমুক সময় দরূদ শরীফ না পড়া চাই, অমুক অবস্থায় পড়া নিষেধ রয়েছে। অমুক অমুক দরূদ শরীফ না পড়া চাই। তবে এই ধরণের শয়তানি কুমন্ত্রনা কোরআন ও হাদীসের পরিপন্থি, এরূপ কোন কুমন্ত্রনাকে মনে ঠাঁয় দিয়ে দরূদ পাকের মতো মহান এই কাজ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরিবর্তে ইশক ও ভালবাসার আচল আকড়েঁ ধরে নিজের মুল্যবান সময় অযথা নষ্ট না করে উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে সর্বদা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তার প্রতি উত্তম যিকির করে নিজের ঠোঁটকে সিক্ত রাখুন। কেননা এটা দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যের পাশাপাশি ভালবাসার

www.dawateislami.net

বহিঃপ্রকাশও বটে। যেমন হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: “مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهُ অর্থাৎ মানুষ যাকে ভালবাসে তাঁর আলোচনা অধিকহারে করে।”

যিকির ও দরূদ হার ঘড়ি ভিরদে যবা রহে
মেরে ফুযুল গোয়ী কি আদত নিকাল দো
(ওসায়িলে বখশীশ, ২৯০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অত্যধিক ভালবাসা পোষণ করা এবং ভালবাসার দাবীর বহিঃপ্রকাশ হিসাবে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি অধিহারে হারে দরূদ শরীফ পাঠ করা, দরূদ শরীফের বরকতে কিয়ামতের দিন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জিত হয়ে যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। যেমনিভাবে-

বিশেষ নৈকট্য

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জাযুলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের বিখ্যাত ও যুগ প্রসিদ্ধ দরূদ শরীফের সংকলন “**দালাইলুল খয়রাত**” কিতাবে একটি হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করেন: “**হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলীশান বাণী হচ্ছে: “اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلٰوةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে হতে আমার সবচেয়ে নিকটে সেই ব্যক্তি হবে, যে অধিকহারে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে।”

(দালাইলুল খয়রাত, ৮ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله! এই হাদীসে পাকে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারীদের জন্য কিরূপ মহান সুসংবাদ রয়েছে যে, তাদের কিয়ামতের দিন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য নসীব হবে।

কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে ২৯ পারা সূরা মা'আরিজ এর ৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

এই দিন সূর্য এক মাইল উপর থেকে আগুন বর্ষণ করবে, উত্তপ্ত তামার জামিন হবে। কোরআনে পাকের সূরা আবাসা এর ৩৪ থেকে ৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সে দিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই, মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে।

এমন করুন অবস্থায় যখন কোন সঠিক দিশা পাওয়া যাবে না। সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট থেকে যখন اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ (অন্য কারো কাছে যাও) এরূপ উত্তর আসবে। এমন করুণ পরিস্থিতিতে এমন এক ব্যক্তিত্ব থাকবে। যিনি গুনাহগারদের নৈরাশ্যকে আশায় ভরিয়ে দিবেন। আমাদের ভাঙ্গা আশাগুলোর সাহারা হবে। যার ঠোঁটে اَنَا لَهَا (শাফায়াত এর জন্য আমিই আছি) এর আওয়াজ থাকবে। জি হ্যাঁ ঐ মহান ব্যক্তিত্ব আর কেউ নন তিনি **আমাদের প্রিয় নবী, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তাই তো, তবে কেনইবা এই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে আমরাও দুনিয়া ও আখিরাতের অন্যান্য সৌভাগ্যের পাশাপাশী কিয়ামতের দিন **তাঁর** নৈকট্যের অধিকারী হবো না!

আযিয বাচ্ছে কো মা জিস তারাহ তালাশ করে কসম খোদা কি এহি হাল আ'পকা হো'গা
কাহেঙ্গে আউর নবী اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ মেরে হুযুর কে লব পর اَنَا لَهَا হো'গা

(যত্তকে নাত, ৩৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আমাদের কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং কঠিন ঘাটি সমূহ থেকে মুক্তি দান করুক এবং কিয়ামতের দিন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একান্ত নৈকট্য এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে **তাঁর** প্রতিবেশীত্ব দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ১৪

১০০টি উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার ওযীফা

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিদিন আমার প্রতি ১০০বার দরূদ প্রেরণ করবে, قَضَى اللهُ لَهٗ مِائَةَ حَاجَةٍ আল্লাহ পাক তার ১০০টি উদ্দেশ্য পুরণ করে দিবেন। سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ এর মধ্যে ৭০টি আখিরাতের এবং ৩০টি দুনিয়ার অভাব।" (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫৫, ১ম অংশ হাদীস নং ২২২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা গভীর ভাবে চিন্তা করি তবে আমাদের এই বিষয় সম্পর্কে সুন্দরভাবে অনুমান হবে যে, বর্তমানে আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সর্বদা না জানি কতগুলো সমস্যার মধ্যে ডুবে আছি। কিন্তু কুরবান হয়ে যান **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি, যার মহামূল্যবান বাণী আপনারা শ্রবণ করলেন: "যে ব্যক্তি সারাদিনে ১০০ বার আমার সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পড়ে তবে তার বরকতে **আল্লাহ পাক** তার ১০০টি চাহিদা পূর্ণ করে দিবেন।" তবে কেনইবা আমরাও নিজের চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবো না।

কিন্তু মনে রাখবেন! যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবেন, প্রেম ও আগ্রহ সহকারে পাঠ করবেন। কেননা "**দুররাতুন না'সিহিন**" কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: "ثَلٰثَةُ اَشْيَاءٍ لَاتَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ অর্থাৎ তিনটি বস্তু **আল্লাহ পাকের** নিকট মশার ডানার সমানও মুল্যবান নয়। اَحَدُهَا الصَّلٰوةُ بِغَيْرِ خُضُوْعٍ وَّخُشُوْعٍ তার মধ্যে একটি হলো; নামায নম্র ও বিনয়

www.dawateislami.net

(খুশু খুজু) সহকারে আদায় না করা। وَالثَّانِیْ الذِّکْرُ بِالْغَفْلَۃِ لِاَنَّ اللہَ لَا یَسْتَجِیْبُ دُعَاءَ قَلْبٍ غَافِلٍ ২য়টি হলো; উদাসীনতা সহকারে যিকির করা, কেননা **আল্লাহ পাক** উদাসীন অন্তরের দোয়া কবুল করেন না وَالثَّالِثُ الصَّلٰوۃُ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مِنْ غَیْرِ حُرْمَۃٍ وَّنِیَّۃٍ এবং তৃতীয়টি হলো; **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অসম্মানের সহিত এবং নিয়্যত ছাড়া দরূদ শরীফ পাঠ করা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যি কথা হচ্ছে, **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা শুধুমাত্র দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য নয় বরং আমাদের ঈমানের জন্যও শর্ত। তা ছাড়া আমাদের ঈমানও নিষ্ফল। যেমনিভাবে

“**দালাইলুল খায়রাত**” কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ “**মাতালিউল মাসাররাত**” এ রয়েছে: “সত্যিকার ঈমানের জন্য সত্যিকার ভালবাসা শর্ত এবং পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য (**নবী করীম** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে) পরিপূর্ণ ভালবাসা শর্ত।” (মাতালিউন মাসাররা, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

সত্য দ্বীনের প্রথম শর্ত

আল্লামা কাস্তালানী رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ আপন কিতাব “**মাসালিকুল হুনাফা**” এর শুরুতে আনাস رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেন যে, **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামুলক বাণী হচ্ছে: “ لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّٰی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِنْ وَّالِدِہٖ وَ وَلَدِہٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ (পরিপূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাদের পিতা, সন্তান এবং সকল লোকদের চেয়ে বেশি প্রিয় না হই।” এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাস্তালানী رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ বলেন: “যদি আমাদের শরীরের এক একটি পশমের নিচেও **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা থাকে তবুও তা **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার দাবীর ভগ্নাংশের একটি অংশ মাত্র যা আমাদের প্রতি **তাঁর** রয়েছে এবং আপনারা জানেন যে, কাউকে যে বেশি

www.dawateislami.net

ভালবাসে অধিকাংশ সময় তারই আলোচনা করতে থাকে।” যেমনটি **‘মুসনদে ফিরদাউসে’** হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا থেকে বর্ণিত: “অতএব ভালবাসা পোষণকারীর অন্তর মাহবুবের যিকিরের কারণে থেকে খালি হয় না এবং তার কল্পনাও নফসের বাসনার উৎসাহ প্রদানকারী কাজ সমূহে থেকে বিরত থাকে। নিঃসন্দেহে উচ্চ ও মহান মূল্যবান, উত্তম, নিখুঁত, দীপ্তমান এবং সুন্দরভাবে তোমরা যার যিকির করো, সে ঐ প্রেম পাত্র এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَই তো। **আল্লাহ পাক তাঁর** অসাধারণ বদান্যতায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছেন। আর এই দু’টি গুণ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্থায়ী ভালাবাসা এবং এতে উন্নতির কারণ। কেননা তা আকিদার মূল। যা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না।”

কারণ হলো, মানুষ যতই অধিকহারে মাহবুবের যিকির করে এবং তার গুণাবলীর কল্পনা করে আর আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বিষয় গুলো কল্পনায় নিয়ে আসে, তখন তার ভালবাসা আরো বেড়ে যায় এবং আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে আর পুরো অন্তর জুড়ে তারই বিচরন শুরু হয়ে যায়। প্রেমিকের দর্শন থেকে অধিক, বন্ধুর চোখকে শীতলতা প্রদানকারী অন্য কিছু নেই এবং বন্ধুর আলোচনা ও প্রেমিকের গুণাবলীর কল্পনা হতে বেশি কোন বস্তু তার মনে প্রফুল্লতা আনয়ন করতে পারে না। যখন এই সম্পদ তার অন্তরে গভীরভাবে দৃঢ় হয়ে যায়, তখন মুখে প্রেমিকের প্রশংসায় সদা ব্যস্ত হয়ে যায়। অতএব সকাল সন্ধা **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এবং সে এই ব্যবসায় সফল হয়ে যায়। সে কখনো ক্ষতির সম্মুখিন হয় না এবং সে নবুয়তের প্রদীপ থেকে আজিমুশ্মান জ্যোতি লাভ করে নেয়। (সাআদাতুত দারাঈন, ৩য় অধ্যায়, ১১১ পৃষ্ঠা)

সাদা পাখি

“দুররাতুন না’সিহিন” কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: আমিরুল মু’মিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর খিলাফতের যুগে একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলো, যার আচরণ ভাল ছিলো না। কিন্তু তার দরূদ শরীফ

পাঠ করার প্রতি অনেক আগ্রহ ছিলো। উঠতে-বসতে দরূদ শরীফ পাঠ করতেই থাকতো। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে গেলো এবং সুন্দর আকৃতি বিকৃত হয়ে এমন ভয়ানক আকৃতি ধারন করলো যে, যে তাকে দেখতো ভয় পেয়ে যেতো। এই ভয়াবহ অবস্থায় সে ফরিয়াদ করলো: "হে **আল্লাহ'র হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনাকে ভালবাসি এবং আপনার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করি।" এটুকু বলতেই হঠাৎ আসমান থেকে একটি সাদা পাখি এলো এবং এটি তার ডানা ঐ ব্যক্তির মুখের উপর বুলিয়ে নিলো। দেখতেই দেখতে তার চেহারা চমকে উঠলো অতঃপর পরিবেশ সুগন্ধিময় হয়ে গেলো আর তার কন্ঠে কলেমায়ে তৈয়্যবা উচ্চারিত হতে লাগলো। অতঃপর তার রূহ তার দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেলো। যখন তাকে কবরে শোয়ানো হচ্ছিলো তখন অদৃশ্য থেকে এরূপ আওয়াজ আসলো: "আমি এই বান্দাকে কবরে শোয়ানোর পূর্বেই যথেষ্ট গুণে গুণান্বীত করলাম এবং **আমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি পাঠকৃত দরূদ শরীফ গুলো একে কবর থেকে উঠিয়ে জান্নাতে পৌছিঁয়ে দিলো।" রাতে কেউ স্বপ্নে দেখলো যে, মৃত ব্যক্তিটি শূন্যে ঘুরাফেরা করছে এবং তার কন্ঠে এই আয়াতে করিমাটি ধ্বনিত হচ্ছে:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২, সুরা আহযাব, আয়াত-৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ** ও তাঁর ফিরিশতাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্য বক্তার (নবীর) প্রতি, হে ঈমানদারগণ! **তাঁর** প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো।

(দুররাতুন নাসিহিন, ১৮ পৃষ্ঠা)

দরূদ ও সালাম পাঠকারী ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের প্রতি মুবারকবাদ। হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"জযবুল কুলুব"** এ বলেন: "যখন তুমি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে তখন **আল্লাহ পাক** দশ বার রহমত প্রেরণ করবে, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেবেন, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, দশটি নেকী দান করবেন, দশটি গোলাম মুক্ত

করার সাওয়াব দান করবেন।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২২, হাদীস নং ২৫৭৪) এবং বিশটি যুদ্ধে অংশ্র গ্রহণ করার সাওয়াব দান করবেন। (ফিরদাউসুল আখবার, ১/৩২০, হাদীস নং ২৪৮৪) দরূদে পাক দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম। (ফিরদাউসুল আখবার, ২/২২, হাদীস নং ৩৫৫৪) তা পড়ার কারণে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুজামুল আওসাত, ২/২৭৯, হাদীস নং ৩২৮৫) **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে জান্নাতের দরজায় নৈকট্য অর্জিত হবে। দরূদ শরীফ সকল পেরেশানীকে দূর করে দেয় এবং সকল অভাব দূর করার জন্য যথেষ্ট। (দুররে মনছুর, পারা ২২, সুরা আহযাব, ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৬৫২) দরূদে পাক গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ। (জালাউল আফহাম, ২৩৪ পৃষ্ঠা) সদকার স্থলাভিষিক্ত বরং সদকা থেকে উত্তম। (জযবুল কুলুব, ২২৯ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: “দরূদ শরীফের কারণে বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়। ভয় ভীতি দূর হয়। অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভ হয়। শত্রুর উপর বিজয় লাভ হয়। **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং অন্তরে **তাঁর** ভালবাসা সৃষ্টি হয়। ফিরিশতারা তার আলোচনা করে। কার্যাদি সমাপ্তির পথে এগোয়। মন-প্রাণ এবং ধন সম্পদের পবিত্রতা অর্জিত হয়। পাঠকারী প্রফুল্লতা অনুভব করে, বরকত অর্জিত হয়। সন্তান সন্তুত্তির চার পুরুষ পর্যন্ত বরকত লাভ করে। (জযবুল কুলুব, ২২৯ পৃষ্ঠা)

দরূদ শরীফ পাঠ করাতে কিয়ামতের ভয়াবহতা হতে মুক্তি লাভ হয়। মৃত্যু যন্ত্রনা সহজ হয়। দুনিয়ার ধ্বংসযজ্ঞতা হতে মুক্তি পাওয়া যায়। অভাব দূর হয়ে যায়। ভুলে যাওয়া কথা স্বরণে এসে যায়। ফিরিশতারা দরূদ শরীফ পাঠকারীকে ঘিরে রাখে। দরূদ শরীফ পাঠকারী যখন পুলসিরাত অতিক্রম করবে তখন নূর প্রসারিত হয়ে যাবে এবং সে দৃঢ়তার সহিত পলকেই মুক্তি পেয়ে যাবে। আর সুমহান মর্যাদা হয় যে, দরূদ শরীফ পাঠকারীর নাম **তাজেদারে রিসালাত, হুযুর সায়্যিদে আলম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করা হয়। **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বৃদ্ধি

www.dawateislami.net

পায়। **নবীর** সৌন্দর্য অন্তরে গেথে যায় এবং অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার কারণে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্পনা মনে গেথে যায় এবং সৌভাগ্যবানদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভ হয়। স্বপ্নে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়। কিয়ামতের দিন **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করার সৌভাগ্য অর্জিত হবে। ফিরিশতারা স্বাগত জানায় এবং ভালবাসা পোষণ করে। ফিরিশতা তার পাঠকৃত দরূদ শরীফ গুলো স্বর্ণের কলম দিয়ে রূপার তক্তায় লিখে রাখে এবং তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে আর জমিনে ভ্রমনরত ফিরিশতারা তার পাঠকৃত দরূদ শরীফ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পাঠকারীর পিতার নাম সহ পেশ করে থাকে। (জযবুল কুলুব ২২৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার দুনিয়াবী ও আখিরাতের অসংখ্য উপকারের কথা শুনে অবশ্যই আমরাও এই বিষয়ে আগ্রহী হই যে, এই ফয়েয ও বরকত গুলো আমরাও অর্জন করি। তবে আসুন! নিজের এই নেক আগ্রহকে সফল করার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই এবং নিয়্যত করি যে, আমরাও দুনিয়ায় উচ্চ স্তরের সফলতা অর্জনের জন্য **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর দরবারে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিবো।

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো এবং আমাদের দরূদ ও সালামের বরকত দ্বারা ধন্য করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ১৫

দরূদ শরীফের উপস্থিতি

মদীনার তাজেদার, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দরূদ শরীফ পাঠকারীর দরূদ এর শেষ সীমানা আরশের নিচে নয় এবং যখন ঐ দরূদ শরীফ আমার কাছ থেকে অতিক্রান্ত হয় তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে ফিরিশতারা! এই দরূদ শরীফ পাঠকারীর প্রতি সেভাবেই দরূদ প্রেরণ করো ঠিক যেভাবে সে আমার **নবী মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রেরণ করে ছিলো।" (কানযুল উম্মাল, ফিতাবুল আযকার, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১/২৫৪, হাদীস নং ২২২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ শরীফের বরকতের কথা কি আর বলবো! আল্লামা উকলিশি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "কোন আমলটি উত্তম এবং কার ওসিলা এমন যার শাফায়াত বেশি কবুল হয়। আর কোন আমলটি বেশি উপকারী? ঐ পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা যার উপর **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর** সকল ফিরিশতা দরূদ প্রেরণ করে। যাকে দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নৈকট্যের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা সবচেয়ে মহৎ নূর। এটা এমন একটি ব্যবসা যাতে কোন ক্ষতি নেই। এটা সকাল সন্ধ্যা আওলিয়া কিরামদের ওযীফা। হে শ্রোতাবৃন্দ! তোমরা আপন **নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সর্বদা দরূদ পাঠ করতে থাকো, এটা তোমাদের গুমরাহীকে পবিত্র করে দিবে। তোমাদের আমল এর কারণে পরিছন্ন হয়ে যাবে। নির্ভরতার শাখা-প্রশাখা জাগ্রত হবে। তোমার অন্তরের নূর আলোকিত হতে থাকবে, তুমি আপন **প্রতিপালক আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন করবে, এবং কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।" (আল কওলুল বদী, ১ম অধ্যায়, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ الله! আল্লামা উকলিশি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ এর কথা থেকে জানতে পারলাম, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ পাঠ করা শুধুই উপকারী ব্যবসা নয়, বরং আকিদা ও আমলের পবিত্রতার মাধ্যম। তাছাড়া এটা আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ওযীফাও। তবে কেমন সৌভাগ্যবান সেই ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা যাদের **আল্লাহ্ পাকের** দান ও দয়াক্রমে এমন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট হুরসমূহ

হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতরূপী বাণী হচ্ছে: "মসজিদে আউলিয়ারা থাকে, যাদের সাথে ফিরিশতাদের বৈঠক হয়, যদি তারা অনুপস্থিত থাকে তবে ফিরিশতারা তাদের খুজেঁ বেড়ায়। যদি তারা অসুস্থ হয় তবে তারা সেবা করে এবং যদি তাদের দেখে তবে স্বাগত জানায়। যদি তারা কোন সাহায্য চায় তবে ফিরিশতারা তাদের সাহায্য করে। যখন তারা বসে তখন ফিরিশতারা তাদের পা থেকে শুরু করে আসমান পর্যন্ত ঘিরে রাখে। তাদের হাতে রুপার কাগজ এবং স্বর্ণের কলম থাকে। তারা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি পাঠকৃত দরূদ শরীফ গুলো লিখে নেয় এবং এভাবে বলে যে, অধিক পরিমানে যিকির করো, **আল্লাহ্ পাক** তোমাদের প্রতি দয়া করুক এবং তোমাদের প্রতিফল বাড়িয়ে দিক। যখন তারা যিকির শুরু করে তখন তাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে যায়। তাদের দোয়া কবুল করা হয়। সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট হুরেরা তাদের দিকে উঁকি মেরে দেখে এবং **আল্লাহ্ পাক** তাদের প্রতি বিশেষ রহমতের দৃষ্টি প্রদান করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না হয়।" (মুসনদে আহমদ, মুসনদে আবি হুরাইরা, ৩/৩৯৯, হাদীস নং ৯৪২৪। বুস্তানুল ওয়াযিন, ২৫৯ পৃষ্ঠা। আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: “যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ যিকির কারী ব্যক্তিরা পৃথক হবে না এবং যখন তারা আলাদা হয়ে যায় তখন জমিনে ভ্রমনরত ফিরিশতারা যিকিরের মাহফিল খোজাঁ শুরু করে দেয়।” (আল কওলুল বদী, ২৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পড়াও **আল্লাহ পাকের** যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ওহাব বিন মুনাব্বিহ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “اَلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِبَادَةٌ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ইবাদত।”

(আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৭২ পৃষ্ঠা)

আর **তাফসীরে কবীর** এর মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতে করীমা “فَاذْكُرُوْنِىْۤ اَذْكُرْكُمْ (**কানযুল ইমান থেকে অনুবাদ**: সুতরাং তোমরা আমার স্মরণ করো, আমি ও তোমাদের চর্চা করবো।) (পারা-২ সূরা বাকারা, আয়াত ১৫২) এর তাফসীরে বলেন: “সকল ইবাদত যিকিরের অন্তর্ভুক্ত।” (তাফসীরে কবীর, পারা-২, সূরা বাকারা, ১৫২ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১২৪)

এজন্য **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পড়া ইবাদত এবং সকল ইবাদত যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। মোট কথা হলো, দরূদ শরীফ পাঠ করা যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। বরং অনেক বুযুর্গদের নিকট তো দরূদ শরীফ পাঠ করা **আল্লাহ পাকের** যিকিরের একটি সর্বোত্তম প্রকার। যেমনিভাবে-

আল্লামা নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: “দরূদ শরীফ দ্বারা যিকির পূণরুজ্জীবিত হয়, বরং এভাবে বলা যায় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা **আল্লাহ পাকের** স্মরণের সর্বোত্তম প্রকার গুলোর একটি।” (ইত্তেহাফুস সা'দাতুল মুত্তাকীন। ৫/২৭৬)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের রহমতের উপর উৎসর্গ হয়ে যান, তিনি নিজের কিছু নিষ্পাপ ফিরিশতাদের শুধু মাত্র এই কাজের দ্বায়িত্ব অর্পন করেছেন যে, যিকির ও দরূদ শরীফের মাহফিল গুলো খোঁজা এবং এতে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করা। সুতরাং আমাদের উচিত, যখনি কোন বৈঠকে বসার সুযোগ হয় হোক তা দুনিয়াবী বা দ্বীনি তাতে কিছু না কিছু যিকির ও দরূদ শরীফ পড়ার অভ্যাস করে নেয়া। যেন **আল্লাহ পাকের** নিষ্পাপ ফিরিশতারা এর কারণে আমাদের পক্ষে সাক্ষী হয় এবং আমাদের উপর **আল্লাহ পাকের** রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এই বিষয়ে একটি বর্ণনা শ্রবন করুন এবং খুশিতে আন্দোলিত হোন। যেমনিভাবে-

আল্লাহ পাকের রহমতের সাগরে জোশ

দুররে মনছুর প্রণেতা এই আয়াত فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ (পারা-২, সুরা বাকারা আয়াত-১৫২) এর ব্যাখ্যায় একটি হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ لِلّٰهِ سَيَّارَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُوْنَ حَلَقَ الذِّكْرِ **আল্লাহ পাকের** কিছু ফিরিশতা ভু-মন্ডলে ভ্রমন করে এবং যিকিরের বৈঠক খুঁজে বেড়াতে থাকে। "فَاِذَا اَتَوْا عَلَيْهَا حفُّوْا بِهِمْ যখন কোন যিকিরের মাহফিলের নিকট পৌছায় তখন ঐ লোকদের আবৃত করে নেয়।" অতঃপর তাদের মধ্য হতে একটি দল বানিয়ে আসমানের দিকে **আল্লাহ পাকের** মহান দরবারে পাঠিয়ে দেয়। ঐ ফিরিশতারা গিয়ে আরয করে: "رَبَّنَا اَتَيْنَا عَلٰى عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُوْنَ اٰلَائِكَ وَيَتْلُوْنَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّوْنَ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ **ইয়া ইলাহাল আলামীন!** আমরা তোমার বান্দাদের মধ্য হতে কিছু এমন বান্দার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম, যারা তোমার নেয়ামত সমূহের সম্মান করে। তোমার কিতাব পাঠ করে এবং তোমার **নবী হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে। "وَيَسْئَلُوْنَكَ لِاٰخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ এবং তোমার কাছ থেকে নিজেদের

www.dawateislami.net

আখিরাত ও দুনিয়ার জন্য দোয়া করে।” তখন **আল্লাহ্ পাক** ইরশাদ করবেন: “তাদেরকে আমার রহমতের চাদরে ঢেকে দাও।” অপর এক বর্ণনায় রয়েছে; এতে এক ফিরিশতা আরয করবে: “فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ হে আমাদের দয়ালু **আল্লাহ!** এদের মধ্যে অমুক অমুক তো বৈঠকের সদস্য নয়, তারা শুধুমাত্র কোন কাজে এসেছে। (এদের ব্যাপারে কি হুকুম?) **আল্লাহ পাকের** রহমতের সাগর আরো জোশে উঠে। ইরশাদ করেন: “ غَشُّوْهُمْ رَحْمَتِيْ فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَايَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ অর্থাৎ তাদেরকেও আমার রহমতের চাদরে ঢেকে দাও, এরা একত্রে মিলেমিশে বসে আছে, এরা এমন লোক যে, এদের সংস্পর্শের বরকতে তাদের সাথে উঠা বসা করার কারণে বদ নসীবরাও বঞ্চিত হবে না।” (দুররে মনছুর, পারা-২, সূরা বাকারা, ১৫২ নং আয়াতের পাদটিকা, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

তুনে জব ছে সুনা দিয়া ইয়া রব! سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ عَلٰى غَضَبِيْ
আউর মজবুত হো গিয়া ইয়া রব! আ’চরা হাম, গুনাহ গারো কা

(যওকে নাত, ৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِله **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম ও ভালবাসার সুধা পান করানোর পাশাপাশি সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অধিকহারে **আল্লাহ পাকের** যিকির করা, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা দান এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পড়া এবং পড়ানোর আমলী ভাবে উৎসাহ দেয়ার অভ্যাস করানো হয়। বরং বয়ানের প্রারম্ভেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তার প্রতি দরূদ শরীফের চারটি লাইন এই শব্দ গুচ্ছ দ্বারা পাঠ করা হয়,

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ الله

www.dawateislami.net

দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের সহচর্যের কারণে যদি আমরা অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যস্ত হয়ে যাই তবে إِنْ شَآءَ الله এর বরকতে আমাদের অনেক উপকার সাধিত হবে। সুতরাং এই বিষয়ে একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শ্রবন করি এবং খুশিতে আন্দোলিত হই। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন সাবিত মাগরীবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক রাতে আমি স্বপ্নে একজন আহবান কারীর আহবান শুনলাম, “যে ব্যক্তি **রাসূল আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করতে চায়, সে আমার সাথে এসো।” আমি দেখলাম, তার সাথে কিছু লোক দৌড়ে আসছিলো। সুতরাং আমিও তাদের সাথে গেলাম। কিছু দূর চলার পর আমি দেখলাম যে, **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বৈঠক খানায় জ্যোতি ছড়িয়ে উপস্থিত আছেন, আমি বাম দিকে যাচ্ছিলাম যেন দরজা খুঁজে পাই। তখন লোকেরা উচ্চ স্বরে ডাক দিয়ে বললো: দরজা ডান দিকে, সুতরাং আমি ডানে ফিরেই দরজা খুঁজে পেলাম এবং আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম, যখন আমি নিকটে যাচ্ছিলাম তখন আমার ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাঝখানে একটি মেঘ খন্ড প্রতিবন্ধকতা তৈরি করলো, যার কারণে আমি কারো মুখ দেখছিলাম না, আমি তৎক্ষনাৎ পড়তে শুরু করলাম اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله এবং আরয করতে লাগলাম: **“ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা কি আমার অভ্যাস ছিল না?” **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আমার ও তোমার মাঝে দুনিয়ার হিজাব (পর্দা) প্রতিবন্ধক হয়ে গেলো।” আমাকে **হুযুর** ধমক দিয়ে ইরশাদ করলেন: “আমি তোমাকে নিষেধ করেছি যে, দুনিয়া ও দুনিয়া কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকো, তুমি বিরত থাকলে না।” আমি মনে মনে ভাবলাম এটা আমার কর্মফলের কারণে হচ্ছে। সাথে সাথে আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেলো, আমি আরয করলাম: **“ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি কি আমার জামিনদার নন?” ইরশাদ করলেন: “হ্যাঁ তুমি জান্নাতী। অতঃপর **হুযুর**

www.dawateislami.net

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন তখন মেঘ খন্ডটি ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো। এমনকি আমি **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যিয়ারত দ্বারা নিজের চোখের তৃষ্ণা নিবারণ করলাম।”

(সাআদাতুত দারাঈন, ৪র্থ অধ্যায়, ১২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় **আল্লাহ!** আমাদেরকে তোমার **প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সারা জীবন গোলামী করার এবং **দা’ওয়াতে ইসলামী**তে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের উপকার প্রদানকারী সহচর্যের পাশাপাশি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀❀❀❀❀

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ১৬

হতভাগা কে...?

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী হচ্ছে: “مَنۡ اَدۡرَكَ شَهۡرَ رَمَضَانَ وَلَمۡ يَصُمۡهُ فَقَدۡ شَقِىَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মাহে রমযানে পেলো আর রোজা রাখলো না, সে ব্যক্তি দুর্ভাগা। “وَمَنۡ اَدۡرَكَ وَالِدَيۡهِ اَوۡ اَحَدَهُمَا فَلَمۡ يَبِرَّهُ فَقَدۡ شَقِىَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের পিতা মাতা উভয়কে অথবা যে কোন একজনকে পেলো আর তাদের সাথে উত্তম আচরণ করলো না, সে ব্যক্তি দুর্ভাগা। “وَمَنۡ ذُكِرۡتُ عِنۡدَهٗ فَلَمۡ يُصَلِّ عَلَىَّ فَقَدۡ شَقِىَ অর্থাৎ আর যার সামনে আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পড়লো না, সে ব্যক্তিও দুর্ভাগা।” (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সিয়াম, ৩/৩৪০, হাদীস: ৪৭৭৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই হাদীসে পাকে তিন প্রকারের মানুষের দুর্ভাগ্য ও অসাদচরণ আলোচনা করা হলো, যা দ্বারা এই তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সুনিপুন ভাবে বুঝা যায়। (১) রমযান মাসে অধিকহারে ইবাদত করা (২) পিতা মাতার আনুগত্য ও তাদের সেবা শুশ্রূষা করা (৩) **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

রমযান মাসে ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এর মধ্যে প্রথমটি হলো; “রমযানুল মোবারক।” **দয়ালু প্রতিপালক আল্লাহ পাকের** কোটি কোটি অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের রমযানের মতো এক আজিমুশ্শান নেয়ামত দান করেছেন। রমযান মাসের উপকারীতার কথা কি আর বলবো? এর তো প্রতিটি মূহুর্তই রহমতপূর্ণ। এই মাসে প্রতিফল ও সাওয়াব অনেকগুন বেড়ে যায়। এই

www.dawateislami.net

মুবারক মাসের প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত নিজের মধ্যে অসংখ্য বরকতকে একত্রিত করে। যেমনিভাবে-

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ, দান ও দয়ার আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন রমযানের প্রথম রাত আসে, তখন **আল্লাহ পাক** আপন সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং যখন **আল্লাহ পাক** কোন বান্দার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন তখন তাকে কখনো আযাব দেননা, আর প্রতিদিন দশলক্ষ গুনাহগারদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন এবং যখন উনত্রিশতম রাত আসে তখন সারা মাসব্যাপি যত সংখ্যক লোককে মুক্তিদান করেছেন, তার সমসংখ্যক মানুষকে ওই একটি রাতেই মুক্তিদান করেন।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সত্তম, ১ম অধ্যায়, ৪/২১৯, ৮ম অংশ, হাদীস নং ২৩৭০২)

তাছাড়া বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এবং জুমার দিনের (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে শুক্রবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত) প্রতিটি মূহুর্তে এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়, যারা শাস্তির উপযোগী বলে সাব্যস্ত হয়েছিলো।

(কানযুল উম্মাল, ফিতাবুস সওম, ৪/২২৩, ৮ম অংশ, হাদীস নং-২৩৭১৬)

ইসইয়াঁ সে কভী হাম নে কানারা না কিয়া
পর তুনে দিন আ'যুরদাহ হামারা না কিয়া
হামনে তো জাহান্নাম কী বহুত কী তাজবীয
লে'কিন তেরী রহমত নে গাওয়ারা না কিয়া

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্‌ বিন আবি আওফা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রোজাদারের ঘুমানো ইবাদত এবং তাদের নিরবতা তাসবীহ পাঠ করা আর তাদের দোয়া কবুল এবং তাদের আমল সমূহ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।"

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, ৩/৪১৫, হাদীস নং ৩৯৩৮)

আমীরুল মু'মিনীন হযরত মওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم বলেন: "যদি **আল্লাহ পাকের** উম্মতে **মুহাম্মদীয়া** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর আযাব দেওয়ার ইচ্ছা থাকতো তবে তাদেরকে রমযান এবং সূরা ইখলাস শরীফ কখনোই দান করতেন না।"

(নুজহাতুল মাজালিশ, ১/২১৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের উম্মতে মুহাম্মদীয়ার প্রতি এতই ভালবাসা যে, তিনি ক্ষমা করার জন্য তাদের রমযানুল মুবারক দান করেছেন, তারপরও যদি কোন ব্যক্তি এই মুবারক মাস পেয়ে এতে নামায, রোজার মাধ্যমে নিজেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে না পারে, তবে সে আসলেই অনেক বড় হতভাগা ছাড়া আর কিছুই নয়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে রমযানুল মুবারকের আদব ও সম্মান করার তৌফিক দান করুক এবং আপন করুনায় আমাদের সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুক। আমিন।

ডরতা কেহ ইসইয়াহ কি সাজা আব হুগী ইয়া রোজে জযা
দি উন কি রহমত নে ছদা ইয়ে ভি নেহী উহ ভি নেহী

(হাদায়িকে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পিতা মাতার আনুগত্য ও তাদের সেবা শুশ্রূষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের গুরুত্ব ও মহত্বের বিবেচনায় দ্বিতীয়টি হলো "পিতা মাতার আনুগত্য ও তাদের সেবা শুশ্রূষা" করা এবং এর মহত্বের জন্য এটাই যথেষ্ঠ যে, **আল্লাহ পাক** কুরআনে পাকে যেখানে নিজের ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন সেখানেই পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার এবং উত্তম আচরন করার ব্যাপারে আদেশও দিয়েছেন। যেমনিভাবে পারা ১৫ সূরা বণী ইসরাঈল এর ২৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِيۡمًا ﴿۲۳﴾

(পারা ১৫, বণী ইসরাঈল, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন: যেন (তোমরা) তিনি ব্যতিত অন্য কারো ইবাদত না করো। আর যেন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা বা উভয়ই বাধর্ক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে “উহ” বলোনা এবং তাদের কে তিরস্কার করোনা আর তাদের সাথে সম্মান সুচক কথা বলবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাতা পিতাকে দূর থেকে আসতে দেখলে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান, তাদের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন না। ডাকলে সাথে সাথেই লাব্বাইক (তথা আমি হাজির) বলুন। ভদ্রতার সাথে ‘আপনি’ বলে কথা বার্তা বলুন। তাদের আওয়াজের উপর কখনো নিজের আওয়াজকে উঁচু করবেন না। খুবই সহানুভূতি ও প্রেম ভালবাসা সহকারে মাতা-পিতার সাক্ষাৎ করুন। মাতা-পিতার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে দেখারই বা কি উপকারিতা রয়েছে, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত পূর্ণ বাণী হচ্ছে: “যখন সন্তান আপন মাতা পিতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন **আল্লাহ পাক** তার জন্য প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে কবুলকৃত হজ্জের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করেন।” সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: “যদিও বা দিনে শতবার দৃষ্টি দেয়? ইরশাদ করলেন: “نَعَمۡ، اَللّٰهُ اَكۡبَرُ وَاَطۡيَبُ অর্থাৎ হ্যাঁ! **আল্লাহ পাক** সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি পবিত্র।” (শুয়াবুল ঈমান, ৬/১৮৬, হাদীস নং ৭৮৫৬)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার, ভাল আচরণ এবং তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা অত্যন্ত জরুরী। যেই

www.dawateislami.net

সকল ইসলামী ভাইয়ের মাতা-পিতা জীবিত, তাদের উচিৎ তাদেরকে আদব ও সম্মান করা এবং তাদের সেবা করাকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করা আর সম্ভব হলে প্রতিদিন কমপক্ষে একবার তাদের কদমবুচি করা।

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ অর্থাৎ মায়ের পায়ের নিচে বেহেশত।" (মুসনাদাশ শাহহাব, ১/১০২, হাদীস নং ১১৯) অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা জান্নাতে প্রবেশের উপায়। **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **১১৯৭** পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**বাহারে শরীয়াত**" তৃতীয় খন্ডের ৪৪৫ পৃষ্ঠা রয়েছে: "মাতা পিতার কদমে চুমু দেয়া যাবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "যে নিজের মায়ের পায়ে চুমু খায় তবে তা এমন যে, সে যেন জান্নাতের চৌকাঠে চুমু খেলো।" **(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯/৬০৬)**

নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় বাণী হচ্ছে: "মাতা-পিতা তোমার জাহান্নাম এবং জান্নাত।" (ইবনে মা'আত, কিতাবুল আদব, ৪/১৮৬, হাদীস নং ৩৬৬২) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: "সব গুণাহের শাস্তি **আল্লাহ পাক** চাইলে কিয়ামতের দিনের জন্য উঠিয়ে রাখেন কিন্তু মা বাবার অবাধ্যতার শাস্তি জীবিতাবস্থায় দিয়ে দেয়া হয়।"

তাছাড়া মৃত্যুর পরও এরূপ ব্যক্তির পরিণতি অনেক কঠিন হয়, যেমন বর্ণিত আছে: "যখন মা বাবার অবাধ্য সন্তানকে দাফন করা হয় তখন কবর তাকে চাপ দেয় এমনকি তার হাঁড় গোড় ভেঙ্গে একে অপরের সাথে মিলে যায়।" (আয যাওয়াজির আন হকতিরাফিল কাবাঈর, ২/১৩৯)

আল্লাহ পাক আমাদের মাতা-পিতার গুরুত্ব বুঝার তৌফিক দান করুন এবং তাদের আদব ও সম্মান নসীব করুক। আমিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত হাদীসে পাকে গুরুত্ব ও মহত্বের বিবেচনায় তৃতীয়টি হলো "অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করা" কেননা এতে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যই সৌভাগ্য, যেখানে দরূদ শরীফ পাঠে অবহেলা বঞ্চণা ও ধ্বংসের কারণ। যেমনটি আপনারা হাদীসে পাকে শুনেছেন যে, **তাজেদারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ অর্থাৎ যার সামনে আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পড়লো না, সেও দুভার্গা।" সুতরাং আমাদেরও অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ, এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله আমাদের দুর্ভাগ্য দূর হবে এবং আমাদের সৌভাগ্যর মেরাজ নসীব হবে।

দরূদ ও সালাম পাঠের অভ্যাস গড়ার উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠে অভ্যস্থ হওয়ার জন্য আমাদের উচিৎ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। এই বিষয়ে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করুন এবং আন্দোলিত হোন। রবিবার ২৬ রবিউল আউয়াল ১৪২০ হিজরি অনুযায়ী ১১ জুলাই ১৯৯৯ ইংরেজী দুপুরের সময় পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ শহর লালা মুসার এক ব্যস্ত সড়কে একটি ট্রেলার এক যিম্মাদার মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুহাম্মদ মুনির হোসাইন আত্তারীকে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাবে পিষ্ট করলো। এমনভাবে পিষ্ট করলো যে পেট বরাবর তার উপরের অংশ এবং নিচের অংশ আলাদা হয়ে গেলো। কিন্তু আর্শ্চাযের বিষয় হলো, তিনি তখনো বেঁচে ছিলেন এবং আরো আশ্চার্যের বিষয় যে, তিনি এতই সুস্থ ছিলেন যে, উচ্চ আওয়াজে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়েই চলছেন। লালা মুসার হাসপাতাল থেকে রেফার করাতে তাঁকে গুজরাট শহরে আজিজ বাট্টি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।

www.dawateislami.net

তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ইসলামী ভাইয়ের শপথ মূলক বর্ণনা হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুহাম্মদ মুনির হোসাইন আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কণ্ঠে সমস্ত রাস্তায় এভাবেই উচ্চ কণ্ঠে দরূদ ও সালাম এবং কলেমা তৈয়্যবা অব্যাহত ছিলো। এই মাদানী দৃশ্য দেখে ডাক্তাররাও বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে গেলেন যে, সে বেঁচে আছে কিভাবে এবং অজ্ঞান না হয়ে এতো সুস্থতার সহিত উচ্চ আওয়াজে দরূদ ও সালাম এবং কলেমা শরীফ পাঠ করছেন। তাদের ভাষ্য হলো আমরা আমাদের জীবনে এরূপ উদ্যমী ও নেককার পুরুষ প্রথম বার দেখেছি। কিছুক্ষণ পর সেই সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূল মুহাম্মদ মুনির হোসাইন আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** মাহবুবের দরবারে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলেন:

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এসে যান।
ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে সাহায্য করুন।
ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ক্ষমা করে দিন।

এরপর উচ্চ স্বরে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করতে করতে শাহাদতের অমীর সূধা পান করে নিলেন। জি, হ্যাঁ! যে মুসলমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে তারা শহীদ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকেও **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ততা দান করো এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ১৭

দোয়া সমূহের রক্ষক

আমিরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: "আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করা, তোমাদের দোয়া সমূহের রক্ষক, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির কারণ এবং তোমাদের আমলের পবিত্রতার মাধ্যম।" (আল কউলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও আপন দোয়া সমূহ রক্ষা করা, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও নিজের আমলের পবিত্রতা অর্জন করার জন্য **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করার অভ্যাস গড়া উচিৎ। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে কিয়ামতের দিন **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াত এবং **তাঁর** যিয়ারত লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হবে। সুতরাং যখনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় যিকির নিজে করি অথবা শ্রবণ করি তবে **তাঁর** প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা সহকারে দরূদ শরীফ অবশ্যই পাঠ করে নিন। এমন যেন না হয়, আমাদের সামান্যতম উদাসীনতার ফলে কিয়ামতের মাঠে আমাদের হতাশা এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়ে যায়।

কুছ এ্যয়ছা করদে মেরে কিরদিগার আঁখো মে
হামেশা নাকশ রাহে রুয়ে ইয়ার আঁখো মে
ইনহে না দেখা তু কিছ কাম কি হে ইয়ে আখেঁ
কেহ দেখনে কি হে সারি বাহার আখোঁ মে

(সামানে বখশিশ, ১২৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় একজন উম্মতের জন্য এটা অনেক বড় দূর্ভাগ্যের বিষয় যে, যেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামীতে পূরো জীবন অতিবাহিত করেছি তাকে না দুনিয়াতে দেখার সুযোগ হয়েছে আর না আখিরাতে **তাঁর** শাফায়াত ও যিয়ারত দ্বারা সৌভাগ্যবান হতে পারছি। হ্যাঁ! যদি অন্যান্য ইবাদতের পাশাপাশি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করায় অভ্যস্থ হই, তবে اِنْ شَآءَ الله **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়ার দৃষ্টি অবশ্যই প্রদান করবেন, বরং বিভিন্ন হাদীসে মুবারাকা থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের আশিকদের অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার কারণে চিনতে পারবেন। যেমন;

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে: "لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ اَقْوَامٌ مَّا اَعْرِفُهُمْ اِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ অর্থাৎ হাউজে কাওসারে কিছু লোক আসবে, যাদেরকে আমি অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করার কারণে চিনতে পারবো।" (আল কউলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

হাউজে কাওসার এর শান

سُبْحٰنَ الله! হাউজে কাওসারেরও কেমন শান! **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৭৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**বেহেশতের কুঞ্জি**" এর ১৫ থেকে ১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "জান্নাতে সুমিষ্ট পানি, মধু, দুধ এবং অমৃত সূধার নদী প্রবাহিত আছে।" (তিরমিযী ৪/২৫৭, হাদীস নং ২৫৮০) যখনি জান্নাতবাসী পানির নদী থেকে পান করবে তখন তারা এমন জীবন পাবে যে, কখনো মৃত্যু আসবে না এবং যখন দুধের নদী থেকে পান করবে তখন তার শরীরে এমন উদ্যমতা তৈরী হবে যে, আর কখনো দূর্বল হবে না, এবং যখন মধুর নদী থেকে পান করবে, তখন তারা এমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে যে, আর কখনো অসুস্থ হবে না। আর যখন অমৃত

www.dawateislami.net

সূধার নদী থেকে পান করবে তখন এমন আনন্দ ও প্রফুল্লতা অনুভব হবে যে, আর কখনো বিষন্নতা অনুভূত হবে না। আর এ চারটি নদীই একটি হাউজে গিয়ে পড়ছে যার নাম হলো হাউজে কাওসার। এই হাউজটি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ হাউজে কাওসার, যা এখন জান্নাতের ভিতরে অবস্থিত, কিন্তু কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে নিয়ে আসা হবে। যেখানে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই হাউজ থেকে নিজের উম্মতদের পিপাসা নিবারন করবেন। (রুহুল বয়ান, পারা ১, সূরা বাকারা, ২৫ নং আয়াতে পাদটিকা, ১/৮২-৮৩ পৃষ্ঠা)

ইয়া ইলাহী! গরমীয়ে মাহশার সে জব ভরকে বদন,
দা'মনে মাহবুব কি ঠান্ডি হাওয়া কা সা'থ হো।
ইয়া ইলাহী! জব যবানে বাহার আয়ে পিয়াস সে,
সা'হেবে কাওসার শাহে জুদ ও আ'তা কা সাত হো।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"**মাতালিউল মাসাররাত**" কিতাবে বর্ণিত রয়েছে; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করা হলো: " اَرَاَيْتَ صَلَاةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْكَ مِمَّنْ غَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَّاتِىْ بَعْدَكَ অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে বলুন যে, যারা আপনার হায়াতে মুবারাকাতেই আপনার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে এবং আপনার থেকে অনুপস্থিত ঐ সকল লোকেদের ব্যাপারে বলুন যে, যারা আপনার পরে আসবে।" এই ব্যাপারে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " اَسْمَعُ صَلَاةَ اَهْلِ مَحَبَّتِىْ وَاَعْرِفُهُمْ অর্থাৎ আমি মুহাব্বত সহকারে পাঠকরীদের দরূদ (কোন মাধ্যম ব্যতিত) শুনে থাকি এবং তাদের পরিচয়ও জানি। وَتُعْرَضُ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا এবং ভালবাসা পোষণ করা ছাড়া সাধারণ ভাবে দরূদ পাঠকারীদের দরূদ শরীফ ফিরিশতাদের মাধ্যমে পেশ করা হয়।" (মাতালীউল মুসাররাত, ১৬১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার দৃষ্টির প্রতি উৎসর্গীত হয়ে যান। **তিনি** নিজে আশিকদের প্রতি কিরূপ দয়াবান যে, না শুধু তাদের প্রতি মনোযোগ দেন বরং ভালবাসা পোষণকারীদের দরূদ ও সালাম নিজেই শুনে থাকেন।

কুমন্ত্রনা ও এর উত্তর

কুমন্ত্রনা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে শয়তান কারো মনে এরূপ কুমন্ত্রনা সৃষ্টি করে যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো এই দুনিয়া থেকে পর্দা করে নিয়েছেন সুতরাং এখন কোন উম্মতের দরূদ শুনা কিভাবে সম্ভব?

কুমন্ত্রনার উত্তর:

“**জালাউল আফহাম**” কিতাবে একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়েছে যাতে এই শয়তানী কুমন্ত্রনাটির উত্তর স্বয়ং **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে মদীনা, হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “لَيۡسَ مِنۡ عَبۡدٍ يُّصَلِّىۡ عَلَىَّ اِلَّا بَلَغَنِىۡ صَوۡتُهٗ حَيۡثُ كَانَ অর্থাৎ আমার যেকোন গোলাম আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করলো, তবে তার আওয়াজ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। আরয করা হলো: “وَبَعۡدَ وَفَاتِكَ؟ ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার (দুনিয়া থেকে) পর্দা করার পরও কি এরূপ হবে?” ইরশাদ করলেন: “وَبَعۡدَ وَفَاتِىۡ হ্যাঁ! আমার পর্দা করার পরও দরূদ পাঠকারীর আওয়াজ আমার নিকট পৌঁছাবে যদিওবা সে দুনিয়ার যেকোন প্রান্ত থেকে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করুক না কেন? “اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الۡاَرۡضِ اَنۡ تَاۡكُلَ اَجۡسَادَ الۡاَنۡبِيَاءِ অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন যে, আম্বিয়া কিরামের শরীরকে ভক্ষণ করা।” (জলাউল আফহাম, ৫৬ পৃষ্ঠা)

দুর ও নজদীক সে সুননে ওয়ালে ওহ কান
কানে লালে কারামত পে লাখো সালাম
(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০০ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله! আজও আমাদের **অদৃশ্যের সংবাদ দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, বরং বারবার ভক্তদের সাহায্য করেন এবং তাদের স্বপ্নে এসে দুঃখ কষ্টের চিকিৎসাও করেন। যেমনিভাবে-

"সাআদাতুত দারাঈন" কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: "এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি গোসল খানায় আছাড় খেলাম। আমার হাতে প্রচন্ড ভাবে আঘাত পেলাম যার কারণে হাত অনেক ফুলে গেলো। আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতে লাগলাম। রাতে যখন ঘুমালাম তখন কি দেখলাম যে, স্বপ্নে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী অবয়ব দৃষ্টি গোচর হলো। পবিত্র ঠোঁট মুবারক নড়ে উঠলো। রহমতের ফুল ঝরতে লাগলো এবং মিষ্টি কথাগুলো কিছুটা এমন ধারণ করলো: "বৎস! তোমার দরূদে পাক আমাকে তোমার প্রতি মনোযোগী করলো।" সকালে উঠে দেখলাম **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে ব্যথা চলে গেলো আর হাতের ফুলার নাম ও নিশানা পর্যন্ত মিটে গেলো"। (সাআদাতুদ দা'রাঈল, চতুর্থ অধ্যায়, ১৪০ পৃষ্ঠা)

খাযাঁ কা চখত পেহরা হে গমো কা ঘুপ আন্দেরা হে,
যরা সা মুচকুরা দো গে তো দিল মে রৌশনি হো'গী।
আগর ওহ চান্দ সে চেহরে কো চমকাতে হুয়ে আয়ে,
গমো কি শাম ভি সুবহে বাহারাঁ বন গেয়ী হোগী।
তড়প কর গম কি মা'রো তুম পুকারো ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
তুমারি হার মুসিবত দেখনা দম মে টলি হোগী।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাতো শুধুমাত্র দুনিয়ার ছোটখাট একটা ব্যথা ছিলো, দরূদ শরীফের বরকতে তো اِنْ شَآءَ الله আমাদের আখিরাতের পেরেশানিও দূল হয়ে যাবে। **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنْجٰكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِيْ دَارِ الدُّنْيَا হে লোকেরা! নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হতে কিয়ামতের দিন এর ভয়াবহতা ও কঠিন পরিস্থিতি থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে যে দুনিয়াতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।”

(জমউল জাওয়ামেয়ে, ৯/১২৯, হাদীস নং ২৭৬৮৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে জীবনের কয়েক দিন কয়েক ঘন্টার এবং এই কয়েক ঘন্টাও কয়েক মূহুর্তের মতো। জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস মূল্যবান হীরা। আহ! এক একটি নিঃশ্বাসের গুরুত্ব দেয়া নসীব হয়ে যেতো। কোন নিঃশ্বাস যেন বৃথা না যায় এবং কাল কিয়ামতের ময়দানে জীবনের সেই ভান্ডার নেক আমল শূন্য পেয়ে অনুতাপের অশ্রু যেন ঝরাতে না হয়! আহ! এক একটি মুহুর্তের হিসাব করতে যেন অভ্যস্থ হয়ে যাই যে কোথায় অতিবাহিত হচ্ছে। হায়! জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে যেন ভাল কাজে অতিবাহিত হয়। কিয়ামতের দিন সময়কে অযথা কথাবার্তা, খোশ গল্পে কাটানো দেখে যেন আফসোস করতে না হয়। সুতরাং আমাদের উচিৎ, নিজের জীবনের মূল্যবান মূহুর্তে গুলোর মূল্য দিয়ে সেগুলোকে অযথা কথার্বাতা এবং অযথা কাজে ব্যয় না করে যিকির ও দরূদ এবং অন্যান্য নেক কাজে অতিবাহিত করা।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বায়হাকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **“শুয়াবুল ঈমান”** এ উদ্ধৃত করেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় বাণী হচ্ছে: “প্রতিদিন ভোরে যখন সূর্য উদিত হয়, তখন ‘দিন’ এরূপ ঘোষণা করে, যদি আজকে কোন নেক কাজ করার থাকে তবে করে নাও, কেননা আজকের পর আমি আর কখনো ফিরে আসবো না।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৭৮, হাদীস নং ৩৮৪০)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহেতুক কাজে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করা থেকে মুক্তি পাওয়া এবং নেক কাজে দৃঢ়তা অর্জনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, এর বরকতে না শুধু অন্তরে সময়ের মূল্য অনুধাবন করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে বরং অহেতুক কথাবার্তা থেকে মুক্ত হয়ে ঠোঁটকে যিকির ও দরূদ দ্বারা ব্যস্ত রাখার মানষিকতা ও তৈরী হবে اِنْ شَآءَ الله। আসুন এই সম্পর্কে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

গুনাহের অভ্যাস দূর হয়ে গেলো

ডারগ রোডের (বাবুল মদীনা করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের (বয়স প্রায় ২৫বছর) লিখিত বর্ণনা কিছু এমন: আমি আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। আমি ইতিকাফে অনেক বরকত অর্জন করেছি। রাস্তায় চলার সময় খারাপ ছেলেদের মতো সিনেমায় গান গাওয়ার যে অভ্যাস ছিলো, তা দূর হয়ে গেছে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর স্থনে নাত শরীফ পড়ার অভ্যাস হয়ে গেছে। তাছাড়া মুখের কুফ্লে মদীনা লাগানোর (অর্থাৎ খারাপ ও অযথা কথা থেকে ও বাচাঁর) মানষিকতা তৈরী হয়েছে এবং এখনতো অবস্থা এমন যে, মুখ থেকে অযথা কথা বের হয়ে গেলেই এর কাফফারা স্বরূপ মুখে দরূদ ও সালাম জারি হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের মৃত্যের আগ পর্যন্ত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বয়ান নম্বর ১৮

দশ গুণ সাওয়াব

সাইয়িদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামিন, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো **আল্লাহ পাক** তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, আর তা দশটি গোলাম আযাদ করার সমান।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২২, হাদীস নং ২৫৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করার অসংখ্য ফযীলত ও বরকত রয়েছে। আমাদের এরূপ মানষিকতা বানানো চাই যে, উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে, ভালবাসা ও উদ্দীপনা, আদব ও সম্মানের সহিত অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করা। কেননা **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির করা রহমত বর্ষণের মাধ্যম। হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উইয়ানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ" অর্থাৎ যেখানে **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের উত্তম আলোচনা করা হয় সেখানে **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষিত হয়।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, সুফিয়ান বিন উইয়ানা, ৭/৩৩৫, হাদীস নং ১০৭৫০)

যখন নেক বান্দাদের আলোচনা **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষণের মাধ্যম, তবে আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام আলোচনার অবস্থা কিরূপ হতে পারে এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনারইবা কিরূপ শান হতে পারে। **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম আলোচনার সময় অবশ্যই **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষিত হয় বরং **তাঁর** রহমতের অঝোর ধারায় বর্ষণ হয়। কেননা তিনি তো সাইয়িদুল আম্বিয়া ও সাইয়িদুল মুরসালিন।

www.dawateislami.net

আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিতে দ্বীন ও মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা আল হাজ আল হাফিজ আল ক্বারী ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নিজের প্রসিদ্ধ নাতের গ্রন্থ **“হাদায়িকে বখশীশ”** কতইনা সুন্দর লিখেন:

খলক সে আওলিয়া, আউলিয়া সে রুসুল
আউর রসূলোঁ সে আলা হামারা নবী
মুলক কউ'নাইন মে আম্বিয়া তাজেদার
তাজেদারোঁ কা আক্বা হামারা নবী

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! আমাদের **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অশেষ ভালবাসা রয়েছে। আর কেনইবা হবে না **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা যে পরিপূর্ণ ঈমানের শর্ত। এজন্য আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আলোচনা অধিকহারে করি, দরূদ শরীফ পাঠ করি। কেননা মানুষ যাকে বেশি ভালবাসে তার আলোচনাও বেশি পরিমান করে থাকে। যেমনিভাবে- **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَنۡ اَحَبَّ شَیۡأً اَکۡثَرَ ذِکۡرَہٗ অর্থাৎ মানুষের যার প্রতি ভালবাসা বেশি থাকে তার আলোচনা ও বেশি করে।” (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব) এরপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা তো আহলে সুন্নাতের একটি বৈশিষ্ট্য। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন হোসাইন বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمۡ বলেন: “عَلَامَۃُ اَھۡلِ السُّنَّۃِ کَثۡرَۃُ الصَّلٰوۃِ عَلٰی رَسُوۡلِ اللّٰہ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা আহলে সুন্নাতের বৈশিষ্ট্য এবং এটা তাদের রীতি।”

(আল কওলুল বদী, ১ম পরিচ্ছেদ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

হামকো আল্লাহ আউর নবী সে পেয়ার হে
اِنۡ شَآءَ اللّٰہ দো জাহাঁ মে আপনা বেড়া পারহে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলের যিকির মূলত আল্লাহর যিকির

মনে রাখবেন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা মূলত **আল্লাহ পাকের** যিকির করাই, কেননা দরূদ শরীফ **আল্লাহ পাকের** যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন হানাফী মাযহাবের মহান ব্যক্তিত্ব হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "لِاَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ مُشْتَمِلَةٌ عَلٰى ذِكْرِ اللهِ وَتَعْظِيْمِ الرَّسُوْلِ অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা মূলত **আল্লাহ পাকের** যিকির এবং **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের অন্তর্ভুক্ত।"

(মিরকাত, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭, ৯২৯ নং হাদীসের পাদটিকা)

আল্লাহ পাকের তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রতি এতোই দয়া যে, নিজের **প্রিয় মাহবুব, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকিরকে নিজের যিকির বলে ঘোষনা করেছেন। যেমনটি হাদীসে কুদসীতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِىَ তথা হে মাহবুব! যখনি আমার যিকির হবে সাথে সাথে আপনার যিকিরও হবে।" ইবনে আ'তা এই হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা বর্ণনা করেন: "جَعَلْتُ تَمَامَ الْاِيْمَانِ بِذِكْرِكَ مَعِىَ অর্থাৎ আমি ঈমান পরিপূর্ণতাকে এই বিষয়টি দ্বারা নির্ধারণ করে দিয়েছি যে, আমার যিকির করার পাশাপাশি আপনার যিকিরও করতে হবে।" ইবনে আ'তা আরো বলেন: "جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِنْ ذِكْرِىْ আমি আপনার যিকিরকে আমার যিকির বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছি। فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِىْ অতএব যে আপনার যিকির করেছে মূলত সে আমার যিকির করেছে।" (আশ শেফা বিতা'রিফিল হুকুকিল মুস্তফা, ২০ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদ্‌রী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার নিকট জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আসলো আর বললো: "اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ تَدْرِىْ كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ আপনার প্রতিপালক ইরশাদ করেন: আপনি কি জানেন যে, আমি আপনার যিকিরকে কিরূপ উচ্চ মর্যাদা দান করেছি? قُلْتُ اللّٰهُ اَعْلَمُ আমি বললাম:

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক অধিকজ্ঞাত। قَالَ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِىَ ইরশাদ করলেন: যখনি আমার যিকির হবে তখন আমার যিকিরের সাথে সাথে আপনার যিকিরও হবে।” (দুররে মুনছুর, পারা ৩০, আল ইনশিরাহ, ৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৫৪৯)

وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ কা হেঁ ছায়া তুজ পর
বোল বা'লা হে তেরা যিকির হে উঁচা তেরা
(হাদায়িকে বখশীশ, ২৮ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত; “لَا اُذۡكَرُ فِىۡ مَكَانٍ اِلَّا ذُكِرْتَ مَعِىَ يَا مُحَمَّدُ তথা **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: **হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানে আমার যিকির হবে সেখানে আমার যিকিরের পাশাপাশি আপনারও যিকির হবে। فَمَنۡ ذَكَرَنِىۡ وَلَمۡ يَذۡكُرۡكَ যে আমার যিকির করলো এবং আপনার যিকির করলো না, لَيۡسَ لَهٗ فِى الۡجَنَّةِ نَصِيۡبٌ তবে জান্নাতে তার কোন অংশ থাকবে না।”

(দুররে মনছুর, পারা ৩০, কাওসার, ৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৬৪৭)

যিকরে খোদা জু উনছে জুদা চাহো নজদি ইউ!
ওয়াল্লাহ্! যিকিরে হক নেহী কুঞ্জি সাকার কি হে
(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনাগুলো দ্বারা **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকিরের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সুতরাং যখনি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আলোচনা হয় তখনি **তাঁর** প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করুন এবং **তাঁর** পবিত্র নাম মোবারক শুনে নিজের দুহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু দিয়ে চোখে লাগিয়ে নেয়া উচিত। হয়তো আমাদের এই কাজটি **আল্লাহ পাকের** দরবারে কবুল হয়ে যেতে পারে এবং **আল্লাহ পাক** আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে আর **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আদব, সম্মান ও মর্যাদা আর ভালবাসার কারণে আমাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিবেন। এপ্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়াত শ্রবণ করুন এবং নিজের ঈমানকে জাগ্রত করুন। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

হুযুর ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক্ষমা লাভের মাধ্যম হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: "বণী ইসরাঈলে এমন একজন ব্যক্তি ছিলো। যে তার জীবনের দু'শটি বছর **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় অতিবাহিত করলো আর এই অবাধ্যবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করলো, বণী ইসরাঈলের লোকেরা মৃত ব্যক্তিটিকে পায়ে ধরে টেনে হেচড়েঁ নিয়ে ময়লার স্তুপে ফেলে দিলো। **আল্লাহ পাক** সমসাময়িক নবী হযরত মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে ময়লার স্তুপ থেকে উঠিয়ে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করুন তার নামাযে জানাজা পড়ুন। হযরত মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلَیۡہِ السَّلَام লোকদের কাছে তার সম্পর্কে জানতে চাইলে লোকেরা সেই লোকের অপকর্মের সাক্ষ্য দিলো। হযরত মুসা عَلَیۡہِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** কাছে আরয করলেন: "হে **আমার প্রতিপালক!** বণী ইসরাঈলেরা তো সেই লোকের অপকর্মের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে তার জীবনের দু'শটি বছর তোমার অবাধ্যতায় কাটিয়েছে?" **আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন: "সে এরূপ অপকর্মই করতো, اِلَّا اَنَّهٗ كَانَ كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاةَ কিন্তু তার এরূপ অভ্যাস ছিলো যে, যখনি সে তাওরাত শরীফ পড়ার জন্য খুলতো, وَنَظَرَ اِلٰى اِسْمِ مُحَمَّدٍ এবং **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর নাম মুবারকের দিকে তাকাতো قَبَّلَهٗ وَوَضَعَهٗ عَلٰى عَيْنَيْهِ তখন একে চুমু খেয়ে নিজের চোখে লাগাতো আর **তাঁর** প্রতি وَصَلّٰى عَلَيْهِ দরূদ শরীফ পাঠ করতো। فَشَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهٗ وَغَفَرْتُ ذُنُوْبَهٗ শুধুমাত্র তার এই কাজের জন্য তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। وَزَوَّجْتُهٗ سَبْعِيْنَ حَوْرَاءَ এবং আমি তাকে সত্তরটি হুরের সাথে বিবাহ দিয়েছি।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ওহাব বিন মুনাববাহ, ৪/৪৫, হাদীস নং ৪৬৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ الله! এই বর্ণনাটি তো ঈমানদারদের মন ও প্রানকে সুবাসিত করে দিয়েছে যে, বণী ইসরাঈলের এমন ব্যক্তি যে কিনা নিজের জীবনের দু'শ বছর **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করে কাটিয়েছে, পাপাচারে লিপ্ত ছিলো, গুণাহের সাগরে ডুবে ছিলো কিন্তু তার একটি অভ্যাস ছিলো যে, যখনি তাওরাত শরীফ খুলতো সেখানে আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক দেখে ভালবাসার কারণে তা চুমু খেতো এবং নিজের চোখে লাগাতো আর দরূদ শরীফ পাঠ করতো। আর **আল্লাহ পাকের** তার এই আমলটি এতোই পছন্দ হলো যে, তার দু'শ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন এবং নিজের মহা সম্মানিত পয়গম্বর হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام কে তার জানাযার নামাজ পড়ার জন্য আদেশ করলেন এবং আরো দয়া করলেন যে, সত্তর জন হুরের সাথে বিবাহও করিয়ে দিলেন।

এটাতো বণি ইসরাঈলের এক ব্যক্তির উপর **আল্লাহ পাকের** দয়া ছিলো, আর ঐ মুসলমানের কিরূপ অবস্থা হবে যে, **হুযুর নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত হয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের আদব ও সম্মান করে চুমু খেয়ে নিজের চোখে লাগিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করবে **আল্লাহ পাকের** রহমতের উপর ভরসা করে বলা যায় যে, **তিনি** তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকেও আপন দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন।

এই রেওয়ায়েত দ্বারা এটাও বুঝা গেল, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক "মুহাম্মদ" কে চুমু খাওয়া জায়িয এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির মাধ্যম। এভাবে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক শুনে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু খাওয়া জায়িয এবং বরকত লাভের মাধ্যম। আর এটি সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সুন্নাত। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

সুন্নাতে সিদ্দিকে আকবর رضی اللہ عنہ

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা শায়খ ইসমাইল হক্কী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের জগত বিখ্যাত রচনা **"রুহুল বয়ান"** এ উদ্ধৃত করেন: "একবার **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে নববী শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا এ উপস্থিত হলেন এবং একটি পিলারের পাশে বসলেন। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিক আকবর رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ **তাঁর** পাশে বসে গেলেন। (এমন সময়) হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ আযান দেওয়া শুরু করলেন। যখন তিনি اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوۡلُ الله বললেন তখন সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি দুটোর নখ নিজের দু'চোখে রেখে "قُرَّةُ عَيۡنِىۡ بِكَ يَا رَسُوۡلَ الله অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্!** আপনি আমার চোখের শীতলতা" পাঠ করলেন। অতঃপর যখন হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর আযান দেয়া শেষ হলো তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আবু বকর! যে ব্যক্তি তোমার মত এরূপ করবে তবে **আল্লাহ পাক** তার পূর্বাপর, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (রুহুল বয়ান, পারা ২২, আহযাব, ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/২২৯)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ভালবাসা দান করো। **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো। **তাঁর** নাম মুবারক শ্রবণ করে গভীর ভালবাসায় বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করার সৌভাগ্য দান করো এবং আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বয়ান নম্বর ১৯

পুলসিরাতে সহজতা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন সামুরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একদিন **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকট তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: "اِنِّی رَاَیۡتُ الۡبَارِحَةَ عَجَباً অর্থাৎ গত রাতে আমি একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখলাম। وَرَاَيْتُ رَجُلاً مِنْ اُمَّتِيْ يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً وَيَحْبُوْ مَرَّةً আমি দেখলাম যে, আমার এক উম্মত পুলসিরাতের উপর কখনো হাঁটুতে ভর করে কখনো পেটে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে এবং কখনো কখনো নিচে ঝুলে যেতো, فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ তখন আমার উপর পাঠকৃত দরূদ শরীফ আসলো, فَاَخَذَتْهُ بِيَدِهٖ فَاَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتّٰى جَازَ এবং এগুলো তার হাত ধরে তাকে পুলসিরাতে সোজা দাড়ঁ করিয়ে দিলো এমনকি সে নিরাপদে অতিক্রম করলো।" (আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ১৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা তো আমরা গুনাহগারদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিলো যে, **আপাদ মস্তক নুরের আধার, সকল নবীদের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ এর উপহার প্রেরণ করাতে অন্যান্য ফযীলতের পাশাপাশি এর মহান পরিণামও প্রকাশ পেয়ে গেলো যে, এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله পুলসিরাত অত্যন্ত সহজভাবে অতিক্রম হয়ে যাবে।

মনে রাখবেন! জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত কালো রঙের হবে এবং পুলসিরাত ঘোর অন্ধকারে ডুবে থাকবে। শুধুমাত্র সেই সফল হবে যার উপর **আল্লাহ পাকের** অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ হবে।

www.dawateislami.net

নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** এই দয়া ও অনুগ্রহ অর্জনের একটি সুন্দর মাধ্যম হলো **হুযুর তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। যদি আমরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করি তাহলে এর বরকতে পুলসিরাতের অন্ধকার রাস্তা আলোকিত হয়ে যাবে এবং আমরা এই কঠিন ধাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবো। যেমনিভাবে-

পুলসিরাতের নূর

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلصَّلَاةُ عَلَيَّ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ ظُلْمَةِ الصِّرَاطِ অর্থাৎ আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের অন্ধকারে নূর হবে। وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّكْتَالَ لَهٗ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ আর যার এটা পছন্দ যে, কিয়ামতের দিন তাকে প্রতিজ্ঞাকৃত পরিণাম পরিপূর্ণভাবে দেয়া হোক, فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ তবে তার উচিৎ আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ প্রেরণ করা।"

(আল কওলুল বদী, ১ম অধ্যায়, ১১৮ পৃষ্ঠা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**বাহারে শরীয়াত**" ১ম খন্ডের ২৫৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "সিরাত" এটি সত্য। এটি একটি পুল, যা জাহান্নামের পিঠে স্থাপন করা হবে। চুল থেকে চিকন এবং তলোয়ার থেকেও অধিক ধাঁরালো হবে যা জান্নাতে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা হবে। সর্বপ্রথম **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অতিক্রম করবেন। অতঃপর অন্যান্য **নবী রাসূল** গণ। তারপর এই উম্মতগণ অতঃপর অন্যান্য উম্মতগণ অতিক্রম করবে এবং নিজের বিভিন্ন আমলের হিসাব অনুযায়ী পুলসিরাতের উপর দিয়ে লোকেরা বিভিন্ন ভাবে অতিক্রম করবে। অনেকে তো এমন দ্রুত গতিতে অতিক্রম করবে যেন বিদ্যুতের চমক যে এখনি চমকালো আর এখন অদৃশ্য হয়ে গেলো। আর অনেকে দ্রুতগতির বাতাসের মতো, অনেকে এমনভাবে যেমন পাখি উড়ে,

www.dawateislami.net

অনেকে এমনভাবে যেমন ঘোড়া দৌড়াঁয়। অনেকে এমনভাবে যেমন লোকেরা দৌড়াঁয়, অনেক ব্যক্তি নিতম্ব ঘষতে ঘষতে আর অনেকে পিপড়াঁর মতো ধীরে এবং পুলসিরাতের দু'পাশে বড় বড় আংটা (**আল্লাহ পাকই** ভাল জানেন যে তা কত বড় হবে) ঝুলানো থাকবে, যে ব্যক্তি ব্যাপারে আদেশ হবে তাকে আকঁড়ে ধরবে, কিন্তু অনেকে আঘাত প্রাপ্ত হয়েও মুক্তি পেয়ে যাবে এবং অনেককে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে আর সে ধ্বংস হবে। সকল হাশরবাসীরা পুলসিরাত অতিক্রমে ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু সেই **মাসুম, গুনাহগারদের মুক্তকারী** পুলসিরাতের কিনারায় দাঁড়িঁয়ে কান্নারত অবস্থায় নিজের বিশেষ উম্মতদের মুক্তির ভাবনায় **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়ায় রত থাকবেন। رَبِّ سَلِّم سَلِّم ইয়া ইলাহী এই গুনাহগারদের বাচিঁয়ে নাও, বাঁচিয়ে নাও। আর **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই দিন সকল স্থানে প্রদক্ষিণ করবেন, কখনো মিযানে তাশরিফ নিয়ে যাবেন, ওখানে যার নেক আমলে কমতি দেখবে, তার শাফায়াত করে মুক্তি পাইয়ে দিবেন, এবং তখনি দেখা যাবে হাউজে কাওসারে উপস্থিত হয়েছেন। পিপাসার্থদের অমৃত সুধা পান করাচ্ছেন, এবং ওখান থেকে পুলসিরাতে আগমন করে পড়ে যাওয়াদের বাচাঁবেন। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেন' তিনি বলেন: আমি রিসালাতের মহান দরবারে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাশরের দিন আমার শাফায়াত করার দরখাস্ত করলে **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَنَا فَاعِلٌ এই কাজ তো আমি করবোই।" আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তবে আমি আপনাকে কোথায় খুজবো? ইরশাদ করলেন: "اُطْلُبْنِىْ اَوَّلَ مَا تَطْلُبْنِىْ عَلَى الصِّرَاطِ সর্বপ্রথমে তুমি আমাকে পুলসিরাতে খুঁজবে।" আমি আরয করলাম: যদি আপনাকে পুলসিরাতে না পাই তবে? ইরশাদ করলেন: "فَاطْلُبْنِىْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ তবে মিযানে আমাকে খুঁজে নিও।" আমি আরয করলাম: যদি মিযানেও আপনার সাথে সাক্ষাৎ না হয় তবে? ইরশাদ করলেন: "فَاطْلُبْنِىْ عِنْدَ الْحَوْضِ. فَاِنِّىْ لَا اُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنِ তবে এরূপ করবে যে,

www.dawateislami.net

আমাকে হাউজে কাওসারে দেখে নিও, (ব্যস) আমাকে এই তিন জায়গার কোন এক জায়গাতে অবশ্যই পেয়ে যাবে।”

(তিরমীযি, কিতাবুল সিফতির কিয়ামাত, ৪/১৯৫, হাদীস নং ২৪৪১)

শাহান শাহে সুখন মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাতের গ্রন্থ “**যওকে নাত**” এ এই বিষয়ে কিছুটা এরূপ বলেন:

জনাবে পাক কে কদমো পে গির গিয়া হোগা	যবান সুখি দিখা কর কোয়ি লবে কাওসার
কোয়ি সিরাত পর ইন কো পুকারতা হোগা	কোয়ি করিবে তারাযো কোয়ি লবে কাওসার
পুকার সুন কে আ'সিরোঁ কি দৌড়ঁ তা হোগা	হাজার জান ফিদা নরম নরম পা'ও সে

(যওকে নাত, ৩৬ পৃষ্ঠা)

মোট কথা, সমস্ত জায়গায় **তাঁরই** দোহাই, প্রতিটি ব্যক্তি **তাঁকেই** ডাকছে, **তাঁর** কাছেই প্রার্থনা করছে, **তাঁকে** ছাড়া আর কাকেই বা ডাকবে...?! কেননা প্রত্যেকে তো নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে, অন্যদের কিইবা দেখবে? শুধুমাত্র একজনই আছে, যার নিজের কোন চিন্তা নাই এবং সমস্ত জাহানের দ্বায়িত্ব তারই যিম্মায়,

তো কোয়ি থা'ম কে দামান মচল গিয়া হোগা	কোয়ি কেহে গা দোহাঈ হে ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
ওহ উন কা রাস্তা ফের ফের কে দেখতা হোগা	কিছি কো লেকে চলেঙ্গে ফিরিশতে চুয়ে জাহিম
কসম খোদা কি এহি হাল আ'প কা হোগা	আযিয বাচ্চে কো মা জিস তারাহ তালাশ করে

(যওকে নাত, ৩৬ পৃষ্ঠা)

জান্নাতে ঠিকানা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ فِىْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ যে ব্যক্তি দিনে এক হাজার বার আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ فِى الْجَنَّةِ সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতে তার স্থান দেখবে না।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস নং ২৫৯১)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাত হচ্ছে একটি স্থান, যা **আল্লাহ পাক** ঈমানদারদের জন্য বানিয়েছেন, সেখানে ঐ নেয়ামত সমূহ রাখা হয়েছে যা না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কানে শুনেছে, না কোন মানুষের অন্তরে এ সম্পর্কে ধারণা জন্মেছে। এতে নানা প্রকারে মণি মুক্তার অট্রালিকা রয়েছে। এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, বাইরের দৃশ্য ভিতর থেকে এবং ভিতরের দৃশ্য বাইরে থেকে দেখা যায়। জান্নাতে চারটি নদী রয়েছে, একটি পানির, ২য়টি দুধের, ৩য়টি মধুর এবং ৪র্থটি অমৃত সুধার (শরাবের)। অতঃপর এর থেকে নালা প্রবাহিত হয়ে প্রত্যেকের নিকট প্রবাহিত, জান্নাতিদেরকে জান্নাতে সব ধরণের সুস্বাদু থেকে সুস্বাদু খাবার দেওয়া হবে। যা চাইবে সাথে সাথে তার সামনে উপস্থিত থাকবে। যদি কোন পাখি দেখে তার মাংস খেতে মন চায় তবে সাথে সাথে তা ভুনা অবস্থায় তার কাছে চলে আসবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১৫২-১৫৬ পৃষ্ঠা)

দরূদ শরীফ পাঠকারীরা কিরূপ সৌভাগ্যবান যে, মৃত্যুর পূর্বেই জান্নাতে নিজের স্থানে দেখে নিবে, আর যে সৌভাগ্যবানকে দুনিয়াতেই জান্নাতের মহল দেখানো হবে, **আল্লাহ পাকের** রহমত ও **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপা দৃষ্টিতে আশা করা যায় যে, সে শুধু জান্নাতেই যাবে না বরং এর অশেষ নেওয়ামত দ্বারা ধন্য হবে। اِنْ شَآءَ الله এপ্রসঙ্গে এক ইসলামী ভাইয়ের মাদানী বাহার শ্রবণ করুন এবং খুশিতে আত্মহারা হোন। যেমনিভাবে-

সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো: আমার ভাই নোমান আত্তারী (বয়স প্রায় ১৮ বৎসর) ২০০২ সালে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়। মাথায় স্থায়ীভাবে সবুজ পাগড়ী শরীফ বেঁধে নিয়েছিলো। ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করার চেষ্টার পাশাপাশি সুন্নাত ও মুস্তাহাবের প্রতি আমল করারও চেষ্টা করতো। ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানোর জন্য **"সাদায়ে মদীনা"** দেয়ায় অভ্যস্ত ছিলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত

www.dawateislami.net

অংশগ্রহণ করতো। তার বিশেষ একটি আমল যা আমি খেয়াল করেছিলাম তা হলো অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। ২০০৪ সালে সে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লো এমনকি অসুস্থতার মাত্রা এতো বেশি ছিলো, সে বিছানাতেই পড়ে রইলো। এই অবস্থায়ও বিছানায় পাশে জায়নামায বিছিয়ে নামায আদায় করতো। যখন অবস্থার অবনতি হলো তখন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। একবার সে আমাকে বললো যে, আমি বসে বসে চোখ বন্ধ করে দরূদ শরীফ পাঠ করছিলাম এবং সামনে পিছনে দুলছিলাম। তখন আমার সৌভাগ্যের মেরাজ হয়ে গেলো। আমি দেখলাম যে, সামনে **রাসূল পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জ্যোতি ছড়িয়ে উপস্থিত আছেন। ঠোঁট মুবারক নড়ে উঠলো। রহমতের ফুল ঝরতে লাগলো। শব্দগুলো কিছটা এরূপ বাক্য ধারণ করলো **"যখনি দরূদ শরীফ পাঠ করবে তখন সামনে পিছনে নয় ডানে বামে দুলবে।"** আমার ভাইয়ের সৌভাগ্যময় বর্ণনা শুনে আমিও দুলে উঠলাম। এখনতো সে কয়েক ঘন্টা চোখ বন্ধ করে ধারাবাহিক ভাবে দরূদ শরীফ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ اللّٰه এবং কলেমায়ে তৈয়্যিব لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰه পড়তে থাকে। আব্বাজন যখনি যুবক সন্তানের অসুস্থতার কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয় এবং ডাক্তারের কাছে দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশ করে ডাক্তার আব্বাজানকে সান্তনা দিয়ে বলতেন: "মৃত্যু তো মানুষের আসবেই তবে আমরা আপনার সন্তানের চিকিৎসায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি এবং ঈর্ষা হয়, আপনি কতই না ভাগ্যবান পিতা, যার সন্তান এমন নেককার যে, সর্বদা যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত থাকে।"

১০ রমজানুল মুবারক ১৪২৪ হিজরি শুক্রবার রাত প্রায় ২টায় দিকে তার অবস্থার অবণতি হলে তাকে অক্সিজেন লাগানো হলো। তারপরও মনে মনে কিছু পড়ছিলো, অথচ তখন তার চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আমি তার ঠোঁটে কান লাগিয়ে শুনলাম যে, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه সেই সময়ও সে কালেমায় তৈয়্যিব لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰه এর শব্দগুলো পাঠ করছিলো। তারপর দেখতে দেখতেই ভাইয়ের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

কিছুদিন পর পরিবারের কেউ স্বপ্নে দেখলো যে, ভাই নোমান আত্তারী জান্নাতুল ফিরদাউসে সবুজ পাগড়ী পরিধান করে বসে আছে এবং চেহারা খুশিতে ঝলমল করছিলো। জিজ্ঞাসা করা হলো: "তুমি এই মর্যাদা কিভাবে পেলে?" সে বললো: "সবুজ পাগড়ী শরীফ আপন করে নেওয়ার বরকতে, যখন কবরে আমাকে একা রেখে সবাই চলে গেলো এবং যখন **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন হলো আমি সম্মানার্থে হাত বেঁধে নিলাম। **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসলেন এবং কিছুটা এরূপ ইরশাদ করলেন: "যে আমার সুন্নাতের উপর সন্তুষ্ট, সে আমার এবং যাদের আমার সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা নেই তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে আজীবন সম্পৃক্ততা এবং অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجاہِ النَّبِيِّ الۡاَمین صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

✿✿✿✿✿

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ২০

সর্বোৎকৃষ্ট দিন

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তোমাদের দিন সমূহের মধ্যে উত্তম দিন হচ্ছে জুমার দিন। فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ অর্থাৎ এই দিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই দিনে তার রুহ কবজ করা হয়েছে। وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ এবং এই দিনেই শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে। فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ সুতরাং এই দিনে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো। فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ কেননা তোমাদের দরূদ শরীফ আমার কাছে পেশ করা হয়।"

(আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, ১/৩৯১, হাদীস নং ১০৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বরকতময় সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য উপকারীতার প্রতি দৃষ্টি রেখে এমনিতে কোন দিনকে বিশেষায়ীত না করে প্রতিদিন **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ, কিন্তু জুমার দিনের মুবারক মুহুর্তগুলো অন্য দিনের তুলনায় বিশেষভাবে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠে রত থাকা উচিৎ। কেননা অসংখ্য হাদীসে মুবারাকায় এই দিনে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

অসংখ্য হাদীসে মুবারাকায় জুমার দিনের অসংখ্য ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের প্রতি **আল্লাহ পাকের** এমন দয়া যে, তিনি **তাঁর প্রিয় হাবীব, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদের জুমা মুবারকের মতো মহান নেয়ামত দান করেছেন। কিন্তু আফসোস! আমরা জুমার দিনকেও

www.dawateislami.net

অন্যান্য দিনের ন্যায় উদাসীনতায় কটিয়ে দিই। অথচ জুমার দিন হচ্ছে ঈদের দিন। জুমার দিন সকল দিনের সরদার। জুমার দিনে জাহান্নামের আগুনকে উত্তপ্ত করা হয়না। জুমার রাতে দোযখের দরজা খোলা হয়না। জুমাকে কিয়ামতের দিন নববধুর ন্যায় উঠানো হবে। জুমার দিন মৃতুবরণকারী সৌভাগ্যবান মুসলমান শহীদের মর্যাদা লাভ করে এবং কবর আযাব হতে বেঁচে থাকে। প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়া খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বর্ণনাক্রমে "জুমার দিন হজ্ব হলে এর সাওয়াব সত্তর হজ্বের সমান।" জুমার দিনের একটি নেকীর সাওয়াব সত্তর গুণ বেশি।" (মিরাত, ২/৩২৩-৩২৫ সংক্ষেপিত) (যেহেতু এর মর্যাদা অনেক তাই) জুমার দিনের গুনাহের আযাবও সত্তর গুণ বেশি। (প্রাগুক্ত-২৩৬)

দোয়া কবুল হওয়ার সময়

তাজদারে মক্কায়ে মুকাররমা, সরদারে মদীনায়ে মুনাওয়ারা, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জুমার দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোন মুসলমান সেই সময়টি পেয়ে **আল্লাহ পাকের** নিকট কিছু চায়, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে অবশ্যই দিবে এবং সেই সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত।" (মুসলিম, কিতাবুল জুমাআ, ৪২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮৫২)

একবার হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ সময়টি চিহ্নিত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "জুমার দিন যেই সময়ের আকাঙ্ক্ষা করা হচ্ছে, তা আছরের পর হতে সুর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে তালাশ করো।"

(তিরমিযি, কিতাবুল জুমআ, ২/৩০, হাদীস নং ৪৮৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "প্রতিটি রাতেই দোয়া কবুলের একটি সময় আসে। কিন্তু দিনের মধ্যে কেবল জুমার দিনই। কিন্তু নিশ্চিতভাবে, জানা যায় না যে, সেই সময়টি কখন। সম্ভবত এই সময়টি দুই খোৎবার মর্ধ্যবর্তী সময় বা মাগরীবের কিছুটা পূর্বে।" আরেকটি হাদীসে পাকের পাদটিকায় মুফতি সাহেব বলেন:

www.dawateislami.net

“এই সময়টি সম্পর্কে ওলামাদের চল্লিশটি মত রয়েছে। তম্মধ্যে দুটি মত অত্যন্ত শক্তিশালী। একটি হলো, দুই খোতবার মধ্যবর্তী সময় অপরটি হলো, সূর্যাস্তের সময়।”

ঘটনা: হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এই সময় নিজে হুজরায় বসতেন এবং নিজের খাদিমা ফিদ্দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বাইরে দাড় করাতেন। যখন সূর্যাস্ত হতো তখন খাদিমা তাঁকে জানাতেন। তার সংবাদে সাইয়্যিদা খাতুনে জান্নাত আপন হাত দোয়ার জন্য উঠাতেন। উত্তম হলো এই মূহুর্তে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ দোয়া করা। যেমন এই কোরআনের দোয়াটি “رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾ (পারা ২, বাকারা, আয়াত ২০১)

(**<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>:** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আখিরাতের কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।)” (মিরআত, ২/৩১৯-৩২৫ সংক্ষেপিত)

দোয়ার নিয়্যতে দরূদ শরীফ পাঠ করা যায় কেননা দরূদ শরীফ ও মহা মর্যাদাবান দোয়া বরং যদি আমরা একনিষ্ঠতা সহকারে দরূদ শরীফ পাঠ করে, সত্য অন্তরে **আল্লাহ পাকের** দরবারে কোন কিছু চাই তবে **তাঁর** দয়ায় আশা করা যায় যে, তিনি আমাদের চাওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং আমাদের খালি থলে আকাঙ্ক্ষীত বস্তু দ্বারা ভরে দিবেন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত একটি ঘটনা শ্রবণ করুন এবং খুশিতে মেতে উঠুন।

যা চাওয়ার চেয়ে নাও

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন সাবিত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: দরূদ সালামের ফযীলতের মধ্যে যা আমি দেখেছি তার মধ্যে একটি এমন ও যে, একরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, জ্বীনদের একটি দলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম: তোমরা কোথা হতে আসছো? তারা কোন বুযুর্গের নাম বললো যে, তার কাছ থেকে আসছি। সেই বুযুর্গ আমাদের

www.dawateislami.net

পরিচিতদের মধ্যে একজন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এবার তোমরা কোথায় যাবে? তারা বললো: اِنْ شَآءَ الله মক্কা শরীফ এবং **রওযায়ে নববী** عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দিকে যাওয়ার ইচ্ছা। আমি বললাম: আমাকেও তোমাদের সাথে নিয়ে চলো। বললো: যদি ইচ্ছা থাকে তবে **আল্লাহ্ পাক** বরকত দান করবেন। আমি উঠে দাড়াঁলাম এবং তারা আমাকে নিয়ে বাতাসে বিদ্যুত গতির চেয়েও দ্রুত উড়তে লাগলো। মূর্হুতেই আমরা মক্কায় পৌঁছে গেলাম। তারা বললো এটা হলো বাইতুল হারাম। তারা তাওয়াফ করলো এবং আমিও তাদের সাথে তাওয়াফ করলাম। অতঃপর তারা **আল্লাহ্ পাকের** নাম নিয়ে আমাকে সাথে নিলো এবং মূর্হুতেই আমরা **মসজিদে নববী** عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পৌঁছে গেলাম। আমরা বসেই ছিলাম তখন একজন অত্যন্ত সুন্দর লোক হাতে একটি বড় পাত্রে সরিদ (ঝোলে ভিজানো রুটি) এবং মধু নিয়ে আসলো এবং বললো খেয়ে নিন। আমি তাকে বললাম: আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখতে চাই। সে বললো: খাবার খেয়ে নিন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসবেন এবং اِنْ شَآءَ الله তুমি **তাঁর** যিয়ারত দ্বারা ধন্য হবে। আমি মনে মনে বললাম: কেমন আশ্চর্যের বিষয় যে, এখন আমি ঘর ছাড়লাম এবং কিছুক্ষনের মধ্যে মক্কায়ে মুকাররমা এবং **রওযায়ে রাসূলে** উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। আমি এও জানিনা যে সাথীরা আমাকে নিয়ে আসলো তারা কে? এবং তারা কোন জাতী? আমি তাদের বললাম: আমি তোমাদেরকে **আল্লাহ্ পাক** এবং **তাঁর নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আর **আল্লাহর** নবী হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ওয়াস্তা দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি বলো তোমরা কে এবং তোমাদের ঠিকানা কোথায়? তারা মাথা নত করে বললো: আমরা সর্বদা মদীনা শরীফে অবস্থানকারী জ্বীন। আমি বললাম: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করতে চাই। তারা বললো: খাবার খেয়ে নাও اِنْ شَآءَ الله দিদারও হয়ে যাবে। আমি খাবার খেয়ে বের হওয়ার সময় কি দেখলাম? দেখলাম: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি দলের সঙ্গে তাশরীফ নিয়ে আসছেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘাঁড় মুবারক সবার

চেয়ে উঁচু এবং **তাঁর** ঘাঁড় মুবারক পবিত্র কাঁধের তুলনায় সবার চেয়ে আলাদা। যখন **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখলেন তখন ইরশাদ করলেন: "আহমদ! সকল নেকী কি হঠাৎ একত্রিত করতে চাও? নিজের সত্তার প্রতি, কোমল হও, তোমার উপর এটি আবশ্যক।" আর এটাও ইরশাদ করলেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকো, এটা তোমার জন্য মঙ্গলই মঙ্গল।" আমি আরয করলাম, "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার জামিনদার হয়ে যান?" ইরশাদ করলেন: "আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যক করে নাও, যা চাইবে পাবে।" (সাআদাতুত দারাঈন, ৪র্থ অধ্যায়, ১৩১ পৃষ্ঠা)

মাঙ্গ মন মানতি মুহ মাঙ্গী মুরাদে লে গা
না ইহা 'না' হে না মাঙতে সে ইয়ে কেহনা "কিয়া হে"
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাশরের দিনে পিপাসা হতে নিরাপত্তা

হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি যেই ওহী প্রেরণ করা হয়েছে তাতে **আল্লাহ পাক** হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام কে ওসিয়ত করে ইরশাদ করেন: "يَا مُوْسٰى لَوْلَا مَنْ يَحْمَدُنِىْ হে মুসা (عَلَيْهِ السَّلَام) যদি আমার প্রশংসাকারী না থাকতো, مَا اَنْزَلْتُ مِنَ السَّمَاءِ قَطْرَةً তবে আমি আসমান হতে এক ফোঁটা পানিও ফেলতাম না, وَلَا اَنْبَتُّ مِنَ الْاَرْضِ وَرَقَةً আর জমিন থেকে একটি পাতাও ফলাতাম না। يَا مُوْسٰى لَوْلَا مَنْ يَّعْبُدُنِىْ হে মুসা (عَلَيْهِ السَّلَام) যদি আমার ইবাদতকারী না থাকতো, مَا اَمْهَلْتُ مَنْ يَعْصِيْنِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ তবে আমি অবাধ্যদেরকে চোখের পলক ফেলার জন্যও সময় দিতাম না। يَا مُوْسٰى لَوْلَا مَنْ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ হে মুসা (عَلَيْهِ السَّلَام) যদি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর সাক্ষ্য প্রদানকারী না থাকতো لَسَيَّلْتُ جَهَنَّمَ عَلَى الدُّنْيَا

www.dawateislami.net

তবে জাহান্নামকে দুনিয়ার উপর বইয়ে দিতাম।” অতঃপর ইরশাদ করেন: “يَا مُوْسٰى اَتُحِبُّ اَنْ لَّا يَنَالَكَ مِنْ عَطَشٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ হে মুসা (عَلَيْهِ السَّلَام) তুমি কি এরূপ পছন্দ করো যে, কিয়ামতের দিন তোমার পিপাসা না লাগুক?” আরয করা হলো: “হে আমার **পরওয়ারদিগার**! হ্যাঁ আমি তা পছন্দ করি।” ইরশাদ করলেন: “فَاَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلٰى مُحَمَّدٍ তবে এরূপ করো যে, **মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকো।”

(আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

হাশরের ময়দানে গরমের অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায়, জীবন কাফেলা যদিও চলমান তবে তা শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** প্রশংসাকারী এবং **তাঁর** বাধ্য ও অনুগতদের বদৌলতে। যদি **আল্লাহ পাকের** এই মাকবুল বান্দাগণ না থাকতো, তবে না জানি আমরা গুনাহগারদের অবস্থা কি হতো। তাছাড়া এই বর্ণনা থেকে এটা ও বুঝা গেলো, কিয়ামতের দিনের পিপাসা থেকে মুক্তির সুন্দর উপায় হলো **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা। মনে রাখবেন! হাশরের ময়দানের পিপাসা কোন সাধারণ পিপাসা নয়, কেননা ঐ দিন গরমের তীব্রতা এমন হবে যে, হাশরবাসীরা আপাদমস্তক ঘামে ডুবে থাকবে এবং পিপাসার তীব্রতায় অবস্থা বেহাল হয়ে যাবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে; **অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন লোকেরা ঘামে ডুবে থাকবে, حَتّٰى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِى الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا এমনকি এতোই ঘাম বের হবে যে, সত্তর গজ মাটি পর্যন্ত শোষণ করবে।” (বুখারি, কিতাবুর রিকাক, ৪/২৫৫, হাদীস নং ৬৫৩২)

www.dawateislami.net

ইয়া ইলাহী! গরমীয়ে মাহশর সে জব ভড়কে বদন
দা'মনে মাহবুব কি ঠান্ডি হওয়া কা সা'থ হো
ইয়া ইলাহী! জব যবানে বা'হার আয়ে পিয়াস সে
সা'হেবে কাওসার শাহে জুদ ও আতা কা সাহা হো
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ কিয়ামতের দিনের পিপাসা সম্পর্কে বলেন: "সেই গরমের পরিস্থিতিতে পিপাসার যে অবস্থা হবে তা বর্ণনাতীত। জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। হৃদপিন্ড সিদ্ধ হয়ে গলায় এসে যাবে।" (বাহারে শরীয়াত, ১/১৩৪) যদি এমন কড়া রোদ এবং কঠিন পিপাসা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় **সরওয়ারে কায়েনাত হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বরকতময় সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা অর্জিত হয়, তবে তা হবে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সহজ পন্থা।

সুকে দা'নো পে হামারে ভি করম হো জায়ে
ছা'য়ে রহমত কি ঘটা বন কে তুমারে গেয়সুঁ
হাম সিয়াকারোঁ পে ইয়া রব তাপিশে মাহশর মে
ছা'য়া আফগান হুঁ তেরে পিয়ারে কে পিয়ারে গেয় সুঁ
(হাদায়িকে বখশীশ, ১১৯ পৃষ্ঠা)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো এবং এর বরকতে আমাদের দুনিয়াবী ও আখিরাতের পেরেশানি সমূহ দূর করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ২১

একটি মহান নূর

আমীরুল মুমিনিন, হযরত মওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **শাহান শাহে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ نُوْرٌ যখন সে কিয়ামতে দিন আসবে তখন তার সাথে একটি নূর থাকবে। لَوْ قُسِمَ ذٰلِكَ النُّوْرُ بَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَوَسِعَهُمْ যদি সেই নূর সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে বন্টনও করা হয় তবে তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইব্রাহিম বিন আদহাম, ৮/৪৯, হাদীস নং ১১৩৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক কোরআনে আমাদেরকে **তাঁর** যিকির করার আদেশ দিয়েছেন এবং যিকিরকে **তাঁর** এমন ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছেন, যা সর্বদা করা যায়। এর জন্য কোন বিশেষ স্থান বা কোন বিশেষ সময় নিধার্রণ করেননি। আমরা যখনি চাই, যেখানেই চাই **আল্লাহ পাকের** যিকির করতে পারি। ঠিক অনুরূপ ভাবে **তাঁর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাকেও এমন একটি ইবাদত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, যা কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। সকাল-বিকাল, দিন-রাত, চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, দোয়ার পূর্বে এবং দোয়ার শেষে, মোট কথা যখনই ইচ্ছা, যেখানেই ইচ্ছা, যেই শব্দগুচ্ছ দ্বারা ইচ্ছা দরূদ শরীফ পাঠ করা যায়। সুতরাং যেই সময়েই আমরা দরূদ শরীফ পড়ি না কেন اِنْ شَآءَ اللّٰه এর বরকত দ্বারা ধন্য হবো এবং এই দরূদ শরীফ আমাদের সকল দুঃখ-কষ্টকে দূরকারী এবং গুনাহের ক্ষমা জন্য যথেষ্ঠ হবে। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রিসালাতের দরবারে আরয করলেন: "اَجۡعَلُ لَكَ صَلَاتِیۡ کُلَّـهَا আমি নিজের সম্পূর্ণ সময়কে আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত রাখব।" তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اِذًا تُكۡفٰی هَمَّكَ وَیُغۡفَرُ لَكَ ذَنۡبُكَ তবে এই দরূদ শরীফ তোমার দুঃখ কষ্টকে দূর করার জন্য যথেষ্ঠ এবং তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (তিরমীযি, কিতাবুল সিফাতিল কিয়ামাত, ২৩ তম অধ্যায়, ৪/২০৭, হাদীস নং ২৪৬৫)

এ দ্বারা বুঝা গেল, দরূদ শরীফ সর্বদা পাঠ করা যায়। তবে কিছু সময় এমন রয়েছে যাতে বিশেষ ভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করার বিষয়ে হাদীসে মুবারাকায় বর্ণিত রয়েছে এবং ওলামায়ে কিরামগণও কিছু নির্দিষ্ট সময়ের বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি সময় হলো তাশাহুদে। তাশাহুদের পর অর্থাৎ নামাযে আত্তাহিয়্যাত এর পর এবং দোয়ায়ে মাছুরার পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করার বিষয়ে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উৎসাহ প্রদান করেছেন।

হযরত সায়্যিদুনা ফাদালা বিন উবাইদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে নামাযে শুধু দোয়া প্রার্থনা করতে শুনলো, সে না **আল্লাহ পাকের** মহত্ব ও উদারতা বর্ণনা করেছে না, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করলো।" অতঃপর তাকে ডাকলেন, তাকে এবং অপরাপরদেরকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিলেন যে, "যখনি তোমরা নামায পড়বে তখন **আল্লাহ পাকের** মহত্ব ও প্রশংসা দিয়ে শুরু করবে অতঃপর আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবার যা ইচ্ছা তুমি দোয়া প্রার্থনা করো।" (আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাবুদ দোয়া, ২/১১০, হাদীস নং ১৪৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, নামাযে আত্তাহিয়্যাতের পর এবং দোয়ায়ে মাছুরার পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য আমাদের **নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উৎসাহ প্রদান করেছেন। সুতরাং আমাদেরও এই সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ এবং এটা অবশ্যই ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়।

www.dawateislami.net

আমীরুল মুমিনিন, হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ বলেন: "اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যখানে আটকে রাখা হয় لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তা আর উর্ধ্বে গমন করে না, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের **নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো না।" (তিরমীযি, কিতাবুল বিতর, ২/২৮, হাদীস নং ৪৮৬)

"**দুররাতুন নাসিহিন**" কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: এক বুযুর্গ নামায পড়ছিলো, যখন তাশাহুদে বসলো তখন **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পড়তে ভুলে গিয়েছিলো। রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন স্বপ্নে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আমার উম্মত! তুমি আমার প্রতি দরূদ শরীফ কেন পড়োনি?" আমি বললাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি **আল্লাহ পাকের** মহত্ব ও প্রশংসা বর্ণনায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, দরূদ শরীফ পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। এরূপ শুনে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি কি আমার ঐ হাদীসটি শুননি যে, সকল নেকী, ইবাদত এবং দোয়া আটকে রাখা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে না। শুনে নাও! যদি কোন বান্দা কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** দরবারে সমস্ত জাহানের সকলের নেকী নিয়ে উপস্থিত হয় এবং এই নেকী গুলোর মধ্যে যদি আমার প্রতি দরূদ শরীফ না থাকে তবে তার সমস্ত নেকীই তার মুখে নিক্ষেপ করা হবে আর একটিও কবুল করা হবে না।" (দুররাতুন নাসিহিন, ১৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত ও ঘটনাটি হতে দরূদ শরীফের গুরুত্ব অনুধারণ করা যায় যে, দরূদ শরীফ যেমন রহমত বর্ষণের মাধ্যম তেমনি ইবাদত, নেকী এবং দোয়া সমূহের কবুললিয়তের মাধ্যমও।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এরূপ দরূদ শরীফ পাঠ করার আরেকটি সময় হলো দোয়ার পূর্বে ও পরে। যখন দোয়া করবে তখন এর আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ পাঠ করে দোয়া করুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আমাদের দোয়া কবুল হবে। কেননা দুটি দরূদ শরীফের মাঝখানের দোয়া ফেরত দেয়া হয় না। কিন্তু মনে রাখবেন! আমাদের দোয়া কবুলিয়াতের মর্যাদায় তখনি পৌছুঁবে যখন আমরা দোয়ার আদব রক্ষা করবো। আজকে আমরা দোয়া তো করি কিন্তু তা কবুল হয় না, এর কারণ কি? অথচ **আল্লাহ পাক** কুরআনে মজিদে ইরশাদ করেন:

اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ
(পারা ২৪, মুমিনিন, আয়াত ৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার নিকট দোয়া করো, আমি তা কবুল করবো।

তিন ধরণের লোকের দোয়া কবুল হয় না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভবত এর কারণ হলো আমরা দোয়ার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিনা। অন্যমনস্কতার সাথে দোয়া প্রার্থনা করি। অতঃপর দোয়া কবুলিয়তের জন্য অনেক বেশি তাড়াতাড়ি করি বরং **আল্লাহ পাকের** পানাহ! এভাবে বলে বেড়াই যে, আমরা অনেক দিন ধরে দোয়া করেই যাচ্ছি, বুযুর্গদের দ্বারা ও দোয়া করিয়েছি, কোন পীর ফকির বাকি রাখিনি, ওযীফা পড়ছি, ঐ দোয়াটি পড়ছি, অমুক অমুক মাযারেও গিয়েছি, কিন্তু **আল্লাহ পাক** আমাদের সমস্যা দুরই করছেন না, যদিও অনেক সময় দোয়া কবুলিয়তে দেরী হওয়ার অনেক যুক্তি যুক্ত কারণও থাকে, যা আমাদের বুঝে আসে না। সুতরাং দোয়ায় তাড়াতাড়ি করা উচিৎ নয়। কেননা তা দোয়ার আদব বহির্ভূত। যেমনিভাবে হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দোয়া"** কিতাবে বলেন: "(দোয়ার আদব সমূহের মধ্যে এটাও রয়েছে) দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করবেন না। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "**আল্লাহ পাক** তিন ধরণের ব্যক্তির দোয়া কবুল

www.dawateislami.net

করেন না। এক; সেই ব্যক্তির, যে গুনাহের জন্য দোয়া করে। দুই; সেই ব্যক্তির, যে এমন কিছু চায় যা সম্পর্ক ছিন্নকারী। তিন; সেই ব্যক্তির, যে কবুলিয়ত নিয়ে তাড়াতাড়ি করে যে, আমি দোয়া করেছি এখনো কবুল হলোনা, এমন ব্যক্তি ঘাবড়ে গিয়ে দোয়া করা ছেড়ে দেয় এবং উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত থাকে।” (মুসলিম, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া, ১৪৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৭৩৫)

দোয়া কবুল হতে দেরী হলে!

এর টিকায় আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দোয়া কবুলের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা ব্যক্তিদের নিজের বিশেষ পদ্ধতিতে বুঝাতে গিয়ে বলেন: “হে বোকার দল! নিজের আপাদমস্তক নিয়ে চিন্তা করো! প্রতিটি সময়ে প্রতিটি মূর্হুতে কত হাজার হাজার নেয়ামত রয়েছে। তুমি শুয়ে যাও এবং **তাঁর** মাসুম ফিরিশতারা তোমার নিরাপত্তায় পাহারা দিয়ে থাকে। তুমি গুনাহ করছো এবং তবুও আপাদমস্তক সুস্থ ও সবল, বিপদ থেকে নিরাপদ, খাবার পরিপাক, বিষ্ঠা (অর্থাৎ শরীরের ভেতরের ময়লা) পরিহার, রক্তের চঞ্চালন, অঙ্গ সমূহে শক্তি, চোখের দৃষ্টি শক্তি। অসংখ্য দয়া না চাইতেই তোমাকে করা হচ্ছে। অতঃপর যদি তোমার কিছু ইচ্ছা পূরণ না হয়, তবে কোন মুখে তুমি অভিযোগ করো? তুমি কি জানো তোমার জন্য উত্তমতা এতেই নিহিত। তুমি কি জানো কিরূপ ভয়াবহ বিপদ আসা বাকী ছিলো যে, এই (প্রকাশ্যে কবুল না হওয়া) দোয়ার কারণেই বিপদ কেটে গেলো। তুমি কি জানো এই দোয়ার বিপরীতে কিরূপ সাওয়াব তোমার ভান্ডারে যোগ হচ্ছে। **তাঁর** ওয়াদা সত্য এবং দোয়া কবুলের এই তিনটি প্রকার, প্রথমটি দ্বিতীয়টি থেকে উত্তম। তবে হ্যাঁ! অবিশ্বাসী হলে তবে নিশ্চিত মনে রাখবে, তুমি শেষ হয়ে গেছ, আর অভিশপ্ত ইবলিশ তোমাকে নিজের করে নিয়েছে। (**আল্লাহ পাকের** পানাহ! তিনি পবিত্র ও মহান)

হে নিকৃষ্ট মাটি! হে নাপাক পানি! নিজের মুখ তো দেখ এবং সেই মহান সৌভাগ্যর প্রতি মনোযোগ দাও, যে নিজের দরবারে উপস্থিত হওয়ার,

www.dawateislami.net

নিজের পবিত্র ও মহা মর্যাদাময় নাম নেওয়ার, নিজের দিকে মুখ করার, নিজেকে ডাকার জন্য তোমাকে অনুমতি দেন। এমন লাখো আকাঙ্ক্ষা এই মহান অনুগ্রহের প্রতি উৎসর্গ। হে অধৈর্য্য! একটু ভিক্ষা করা শিখে নাও। এই উন্নত আস্তানার মাটিতে লুঠিয়ে পড়ো এবং মাটি জড়িয়ে থাকো আর আশা করতে থাকো যে, এবার দেবে! এবার দেবে! বরং ডাকার, **তাঁর** কাছ থেকে চাওয়ার কাজে এরূপ ডুবে যাও যে, ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য কিছুই যেন মনে না থাকে। নিশ্চিত মনে রাখো যে, এই দরজা থেকে কখনোই খালি হাতে ফিরব না। مَنْ دَقَّ بَابَ الْكَرِيْمِ اِنْفَتَحَ (যে দয়ালুর দরজায় কড়া নাড়লো তবে তা তার জন্য খুলে যায়)। (ফাযায়িলে দোয়া, ১০২ পৃষ্ঠা)

আরোহীর পেয়ালার মত বানিও না

হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমাকে আরোহীর পেয়ালা সদৃশ বানিও না যে, আরোহী নিজের পেয়ালায় পানি দিয়ে ভরে অতঃপর তা রেখে দেয় এবং সরঞ্জাম উঠায়। অতঃপর যখন তার পানির প্রয়োজন হয় তখন তা পান করে, ওযু করে, না হয় তা ফেলে দেয়। কিন্তু আমাকে তোমরা নিজের দোয়ার পূর্বে ও পরে এবং মধ্যখানে স্মরণ রাখবে।” (মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২৩৯, হাদীস নং: ১৭২৫৬)

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আতা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَيۡہِ বলেন: দোয়ার স্তম্ব, ডানা, সরঞ্জাম এবং সময় রয়েছে। সুতরাং যদি দোয়া তার মূল স্তম্ব অনুযায়ী হয় তবে তা মজবুত হবে এবং যদি ডানার অনুযায়ী হয় তবে তা আসমানের দিকে উড়ে যাবে এবং যদি তা সময় অনুযায়ি হয় তবে তা সফল হবে আর যদি সরঞ্জাম অনুযায়ী হয় তবে তা উৎকর্ষতার চরমে পৌঁছে যাবে। দোয়ার মূল স্তম্ব হচ্ছে উপস্থিত হৃদয়, ভাবাবেগ, নিরবতা, ধৈর্য, একনিষ্ঠতা, **আল্লাহ পাকের** সাথে অন্তরের ভাব এবং উপায়ান্ত থেকে সম্পর্কহীন আর তার ডানা হচ্ছে

www.dawateislami.net

সত্য ও সত্যবাদীতা এবং তার সময় হচ্ছে সকাল এবং তার উপায় হচ্ছে নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করা। (শেফা শরীফ (অনুদিত), ৭১ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলাইমান দারানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسْاَلَ اللهَ حَاجَتَهُ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নিকট নিজের অভাবের জন্য প্রার্থনা করতে চায়, فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ তবে তার উচিৎ যেন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে, ثُمَّ يَسْئَلُ اللهَ حَاجَتَهُ অতঃপর **আল্লাহ পাকের** নিকট নিজের চাওয়া পেশ করে, وَلْيَخْتِمْ بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ এবং নিজের দোয়াকে **হুযুর নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে শেষ করে, فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ কেননা **আল্লাহ পাক** দু'টি দরূদ শরীফকেই কবুল করে নেন وَهُوَ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَّدَعَ مَا بَيْنَهُمَا এবং তিনি এই বিষয় থেকে পবিত্র যে, (দোয়ার পূর্ব ও পরের) দু'টি দরূদ শরীফ তো কবুল করে নিবেন এবং এর মাঝখানের দোয়াকে ছেড়ে দিবেন।" (দালাইলুল খায়রাত, ৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো এবং এর বরকতে আমাদের সকল জায়িয চাহিদা পূরণ করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ২২

সদকা করার সামর্থ্য না থাকলে!

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " اَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ فَاَطْعَمَ نَفْسَهُ اَوْكَسَاهَا যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করে অতঃপর তা নিজে খায় বা পান করে, فَمَنْ دُوْنَهُ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ فَاِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ অথবা **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টি হতে কাউকে খাওয়ায় বা পান করায় (অর্থাৎ সদকা করে) তবে তা তার জন্য যাকাত স্বরূপ, وَاَيُّمَا رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِىْ دُعَائِهِ এবং যে ব্যক্তির নিকট সদকা করার জন্য কিছু নাই, তবে সেই ব্যক্তির উচিৎ নিজের দোয়ার মধ্যে যেন এই দরূদ শরীফ পাঠ করে নেয়, " اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ" নিশ্চয় এই দরূদ শরীফ তার জন্য যাকাত স্বরূপ।" (শুয়াবুল ঈমান, ২/৮৬, হাদীস নং: ১২৩১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে তিনটি বিষয়ের আলোচনা হয়েছে: (১) হালাল উপার্জন (২) সদকা (৩) দরূদ শরীফ।

(১) হালাল উপার্জন

পরিশ্রম করে নিজের হাতে যে রিযিক উপার্জন করা হয়, তাকে হালাল উপার্জন বলা হয়। হালাল রুজিতে অনেক বরকত হয়ে থাকে এবং হাদীসে পাকের উৎস থেকে বুঝা যায় যে, এর চেয়ে উত্তম কোন উপার্জন নাই। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

সবচেয়ে উত্তম এবং পবিত্র খাবার

হযরত সায়্যিদুনা মিকদাম বিন মা'দী করুব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَااَکَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَیۡرًا مِّنۡ اَنۡ یَّاۡکُلَ مِنۡ عَمَلِ یَدِہٖ সবচেয়ে উত্তম খাবার হলো, যা মানুষ নিজের হাতে উপার্জন করে খায়, وَاَنَّ نَبِیَّ اللّٰہِ دَاوٗدَ کَانَ یَاۡکُلُ مِنۡ عَمَلِ یَدِہٖ আর নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** নবী দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নিজের হাতে উপার্জন করে খাবার খেতেন।" (বুখারী, ২/১১, হাদীস নং ২০৭২)

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত; **হুযুরে আকদাস** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " اِنَّ اَطۡیَبَ مَا اَکَلۡتُمۡ مِنۡ کَسۡبِکُمۡ তোমাদের খাবারের মধ্যে পবিত্রতম খাবার হলো যা তোমরা পরিশ্রম করে উপার্জন করো।" (তিরমীযি, কিতাবুল আহকাম, ৩/৭৬, হাদীস নং ১৩৬৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জায়িয পন্থায় আয় করে নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ উপার্জন করাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, আমাদের অবহেলার কারণে হালাল রুজিতে হারামের মিশ্রন যেন কোন অবস্থাতেই না হয়। অন্যথায় খুবই আফসোসর কারণ হবে। মনে রাখবেন! বান্দা নিজের অংশের রুজি খেয়ে, জীবন অতিবাহিত করে মানুষের কাঁধে করে মৃত্যুর পিঞ্জরে বন্দি হয়ে যখন কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হবে তখন দুনিয়ায় নিজের পরিবার পরিজনের ভালবাসায় অন্ধ হয়ে জায়িয-নাজায়িযের তোয়াক্কা না করে উপার্জিত সম্পদের কারণে অনুশোচনা করে মানুষদের যে নসিহত করে, তা বর্ণনা করতে গিয়ে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপর রেখে উঠানো হয় তখন তার রূহ ছটফট করে খাটে বসে আওয়াজ দেয় যে, হে আমার পরিবার পরিজন! দুনিয়া যেন তোমাদের সাথে খেলা না করে, যেমন সে আমার সাথে খেলেছে। আমি হালাল আর হারাম সম্পদ জমা করেছি এবং সেই সম্পদ অন্যদের জন্য রেখে যাচ্ছি। এর

www.dawateislami.net

উপকার তাদের জন্য এবং ক্ষতি আমার জন্য, ব্যস যা কিছু আমার সাথে হয়েছে তাকে ভয় করো।" (অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ করো)। (তাযকিরাতু কুরতুবি, ৭৬ পৃষ্ঠা)

হারাম লোকমার শাস্তি

বর্ণিত আছে, "যখন মানুষের পেটে হারাম লোকমা পড়ে, তখন জমিন এবং আসমানের সকল ফিরিশতা তার উপর ততক্ষন পর্যন্ত লানত করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ হারাম লোকমা তার পেটে থাকবে এবং যদি এই অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তবে তার ঠিকানা জাহান্নাম।"

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) সদকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীস শরীফে সদকার আলোচনাও রয়েছে, যেমন- **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করে এবং **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টি জগতের কোন একজনকে খাওয়ায় বা পান করায় তবে তা তার জন্য যাকাত স্বরূপ।"

কোরআনে পাক ও হাদীসে মুবারাকার বিভিন্ন স্থানে সদকার প্রেরণার পাশাপাশি এর ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনিভাবে **আল্লাহ পাক** পবিত্র কোরআনের ২৯ নং পারায় সূরা আদ দাহর এর ৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ﴿۸﴾

(পারা ২৯ আদ দাহর আয়াত-৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আহার করায় **তাঁর** ভালবাসার উপর মিসকীন, এতিম ও বন্দীকে।

হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **"খাযাইনুল ইরফানে"** এই আয়াতে পাকের শানে নুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "এই আয়াত হযরত আলীউল মুরতাদা

www.dawateislami.net

كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم, হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এবং তাঁদের খাদেমা 'ফিদ্দা'র প্রসঙ্গে অবতীর্ন হয়েছে। হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁরা এদের আরোগ্যের জন্য তিনটি রোজা পালনের মান্নত করলেন, **আল্লাহ পাক** আরোগ্য দান করলেন, মান্নত পূর্ণ করার সময় আসলো, তাঁরা সবাই মান্নতের রোজা রাখলেন, হযরত আলী মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এক ইহুদী থেকে তিন সা' (সা হচ্ছে একটা পরিমাপ-পাত্র) যব আনলেন, হযরত খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا একএক সা' করে তিন দিন তা রান্না করলেন, কিন্তু যখনি ইফতারের সময় হতো, আর রুটি সামনে রাখতেন তখন একদিন মিসকিন, একদিন এতিম ও একদিন বন্দী আসলো, আর তিন দিনই সেসব রুটি ঐ লোকেদের দিয়ে দেয়া হলো এবং শুধুমাত্র পানি পান করেই পরবর্তী রোযাগুলো রাখা হলো। **আল্লাহ পাকের** এই মনিষীদের এই কাজ এতোই পছন্দ হলো যে, তিনি তাঁদেরকে জান্নাতের অংশীদার ঘোষণা করে তাঁদের সম্পর্কে কুরআনে মজীদের ২৯ পারা সূরা আদ দাহর এবং ১২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿۱۲﴾

(পারা ২৯ আদ দাহর আয়াত-১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাহাঁদের ধৈর্যের উপর তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক পুরস্কার রূপে দান করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দান ও সদকার অসংখ্য বরকতের পাশাপাশি বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ারও একটি উত্তম মাধ্যম।

সদকা করে অসুস্থতা দূর করো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "تَصَدَّقُوْا وَدَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ সদকা হচ্ছে ঔষধ এবং সদকা দ্বারা নিজের

www.dawateislami.net

অসুস্থতার চিকিৎসা করো, فَاِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ عَنِ الْاَعْرَاضِ وَ الْاَمْرَاضِ নিশ্চয় সদকা দূর্ঘটনা ও অসুস্থতাকে দূরে রাখে وَهِيَ زِيَادَةٌ فِيْ أَعْمَالِكُمْ وَحَسَنَاتِكُمْ আর তা তোমাদের আমল সমূহ ও নেকী সমূহে বৃদ্ধি ঘটায়।”

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যাকাত, ৩/২৮২, হাদীস নং ৩৫৫৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) দরূদ শরীফ

হাদীস শরীফের ৩য় অংশটি, যার শিক্ষা আমাদেরকে দেয়া হলো তা হলো **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্রতম সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা। যদি কোন ব্যক্তি এতোই দরিদ্র ও অভাবী হয় যে, তার কাছে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়া অতিরিক্ত কোন সম্পদ নাই। যা সে **আল্লাহ পাকের** পথে সদকা করবে। তবে তার উচিৎ, চিন্তিত না হওয়া বরং **তাজেদার মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা। কেননা তার এই দরূদ শরীফ পাঠ করাই হলো তার জন্য যাকাত (যা সদকায় স্থলাভিষিক্ত)। যেমনটি বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফে সদকা প্রদানকারী এবং দরূদ শরীফ পাঠকারী দুজনের পক্ষেই **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একই কথা ইরশাদ করেন: “فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ এটা তাদের জন্য যাকাত স্বরূপ।”

এমনিতেই **আল্লাহ পাকের** আদেশের প্রতি আমল করতে গিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করা সৌভাগ্যের বিষয় ছাড়াও একটি মহান ইবাদতও। বুযুর্গরা দরূদ শরীফ পাঠ করার হিকমতও বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম হলো, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা **আল্লাহ পাকের** পরে সৃষ্টি জাগতের মধ্যে অধিক দয়ালু, দানশীল এবং মমতাময় আর **হাবীবে খোদা, রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুমিনদের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ রয়েছে। এজন্য **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাদের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করাকে নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আল্লামা সাখাভী বলেন: “**নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার উদ্দেশ্য **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাকের আদেশের অনুসরণ করে **তাঁর** নৈকট্য অর্জন করা এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হক আদায় করা।” কিছু বুযুর্গরা আরো বলেন: “ আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পৌছানো, আমাদের পক্ষ থেকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা বৃদ্ধি করায় সুপারিশ হতে পারে না, কেননা আমাদের মতো নগন্য বান্দা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতো স্বয়ং সম্পূর্ন বরকতময় সত্তার জন্য শাফায়াত করতে পারে না। কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমাদের প্রতি অধিক অনুগ্রহ। তিনি আমাদের জন্য দোযখ থেকে মুক্তি, জান্নাতে প্রবেশ, সহজ উপায়ে সফলতার কান্ডারী, সর্বদিকে থেকে সৌভাগ্যর উৎস এবং উচ্চ মর্যাদা ও উত্তম ফযীলত পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম। এজন্য **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে এর বদলা চুকানোর আদেশ দিয়েছেন। আমরা যেহেতু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহের বদলা দিতে অক্ষম, তাই তিনি আমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করার প্রতি পথ-প্রদর্শন করেছেন, যেন আমাদের পাঠকৃত দরূদ শরীফ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহের বদলা হয়ে যায়।”

(রহমতো কি বরসাত, ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ শরীফ পাঠ করাতে সর্বদা আমাদেরই লাভ। যেমনটি আবু মুহাম্মদ বলেন: “**নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পৌঁছানোর লাভ মূলত তোমার দিকেই ফিরে আসে, যেন তুমি নিজের জন্যই দোয়া করছো।”

দরূদ পাক স্বয়ং পাঠকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَامِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا عَرَجَ بِهَا مَلَكٌ যখন কোন বান্দা আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন ফিরিশতা ঐ দরূদ শরীফ নিয়ে উপরে উঠে যায়। حَتّٰى يَجِيْئَ بِهَا وَجْهَ الرَّحْمٰنِ এবং **আল্লাহ পাক** দরবারে পৌঁছায়।” তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

“اِذْهَبُوْا بِهَا اِلٰی قَبْرِ عَبْدِیْ এই দরূদ পাককে আমার বান্দার কবরে নিয়ে যাও। تَسْتَغْفِرُ لِقَائِلِهَا وَتُقِرُّ بِهَا عَيْنُهٗ এই দরূদ তার পাঠকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে এবং তার চোখ একে দেখে শীতল হতে থাকবে।”

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১/২৫২, হাদীস নং ২২০১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের হালাল রুজি উপার্জন এবং এর মাধ্যমে তোমার রাস্তায় দান ও সদকা করার আর **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ২৩

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি মূলক কাজ

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا বলেন: **আমার মাথার মুকুট, সাহিবে মেরাজ, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ سَرَّهٗ اَنۡ یَّلۡقَی اللّٰهَ رَاضِیاً فَلۡیُکۡثِرۡ مِنَ الصَّلَاۃِ عَلَیَّ যার এই বিষয়টি পছন্দ যে, সে **আল্লাহ পাকের** সাথে এই অবস্থায় মিলিত হবে যে, **আল্লাহ পাক** তার উপর সন্তুষ্ট, তবে তার উচিৎ, সে যেন আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।" (আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৬২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীস শরীফ দ্বারা জানা গেল, যদি আমরা কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** দরবারে সফলতা চাই, তবে প্রেম ও ভালবাসা সহকারে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাকে নিজের দিন ও রাতের ওযীফা বানিয়ে নেয়া। কেননা দরূদ শরীফ শুধু **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও রহমত অর্জনের উত্তম উপায় নয় বরং **আল্লাহ পাকের** কহর ও গযব থেকে নিরাপত্তার জামিন স্বরূপও। যেমনটি-

আল্লাহ পাকের গযব হতে নিরাপত্তা

বর্ণিত আছে, একবার হযরত জিব্রাইল عَلَيۡهِ السَّلَام **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: " مَنۡ صَلّٰی عَلَیۡكَ عَشۡرَ مَرَّاتٍ اِسۡتَوۡجَبَ الۡاَمَانَ مِنۡ سَخَطِیۡ যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দশবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে তার জন্য আমার গযব থেকে নিরাপত্তা ওয়াজিব হয়ে গেলো।"

(সাআদাতুদ দারাঈন, ২য় অধ্যায়, ৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

একাগ্রতার সহিত সামান্য আমলও যথেষ্ট

কিন্তু মনে রাখবেন! আমাদের প্রতিটি আমল একনিষ্ঠতার সাথে হওয়া উচিৎ, কেননা নিশ্চয় একনিষ্ঠতার সহিত করা একেবারে ছোট আমলও অনেক বড় মর্যাদাময় হয়ে থাকে। যেমন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَخۡلِصۡ دِيۡنَكَ يَكۡفِيۡكَ الۡقَلِيۡلُ مِنَ الۡعَمَلِ তোমরা নিজের দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে যাও, তবে তোমাদের অল্প আমলও যথেষ্ঠ হবে।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩২৪, হাদীস নং ৬৮৫৯)

কিছুক্ষনের একাগ্রতা মুক্তির কারণ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক বুযুর্গ থেকে উদ্ধৃত করেন: "এক মূহুর্তের একনিষ্টতা চিরস্থায়ী মুক্তির কারণ, কিন্তু একনিষ্টতা খুবই কম পাওয়া যায়।"

(ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ২য় অধ্যায়, ৫/১০৬)

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সহচরগণ ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর খেদমতে আরয করলেন: "কার আমল বিশুদ্ধ?" ইরশাদ করলেন: "ঐ ব্যক্তির আমলকে একানিষ্টতাপূর্ণ মানা হবে, যে শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য আমল করে এবং এই বিষয়টি অপছন্দ করে যে, মানুষ তার আমলের কারণে তার প্রশংসা করুক।" (ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ২য় অধ্যায়, ৫/১১০)

মে থর থর রহোঁ কা'পঁতা ইয়া ইলাহী! তেরে খউফ সে তেরে ডর সে হামেশা
কর ইখলাস এয়ছা আ'তা ইয়া ইলাহী! মেরা হার আমল বস তেরে ওয়াস্তে হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মূহুর্তেই ক্ষমাপ্রাপ্ত

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার সুলতান, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এই দরূদ

www.dawateislami.net

শরীফটি পড়লো اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ যদি সে দাড়াঁনো অবস্থায় থাকে, তবে বসার পূর্বে এবং যদি বসা অবস্থায় থাকে তবে দাড়াঁনোর পূর্বে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (সা'আদাতুত দারাইন, ৮ম অধ্যায়, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

রহমতে ইলাহী বাহানা খুঁজে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন **আল্লাহ পাক** দয়া করতে চান, তবে এরূপ বাহানা বানায় যে, কোন একটি আমলকে **তাঁর** দরবারে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করেন, অতঃপর এর কারণে ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া বর্ষণ করতে থাকেন। এই বিষয়ে আরো একটি হাদীস শরীফ উপস্থাপন করা হচ্ছে, যাতে এমন অনেক লোকের বর্ণনা করা হয়েছে, যারা কোন না কোন নেক আমলের কারণে **আল্লাহ পাকের** পাকড়াও থেকে বেঁচে যান এবং **আল্লাহ পাকের** রহমতের চাদর তাদের আগলে নেয়। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন সুমারাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; একবার **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং ইরশাদ করলেন: "আজ রাতে আমি একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখলাম যে, এক ব্যক্তির রুহ কবজ করার জন্য মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হলেন কিন্তু তার পিতা মাতার আনুগত্য সামনে এসে গেলো এবং সে বেঁচে গেলো। এক ব্যক্তির উপর কবরের আযাব এসে উপস্থিত হলো, কিন্তু তার ওযুর (নেকী) তাকে বাঁচিয়ে নিলো। এক ব্যক্তিকে শয়তানেরা ঘিরে নিলো, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** যিকির (করার নেকী) তাকে বাঁচিয়ে নিলো। এক ব্যক্তিকে আযাবের ফিরিশতারা ঘিরে ধরলো, কিন্তু (তাকে) তার নামাজ বাঁচিয়ে নিলো। এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, কঠিন পিপাসার কারণে তার জিহ্বা বের হয়ে রইলো এবং একটি হাউজে পানি পান করতে যেতো কিন্তু ফিরিয়ে দেয়া হতো। এমন সময় তার রোযা এসে গেলো এবং (এই নেকী) তাকে পিপাসা নিবারন করে সতেজ করে দিলো। এক

www.dawateislami.net

ব্যক্তিকে দেখলাম যে, যেখানে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان হালকা বানিয়ে বসে আছেন, সেখানে তাঁদের নিকট যেতে চাইলো, কিন্তু তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছিলো, এমন সময় তার পবিত্রতার গোসল আসলো এবং (এই নেকী) তাকে আমার পাশে বসিয়ে দিলো। এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, তার সামনে-পিছনে ডানে-বামে, উপরে-নিচে অন্ধকারই অন্ধকার এবং সে এই অন্ধকারে চিন্তাগ্রস্থ ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়লো, তখন তার হজ্জ ও ওমরা এসে গেলো এবং (এই নেকী সমূহ) তাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে পৌঁছিয়ে দিলো। এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, সে মুসলমানদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছে, কিন্তু কেউ তার সাথে কথা বলছে না, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার এর নেকী) মুমিনদের বললো যে, তোমরা এর সাথে কথাবার্তা বলো। তখন মুসলমানেরা তার সাথে কথা বলা শুরু করলো। এক ব্যক্তির শরীর এবং চেহারার দিকে আগুন এগুচ্ছিলো এবং সে নিজের হাত দিয়ে প্রতিহত করছিলো, তখন তার সদকা এসে গেলো এবং তার আগে ঢাল হয়ে গেলো এবং তার মাথার উপর ছায়া দিতে লাগলো। এক ব্যক্তিকে আযাবের বিশেষ ফিরিশতারা চারিদিক থেকে ঘিরে নিলো কিন্তু তার اَمۡرٌ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَنَهۡيٌ عَنِ الۡمُنۡكَرِ (অর্থাৎ নেকীর আদেশ দান এবং মন্দ থেকে নিষেধ করার নেকী) এসে গেলো সেগুলো তাকে বাঁচিয়ে নিলো আর রহমতের ফিরিশতাদের নিকট সমর্পণ করলো। এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, হাটুতে ভর দিয়ে বসে আছে কিন্তু তার এবং **আল্লাহ পাকের** মাঝে হিজাব অর্থাৎ পর্দা বিদ্যমান, এমন সময় তার সৎচরিত্র এলো আর এই নেকী তাকে বাঁচিয়ে নিলো এবং **আল্লাহ পাকের** সাথে মিলিয়ে দিলো। এক ব্যক্তিকে তার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হচ্ছিলো, তখনি তার খোদাভীরুতা এসে গেলো এবং এই মহান নেকীর বরকতে তার আমলনামা ডান হাতে দিয়ে দেয়া হলো। এক ব্যক্তির নেকীর ওজন হালকা হয়ে গেলো. কিন্তু তার দানশীলতা এসে গেলো এবং নেকীর ওজন বেড়ে গেলো। এক ব্যক্তি জাহান্নামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলো, এমন সময় তার খোদাভীরুতা এসে গেলো এবং সে বেচেঁ গেলো। এক ব্যক্তি

www.dawateislami.net

জাহান্নামে পড়ে গেলো, কিন্তু তার খোদাভীতির কারণে প্রবাহিত অশ্রু এসে গেলো এবং এই অশ্রুর বরকতে সে বেঁচে গেলো।

এক ব্যক্তি পুলসিরাতে দাঁড়িয়ে ছিলো এবং সে গাছের ডালের ন্যায় কাঁপছিলো, কিন্তু তার **আল্লাহ পাকের** সম্পর্কে ভাল ধারণা (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** সম্পর্কে এরূপ ধারণা যে, **আল্লাহ পাক** দয়াই করবেন।) এলো এবং এই নেকীই তাকে বাচিঁয়ে নিলো আর পুলসিরাত অতিক্রম করে নিলো। এক ব্যক্তি পুলসিরাতে হেচঁড়িয়ে হেচঁড়িয়ে চলছিলো, তখন আমার প্রতি পাঠকৃত তার দরূদ শরীফ এসে গেলো এবং এই নেকী তাকে দাঁড় করিয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করিয়ে দিলো। আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি জান্নাতের দরজার কাছে পৌছঁলো তখন সব দরজা তার জন্য বন্ধ ছিলো, কিন্তু তার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه এর সাক্ষ্য দেয়া আসলো আর তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে গেলো এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।” (আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

চুগলখোরী এবং অপবাদের ভয়াবহতা

এমনি ভাবে অনেক সময় আমাদের দৃষ্টিতে দেখতে অতি ছোট গুনাহ যাকে আমরা সাধারণ মনে করি, তা আমাদের আখিরাত ধ্বংস হওয়ার কারণও হতে পারে। যেমনটি উল্লেখিত বর্ণনার শেষের দিকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এও ইরশাদ করেন: “আমি এমন কিছু লোকদেরকেও দেখেছি যাদের ঠোঁট কাঁটা হচ্ছিলো। আমি জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলাম: “হে জিব্রাঈল! এরা কারা?” তখন তিনি উত্তর দিলেন: “اَلْمَشَّاءُوْنَ بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيْمَةِ এরা মানুষের চুগলখোরী।” এবং কিছু লোককে দেখলাম জিহ্বা দ্বারা ঝুলে আছে। আমি জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: “هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا” এরা মানুষের প্রতি অযথা মিথ্যা আপবাদ লাগাতো।” (শরহুস সুদুর, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

গর তু না'রাজ হুয়া মেরী হালাকত হোগী, হায়! মে নারে জাহান্নাম মে জালুঁঙ্গা ইয়া রব!
আফুও কর অউর সদা কে লিয়ে রাজি হো জা, গর করম কর দে তু জান্নাত মে রহোঁঙ্গা ইয়া রব!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাতা-পিতার আনুগত্য, ওযু, নামায, রোজা, যিকিরুল্লাহ্, হজ্জ ও ওমরা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ, সদকা, সৎ চরিত্র, দানশীলতা, খোদাভীরুতার কারণে অশ্রু প্রবাহিত করা, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ এবং **আল্লাহ পাক** সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি ইত্যাদি নেকীর কারণে **আল্লাহ পাক** আযাবে লিপ্ত ব্যক্তিদের দয়া করলেন এবং **তাঁর** ক্রোধ ও আযাব থেকে মুক্তি পেলো! যা হোক এটা **তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়, তিনি মালিক ও মুখতার, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দিবেন, এসব কিছুই **তাঁর** ন্যায়পরায়নতাই, যেমনি তিনি একটি নেকীর কারণে খুশি হয়ে নিজ দয়ার ক্ষমা করে দেন, তেমনি একটি গুনাহের কারণে যখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যান তখন **তাঁর** কহর ও গযর উতলে উঠে অতঃপর **তাঁর** পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন হয়ে থাকে। যেমনটি বর্ণিত বড় হাদীস শরীফের শেষে চুগলখোরী এবং অপবাদ লেপনকারীর পরিণতি সম্পর্কে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেখা ঘটনাটি আমাদের বলে সাবধান করলেন। সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে দেখতে একেবারে ছোট নেকীও বর্জন করেনা, হতে পারে এই নেকীই মুক্তির সোপান হয়ে যাবে এবং গুনাহ যতই ছোট হোক না কেন তা কখনেই করবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের অবস্থার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দান করো, মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দা, অপবাদ লেপনের মতো গুনাহ থেকে বাচিঁয়ে বেশি বেশি নেক কাজ করার এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো আর আপন দয়ায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ২৪

পৃথক হওয়ার পূর্বেই ক্ষমা লাভ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِى اللهِ يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ যখন **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী দুই বন্ধু মিলিত হয়, فَيَتَصَافَحَانِ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং মুসাফাহা (করমর্দন) করে আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, إِلَّا لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই দু'জনের পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৭১, হাদীস নং ৮৯৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমাদেরও নিজেদের এই অভ্যাস গড়ে নেয়া উচিৎ যে, আমরা যখনি কারো সাথে মিলিত হই তখন সালামের সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে করমর্দন করা এবং আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফও পাঠ করে নেয়া, কেননা সালাম করাতে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং দরূদ শরীফ পাঠ করাতে আমাদের অন্তরে **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা সৃষ্টি হয়, আর তা আমাদের গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত হাদীস শরীফে সালাম ও মুসাফাহার আলোচনা রয়েছে এবং এটা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মদীনা ওয়ালা মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক পছন্দনীয় একটি সুন্নাতও বটে। সুতরাং আমাদেরও এইরূপ অভ্যাস গড়ে নেয়া উচিৎ যে, যখনি কারো সাথে দেখা হয়

তবে সালাম এর সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে সালাম ও মুসাফাহা করা এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ ও পাঠ করা।

আল্লাহ পাক কোরআনে পাকেও আমাদেরকে পরস্পর সালাম করার উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমনটি পারা ৫, সূরা নিসা এর ৮৬ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত-৮৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন তোমাদেরকে কেউ কোন বাক্য দ্বারা সালাম করে, তবে তোমরা তা অপেক্ষা উত্তম বাক্য তার উত্তরে বলো, অথবা অনুরূপ বলে দাও।

সালামের উত্তরের উত্তম পদ্ধতি

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**"র ২২তম খন্ডের ৪০৯ পৃষ্ঠায় বলেন: "কমপক্ষে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবং এর চেয়ে উত্তম হচ্ছে وَرَحْمَةُ اللهِ মিলানো আর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে وَبَرَكَاتُهٗ সংযুক্ত করা এবং এর বেশি নয়, অতঃপর সালাম প্রদানকারী যতটুকু বাক্য দ্বারা সালাম করেছে উত্তরে এতটুকু তো বলা প্রয়োজন এবং উত্তম হলো উত্তরে বেশি বলা। সে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ বলা আর যদি সে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে তবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলা এবং সে যদি وَبَرَكَاتُهٗ পর্যন্ত বলে, তবে উত্তরে এতটুকুই বলবে। এর চেয়ে বেশি বলবে না।

www.dawateislami.net

সালামের উত্তরে সুন্নাত পরিপন্থি শব্দ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকাল আমাদের সমাজে এই সুন্নাত প্রায় বিলিন হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা সাক্ষাতের সময় اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ দ্বারা শুরু করার পরিবর্তে, "হাই" কেমন আছেন? "শুভ সকাল" "শুভ অপরাহ্ন" ইত্যাদি অদ্ভুত বাক্য দ্বারা কথোপকথন শুরু করি এরূপ বিদায় বেলায়ও "খোদা হাফেজ" "গুড বাই" "টাটা" ইত্যাদি বলে দেই, অথচ তা সুন্নাতের পরিপন্থি। তবে হ্যাঁ, বিদায় বেলায় اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার পর খোদা হাফেজ বলাতে সমস্য নাই। এরূপ হওয়া উচিৎ ছিলো যে, পরস্পর সাক্ষাতে, নিজের ঘরে প্রবেশ করাতে বা আত্মীয়-স্বজনের ঘরে যাওয়াতে সালাম করা। কেননা কোরআনে পাকেও আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেমনটি পারা ১৮ সূরা নূর এর ৬১ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ

(পারা ১৮, আন নূর, আয়াত-৬১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন কোন ঘরে প্রবেশ করো তখন তোমাদের আপন লোকদের প্রতি সালাম করো। সাক্ষাতের সময় মঙ্গল কামনা করা **আল্লাহ পাকের** নিকট থেকে কল্যাণময় পবিত্র।

ঘরে প্রবেশের আদব

হযরত সদরুল আফাযিল, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযাইনুল ইরফান"** এ এই আয়াতের পাদটিকায় কিছু মাসয়ালা বর্ণনা করেন যা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে আমল করার নিয়্যত করে নিন اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবের ভান্ডার অর্জিত হবে। যেমন তিনি বলেন: "যখন মানুষ নিজের ঘরে প্রবেশ করে তখন আপন পরিবার পরিজনের প্রতি সালাম করে এবং ঐসব লোকের প্রতিও যারা ঘরের মধ্যে থাকে এ শর্তে যে, তাদের

www.dawateislami.net

দ্বীনের কোনরূপ ক্ষতি না হয়।” যদি এমন কোন খালি ঘরে প্রবেশ করে, যাতে কেউ না থাকে তবে বলবে: “ اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَبَرَكَاتُهٗ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَبَرَكَاتُهٗ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: “ঘর দ্বারা এখানে মসজিদ সমূহকে বুঝানো হয়েছে।” ইমাম নাখঈ বলেন: যখন মসজিদে কেউ না থাকে তখন বলবে “اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ” হযরত মোল্লা আলী ক্বারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ “**শেফা শরীফ**” এর ব্যাখ্যায় লিখেন: “খালি ঘরে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম আরয করার কারণ হলো যে, মুসলমানদের ঘরে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্রতম রূহ মুবারক উপস্থিত থাকে।”

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সালামকে প্রসার করো নিরাপত্তা পাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিভিন্ন হাদীসে মুবারাকায়ও সালামের অনেক গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা বা’রাআ বিন আ’যিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “اَفْشُوْا السَّلَامَ تَسْلَمُوْا সালামকে প্রসার করো নিরাপত্তা পেয়ে যাবে।” (আল আহসানে বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাবা’ন, ১/৩৫৭, হাদীস নং-৪৯১)

ভালবাসা সৃষ্টিকারী আমল

অপর এক হাদীসে পাকে **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “তোমাদের মধ্যে পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ ঈর্ষা এবং হিংসা ছড়িয়ে পড়বে وَالْبَغْضَاءُ وَهِىَ الْحَالِقَةُ لَيْسَ حَالِقَةُ الشَّعْرِ لٰكِنْ حَالِقَةُ الدِّيْنِ এবং বিদ্বেষ এমন ক্ষুর যা পশমকে নয় বরং দ্বীনকে কাটতে থাকে।” সেই পবিত্র সত্তার শপথ যার কুদরতের হাতে আমি

মুহাম্মদের প্রাণ! “لَاتَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ حَتّٰى تُؤۡمِنُوۡا তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনয়ন না করো وَلَاتُؤۡمِنُوۡا حَتّٰى تَحَابُّوۡا এবং পরিপূর্ণ মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরকে ভালবাসবে না।” অতঃপর ইরশাদ করেন: “আমি কি তোমাদের এমন কোন আমল সম্পর্কে বলবো না যা ভালবাসা সৃষ্টি করে? পরস্পরের মধ্যে সালামকে প্রসার করো।” (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদ জাবির বিন আত্তয়াম, ১/৩৪৮, হাদীস নং ১৪১২)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর ﷺ এর সাথে মুসাফাহার সৌভাগ্য

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَنۡ صَلّٰى عَلَيَّ فِيۡ يَوۡمٍ خَمۡسِيۡنَ مَرَّةً যে ব্যক্তি সারা দিনে আমার প্রতি পঞ্চাশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, صَافَحۡتُهٗ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন আমি তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী, ১ম অধ্যায়, ২৮২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা সারা দিনে মাত্র পঞ্চাশবার **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করি তবে হাদীসের হুকুম অনুযায়ী কাল কিয়ামতের দিন আমরা গুনাহগারেরও **হুযুরে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মুসাফাহা করার সৌভাগ্য অবশ্যই অর্জিত হবে এবং যেই সৌভাগ্যবানের শরীরের সাথে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত মুবারকের স্পর্শ হয়ে যাবে তার সৌভাগ্যের কথা কি বলবো। তাকে জাহান্নামের আগুন জ্বালাবে না اِنۡ شَآءَ الله। এই বিষয়ে আরো একটি ঘটনা শ্রবণ করুন এবং আন্দোলিত হোন। যেমনিভাবে-

আগুন কোন প্রভাব বিস্তার করলো না

বর্ণিত আছে, একবার হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা رَضِيَ اللهُ عَنۡهَا তন্দুরে রুটি লাগাচ্ছিলেন। এমন সময় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিত হলেন এবং

www.dawateislami.net

হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর আটা দিয়ে কিছু রুটি বনিয়ে তন্দুরে লাগালেন। কিন্তু এই রুটি গুলোতে আগুন কোন প্রভাব বিস্তার করলো না এমনকি এগুলোর আদ্রতাও শুকালো না এবং যেরূপ লাগিয়ে ছিলেন সেই ভাবেই রয়ে গেল।

(কাওসারুল খায়রাত, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

আগুন দিয়ে ধৌত করা রুমাল

এভাবে হযরত সায়্যিদুনা ওব্বাদ বিন আব্দুস সামাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: আমরা একবার হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। তাঁর আদেশে তাঁর খাদেমা দস্তরখানা বিছালেন। বললেন: "রুমালও নিয়ে আসো।" সে একটি রুমাল নিয়ে আসলো যা ধোয়ার প্রয়োজন ছিলো। আদেশ করলেন: "এটিকে তন্দুরে রেখে দাও!" সে এটিকে জলন্ত তন্দুরে রেখে দিলো! কিছুক্ষণ পর যখন তা আগুন থেকে বের করা হলো তখন তা এরূপ সাদা হয়ে গিয়েছিলো যেন দুধ, আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "এর রহস্য কি?" হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "এটি ঐ রুমাল, যা **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নূরানী মুখমন্ডল পরিষ্কার করতেন। যখন এটি ধোয়ার প্রয়োজন হতো তখন আমরা এটিকে এভাবে আগুনে নিক্ষেপ করি।" (আল খাচাইচুল কুবরা, বাবু আয়াতে ফিন নার, ২/১৩৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মাওলানা রুম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **"মসনবী শরীফ"** এ এই ঘটনাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন:

এ্য দিলে তর সিন্দা আয না'র ও আযাব বা' চুনাঁ দস্ত ও'লাবে কুন ইক্বতিরাব
চুঁ জামাদে রা' চুনাঁ তাশরীফ দা'দ জানে আশিক রা' চাহা খোয়া হাদ কাশাদ

(অর্থাৎ হে ওই অন্তর, যার আগুনের আযাবে ভয় রয়েছে। সেই প্রিয় ঠোঁট এবং পবিত্র হাতের নৈকট্য কেন অর্জন করে নাও না, যিনি জড় বস্তুকেও এমন ফযীলত ও মাহাত্ম দান করেন যে, তা আগুনে পুড়ে না। তবে **তাঁর** যারা আশিক রয়েছে তাদের উপর আগুনের আযাব কেন হারাম হবে না।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ শরীফ পাঠ করা মহান সৌভাগ্য এবং উত্তম আমলগুলোর অন্যতম। এই আমলটি **আল্লাহ পাকের** দরবারে এমন প্রিয়, যে এই আমলে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তবে তার উপর **আল্লাহ পাকের** বিশেষ রহমতের বর্ষণ রিমঝিম ভাবে বর্ষিত হতে থাকে।

যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার লিখিত কিতাব "**তবকাত**"এ সাইয়িদি আবুল মাওয়াহিব শাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উক্তি বর্ণনা করেন: "আমি এক রাতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখলে আমি আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাক** ঐ ব্যক্তির প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ন করেন যে আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে। এই সুসংবাদ কি তাদের জন্য যারা একনিষ্ঠ অন্তরে দরূদ শরীফ পাঠ করে?" ইরশাদ করলেন: "না! এই ফযীলত তো প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, হোক তা উদাসীনতার সহিত এবং **আল্লাহ পাক** তাকেও এমন ফিরিশতা দান করেন যে, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। আর হ্যাঁ! যে সত্য মনে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সহিত দরূদ শরীফ পড়ে, তবে তার সাওয়াব **আল্লাহ পাক** ছাড়া আর কেউ জানে না।" (সা'আদাতুদ দা'রাইন, ৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে সালাম ও মুসাফাহা এর আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাক্ষাৎ করা, সালামকে প্রসার করা এবং আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো আর কিয়ামতের দিন তোমার **প্রিয় মাহবুবের** রহমতের ছায়াতলে জায়গা দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ২৫

ঘরকে কবরস্থান বানিও না

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবীদের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “لَا تَجۡعَلُوۡا بُيُوۡتَكُمۡ قُبُوۡرًا وَلَا تَجۡعَلُوۡا قَبۡرِىۡ عِيۡدًا নিজেদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিওনা এবং আমার কবরকেও ঈদের মতো বানিও না, وَصَلُّوۡا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمۡ تَبۡلُغُنِىۡ حَيۡثُ كُنۡتُمۡ আমার প্রতি দরূদ শরীফ পড়তে থাকো, নিশ্চয় তোমাদের দরূদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছে থাকে, তোমরা যেখানেই থাক না কেন।”

(আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাব যিয়ারাতুল কুবুর, ২/৩১৫, হাদীস নং-২০৪২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **“মিরাতুল মানাজিহ”** কিতাবে এই হাদীস শরীফের পাদটিকায় লিখেন: “নিজেদের ঘরকে কবরস্থানের ন্যায় **আল্লাহ পাকের** যিকির বিহীন করে রাখিও না বরং ফরয সমূহ মসজিদে আদায় করো এবং নফল সমূহ ঘরে আদায় করো এবং যেমন ঈদগাহে বছরে শুধুমাত্র দু’বার যাওয়া হয়, তেমনিভাবে আমার মাযারে আসিও না বরং সর্বদা হাজীরি দাও অথবা যেমন ঈদের দিন মানুষ খেল-তামাশার জন্য মেলায় গমন করে তেমনি তোমরা আমার মাযারে বে-আদবী সহকারে আসিও না বরং আদব সহকারে থাকো।”

তিনি আরো বলেন: “পবিত্র রুহগুলো শরীর থেকে বের হয়ে ফিরিশতাদের ন্যায় হয়ে যায় যে, তারা সমস্ত জগৎকে হাতের তালুর মতো দেখে থাকে এবং তাদের জন্য কোন বস্তুই আড়াল থাকে না। সুতরাং এই হাদীসের অর্থ এইরূপ যে, তোমরা যেখানেই থাকো তোমাদের দরূদের আওয়াজ আমার নিকট পৌঁছে। যেমন আজকাল বিদ্যুতের তরঙ্গ শক্তির সাহায্যে ওয়ারলেস এবং রেডিওর মাধ্যমে হাজারো মাইল দূরের আওয়াজ শুনে নেয়া যায় তবে যদি নবুয়তের শক্তির সাহায্যে দরূদ শরীফের আওয়াজ শুনে নেয়া যায়, তাতে অসম্ভব কিসের?

www.dawateislami.net

হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام যদি কয়েক মাইল দূর হতে ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর জামার সুগন্ধি পায়, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام যদি তিন মাইল দূর থেকে পিঁপড়ার আওয়াজ শুনতে পায়, অথচ আজ পর্যন্ত কোন শক্তিই পিঁপড়ার আওয়াজ শুনার চেষ্ঠা করেও সফল হয়নি। তবে আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরূদ শরীফ পাঠকারীদের আওয়াজ অবশ্যই শুনতে পান। (মিরাত, ২/১০১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করেছে, সারা জীবন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব ও ভালবাসা অন্তরে জাগিয়ে রেখেছে আর যখন সেই দরূদ শরীফ পাঠকারী ও ভালবাসা পোষণকারী এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে অবিনশ্বর জগতের দিকে পাড়ি জমায় তখন এদের উপর দয়া হয়! আসুন! এর একটি ঝলক লক্ষ্য করুন।

মৃত্যুর তিক্ততা থেকে মুক্ত

এক ব্যক্তি কোন এক অসুস্থ ব্যক্তির নিকট গেলো, (সেই ব্যক্তির উপর মৃত্যুযন্ত্রনা চলছিলো) তাকে জিজ্ঞাসা করলো: "মৃত্যুর তিক্ততা কেমন অনুভব করছো?" তিনি উত্তরে বললেন: "আমি কিছুই অনুভব করছি না, কারণ আমি উলামায়ে কিরামের নিকট শুনেছি যে, যে ব্যক্তি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে সে মৃত্যুর তিক্ততা থেকে মুক্ত থাকে।"

(ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, ৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব "**জযবুল কুলুব**" এ বলেন: "দরূদ শরীফ পাঠ করাতে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়

এবং মৃত্যু যন্ত্রনা সহজ হয়।” (জযবুল কুলুব, ২২৯ পৃষ্ঠা) সুতরাং এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা শ্রবণ করি এবং দূলে উঠি।

উপদেশ বাণী

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন সাবিত মাগরীবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “একদিন আমি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে কিবলামুখী হয়ে বসে দরূদ শরীফের বিষয়ের উপর লিখিত কিতাবটি সাজাচ্ছিলাম, কলম আমার হাতেই ছিলো, খন্ড গুলো আমার কোলে, এমন সময় আমার শরীরের অবস্থা সামান্য খারাপ হয়ে গিয়েছিলো এবং আমার তন্দ্রাভাব আসলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি নিরব নিস্তব্ধ জায়গায় অবস্থান করছি, যেখানে কোন অট্টালিকা ছিলো না। কিছু লোক জামে মসজিদের দরজায় বসে আছে আর কিছু লোক ভিতরে, আমি ভিতরে গেলাম এবং তাদের সাথে বসে গেলাম, সেখানে আমি এক সুন্দর সুশ্রী যুবককে দেখলাম, নেককারের প্রভাব তার চেহারায় প্রতিয়মান।”

আমি বলালাম: “তোমাকে সকল নবীদের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যে, তোমার নাম ও পরিচয় কি?” একথা শুনে সে বললো: “ হে **আল্লাহ পাকের** বান্দা! আমার নাম রুমান এবং আমি **আল্লাহ পাকের** ফিরিশতাদের মধ্যে একজন।” তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “তবে আপনি মানুষের মাঝে কেন এসেছেন?” বললেন: “এরা সবাই মানুষ নয় বরং ফিরিশিতা।” আমি বলালাম: “আমি আপনার সংস্পর্শে থাকতে চাই।” তখন সেই ফিরিশতা বললো: “না! আপনি একটি মুহুর্তের জন্যেও আমার সাথে থাকতে পারবেন না।”

আমি আরয করলাম: **“হুযুর!** এটাতো বলুন যে, এই ফিরিশতাদের মধ্যে কে কে আছেন?” বললেন: “হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এবং হযরত সায়্যিদুনা আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আছেন।” আমি সকল নবীদের দোহাই দিয়ে হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ

www.dawateislami.net

করলাম, যে কিনা আমাদের **আক্বা, মদীনা ওয়ালা মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ভালবাসা পোষণকারী। হঠাৎ মেহরাবের পাশ থেকে আওয়াজ আসলো: "আমিই **আল্লাহ পাকের** বান্দা জিব্রাঈল।" আমার চোখ এর আগে কখনো এরূপ সুশ্রী ও সুন্দর দেখেনি, আমি তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম, সালাম করলাম এবং তাঁকে দোয়া করার অনুরোধ করলাম। তিনি দোয়া করলেন, তখন আমি **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা বললাম যে, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন যাতে আমার উপকার হয়, তখন তিনি আমাকে অযথা ও বেকার কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং আমানত সমূহ আদায় করার উপদেশ দান করলেন।

অতঃপর আমি হযরত সায়্যিদুনা মিকাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, তখন ঐ উপবিষ্ঠদের মধ্য হতে একজন বললো আমিই **আল্লাহ পাকের** বান্দা মিকাঈল। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম এবং দোয়া ও উপদেশের অনুরোধ করলাম, তিনি দোয়া করলেন এবং বললেন: "তুমি ন্যায়পরায়নতা এবং অবশ্যই ওয়াদা পূরণ করবে।"

অতঃপর আমি আবেদন করলাম, হযরত সায়্যিদুনা ইস্রাফিল عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই, তখন তাদের মধ্য হতে একজন দাঁড়ালেন এবং বললেন: "আমি **আল্লাহ পাকের** বান্দা ইস্রাফিল।" তাঁর মতো নূরানী চেহারাও আমি পূর্বে কখনো দেখিনি, আমি তাঁর কাছে দোয়ার প্রার্থনা করলাম, তিনিও দোয়া করলেন। অতঃপর অন্তরে এমন একটি খেয়াল আসলো যে, জানিনা এরা আসলেই ফিরিশতা, নাকি আমি ভুলের মধ্যে ডুবে আছি? এবং ইনি হযরত সায়্যিদুনা ইস্রাফিল عَلَيۡهِ السَّلَام কিভাবে হতে পারে? কেননা হাদীস শরীফে রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা ইস্রাফিল عَلَيۡهِ السَّلَام এর মাথার উচ্চতা আরশ পর্যন্ত এবং পা সাতটি জমিনের নিচে পর্যন্ত। এরূপ মনে হতেই দেখলাম যে, হযরত সায়্যিদুনা ইস্রাফিল عَلَيۡهِ السَّلَام উঠে দাড়াঁলেন, মাথা আসমান পর্যন্ত উঁচু হয়ে গেলো এবং পা জমিনের নিচে চলে গেলো। এবার তাঁর ভালবাসা আমার অন্তরে আরো পোক্তভাবে গেঁথে গেলো, অতঃপর আমি

বললাম: সমস্ত নবীদের দোহাই আপনি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসুন, আমি মানছি যে আপনি আসলেই হযরত সায়্যিদুনা ইস্রাফিল عَلَيْهِ السَّلَام ।

অতঃপর আমি আরয করলাম: আমাকে কোন উপকারি উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন: "দুনিয়াকে ছেড়ে দাও **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জিত হবে এবং যা কিছু তোমার কাছে আছে সবকিছুকে বিদায় জানিয়ে দাও, **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা পাবে।" এরপর আমি আরয করলাম: আমি হযরত সায়্যিদুনা আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর সাক্ষাৎ করতে চাই। তৎক্ষনাৎ একজন উঠে দাড়াঁল, তিনি খুবই সুন্দর ছিলো, বললেন: আমি **আল্লাহ পাকের** বান্দা আযরাঈল। বরাবরের মতো আমি তাঁর কাছেও দোয়ার প্রার্থনা করলাম, তিনি দোয়া করলেন। অবশেষে আমি হযরত সায়িদুনা আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে বললাম: " আমি **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি, আপনি আমার প্রাণ হরণ করার সময় আমার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করবেন। বললেন: "**রাসূলে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।" আমি কিছু উপদেশ চাইলে তিনি বললেন: "স্বাদকে বিচ্ছিন্নকারী, বাবাদের এবং মা'দের হত্যাকারী, সন্তান-সন্ততিদের (মা-বাবা) হতে বিচ্ছিন্নকারী এবং আসমান এবং জমিন সৃষ্টিকারী ব্যতিত সকল রূহসমূহকে হরণকারী মৃত্যুকে স্বরন রাখবে।" এরপর আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। (সাআদাতুদ দারাঈন, ৪র্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১২৪ সংক্ষেপিত)

বে ওয়াফা দুনিয়া পে মত কর এ'তেবার তু আচানক মউত কা হো গা শিকার
মউত আ'কর হি রহে গী ইয়াদ রাখ জান জা কর হি রহে গী ইয়াদ রাখ
জব ফিরিশতা মউত কা ছা জায়ে গা ফির বাঁচা কোয়ী না তুজ কো পায়ে গা
এক দিন মরনা হে আখের মউত হে কর লে জু করনা হে আখের মউত হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় আমাদের জন্য নসিহতের অনেক মাদানী ফুল রয়েছে এবং পাশাপাশি এই বিষয়টিও জানতে পারলাম যে, মৃত্যুর তিক্ত এবং কঠিন মুহুর্তে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করাটা

www.dawateislami.net

আমাদের অসুবিধাগুলোকে সহজ করে দেয় এবং এর বরকতে আমাদের মৃত্যুর কঠিনতা থেকে মুক্তি লাভ হয়। উল্লেখিত রেওয়ায়াত থেকে জানতে পারলাম যে, যখন মানুষের রূহ তার শরীর থেকে পৃথক হতে থাকে তখন সে অনেক পরীক্ষার সম্মুখিন হয়।

মৃত্যু কাঁটাযুক্ত ডালের ন্যায়

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা কা'আবুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বলেছেন: "হে কা'আব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! আমাকে মৃত্যু সম্পর্কে বলো।" হযরত সায়্যিদুনা কা'আবুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "মৃত্যু সেই বৃক্ষের ডালের ন্যায় যাতে অসংখ্য কাঁটা রয়েছে এবং তা কোন ব্যক্তির পেটে প্রবেশ করানো হলো যখন প্রতিটি কাঁটা প্রতিটি শিরা-উপশিরায় সংযুক্ত হয়ে যায় অতঃপর যখন কোন শক্তি এই বৃক্ষের ডালটিকে জোড়ে টানে তখন ঐ কাঁটাযুক্ত ডালটি কিছু (মাংসের টুকরো ইত্যাদি) নিয়ে আসে এবং কিছু ছেড়ে আসে।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

মৃত্যু যন্ত্রণার এক বিন্দু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়। বান্দা যখন জ্বর কিংবা মাথা ব্যথা ইত্যাদিতে ভোগে তখন তার কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর মৃত্যুর যন্ত্রণা আরো অনেক বেশি হয়ে থাকে। **"শরহুস সুদুর"** কিতাবে রয়েছে "যদি মৃত্যুর যন্ত্রণার একটি ফোঁটা সমস্ত আসমান ও জমিনে বসবাসরতদের উপর ফেলা হয়, তবে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।" (শরহুস সুদুর, ৩২ পৃষ্ঠা)

মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচতে চাইলে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুশ্চিন্তা... হায় দুশ্চিন্তা... অত্যন্ত কঠিন দুশ্চিন্তার বিষয়, আমরা জানিনা যে, আমাদের ব্যাপারে **আল্লাহ পাকের** গোপন

www.dawateislami.net

কার্যপ্রণালি কি! জানিনা আমাদের শেষ পরিণতি কিভাবে হবে! হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উক্তি হচ্ছে: “মন্দ মৃত্যু থেকে নিরাপত্তা চাও? তবে নিজের সারা জীবন **আল্লাহ পাকের** আনুগত্যে অতিবাহিত করো এবং সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয় যেন তোমাদের উপর আরেফিনদের মতো ভয় বিরাজ করে, কেননা এর দ্বারা তোমাদের কান্নাকাটি দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে এবং তুমি সর্বদা ব্যথিত থাকবে।” অতঃপর তিনি আরো বলেন: “তোমাদের উত্তম পরিণতির চেষ্টায় ব্যস্ত থাকা চাই। সর্বদা **আল্লাহ পাকের** যিকিরে ব্যস্ত থাকো, মন থেকে দুনিয়ার ভালবাসা দূর করে দাও, গুনাহ থেকে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমনকি অন্তরকেও বাঁচিয়ে রাখো, যতটুকু সম্ভব খারাপ লোকেদের দিকে দেখা থেকেও বেঁচে থাকো, কেননা এর কারণেও মনে প্রভাব পড়ে এবং তোমাদের মন তাদের দিকে আসক্ত হতে পারে।” (ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন, কিতাবুল খওফ ওয়ার রিজা, ৪/২১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে তোমাদের **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং এর বরকতে আমাদের মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, ঈমানের সহিত মৃত্যু, অন্তিম মুহূর্তে আপনার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যমন্ডিত অবয়ব দেখান।

নায আ কে ওয়াক্ত মুঝে জালওয়ায়ে মাহবুব দেখা
তেরা কিয়া জায়েগা মে শা'দ মরো'ঙ্গা ইয়া রব!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৯০)

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ২৬

খোদা চায় যে মুহাম্মদের সন্তুষ্টি

হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; একদিন রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং অবস্থা এমন ছিলো যে, খুশির প্রভাব তাঁর দীপ্তিময় চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিলো, ইরশাদ করলেন: "জিব্রাঈল আমার কাছে এসে বললো, আপনার **রব তাআলা** ইরশাদ করেন: "اَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ اَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا হে মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার যে কোন উম্মত আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, তবে আমি তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করবো, وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا এবং যদি আপনার প্রতি একবার সালাম প্রেরণ করে তবে আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করবো।" (মিশকাত, কিতাবুস সালাত, ১/১৮৯, হাদীস নং-৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে নিজেকে **আল্লাহ পাকের** রহমতের উপযুক্ত বানিয়ে নেয়, অথচ পূর্বাপর সকলের এটিই বাসনা ছিল যে, **আল্লাহ পাকের** একটি বিশেষ রহমত যদি সে অর্জন করে নিতে পারতো, বরং যদি বুদ্ধিমানকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সকল সৃষ্টির নেকীসমূহ তোমার আমলনামায় হোক এটা তোমার বেশি পছন্দ, না কি **আল্লাহ পাকের** একটি বিশেষ রহমত তোমার প্রতি অবতীর্ণ হোক এটা বেশি পছন্দ? তবে নিঃসন্দেহে সে **আল্লাহ পাকের** বিশেষ রহমতকেই পছন্দ করবে। আর এই ফযীলত তো একবার দরূদ শরীফ পাঠকারীর অর্জন হবে যে, তার উপর **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তা এবং দশটি রহমত বর্ষণ হবে, তবে ঐ মুমিন বান্দা সম্পর্কে কি

www.dawateislami.net

বলবো, যে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে?

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"মিরাতুল মানাযিহ"** কিতাবে এই হাদীস শরীফের পাদটিকায় বলেন: "**রব তাআলার** সালাম প্রেরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হয়তো ফিরিশতাদের মাধ্যমে সালাম বলানো অথবা বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ রাখা। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই সুসংবাদ এজন্যই দেয়া হয়েছিলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজ উম্মতের প্রশান্তিতে আনন্দ লাভ হয়, তেমনি নিজ উম্মতের কষ্টে দুঃখিত হন। বর্ণিত হাদীস শরীফটি এই আয়াতে করিমা থেকেই প্রবর্তিত।"

وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾

(পারা ৩০, আদ দোহা, আয়াত ৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক আপনাকে এ পরিমাণ দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

(মিরআত, ২/১০২)

হযরত সদরুল আফাযিল, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযাইনুল ইরফান"**এ এই আয়াতে করীমার পাদটিকায় বলেন: "**আল্লাহ পাক আপন হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে এই সম্মানজনক ওয়াদায় ঐ সমস্ত নেয়াতমসমুহকেও অন্তর্ভুক্ত করেন, যা **তাঁকে** দুনিয়ায় প্রদান করেছেন। আত্মার পরিপূর্ণতা, পূর্ব ও পরবর্তীদের জ্ঞান-ভান্ডার,, দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ, দ্বীনকে উন্নত করা এবং ঐ সমস্ত বিজয় যা **তাঁর** বরকতময় যুগে অর্জিত হয়েছিলো, সাহাবায়ে কিরামের যুগে অর্জিত হয়েছিলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের অর্জিত হতে থাকবে। আর **তাঁর** দ্বীনের দাওয়াত প্রসার হওয়া, ইসলাম প্রাচ্য ও পাশ্চত্যে প্রসার লাভ করা, **তাঁর** উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত হওয়া এবং **তাঁর** ঐসব সম্মান ও পূর্ণতা যেগুলো সম্পর্কে **আল্লাহ তাআলাই** অবগত আছেন। তদুপরি, আখিরাতের ইজ্জত ও

www.dawateislami.net

সম্মানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ **আল্লাহ পাক তাঁকে** সাধারণ ও বিশেষ শাফায়াত এবং মাকামে মাহমুদ (সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান) ইত্যাদি দান করেছেন।

মুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে রয়েছে; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন দু'হাত তুলে উম্মতের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছেন, এবং আরয করেছেন: "اَللّٰهُمَّ اُمَّتِیْ اُمَّتِیْ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত!) **আল্লাহ পাক** জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে নির্দেশ দিলেন যে, **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে গিয়ে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করো। অথচ **আল্লাহ পাক** এ বিষয়ে অবগত আছেন। জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আদেশ অনুযায়ী উপস্থিত হয়ে তা জানতে চাইলেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে **তাঁর** অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং উম্মতের জন্য দুঃখ-বোধের কথা প্রকাশ করলেন। জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** দারবারে আরয করলেন: "আপনার **হাবীব** এরূপ আরয করেছে" অথচ **তিনি (আল্লাহ)** ভালভাবে জানেন। **আল্লাহ পাক** জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে বললেন: "যাও আমার **হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গিয়ে বলো যে, আমি **তাঁকে** অচিরেই **তাঁর** উম্মত সম্পর্কে সন্তুষ্ট করে দেবো এবং **তাঁর** পবিত্র অন্তরকে ভারাক্রান্ত হতে দেবো না।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো, তখন **সায়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যতক্ষন পর্যন্ত আমার একজন উম্মতও জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে (ততক্ষন পর্যন্ত) আমি সন্তুষ্ট হবো না।" এই আয়াতে করীমায় এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, **আল্লাহ পাক** তাই করবেন, যাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট হন।"

ডর থা কেহ ইচইয়াঁ কি সাজা আব হুগি এয়া রোজে জযা
দি উন কি রহমত নে স'দা ইয়ে ভি নেহী ওহ ভি নেহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণিমত মনে করো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, যে সময়টুকু পেয়েছি তা পেয়ে গেছি, ভবিষ্যতে সময় পাওয়ার আশা রাখা বোকামী। কে জানে হয়তো পরের মুহুর্তেই মৃত্যু আমাদের গ্রাস করে নিবে। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণিমত মনে করো।"

شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ	যৌবনকে বৃদ্ধকালের পূর্বে।
وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ	সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে।
وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ	সম্পদকে দরিদ্রতার পূর্বে।
وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ	অবসরকে ব্যস্থতার পূর্বে।
وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ	এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।

(মুস্তাদরিক, কিতাবুর রিকাক, ৫/৪৩৫, হাদীস নং-৭৯১৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা "**অমুল্য রত্ন**" এর মধ্যে বলেন: "বাস্তবেই অসুস্থতা দ্বারা সুস্থতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং সময়ের মুল্য তারাই উপলব্ধি করতে পারেন, যারা কাজ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। কেননা যারা বেকার তারা কখনো সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না।"

সুতরাং সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে অযথা কথাবার্তা, অযথা কাজ এবং অযথা বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে থাকুন এবং নিজেকে এমন সব কাজে ব্যস্ত করুন, যে কাজে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি নিহিত।

মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি তখনই অর্জিত হবে যখন **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং **হুযুর নবী**

করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করার একটি মাধ্যম হচ্ছে **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা আর এটি এমন উত্তম আমল, যে ব্যক্তি দরূদ শরীফ পাঠে অভ্যস্ত তার উপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু সন্তুষ্ট থাকেন না বরং তাকে **তাঁর** দীদার দ্বারা ধন্য করেন। তাছাড়া **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** নিষ্পাপ ফিরিশতারা আসমানে ঐ ব্যক্তির আলোচনা করে থাকেন।

"**তানবিহুল আনাম**" এর প্রণেতা হযরত আব্দুল জলিল মাগরীবি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দরূদ শরীফের ফযীলতের উপর যে কিতাব লিখেছেন তার প্রারম্ভে লিখেন: "আমি এর অসংখ্য বরকত দেখেছি এবং কয়েকবার **হুযুর রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হয়েছে।" এই বিষয়ে আরো বলেন: "একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার গরীবালয়ে তাশরীফ এনেছেন, নূরানী চেহারার উজ্জলতায় পুরো ঘর ঝকমক করছিলো। আমি তিনবার আরয করলাম: "اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ الله **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার পাশেই আছি এবং আপনার শাফায়াতের আশাবাদী।" তাছাড়া আমি দেখলাম যে, আমার প্রতিবেশী যে কিনা পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে, সে আমাকে বলছিলো: "তুমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ সকল খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত যারা **তাঁর** প্রশংসায় সদা ব্যস্ত থাকে।" আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : "তুমি কিভাবে জানলে?" এর উত্তরে সে বললো: "হ্যাঁ **আল্লাহ পাকের** কসম! তোমার আলোচনা আসমানে হচ্ছিলো।" এবং আমি দেখলাম যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের দুজনের কথাবার্তা শুনে মুচকি হাসছিলেন। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো এবং আমি খুবই স্বতস্ফুর্ত ছিলাম। (সা'আদাতুদ দারাঈন, ৪র্থ অধ্যায়, ১৫১ পৃষ্ঠা)

তুম কো তো গোলামোঁ সে হে কুছ এয়ছি মুহাব্বাত
হে তরকে আ'দব ওয়ারনা কাহিয়ে হাম পে ফিদা হুয়া
(যওকে নাত, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

যত গুঁড় তত মিষ্টি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যখনি দরূদ শরীফ পড়বেন, ভালবাসার সাগরে ডুবে একান্ত ভক্তি ও একাগ্রতার সাথে পড়বেন। কেননা ভক্তি ও একাগ্রতা যত বেশি হবে, সাওয়াব এবং প্রতিদানও তত বেশি হবে। নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** দরবারে আমল কবুলিয়তের ভিত্তি হলো একাগ্রতা ও তাকওয়া। যেমনটি **আল্লাহ পাক** পবিত্র কুরআনের ১৭ পারার সুরা হজ্জ এর ৩৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَنْ یَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ یَّنَالُهُ التَّقْوٰی مِنْكُمْ ؕ

(পারা ১৭, সুরা হজ্জ, আয়াত ৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহর নিকট কখনো না সেগুলোর মাংস পৌঁছে, না সেগুলোর রক্ত; হ্যাঁ তোমাদের খোদাভীরুতা তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে থাকে।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযিয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"আল ইবরিয"** এর ৩য় অধ্যায়ে এক ধারাবাহিক আলোচনার পর লিখেন: "এই কারণে তোমরা দেখবে যে, দু'ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, একজন সামান্য প্রতিদান পায় অথচ অপরজন এত বেশি সাওয়াব পায় যে, যা কিনা বর্ণনা করা যায় না; না গননা করা যায়। এর কারণ হলো প্রথম ব্যক্তির কণ্ঠে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা ছিলো উদাসীনতার সহিত, তার অন্তর আরো অনেক বিষয়ে ভরা ছিলো, যদিও তার কণ্ঠে দরূদ শরীফ পাঠ করাটা ছিলো নিতান্তই অভ্যাসগত কারণে, এজন্য সে প্রতিদান কম পেলো এবং অপর ব্যক্তির কণ্ঠে দরূদ শরীফ পড়াটা ছিলো ভালবাসা ও সম্মানের সহিত, ভালবাসা এই জন্য ছিলো যে, সে তার অন্তরে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের কল্পনা করে এবং এও কল্পনা করে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত কুল-কায়েনাতের অস্তিত্বের কারণ, সমস্ত নূরই **তাঁর** নূর থেকে, তিনি সমস্ত কায়েনাতের জন্য রহমত এবং

www.dawateislami.net

পথপ্রদর্শক, পূর্বাপর সকলের জন্য রহমত স্বরূপ এবং সৃষ্টি জগতের পথপ্রদর্শন **তাঁরই** পক্ষ থেকে আর **তাঁরই** সদকায়। আর সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মহত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে **তাঁর** প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে। অন্যকোন কারণে নয়, যার সম্পর্ক তার নিজের ব্যক্তিগত উন্নতির মাঝে।”

(আল ইবরিয, ৩য় অধ্যায়, ১/৪৪৬)

সুতরাং যখন মানুষের কণ্ঠ থেকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ ধ্বনিত হয়, তখন এর প্রতিদান **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা এবং **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহ অনুযায়ী পাওয়া যায়, কেননা এই দরূদ শরীফ পড়ার কারণে এবং এর জন্য প্রস্তুত বিষয়াদি **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই উপযুক্ত। সুতরাং দরূদ শরীফের জন্য যে প্রতিদান ও সাওয়াব পাওয়া যায়, তাও এই ভালবাসার উৎকর্ষতার উপর নির্ভরশীল, ১ম ব্যক্তির দরূদ শরীফ পাঠ করার সম্পর্ক তার নিজস্ব উপকার ছিলো, সুতরাং তার সাওয়াবও সেই অনুযায়ী হবে। এরূপ অবস্থাও ঐ সকল আমলের, যা বান্দা তার **রব তাআলার** জন্য করে থাকে। যখন এই নেককাজের উৎসাহ **আল্লাহ পাকের** মহত্বতা ও আড়ম্বরতা, মহানুভবতা ও উদারতার কারণেই হয় তবে এর প্রতিদান **রব তাআলার** মহানুভবতা অনুযায়ী হবে এবং যখন এই কাজের উৎসাহ শুধুমাত্র বান্দার নিজের ইচ্ছায় হয় আর যদি তা তার নিজের ব্যক্তিগত সত্তার উন্নতির দিকে সর্ম্পকিত হয় তবে প্রতিদান ও সাওয়াবও সেই অনুযায়ী হবে।

সুতরাং আমাদের উচিৎ এই বিষয়টি সর্বদা খেয়াল রাখা যে, দরূদ শরীফ ও অন্য যেকোন উত্তম আমলের উদ্দেশ্য দুনিয়াবী লক্ষ্য অর্জন বা সমস্যার সমাধান যেন না হয়, বরং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিই যেন আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আমাদেরকে একাগ্রতার সম্পদ দিয়ে সম্পদশালী করে দিন এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদে তুনায্যিনা

"কামুস" প্রণেতা শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী শায়খ হাসান বিন আলী উসওয়ানীর বরাতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ (দরূদে তুনায্যিনা) যে কোন কঠিন মুহুর্তে, বিপদাপদে এক হাজার বার পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার বিপদকে সহজ করে দিবেন ও তার আশা পূর্ণ করে দিবেন। (মাতালিয়ুল মুসার্‌রাত, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ২৭

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

হযরত আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ থেকে কথিত আছে: “যখন কোন মজলিশে (অর্থাৎ লোকেদের মাঝে) বসো তবে এরূপ বলো, بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ وَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد (এর বরকতে) **আল্লাহ পাক** তোমার উপর একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে তোমাকে গীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং যখন মজলিশ থেকে ফিরে যাও তখনও بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ وَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد পাঠ করে নাও, তবে সেই ফিরিশতা লোকেদেরকে তোমার গীবত করা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।”

(আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

চিন্তার বিষয়

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه তার ভুবন বিখ্যাত কিতাব “**গীবতের ধ্বংসলীলা**”য় লিখেন: “মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বউ-শাশুড়ী, জামাই-শশুর, ননদ-ভাবী বরং পরিবার-পরিজন এমনকি ছাত্র-শিক্ষক, চাকর-মুনিব, ব্যবসায়ী-গ্রাহক, অফিসার-কর্মচারী, ধনী-দরিদ্র, শাসক-প্রজা, দুনিয়াদার-দ্বীনদার, বৃদ্ধ হোকবা যুবক মোটকথা সকল দ্বীনী এবং দুনিয়াবী কাজে সর্ম্পকিত মুসলমানদের অধিকাংশই এই মুহুর্তে গীবতের মতো ভয়ঙ্কর সংকটের আবর্তে পড়ে আছে। আফসোস! শত কোটি আফসোস!! অযথা বকবক করার অভ্যাসের কারণে আজকাল আমাদের কোন বৈঠক (মজলিশ) সাধারণত গীবত থেকে মুক্ত নয়। দেখতে এমন অনেক পরহেযগার লোক নিঃসংকোচে গীবত শুনে, বলে, হাসে এবং এর স্বপক্ষে মাথা নাড়তে দেখা

যায়। যেহেতু গীবত অনেক বেশি প্রচলিত, এজন্য কেউ এই বিষয়ে ভ্রুক্ষেপও করে না যে, গীবতকারী পরহেযগার নয় বরং ফাসেক, গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের হকদার হয়ে থাকে।

গীবতের পরিণাম

কোরআন ও হাদীস এবং বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মতে গীবতের অনেক ধ্বংসাত্বকতা বর্ণনা করা হয়েছে, যা শুনে সম্ভবত খোদাভীরুদের শরীরে তড়তড় করে কাপুনি সৃষ্টি হয়ে যাবে! কয়েকটি ধ্বংসাত্বকতা বর্ণনা করা হলো। ۞ গীবত ঈমানকে কর্তন করে দেয়। ۞ গীবত মন্দ মৃত্যুর কারণ। ۞ গীবতের কারণে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। ۞ গীবত মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমতুল্য। ۞ গীবতকারী জাহান্নামের বানরে পরিনত হবে। ۞ তাছাড়া গীবতকারী কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গীবতের অভ্যাস থেকে সত্যিকারভাবে তাওবা করে নিন, জিহ্বাকে সংরক্ষণের মানষিকতা বানিয়ে নিন, তাওবার উপর অটলতা পাওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং যিকির ও দরূদ শরীফের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالٰى فَاِنَّهٗ شِفَاءٌ তোমাদের উপর **আল্লাহ পাকের** যিকির করা আবশ্যক, কেননা নিশ্চয় এতে শিফা রয়েছে, وَاِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَاِنَّهٗ دَاءٌ এবং লোকেদের আলোচনা (যেমন গীবত) থেকে বেঁচে থেকো, কেননা এটা রোগ।"

(ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবু আ'ফাতিল লিসান, ৩/১৭৭)

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এরূপ অবস্থ ছিলো যে, তারা যিকির ও দরূদ শরীফ থেকে কখনোই উদাসীন হতেন না।

www.dawateislami.net

কিয়ামতের অপমান ও অমঙ্গলের একটি কারণ

ইমাম শা'রানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পূর্ববর্তী মনীষীদের চরিত্রের উপর একটি কিতাব লিখেছেন, যার নাম **"তানবিহুল মুগতারিন"**। তিনি এতে বলেন: "পূর্ববর্তী মনীষীদের অভ্যাসের মধ্যে এও ছিলো যে, তারা কোন বৈঠকে **আল্লাহ পাকের** যিকির এবং রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করাতে অমনোযোগী হতেন না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ফরমানের উপর আমল করতেন: " لَا يَجْلِسُ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ যে গোত্র কোন মজলিশে বসে এবং এতে না **আল্লাহ পাকের** যিকির করলো এবং না **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করলো, اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ তবে কিয়ামতের দিন সেই গোত্রের উপর অপমান এবং অমঙ্গলকে অগ্রগামী করে দেয়া হবে।"

(সা'আদাতুদ দারাঈন, ৩য় অধ্যায়, ১০৯ পৃষ্ঠা)

সায়্যিদি আবুল আব্বাস তিজানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ " اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ مِفْتَاحًا" (অর্থাৎ **ইয়া ইলাহাল আলামিন! হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা আমাদের জন্য চাবি স্বরূপ) এর পাদটিকায় বলেন: "দরূদ শরীফ পাঠকারী **আল্লাহ পাকের** কাছে প্রার্থণা করে যে, তার পাঠকৃত দরূদ শরীফ যেন অদৃশ্য ও প্রজ্ঞা এবং জ্যোতি ও রহস্যের বন্ধ দরজার চাবি হয়ে যায়। যেহেতু এই প্রজ্ঞা ও রহস্যের চাবি স্বয়ং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা, সেহেতু তা অর্জনের জন্য উত্তম হলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বারগাহে দরূদ ও সালামের উপহার প্রেরণ করা। যে এই নির্দেশ অমান্য করলো এবং এই পথ অনুসরণকারী সকল মুসলমান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, সে তিরস্কৃত হলো এবং তার ভাগ্যে **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য নেই।"

(সা'আদাতুদ দারাঈন, ১০৯ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "দরূদ পাক এমন একটি মহামর্যাদাময় সন্ধি যা রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সর্ম্পকিত, আমাদেরকে বলা হলো যে, আমরা যেন রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রাত-দিন অধিকহারে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করি এবং আমরা আমাদের ভাইদের সামনে এর প্রতিদান ও সাওয়াব বর্ণনা করি, আর **তাঁর (হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ভালবাসার বহিঃপ্রকাশই এর মূল পূর্ণতা, এর উৎসাহ দেই।"

(সা'আদাতুদ দারাঈন, ৩য় অধ্যায়, ১০৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে নেক কাজ করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার নিয়মাবলী সম্পর্কিত শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বিত সমষ্টি (ইসলামী ভাইদের জন্য) "৭২টি মাদানী ইনআমাত" প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন, এতে একটি মাদানী ইনআম এরূপ রয়েছে যে, "আপনি কি আজ নিজ শাজারা হতে কিছু ওযীফা এবং কমপক্ষে ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়ে নিয়েছেন?" এর কারণ হলো, আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যে, এতে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইয়েরা اَلْحَمْدُ لِله না শুধু নিজেরাই অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়ে বরং অন্যদেরও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করে, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে দরূদ শরীফ পাঠ করাকে দিন-রাতের অভ্যাসে পরিণত করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদি আবুল আব্বাস তিজানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক শিক্ষানবিশ ছাত্রকে পত্র প্রেরণ করলেন এবং এতে بِسْمِ الله এবং সালাত ও সালামের পর লিখলেন যে, "আমি যে বিষয়ে তোমাকে নসিহত ও ওসিয়ত করবো তা হলো, পুত-পবিত্র অন্তরের জাহির ও বাতিন, সর্বদা **আল্লাহ পাকের** নির্দেশ অমান্য করা থেকে বেঁচে থাকবে এবং মনে মনে **তাঁর** দিকে ধ্যানমগ্ন থাকবে

আর সর্বদা **তাঁর** হুকুমের উপর সন্তুষ্ট থাকবে, সর্ববস্থায় **তাঁর** বিধির উপর ধৈর্য ধারন করবে, সেই সকল কাজে তোমার সাধ্যমত একনিষ্ঠতার সাথে অধিকহারে **আল্লাহ পাকের** যিকির করবে এবং **তাঁরই** কাছে সাহায্য চাইবে। যেই কাজ সমূহ আমি তোমাকে ওসিয়ত করেছি তাতে **তিনি** তোমায় সাহায্য করবেন এবং **আল্লাহ পাকের সবচেয়ে** উপকারী যিকির হলো **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি একনিষ্ঠতার সহিত দরূদ শরীফ প্রেরণ করা। এটিই দুনিয়াবী ও আখিরাতের সকল উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জামিন এবং সকল সমস্যার সমাধান, যে ব্যক্তি এরূপ আমল করবে সেই **আল্লাহ পাকের** কাছে সবচেয়ে বেশি মনোনিত হবে।” (সা’আদাতুদ দারাঈন, ১০৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের করুণা লাভের উপায়

হযরত আহমদ হালান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه স্বীয় কিতাব **‘তাকরিবুল উসুল’** এ ইবনে আ’তার এই উদ্ধৃতিটি উদ্ধৃত করেন: “যে ব্যক্তি অধিকহারে **আল্লাহ পাকের** যিকির করে, **আল্লাহ পাকের** করুণা কখনো তার থেকে পৃথক হয় না এবং **আল্লাহ পাক** তাকে কখনো অন্য কারো মুখাপেক্ষী করেন না।”

যিকিরের অতি উত্তম প্রকার

আল্লামা নাবহানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: “দরূদ শরীফ দ্বারা যিকির পূনরুজ্জীবিত হয়, বরং এভাবে বলা উচিৎ যে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাই হলো **আল্লাহ পাকের** যিকিরের অতি উত্তম প্রকারগুলোর অন্যতম।” (সা’আদাতুদ দারাঈন, ৫১ পৃষ্ঠা)

দরূদ শরীফ কয়েকটি নেকীর সমষ্টি

“ইহইয়াউল উলূম” এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে রয়েছে, **“হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি পাঠকৃত দরূদ শরীফের সাওয়াবে (অত্যধিক)

বাড়িয়ে দেয়া হয়, কেননা দরূদ শরীফ কেবল একটি নেকী নয় বরং কয়েকটি নেকীর সমষ্টি। তা হলো, এতে (১) **আল্লাহ পাকের** প্রতি ঈমান পূনরুজ্জীবন লাভ করে। (২) অতঃপর রাসূলু**ল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমানও পূনরুজ্জীবন লাভ করে। (৩) অতঃপর রাসূলু**ল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান পূনরুজ্জীবন লাভ করে। (৪) অতঃপর রাসূলু**ল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য মহত্ব ও মর্যাদা প্রার্থনা করা হয়। (৫) অতঃপর কিয়ামতের দিনের উপর ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং অনেক রকমের অভিজাত্যের প্রার্থনা করা হয়। (৬) অতঃপর **আল্লাহ পাকের** যিকিরের পুনরুজ্জীবন হয় এবং নেকীর আলোচনার সময় রহমত বর্ষণ হয়। (৭) অতঃপর রাসূলু**ল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তানাদির আলোচনা পুনরুজ্জীবিত হয় কেননা সন্তানাদির সম্পর্কও **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে। (৮) এতে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের পূনরুজ্জীবন লাভ হয় কেননা স্বয়ং **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই নিজ উম্মতদের কাছে আপন নিকটজনের ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চায়নি। (৯) অতঃপর এতে নম্র ও বিনীতভাবে প্রার্থনা করা অন্তর্ভুক্ত এবং দোয়া ইবাদতের মূল। (১০) অতঃপর এতে এই স্বীকারোক্তিও রয়েছে যে, সমস্ত ক্ষমতা **আল্লাহ পাকের** জন্যই এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজস্ব মান-মর্যাদা থাকার পরও **আল্লাহ তাআলার** রহমতের মুখাপেক্ষী। ব্যস এই দশটি নেকী এতে বিদ্যমান, যা শরীয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে একটি নেকী দশটির সমান।” (সা'আদাতুদ দারাঈন, পৃষ্ঠা ৫১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা নিজের উপর আবশ্যক করে নিন, কেননা দরূদ শরীফ রোগ সমূহের আরোগ্যদাতা এবং দুঃখ-দূর্দশাকে দুর করে দেয়, আর অনেক সময় দরূদ শরীফের ওসিলায় ভাগ্যও চমকে যায়।

www.dawateislami.net

দুর্লভ মিম্বর

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন সাবিত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: “**নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা সম্পর্কে যেসব পর্যবেক্ষন গুলো আমাকে করা হয়েছিলো তার মধ্যে একটি এমন ছিলো যে, আমি স্বপ্নে দেখলাম, জঙ্গলে একটি মিম্বর রয়েছে, যাতে আমি চড়ে বসেছি, যখন আমি এর সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম, তখন আমি জমিনের দিকে দৃষ্টি দিলাম, তো কি দেখলাম! দেখলাম যে, জমিন থেকে অনেক উচুঁতে বাতাসের উপর একটি মিম্বর, আমি কয়েক থাক উপরে উঠলাম, যখন পিছনে ফিরে তাকালাম তখন দেখলাম শুধুমাত্র ঐ সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে যাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি বাকি কিছুই দেখা যাচ্ছেনা, আমি দরূদ ও সালামের ওসিলা দিয়ে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করলাম: “**হে আল্লাহ!** আমাকে নিরাপত্তার পথে চালিত করো।” এমন সময় পুলসিরাতের মতো একটি কালো সুতা দেখা গেলো, আমি মনে মনে ভাবলাম যে এটা পুলসিরাতই হবে যার পাশে আমি এসেছি, আমার নিকট **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহ এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি পাঠকৃত দরূদ ও সালাম ছাড়া আর এমন কোন আমল ছিলো না, যা আমাকে এই কঠিন এবং বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে উত্তোরন করতে পারে।

এমন সময় অদৃশ্য থেকে এই আহ্বান আসলো যে, যদি তুমি এই পরিস্থিতি উত্তোরন করতে পারো তবে অপর পাশ্বে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করবে। এই আহ্বান শুনে আমি গর্বে ফুলে উঠলাম এবং আমি **আল্লাহ পাকের** দরবারে দরূদ ও সালামের ওসিলা পেশ করলাম, তখনই একটি নূরানী মেঘখন্ড আমাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমে নামিয়ে দিলো, দেখলাম কি! **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট আছেন এবং **তাঁর** ডানে পাশে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, বাম পাশে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, পিছনে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ উপস্থিত এবং হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم ও **তাঁর** সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আরয করলাম: “**হুযুর**! আপনি আমার জামিন হয়ে যান।” তখন ইরশাদ করলেন: “আমি তোমার জামিন হলাম এবং তোমার পরিণাম উত্তম হবে।” অতঃপর আমি দোয়ার দরখাস্ত করলাম, তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করাকে আবশ্যক করে নাও এবং অহেতুকতা থেকে সম্পূর্নরূপে বেঁচে থাকো।” (সা’আদাতুদ দারাঈন, ১২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং দরূদ ও সালামের বরকত দ্বারা ধন্য করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কবরের আলো

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ “**শরহুস সুদূর**”এ উদ্ধৃত করেন, **আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ্ عَلَيۡهِ السَّلَام এর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন, “**কল্যাণময় কথা নিজেও শিখুন এবং অন্যকেও শিক্ষা দিন। আমি কল্যাণময় কথা শিক্ষা গ্রহণকারী ও শিক্ষা প্রদানকারীদের কবরকে আলোকিত করবো, যাতে তাদের কোন ধরণের ভয়-ভীতি না হয়।**”

(হিলয়াতুল আওলিয়া, ৬/৫, হাদীস নং- ৭৬২২)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ২৮

হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর কারামত

একবার ইহুদীদের একটি দলের কাছে একজন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইলো। তারা ঠাট্টা করে বললো: "ঐ দেখ আলী দাঁড়িয়ে আছে তিনি ধনী ব্যক্তি, তাঁর কাছে যাও, তিনি তোমাকে অনেক কিছু দিবে।" অথচ হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم ঐ সময় স্বয়ং শূন্য হস্ত ছিলেন। ভিক্ষুক তাঁর কাছে আসলো, আর এসেই কিছু চাইলো। তিনি তাঁর ঈমানের অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে বুঝে নিলেন যে এটা ইহুদিদের চালবাজী। সুতরাং তিনি দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে ভিক্ষুকের হাতে দম করে দিলেন এবং বললেন: "এই মুষ্টি ইহুদিদের পাশে গিয়ে খুলবে।" যখন সে ইহুদিদের কাছে গেলো তখন তারা জিজ্ঞাসা করলো যে, কি দিলো তোমাকে? তখন সেই ভিক্ষুক তাদের সামনে হাতের মুষ্টি খুললে এতে দশটি স্বর্ণ মুদ্রা দেখে ইহুদিরা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলো এবং কয়েক জন আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর এই কারামত দেখে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে এসে গেলো। (রাহাতুল কুলুব, ৭২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাবান আমার মাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্বদা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে যখনি আমাদের সুযোগ হয় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফের উপহার প্রেরণ করা উচিৎ এবং বিশেষ ভাবে শাবান মাসে তো আরো অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়ার চেষ্টা করা উচিৎ, কেননা এটি এমন সৌভাগ্যময় মাস যে, যার সম্পর্ক **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সাথে মিলিয়ে বলেন যে, শাবান আমার মাস। যেমনটি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

“شَعۡبَانُ شَهۡرِیۡ وَرَمَضَانُ شَهۡرُ اللهِ অর্থাৎ শাবান আমার মাস এবং রমযান **আল্লাহ পাকের** মাস।” (জামেউ সগীর, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৮৯)

শাবান মাসে দরূদ শরীফের প্রাচুর্য

মনে রাখবেন! এই দু’টি মাসই অত্যন্ত বরকতপূর্ণ। এতে নেকীর সাওয়াব বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং নেকী সমূহের দরজা খুলে দেয়া হয়, বরকত সমূহ অবতীর্ণ হয়, গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং গুনাহ সমূহের কাফফারা আদায় করা হয়, সুতরাং আমাদেরও এই দু’মুবারক মাসের সম্মানার্থে বেশি পরিমাণে ইবাদত করা উচিৎ এবং আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ, এমনিতেই এই মাস **তাঁর** প্রতি দরূদ শরীফ পড়ার মাস। যেমনটি “**গুনইয়াতুত্ব তালিবীন**” এ রয়েছে যে, “শাবানুল মুয়াজ্জম মাসে **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাকের মাত্রা বৃদ্ধি হয় এবং এটা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ প্রেরণের মাস।” (গুনইয়াতুত্ব তালিবীন, ১/৩৪১-৩৪২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

শাবান মাসের আগমনে পূর্ববর্তীদের রীতি

সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان অভ্যাস ছিলো যে, এই মুবারক মাসের আগমন হতেই নিজের বেশিরভাগ সময় নেককাজে অতিবাহিত করতেন।

হযরত সয়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: “শাবান মাসের চাঁদ দৃষ্টি গোচর হতেই সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের প্রতি খুব বেশি মনোযোগী হতেন, নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত বের করে নিতেন (আদায় করতেন), যাতে অক্ষম ও মিসকীন লোকেরা রমযান মাসে রোযা রাখার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

www.dawateislami.net

শাসকগণ বন্দীদের খুঁজে যার উপর শাস্তি কার্যকর করা প্রয়োজন তার উপর শাস্তি কার্যকর করতেন আর অন্যান্যদেরকে মুক্তি দিয়ে দিতেন। ব্যবসায়ীগণ তাদের ঋণ পরিশোধ করতেন, অন্যান্যদের থেকে বকেয়া টাকা আদায় করে নিতেন (এভাবে রমযান মাসের চাঁদ উদিত হবার পূর্বেই নিজেকে অবসর করে নিতেন) আর রমযানের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হতেই গোসল করে (অনেকে) ইতিকাফে বসে যেতেন।” (গুনইয়াতুত্ব তালিবীন, ১/৩৪১)

سُبۡحٰنَ الله! পূববর্তী মুসলমানদের মধ্যে ইবাদতের প্রতি কিরূপ আগ্রহ ছিলো! কিন্তু আফসোস! বর্তমান যুগের মুসলমানদের সম্পদের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদানী চিন্তা-ধারার অধিকারী পূববর্তী মুসলমানগণ বরকতময় দিনগুলোতে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত অধিক পরিমাণে করে **তাঁর** নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতেন, আর বর্তমানের মুসলমানগণ এই মুবারক দিনগুলোর গুরুত্বই দেয় না এবং নিজের মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করে দেয়। অথচ এই মাসে শবে বরাত এমন এক মুবারক রাত, **আল্লাহ পাক** এই রাতে অসংখ্য লোককে ক্ষমা করে তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন।

শাবানের ১৫তম রাতের ফযীলত

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমার নিকট জিব্রাঈল عَلَیۡهِ السَّلَام এসে বললেন: এটা শাবানের ১৫তম রাত, এ রাতে **আল্লাহ পাক** বনী কালব এর ছাগলের পশম পরিমাণ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করেন। তবে কাফির, শত্রুতা পোষণকারী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, অহংকার স্বরূপ টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং মদ পানে অভ্যস্তদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না।” (আততারগীব ওয়াত তারহিব, ২/৭৩, হাদীস নং-১১)

আতশবাজীর আবিষ্কারক কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه শবে বরাত জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভের রাত, কিন্তু শতকোটি আফসোস! বর্তমান মুসলমানদের একটি বড় অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের পরিবর্তে নিজের টাকা পয়সা খরচ করে নিজের জন্য আগুন অর্থাৎ আতশবাজীর সামগ্রী কিনে নেয় আর এভাবে অতি মাত্রায় আতশবাজী জ্বালিয়ে (ফাটিয়ে) এ পবিত্র রাতের পবিত্রতাকে পদদলিত করে। প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: “এটা বাদশাহ্ নমরূদ আবিষ্কার করেছে। যখন সে হযরত ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে আগুনে নিক্ষেপ করেছিলো এবং অগ্নিকুন্ড বাগানে পরিণত হয়েছিলো তখন তার লোকেরা আগুনের অঙ্গার ভর্তি করে তার মধ্যে আগুন লাগিয়ে তা হযরত ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দিকে নিক্ষেপ করেছিলো।

(ইসলামী জিন্দেগী, ৬৩ পৃষ্ঠা)

আফসোস! ‘আতশবাজী’র এই নিকৃষ্ট প্রথা এখন মুসলমানদের মধ্যে চরম ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, মুসলমানদের লাখ লাখ টাকা প্রতি বছর এ প্রথায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আর প্রতি বছর খবর আসে, অমুক জায়গায় আতশবাজীতে এ পরিমাণ ঘর জ্বলে গেছে এবং এত সংখ্যক মানুষ পুঁড়ে মারা গেছে। এর দ্বারা পাণহানী, সম্পদ বিনষ্ট ও ঘর বাড়ীতে আগুন লাগার আশংকা থাকে। আর এ কাজে করা হচ্ছে **আল্লাহ পাকের** নাফরমানি করা। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: “আতশবাজী তৈরি করা, বিক্রয় করা ও ক্রয় করা এবং জ্বালানো সব শরীয়াতে হারাম।” (ইসলামী জিন্দেগী, ৬৩ পৃষ্ঠা)

এ্যয় হাচাঁয়ে হাচানে রুসুল ওয়াক্তে দোয়া হে   উম্মত পে তেরে আ’কে আযব ওয়াক্ত পড়া হে
ফরিয়াদ হে এ্যয় কিশতিয়ে উম্মত কে নিগাহবান   বে’ড়া ইয়ে তাবাহি কে করিব আঁ’নে লাগা হে

আহ! দ্বীনে জ্ঞানের অভাবে আজ মুসলমানের একটি বিরাট অংশ এই সম্মানিত ও পবিত্র রাতকেও অন্যান্য রাতের মতো অবহেলায় পর্যবশিত করে

দেয়। আমাদের উচিৎ যে, এই রাতের সম্মান করা এবং সারা রাত আতশবাজীর উৎসবে না কাটিয়ে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা আর অধিকহারে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফের পুষ্পাঞ্জলী প্রেরণ করতে থাকা, সম্ভব হলে এমন কোন দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকুন যা সংখ্যায় অল্প হলেও বেশি সংখ্যক দরূদ শরীফ পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়, যেমনটি ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "যে ব্যক্তি দশ হাজারী দরূদ শরীফটি একবার পাঠ করে নেয় তবে মূলত এমন যে, সে যেন দশ হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ ক লো। আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে আপনারাও দশ হাজারী দরূদ শরীফটি শুনে নিন!

দশ হাজারী দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ وَتَعَاقَبَ
الْعَصْرَانِ وَكَرَّ الْجَدِيْدَانِ وَاسْتَقَلَّ الْفَرْقَدَانِ وَبَلِّغْ رُوْحَهٗ وَاَرْوَاحَ
اَهْلِ بَيْتِهٖ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَثِيْرًا

হে **আল্লাহ তাআলা**! আমাদের সরদার **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো যতক্ষন পর্যন্ত দিন বিবর্তন করতে থাকবে এবং একের পর এক আসতে থাকবে সকাল ও বিকাল আর একের পর এক আসতে থাকবে রাত ও দিন, এবং যতক্ষন পর্যন্ত দুটি নক্ষত্র সুউচ্চে অবস্থান করবে আর আমাদের পক্ষ থেকে **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর এবং আহলে বাইতদের (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) রূহ সমূহে সালাম প্রেরণ করো এবং বরকত দান করো আর তাঁদের প্রতি অসংখ্য সালাম পৌঁছান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! আমাদের **রব তাআলা** আমাদের উপর কতই দয়ালু যে, আমাদের একবার দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা আমাদেরকে দশ হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব দান করছেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি

www.dawateislami.net

কাহিনী শ্রবণ করি, যাতে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক যবানে দরূদে হাজারী সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এই মতটি সত্যায়িত হয় যে, যে ব্যক্তি দশ হাজারী দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলো তবে সে যেন দশ হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করলো।

প্রতি রাতে ষাঁট হাজার দরূদে পাক

হযরত সুলতান মাহমুদ গজনবী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর কাছে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো এবং আরয করলো যে, আমি বহুদিন ধরে **হাবীবে রাব্বে মজিদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের আশায় ছিলাম, গত রাতে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো, আমি **সরদারে কায়েনাত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করলাম। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আনন্দিত দেখে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি এক হাজার দিরহামের ঋণী, এই ঋণ আদায়ের সাধ্য আমার নেই এবং ভয় করছি যে, যদি এই অবস্থায় আমি মরে যাই তবে ঋণের বোঝা আমার ঘাঁড়ে থাকবে। **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সুলতান মাহমুদ গজনবীর পিতার কাছে যাও, সে তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবে।" আমি আরয করলাম: সে কিভাবে আমাকে বিশ্বাস করবে? যদি তার জন্য কোন চিহ্ন দান করতেন তবে অনেক দয়া হতো। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তাকে গিয়ে বলো, হে মাহমুদ! তুমি রাতের প্রথম ভাগে ত্রিশ হাজার দরূদ শরীফ পাঠ করো এবং ঘুম থেকে উঠে রাতের শেষ ভাগে আরো ত্রিশ হাজার দরূদ শরীফ পাঠ করো। এই চিহ্ন প্রকাশ করাতে সে তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবে।" সুলতান মাহমুদ رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই রহমতপূর্ণ বার্তা শুনলেন তখন কান্না জুড়ে দিলেন এবং সত্যায়ন পূর্বক তার ঋণ শোধ করে দিলেন আর আরো এক হাজার দিরহাম তাকে দিলেন। সভাষদগণ আশ্চার্য হয়ে আরয করলেন: আলীজাহ! এই ব্যক্তি একটি অসম্ভব কথা বললো এবং আপনিও তা সত্যায়ন করে দিলেন? অথচ আমরা

www.dawateislami.net

আপনার সাথেই উপস্থিত থাকি, আপনি তো কখনো এত পরিমান দরূদ শরীফ পাঠ করেননি এবং না কোনো মানুষ এক রাতে ষাঁট হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করতে পারে! সুলতান মাহমুদ গযনবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "তোমরা সত্যই বলছো কিন্তু আমি ওলামায়ে কিরামদের কাছে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি দশ হাজারী দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলো তবে সে যেন দশ হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করলো। আমি তিন বার রাতের প্রথম ভাগে এবং তিন বার রাতের শেষ ভাগে এই দরূদ শরীফটি পাঠ করে নিই। আমার ধারণা ছিল যে এই ভাবে হয়তো আমি প্রতি রাতে ষাঁট হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। যখন এই সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূল **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বার্তাটি পৌঁছালো তখন আমার এই দশ হাজারী দরূদ শরীফের সত্যায়ন হয়ে গেলো এবং আমার কান্না করাটা এই খুশিতে ছিলো যে, ওলামায়ে কিরামদের মতটি সত্য প্রমাণিত হলো, কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষ্য দিলেন।"

(রুহুল বয়ান, পারা-২২, সুরা-আহযাব এর ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/২৩৪)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের এই মুবারক মাসের সম্মান করা, এতে অধিক পরিমানে ইবাদত করা এবং আপনার **প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ফরমানে মুস্তফা

দয়া করো, তোমার প্রতি দয়া করা হবে এবং ক্ষমা করতে থাকো, **আল্লাহ পাক** তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। (মুসনাদে আহমদ, ২/৬৮২, হাদীস নং-৭০৬২)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ২৯

আয় রুজিতে বরকত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধীময় ইরশাদ হচ্ছে: "যে ব্যক্তি কঠিন অভাবের সম্মুখিন হলো, তার উচিৎ আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে। কেননা তা দুঃখ-র্দুদশাকে দূর করে দেয় এবং রিযিকে বরকত এবং অভাব দূর করে।" (বুস্তানুল ওয়াজেইন ওয়া রিয়াযুস সামেইন লি ইবনে জাওযী, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! দেখলেন তো আপনারা! দরূদ শরীফ পাঠ করার কীরূপ বরকত। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমান অনুযায়ী দরূদ শরীফ পাঠ করা রুজিতে বরকতের কারণ, অভাব পূরণকারী, বিপদ এবং দূঃখ-কষ্ট দূরকারী। আজকাল আমরা আমাদের চর্তুপাশে যদি দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখি তবে এই বিষয়টি সম্পর্কে অনুমান করা যায় যে, আমাদের সমাজের প্রায় প্রত্যেকটি মানুষ কোন না কোন সমস্যার আবর্তে পতিত, কেউ ঋণগ্রস্ত কেউবা পারিবারিক অনৈক্যের শিকার, কেউ অভাবী কেউবা বেকার, কেউ সন্তান চায় কেউবা অবাধ্য সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট, মোটকথা প্রতিটি মানুষই কোন না কোন সমস্যায় পতিত। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে অভাব এবং আয়-রোজগারে বরকত শূন্যতা রয়েছে, মনে হয় না যে, কোন পরিবারই এই সমস্যা থেকে মুক্ত। অভাবের মূল কারণই হচ্ছে আমাদের আমল শূণ্যতা, যা পারা ২৫, সুরা শুরার ৩০ নং আয়াতে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে:

وَمَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿۳۰﴾

(পারা-২৫, সুরা আশ শুরা, আয়াত-৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদেরকে যে মুসিবত স্পর্শ করেছে তা তারই কারণে, যা তোমাদের হাত গুলোই উপার্জন করেছে এবং অনেক কিছুই তো তিনি ক্ষমা করে দেন।

www.dawateislami.net

জু কুছ হে ওহ আপনে হি হাতোঁ কে হে করতুত
শিকওয়া হে যামানে কা না কিসমত কা গালা হে
দেখে হে ইয়ে দিন আপনি গাফলত কি বদৌলত
সছ হে কেহ বুড়ে কাম কা আনজাম বুড়া হে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল আমরা আমাদের সমস্যার সমাধানের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতম দুনিয়াবী উপায়ে চেষ্টা করার জন্য প্রস্তুত থাকি, কিন্তু **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদানকৃত আয়-রোজগারে বরকতের সহজ উপায়ের দিকে আমাদের মনোযোগই নেই। আজকাল বেকারত্ব এবং অভাব-অনটনের কঠিন সমস্যা মানুষদের অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। এমন কোন পরিবার মনে হয় না আছে, যারা অভাব-অনটনের শিকার হয়নি। এই সমস্যার কারণে প্রতিটি মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ, প্রত্যেকেই চায় যে, যেকোন ভাবে অভাবের এই আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাক এবং আয়-রোজগারে বরকত এসে যাক। মনে রাখবেন! যদি আমরা নিজেদের সমস্যাগুলো **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমান মোতাবেক সমাধানের চেষ্টায় রত থাকি তবে اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত কল্যাণ অর্জনে অবশ্যই সফল হবো।

দরিদ্রতা থেকে বাঁচার উপায়

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বাগদাদের খলীফা মামুনুর রশীদ নিমন্ত্রণ করলেন, আহার করার পর খাবারের যে কয়েকটি দানা ইত্যাদি পাত্রের বাইরে পড়ে গিয়েছিলো, মুহাদ্দিস সাহেব তা খুঁজে খুঁজে খেতে লাগলেন। খলিফা মামুন আশ্চার্য হয়ে বললেন: হে শায়খ! এখনো কি আপনার পেট ভরেনি? তিনি বললেন: কেন ভরবে না! আসলে কথা হলো, আমাকে হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ বিন সালামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একটি হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি দস্তরখানায় পতিত টুকরোগুলো খুঁজে খুঁজে খাবে তবে সে দরিদ্রতা থেকে নির্ভয় হয়ে যাবে।" (আতহাফুস

সা'আদাতিল মুত্তাকিন, ১ম অধ্যায়, ৫/৫৯৭) সুতরাং আমি এই হাদীসে মুবারাকার উপর আমল করছি। এ কথা শুনে খলীফা মামুন অত্যন্ত অনুপ্রেরিত হলেন এবং নিজের এক খাদিমের দিকে ইশারা করলে সে এক হাজার দিনার রুমালে মুড়িয়ে নিয়ে আসলেন। খলীফা মামুন তা হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর নিকট উপহার স্বরূপ পেশ করলেন। তিনি বললেন: سُبۡحٰنَ الله হাদীসে পাকের উপর আমল করার বরকত সাথে সাথেই প্রকাশ পেলো। (অর্থাৎ বসে বসেই এক হাজার দিনার অর্জন করা উক্ত হাদীস শরীফের উপর আমল করার বরকতেই হলো।) (শামারাতুল আওরাক, ১/৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! রুজিতে বরকতের যেমন অনেক কারণ রয়েছে, অনুরূপভাবে রুজিতে বরকত শূণ্যতারও বহু কারণ রয়েছে। যদি এগুলো হতে বাঁচা যায় তবেবরকতই বরকত দেখতে পাবেন। কেননা রুজিতে বরকতের জন্য আবশ্যক যে, তাকে প্রথমে বরকত শূণ্যতার কারণ সম্পর্কে জেনে তা থেকে বেঁচে থাকা, যেন রুজিতে বরকতের জন্য আর কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে। আসুন আপনাদের অবগতির জন্য দারিদ্র্যতার কয়েকটি কারণ বর্ণনা করছি।

দারিদ্র্যতার কয়েকটি কারণ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه রুজিতে বরকতশূণ্যতার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "আজকাল রিযিকের গুরুত্বহীনতা এবং অসম্মান করা থেকে কোন ঘরটিইবা বেঁচে থাকে, বাংলোয় বসবাসকারী বিত্তশালী থেকে শুরু করে ঝুপড়িতে বসবাসকারী শ্রমিকরাও পর্যন্ত সবাই এই অসাবধানতার শিকার, বিয়ে-শাদীতে বিভিন্ন রকমের খাবার নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে ঘরেও

www.dawateislami.net

খাবারের পাত্র ধোয়ার সময় তরকারির ঝোল, চাল এবং এর বিভিন্ন অংশ পানিতে ধুয়ে আবর্জনায় পরিনত করে দেয়, যা আমরা সবাই জানি, আহ! যদি রুজিতে বরকতশূণ্যতার এই গুরুত্বপূর্ণ কারণটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকতো!"

তিনি আরো বলেন: "হাত না ধুয়ে খাবার খাওয়া, খালি মাথায় খাওয়া, বিছানায় দস্তরখানা বিছানো ব্যতিত খাওয়া। কাঁচের বা মাটির ভাঙ্গা পাত্র ব্যবহার করা যদিও তা দিয়ে পানি পান করা হয়, এসব কিছুই দারিদ্র্যতার কারণ যদি এগুলো হতে বাঁচা যায় তবে اِنْ شَآءَ الله বরকতই বরকত দেখতে পাবেন।" (দরিদ্রতার কারণ এবং এর প্রতিকার)

(সুন্নি বেহেশতি জেওর, ৫৯৫-৬০১ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুরহানুদ্দিন যারনুজি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরিদ্রতার যেসব কারণ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি হলো: পরনের পোশাক দিয়ে মুখ শুকানো (অর্থাৎ শরীরে পরিহিত কাপড় দিয়ে মুখ মোছা), ঘরে মাকড়শার জাল লাগাবস্থায় থাকতে দেয়া, নামাযে অবহেলা করা, গুনাহ্ করা বিশেষতঃ মিথ্যা বলা, মাতা-পিতার জন্য কল্যাণের দোয়া না করা, ইমামা (পাগড়ী) বসে পরিধান করা, পায়জামা বা সেলোয়ার (প্যান্ট) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিধান করা, নেক আমলে দেরী করা বা ছলচাতুরী করা।

(তা'লীমুল মুতাআল্লিমি তারীক্বুত তাআল্লুম, ৭৩-৭৬ পৃষ্ঠা)

রুজিতে বরকত প্রত্যাশীগনের উচিৎ যে, বরকতহীনতার বর্ণনাকৃত কারণ গুলোর দিকে মনোযোগ রেখে এ থেকে সর্বদা বাঁচার চেষ্টা করা, আরো জানতে পারলাম যে, অধিকহারে গুনাহ করার কারণে রুজিতে বরকত শেষ হয়ে যায়, সুতরাং গুনাহ থেকে সর্বদা বাঁচার চেষ্টা করবো, কেননা গুনাহ হলো মুর্হুমুহু বালা-মুসিবত অবতীর্ণের একটি কারণ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের মুসলমানরা তীব্র গরমে রুজির অন্বেষণে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে রিযিকে রবকতের এই সহজ এবং নিশ্চিত পন্থাটির উপর আমল করতে কেউ আগ্রহী হয় না। আহ! সকল মুসলমান যদি ইসলামের হুকুমের উপর সঠিক ভাবে আমলকারী হয়ে যায়, তবে বেকারত্বের এই যে অবস্থা, যা আজকে আর্ন্তজাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে, তা সহজেই আয়ত্বে এসে যাবে।

চাশ্‌তের নামাযের বরকত

দরিদ্রতা থেকে মুক্তির কিছু মাদানী সমাধান বর্ণনা করা হচ্ছে, আপনারাও গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন এবং আমল করার নিয়্যতও করে নিন। মাশায়িকে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেন: দু'টি জিনিস কখনো একত্র হতে পারে না, দরিদ্রতা এবং চাশ্‌তের নামায (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়মিত চাশ্‌তের নামায পড়বে, اِنْ شَآءَ اللّٰه সে কখনো দরিদ্র হবে না।)

হযরত সায়্যিদুনা শফিক বলখি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি পাঁচটি জিনিসের প্রার্থনা করতাম, সেই পাঁচটি জিনিসই আমি পেয়েছি। (তার মধ্যে একটি) যখন আমি রুজিতে বরকত প্রার্থনা করলাম, তখন তা আমি চাশ্‌তের নামায পড়াতে পেয়ে গেলাম। (অর্থাৎ রিযিকে বরকত পেলাম)

(নুযহাতুল মাজালিশ, ১/১৬৬)

সর্বদা সুরা ওয়াকিয়া বিশেষকরে মাগরীবের পর নিয়মিত পাঠ করুন। তাহাজ্জুদের নামায পড়তে থাকুন, তাওবা করতে থাকুন এবং ফযরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যখানে সত্তরবার ইস্তিগফার করুন, ঘরে আয়াতুল কুরছি এবং সুরা ইখলাস পাঠ করুন আর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা রিযিকে বরকতের কারণ। (সন্নি বেহেশতি জেওর, ৬০৯ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

“**তুহফাতুল আখবার**” প্রণেতা একটি হাদীসে পাক উদ্ধৃত করেন যে, **হুযুর পাক সাহেবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিময় ইরশাদ হচ্ছে: “যে আমার প্রতি দৈনিক পাঁচ শত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, সে কখনো মুখাপেক্ষী হবে না।” (আল মুসতাতরিফ, ২/৫০৮) (রুহুল বয়ান, পারা-২২, আল আহযাব, ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/২৩১) অতঃপর এই হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করার পর এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন: “একজন নেক ব্যক্তি ছিল, সে এই হাদীস শুনে উৎসাহের সাথে দৈনিক পাঁচশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করতে লাগলো, এর বরকতে **আল্লাহ পাক** তাকে ধনী বানিয়ে দিলেন এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিযিক দান করতেন যে, সে তা জানতেও পারলো না, অথচ সে এর আগে দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী ছিলো।”

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বলেন: “যদি কোন ব্যক্তি উল্লেখিত সংখ্যক দরূদ শরীফ পাঠ করে এবং বর্ণিত দরিদ্রতার কারণ সমূহ থেকে বেঁচে এর থেকে মুক্তির উপায়ও অবলম্বন করে, কিন্তু তারপরও তার দরিদ্রতা ও মুখাপেক্ষীতা দুর না হয় তবে তা তার নিয়্যতের ত্রুটি, তার অন্তর দুষ্ট হওয়ার কারণে কাজ হচ্ছেনা।”

আসলে দরূদ শরীফ পাঠ করা বা উল্লেখিত কারণ থেকে বাঁচার এবং মুক্তির উপায় গুলোর উপর আমল করার নিয়্যত **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকঠ্য অর্জন করা হলে তবে اِنۡ شَآءَ الله অভাব অবশ্যই দুর হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অভাব শুধুমাত্র সম্পদ অল্প হওয়ার নাম নয় বরং অনেক সময় সম্পদের আধিক্য থাকার পরও মানুষ অভাবের অভিযোগ করে এবং অথচ এটা নিন্দনীয় কাজ। اِنۡ شَآءَ الله উল্লেখিত উত্তম আমলের বরকতে অল্পেতুষ্টির দৌলত অর্জিত হবে এবং অল্পেতুষ্টিই (অর্থাৎ যা পায় তাতে সন্তুষ্ট থাকা) আসল ধন্যাঢ্যতা, আর দুনিয়াবী সম্পদের লোভীই আসলে প্রকৃত অভাবী, কেউ যতই সম্পদশালী হোক না কেন। অল্পেতুষ্টি সেই ধনভান্ডার যা কখনো শেষ হবার নয় এবং দুনিয়াবী সম্পদ হতে নিঃসন্দেহে

www.dawateislami.net

উত্তম, কেননা দুনিয়াবী সম্পদ ধ্বংসশীল এবং ধ্বংসকারীও, যা কিয়ামতের দিন হিসাব দিতে হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ার সম্পদের ভালবাসা থেকে মুক্তি দিয়ে অল্পেতুষ্টির মতো চিরস্থায়ী নেয়ামত দান করুন আর দরিদ্রতার কারণ সমূহ থেকে বাঁচার এবং রিযিকের গুরুত্ব দেয়া ও সুন্নাত অনুযায়ী আহার করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀❀❀❀❀

আহ্‌লে বাইতদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان খাবার

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জবের পরিবর্তে নিজের লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন। আর আমি জবের রুটি ও তরল চর্বি নিয়ে **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্‌যত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন আমি **রাসূলাল্লাহ্‌** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এটা বলতে শুনেছি যে, **আল্লাহর নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবারের না কখনো সকালে এক সা’ পরিমাণ (অর্থাৎ প্রায় পৌনে তিন কেজি) খাবার লাভ হয়েছে না সন্ধ্যায়।” আর, **রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবারবর্গ নয়টি ঘরে অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সহীহ্ বুখারী, ৩/১৫৮, হাদীস নং-২৫০৮)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৩০

গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম আমল

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: " اَلصَّلَاۃُ عَلَی النَّبِیِّ اَمۡحَقُ لِلۡخَطَایَا مِنَ الۡمَاءِ الۡبَارِدِ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা ঠান্ডা পানি থেকেও বেশি ত্রুটি সমূহ মিটিয়ে দেয়, وَالسَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ اَفۡضَلُ مِنۡ عِتۡقِ الرِّقَابِ এবং **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম পাঠ করা গোলাম আযাদ করার চেয়েও উত্তম।"

(দুররে মনছুর, পারা-২২, আল আহযাব, ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৬৫৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, দরূদ শরীফ পানির মাধ্যমে আগুন নিভানোর চেয়েও বেশি ত্রুটিগুলো মিটিয়ে দেয় অর্থাৎ যেভাবে ঠান্ডা পানি আগুনের উত্তাপ ও তিব্রতাকে খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তেমনি ভাবে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি পাঠকৃত দরূদ শরীফও আমাদের ভুল-ত্রুটি গুলোকে মিটিয়ে দেয় বরং ভুল-ত্রুটি মিটানোতে এ তো পানি দ্বারা আগুনকে নিভানোর চেয়েও বেশি দ্রুত কার্যকর। সুতরাং আমাদেরও **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকা উচিৎ যেন **আল্লাহ পাক** দরূদ শরীফের বরকতে আমাদের গুনাহসমুহ ক্ষমা করে দেয়।

বারে ইসইয়াঁ কি তরক্কি সে হুয়া হোঁ জাঁ বালাব
মুঝকো আচ্ছা কিজিয়ে হালত মেরি আচ্ছি নাহী

(যওকে নাত, ১২৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফযীলত আমরা শুনে থাকি, এসব ফযীলত ও বরকত সমূহ শুনে হয়তো করো মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, অধিকহারে দরূদ শরীফ কাকে বলে? চব্বিশ

www.dawateislami.net

ঘন্টা দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকলেই কি আমাদের অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী বলা হবে? এই জটিলতার সমাধানের জন্য বিশুদ্ধ কিতাব গুলো হতে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠের সংজ্ঞায় কয়েকজন বুযুর্গের মতামত পেশ করা হচ্ছে। এদের মধ্যে যে কারো বর্ণনাকৃত সংখ্যা অনুযায়ী পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিলে আপনিও অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন এবং اِنْ شَآءَ الله ঐ সকল বরকত ও উপকারীতা অর্জিত হবে যা হাদীস শরীফগুলোতে বর্ণিত রয়েছে। আসলে, যদি কেউ কোটি কোটি বছর হায়াত পেয়ে যায় এবং সে প্রতিটি মুর্হুত দরূদ ও সালাম পাঠ করতেই থাকে তবুও এর হক আদায় হতে পারে না।

অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার সংজ্ঞা

আবুল হাসান দারমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আবু আব্দুল্লাহ্ বিন হামেদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মৃত্যুর পর বেশ কয়েকবার স্বপ্নে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: আমাকে **আল্লাহ পাক** ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং দয়া করেছেন। একবার হযরত দারামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন যে, এমন কোন আমল সম্পর্কে বলুন যার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশাধিকার নসীব হয়ে যায়। তখন তিনি বললেন: এক হাজার রাকাআত নফল নামায আদায় করো এবং এতে (প্রতি রাকাআতে) এক হাজার বার قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ সম্পূর্ণ সুরা পাঠ করো। তিনি বললেন: এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, তখন আবু আব্দুল্লাহ্ বিন হামেদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তাহলে প্রতি রাতে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এক হাজার বার দরূদ ও সালাম পাঠ করে নিও। হযরত দারামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, এরপর থেকে প্রতি রাতে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করা আমার অভ্যাসে পরিনত হয়ে গেলো। (সাআদাতুদ দারাঈন, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "প্রত্যেহ কমপক্ষে ১০০ বার দরূদ শরীফ অবশ্যই পাঠ করে নেয়া উচিৎ।"

(জযবুল কুলুব, ২৩১ পৃষ্ঠা) তিনি আরো বলেন: “অনেক দরূদ শরীফের এমন কিছু লাইন বা পঙতি রয়েছে, যা অতি সহজে এবং তাড়াতাড়ি ১০০০বার পাঠ করা যায়। যেমন, “صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم” সুতারং এটাকেই ওযীফা বানিয়ে নিন এবং এমনিতেই যে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠে অভ্যস্ত তার তা সহজ হয়ে যায়। মোটকথা, যে সত্যিকার আশিক তার দরূদ শরীফ পাঠ করাতে এমন মধূর স্বাদ অনুভুত হয় যা তার রূহে সান্তনা পৌঁছায়। (জযবুল কুলুব, ২৩২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা নাবহানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অধিকহারের সংজ্ঞায় এক বুযুর্গ এর বাণী উদ্ধৃত করে বলেন: “প্রত্যেহ কমপক্ষে দিনে সাড়ে তিনশ বার এবং রাতে সাড়ে তিনশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ।” (আফযালুস সালাওয়াতে আলা সায়্যিদিস সাদাত, ৩০ পৃষ্ঠা) তিনি আরো বলেন যে, হযরত ইমাম শা’রানি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার নিজ কিতাব “**আনওয়ারুল কুদসিয়া**”য় বলেন: “**হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলো যে আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রোজ রাতে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবো এবং আমার ভাইদেরকে এর প্রতিদান ও সাওয়াব সম্পর্কে বর্ণনা করবো, **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ভালবাসা প্রকাশের উৎসাহ প্রদান করবো এবং আমি প্রতি দিন ও রাত এবং সকাল ও সন্ধ্যা এক হাজার থেকে দশ হাজার দরূদ শরীফ পাঠ করবো।” (আনওয়ারুল কুদসিয়া, ২১০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেহ একশ বার, তিনশ বার বা সকাল ও সন্ধ্যায় দু’শ দু’শ বার বরং প্রত্যেহ এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করা কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু অবশ্য মনে এই প্রশ্নে উদ্রেক হয় যে, বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام প্রত্যেহ দশ দশ হাজার বার বরং চল্লিশ চল্লিশ হাজার বার দরূদ শরীফ কিভাবে পাঠ করতেন? এবং তাঁরা অন্যান্য ইবাদত, পারিবারিক এবং সামাজিক কার্যাদি, অতঃপর সুন্নাতের প্রচার কার্য, আহার এবং বিশ্রামের জন্য সময় কিভাবে পেতেন?

এর উত্তর হলো বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আমাদের মতো দুনিয়ার ভালবাসায় মত্ত ছিলো না এবং আমাদের মতো অযথা গল্পগুজব

www.dawateislami.net

করায়ও অভ্যস্ত ছিলো না। আমরা শয়তানের চক্রান্তে পরে এই কয়েক দিনে দুনিয়াকেই সব কিছু ভেবে বসে আছি এবং সব সময়, প্রতি মুহুর্তেই এই নশ্বর দুনিয়ার সাজ-সজ্জা ও আরাম-আয়েশে মত্ত রয়েছি।

আফসোস! কবরের দীর্ঘ জীবন এবং আখিরাতের কঠিনতম গন্তব্যের দিকে আমাদের কোন ধ্যানই নাই। বুযুর্গানে দ্বীন এবং আওলিয়ায়ে কামিলিনগণের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুভূতি থাকতো যে, এখানের জীবন কয়েক দিনের, এটা মুহুর্তেই ধ্বংস হয়ে যাবে। যা কিছুই, তা মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবনেই।

তাছাড়া আওলিয়ায়ে কিরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এও জানতো যে, দুনিয়ার এই সংক্ষিপ্ত জীবনই পরবর্তী কালের অনন্ত জীবনের নির্ভরতা। যদি দুনিয়ার জীবনে আরাম-আয়েশ ও নাফরমানীতে না কাটাই তবে মৃত্যুর পর **আল্লাহ পাকের** দয়ায় অনন্ত এবং অম্লান নেয়ামতের দৃঢ় আশাবাদি। সুতরাং এই **আল্লাহ** ওয়ালারা ইসলাামের সোনালী মূল নীতি এবং **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত ও **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেই কাটিয়ে দিতেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে যখন একজন সত্যিকার আশিক **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করে এবং একাগ্রচিত্তে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নেয় তবে সেই সহানুভূতিশীল **আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুঃখী মনের দুঃখ লাঘবের জন্য কখনোই তো জাগ্রতবস্থায় এবং কখনো স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে দীদারের সূধা পান করান এবং অভাবীদের অভাবও দূর করেন।

ইমাম বুসরীর প্রতি হুযুরের দয়া

ইমাম বুসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন যে, আমি কঠিন প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হলাম, যার কারনে অর্ধেক শরীর অবশ হয়ে গেলো। অনেক চিকিৎসা করালাম কিন্তু কোনো উপকার হলোনা। চরম নৈরাশ্য অবস্থায় আমি ভাবলাম

www.dawateislami.net

যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে একটি কাসীদা লিখবো এবং এর ওসিলায় **আল্লাহ পাকের** দরবারে আমার সুস্থতার দোয়া করবো, **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে আমি আমার অভিপ্রায়ে সফল হলাম। সুতরাং আমি কাসীদা বুরদা শরীফ লিখা শুরু করলাম, কসীদা লিখা শেষ হতেই আমি ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম। কপালের চোখ বন্ধ হতেই অন্তরের চোখ জ্বলে উঠলো, আমার ভাগ্য অলসতা কাটিয়ে জেগে উঠলো, কি দেখলাম! দেখলাম যে, আমার স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসলেন। তিনি আমার শরীরে নিজের হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন এবং **তাঁর** চাদর মুবারক আমার শরীরে জড়িয়ে দিলেন। এর বরকতে আমি মুহুর্তেই সুস্থতা লাভ করলাম। আমি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম তখন আমি দাঁড়াতে এবং চলাফেরা করার সামর্থবান হয়ে গেলাম।

يَارَسُوۡلَ اللهِ اُنۡظُرۡ حَالَنَا	তা'লিবে নজরে করম বদ কার হে
يَا حَبِيۡبَ اللهِ اِسۡمَعۡ قَالَنَا	ইলতিজা ইয়া সায়িদিল আবরার হে
اِنَّنِيۡ فِيۡ بَحۡرِ هَمٍّ مُّغۡرَقٌ	না'ও ডা'নওয়া ডো'ল দর মনজাদ হার হে
خُذۡ يَدِيۡ سَهِّلۡ لَنَا اَشۡكَالَنَا	না খোদা আ'ও তু বেড়া পার হে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুমন্ত্রণা এবং এর উত্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুধুমাত্র **আল্লাহ তাআলাই** শিফা (আরোগ্য) দানকারী, কিন্তু এ সকল ঘটনা শুনে মনে কুমন্ত্রণা আসে, **আল্লাহ পাক** ছাড়াও কেউ আরোগ্য দান করতে পারে?

নিঃসন্দেহে সত্তাগতভাবে শুধুমাত্রই **আল্লাহ পাক** আরোগ্য দানকারী। কিন্তু **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **তাঁর** বান্দাগণও আরোগ্য দিতে পারেন। তবে যদি কেউ এ দাবী করে, **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত শক্তি ব্যতিত অমুক ব্যক্তি অন্যদেরকে আরোগ্য দিতে পারেন। তাহলে নিঃসন্দেহে সে

www.dawateislami.net

কাফির। কেননা আরোগ্যতা হোক বা ঔষধ সামান্য পরিমাণও কেউ কাউকে **আল্লাহ পাকের** মর্জি ছাড়া দিতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস হলো এটাই, নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام ও ওলীগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام যা কিছুই দেন তা একমাত্র **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দেন। **আল্লাহ**র পানাহ! যদি কেউ এ বিশ্বাস রাখে, **আল্লাহ পাক** কোন নবী বা ওলীকে রোগ হতে আরোগ্য দেয়া কিংবা কোন কিছু দান করার কোন ক্ষমতাই দেননি। তাহলে এরূপ ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। ৩য় পারার সূরা আলে ইমরানের ৪৯ নং আয়াত ও এর অনুবাদ পড়ে নিন, কুমন্ত্রণা সমূলে দূর হয়ে যাবে এবং শয়তান অকৃতকার্য হবে আর তার উদ্দেশ্য দূর হয়ে যাবে। যেমন হযরত ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর মুবারক বাণীর বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ
وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ

(পারা-৩, সুরা আলে ইমরান, আয়াত-৪৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি নিরাময় করি জন্মান্ধ ও সাদা দাগসম্পন্ন (কুষ্ঠ রোগী) কে আর আমি মৃতকে জীবিত করি **আল্লাহ**র নির্দেশে।

আপনারা দেখলেন তো! হযরত ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام পরিস্কার ভাষায় বলছেন: তিনি **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দৃষ্টি শক্তি আর কুষ্ঠ রোগীদের আরোগ্য দান করেন। এমন কি মৃতদেরকেও জীবিত করেন। **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে নবীগণদের عَلَيْهِمُ السَّلَام বিভিন্ন প্রকারের ক্ষমতা সমূহ প্রদান করেছেন এবং ফয়যানে আম্বিয়ার মাধ্যমে ওলীদেরও দান করা হয়। অতএব তাঁরাও আরোগ্য দিতে পারেন। আর অনেক কিছু দানও করতে পারেন। যদি হযরত ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর শান এরূপ হয়, তাহলে **আক্বায়ে ঈসা, সকল নবীদের সরদার, আল্লাহর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শানের কিরূপ অবস্থা হবে! স্মরণ রাখবেন! **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র সৃষ্টি, সকল

আম্বিয়া ও রাসূলগণ এর শ্রেষ্ঠত্বের মূল এবং যে যাই কিছু পেয়েছেন, **রাসূল** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় পেয়েছেন।

তাহলে বুঝা গেল, যখন ঈসা عَلَیۡهِ السَّلَام রোগীদের আরোগ্য, অন্ধদের দৃষ্টি শক্তি এবং মৃতদের জীবন দিতে পারেন। তাহলে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এসব কিছু আরও ভালভাবে প্রদান করতে পারেন। (ফয়যানে সুন্নাত, ৪১-৪২ পৃষ্ঠা)

হুসনে ইউসুফ দমে ঈসা পে নেহী কুছ মওকুফ
জিছনে জু পা-য়া হে, পা-য়া হে বদৌলতে উন কি!
(যওকে না'ত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ পাক আমাদের **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ভালবাসা দান করুন এবং **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجاهِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ফরমানে মুস্তফা

হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার রোযা রাখে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরী করবেন, যার বাইরের অংশ ভেতর থেকে দেখা যাবে আর ভেতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যায়।

(মজমুআয যাওয়ায়িদ, ৩/৪৫২, হাদীস নং-৫২০৪)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৩১

মঙ্গল কামনাকারী

খাতামুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনমুগ্ধকর ইরশাদ হচ্ছে: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّه অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করলো এবং **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা করলো অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করলো, فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَهٗ নিঃসন্দেহে সে মঙ্গলকে স্বস্থান থেকে খুঁজে নিলো।"

(দুররে মনছুর, পারা-৩০, যিকরে দোয়ায়ে খতমে কোরআন, ৮/৬৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও মঙ্গল ও ক্ষমা প্রার্থী এবং **আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনের আগ্রহী হই, তবে আমাদেরও উচিৎ যে, সর্বদা ভালবাসা ও ঐকান্তিকতা সহকারে সর্বোৎকৃষ্ট নম্র ও বিনয়ী অন্তরে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্মরণ করে **তাঁর পবিত্র** স্বত্তার প্রতি দরূদ ও সালামের উপহার প্রেরণ করতে থাকা, তবে اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা আমাদের অন্তরে জাগ্রত থাকবে এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা যার নসীব হয়ে যাবে, নিঃসন্দেহে সে দুনিয়া ও আখিরাতে কৃতকার্য হয়ে গেলো।

সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁদের দুনিয়া ও দুনিয়াবী বিষয়ের প্রতি কোন উৎসাহই ছিলোনা, তাঁরা প্রায় সময়ই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দর্শনের ঔজ্জ্বল্যতায় রক্ষিত থাকতেন এবং প্রতি মুহুর্তেই **তাঁর** বরকতময় সংস্পর্শে থাকা পছন্দ করতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিচ্ছেদ তাঁরা কখনো সহ্য

করতে পারতেন না, এমনকি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্তাকে তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজনদের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিতেন।

যায়েদ বিন হারেসার رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ইশ্কে রাসূল

হুযুর নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর বিবাহের পর **তাঁর** গোলাম হযরত যায়েদ বিন হারেসা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপহার স্বরূপ পেশ করে দেন, হযরত যায়েদ বিন হারেসা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ছেলেবেলা থেকেই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে থাকতেন এবং **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সংস্পর্শে থেকে **তাঁর** দীদার দ্বারা উপকৃত হতেন। **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যধিক স্নেহ ও মায়া-মমতার কারণে **তাঁর** ভালবাসায় এতই আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্যদের কথা মনেই আসতো না। একবার তাঁর বাবা এবং চাচা ফিদিয়ার টাকা নিয়ে তাঁকে গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্য মক্কা শরীফে উপস্থিত হলেন, খোঁজ-খবর নিয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পৌঁছে আবেদন করলেন: হে হাশিমের বংশধর এবং গোত্রের সরদার! আপনি হেরেম শরীফে বসবাস করেন এবং **আল্লাহ পাকের** ঘরের প্রতিবেশী, বন্দিদের মুক্তিদাতা ও ক্ষুধার্থদের অন্যদাতা। আমি আমার সন্তানের খোঁজে আপনার নিকট এসেছি, আমার উপর দয়া করে ফিদিয়া গ্রহণ করুন এবং তাঁকে মুক্তি প্রদান করুন, বরং যা ফিদিয়া এসেছে তার থেকেও বেশি নিন। **হুযুরে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ব্যস এটুকুই?" বললেন: জি হ্যাঁ! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তাকে ডাকো এবং জিজ্ঞাসা করো, যদি সে তোমার সাথে যেতে রাজি হয় তবে কোন ফিদিয়া ছাড়াই তাকে নিয়ে যাও, আর যদি যেতে না চায় তবে এমন ব্যক্তিকে জোড় করতে পারবো না যে নিজ থেকে যেতে চায় না।" তিনি বললেন: আপনি চাওয়ার থেকেও বেশি দয়া করেছেন, আমি

www.dawateislami.net

তা সানন্দে মেনে নিলাম। যখন হযরত যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ডাকা হলো, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি কি এদের চিনো?" আরয় করলো: জি হ্যাঁ! আমি তাদের চিনি, ইনি হলেন আমার বাবা আর ইনি হলেন আমার চাচা। **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমার অবস্থাও তুমি জানো। এখন তোমার ইচ্ছা যে, আমার কাছে থাকতে চাইলে থাকতে পারো আর এদের সাথে যেতে চাইলে যেতে পারো।" হযরত যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: **হুযুর** আমি আপনার বিপরীতে কাকে পছন্দ করতে পারি বলুন? আপনি আমার জন্য বাবার স্থানেও চাচার স্থানেও।

তখন তাঁর বাবা এবং চাচা বললেন: যায়েদ তুমি কি গোলামীকে মুক্তির চাইতে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছো? বাবা চাচা এবং পরিবার-পরিজনদের চাইতে গোলাম হিসাবে থাকা পছন্দ করছো? হযরত যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (**হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দিকে ইঙ্গিত করে) বললেন: "হ্যাঁ, আমি **তাঁর** মধ্যে এমন বিষয় দেখেছি, যার কারণে আমি **তাঁর** বিপরীতে অন্য কিছুকেই পছন্দ করতে পারি না।" **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন তার এই প্রত্যুত্তর শুনলেন তখন ভালবাসার আতিশয্যে তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন: "আমি একে নিজের সন্তান বানিয়ে নিলাম।" হযরত যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাবা আর চাচাও এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন। (আল আসাবাতু ফি তামিযীল সাহাবা, যায়েদ বিন হারেসা, ২/৪৯৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! হযরত যায়েদ বিন হারেসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছেলেবেলাতেই **অশান্তদের শান্তনা প্রদানকারী, স্নেহবান নবী মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার কারণে নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে যাওয়াও পছন্দ করলেন না, তবে কি আমরা **রাসূলের** ভালবাসার দাবিদার হয়ে নিজের কিছু সময় বের করে প্রস্তুতি সহকারে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে পারবো না! অথচ

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরামগণরা عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তো **হুযুরের** ভালাবাসায় নিজের দিন-রাত দরূদ শরীফ পাঠ করে অতিবাহিত করতেন।

দমে দমে صَلِّ عَلٰى

হযরত সায়্যিদুনা ওবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; তিনি আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার প্রতি অনেক বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করি, আপনি আমাকে বলে দিন যে, দিনের কতটুকু অংশ দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য নির্দিষ্ট করবো?" তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "مَاشِئۡتَ অর্থাৎ তোমার যেভাবে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করে নাও।" হযরত সায়্যিদুনা ওবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ জিজ্ঞাসা করলেন যে, দিন ও রাতের চতুর্থাংশ দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিই? তখন **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "مَاشِئۡتَ فَاِنۡ زِدۡتَ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكَ অর্থাৎ তামার যেভাবে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করে নাও, হ্যাঁ যদি তুমি চতুর্থাংশ থেকে বেশি সময় নির্দিষ্ট করে নাও তবে তোমার জন্য উত্তমই হবে।" হযরত সায়্যিদুনা ওবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি দিন ও রাতের অর্ধেক অংশ দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিই? তখন **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "مَاشِئۡتَ فَاِنۡ زِدۡتَ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكَ অর্থাৎ তামার যেভাবে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করে নাও, হ্যাঁ যদি তুমি এর থেকেও বেশি সময় নির্দিষ্ট করে নাও তবে তোমার উত্তমই হবে।" হযরত সায়্যিদুনা ওবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি দিন ও রাতের দুই-তৃতীয়াংশই নির্দিষ্ট করে নিই? তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "مَاشِئۡتَ فَاِنۡ زِدۡتَ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكَ অর্থাৎ তামার যেভাবে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করে নাও, হ্যাঁ যদি তুমি এর থেকে বেশি সময় নির্দিষ্ট করে নাও তবে তোমার জন্য উত্তমই হবে।" তখন হযরত সায়্যিদুনা ওবাই

www.dawateislami.net

বিন কা'আব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ বললেন:"اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِى كُلَّهَا, আমি দিন ও রাতের সম্পূর্ণ অংশই দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য ব্যয় করবো।" তখন **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ যদি তুমি এরূপ করো তবে দরূদ শরীফ তোমার সকল চিন্তা এবং দুঃখকে দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে আর তোমার সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।"

(তিরমিযি, কিতাবুল সিফতুল কিয়ামাতি, ২৩তম অধ্যায়, ৪/২০৭, হাদীস নং-২৪৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ তার কিতাব "**আনওয়ারে জামালে মুস্তফা**"য় বলেন যে, দরূদ শরীফের উত্তম এবং উচ্চতম উপকারীতা হলো, যখন মানুষ দরূদ শরীফের আদবের দিকে লক্ষ্য রেখে **মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ প্রেরণ করে তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা তার সম্পূর্ণ অন্তরে ছেয়ে বসে এবং এই ভালবাসার ফলে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আন্তরিকতা ও অনুস্বরনের সুফল অর্জন হয়।" (আনওয়ারে জামালে মুস্তাফা, পৃষ্ঠা ২৪০, সংক্ষেপিত)

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আবশ্যক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা যখনি **হুযুরে পাক সাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্তার প্রতি দরূদ শরফি পাঠ করি তখন এই বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ রাখবো যে, এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনই যেন হয়, অন্য কোন উদ্দেশ্য যেন না হয় এবং যদি আমাদের কোন সমস্যাও থাকে তবে দরূদ শরীফ এই নিয়্যতে পড়বো না যে, আমার এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাক, অথবা আমার অমুক উপকারীতা সাধন হোক বা আমাদের এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাক, বরং আদবের দিক বিবেচনা করে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ

www.dawateislami.net

পাঠ করা উচিৎ এবং এর ওসীলায় **আল্লাহ পাকের** দরবারে কেঁদে কেঁদে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নিজের উদ্দেশ্যে পূরণের জন্য দোয়া করা উচিৎ, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে কবুলিয়তের আশা করা যায়।

যেমন শায়খ আবু ইসহাক শাতবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'শরহে আলফিয়া'**য় বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রেরণকৃত দরূদ শরীফ নিঃসন্দেহে মাকবুল এবং এর সাথে যখন কোন দোয়া করা হয় তবে **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে তাও কবুল করা হয়। (মাতালিওল মাসারাত, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাগ্রত অবস্থায় সালামের উত্তর

হযরত সায়্যিদুনা মাহমুদ আল কারদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব **"আল বা'কিয়াতুস সলিহা'ত"** এ বলেন: এক রাতে আমি যখন ঘুমালাম তখন আমার ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো! দেখলাম যে, **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। **তিনি** গভীর স্নেহে আমাকে **তাঁর** বুকের সাথে লাগালেন এবং ইরশাদ করলেন: "اَكْثِرُوْ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ আমার প্রতি অধিকহার দরূদ শরীফ পাঠ করো!" তাছাড়া আমাকে **তাঁর** এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির সুসংবাদও শুনালেন, **তাঁর** এইরূপ ভালবাসা দেখে আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো, আমার নিজের ভাগ্যের উপর ঈর্ষা হতে লাগলো, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমাকে এতোই সম্মান দান করেছেন, আমি দেখলাম যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চোখ থেকেও স্নেহ ও ভালবাসার প্রভাবে অশ্রু ঝরছিলো, এমনি সময় আমার চোখ খুলে গেলো, আমার গালে তখনো অশ্রু বয়ে চলছিলো, এরপর আমি যখন রওজা শরীফের দিকে গেলাম তখন রওযা শরীফের ভিতর থেকে এমন সব সুসংবাদ শুনলাম যা বর্ণনা অযোগ্য। আমি রওযা শরীফেই দাঁড়িয়ে

www.dawateislami.net

ছিলাম, সম্পূর্ণ জাগ্রতবস্থায় **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যবান মুবারক থেকে আমার সালামের উত্তর শুনলাম, তখন আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, **হুযুর রহমতে আলম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রওজা মুবারকে না শুধু জীবিত বরং মুসলমানদের সালামের উত্তরও প্রদান করেন।

(সাআদাতুদ দারাঈন, ৪র্থ অধ্যায়, ১৫১ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! দরূদ ও সালাম পাঠকারীদের **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিরূপ ভালবাসেন এবং তার পক্ষে আদায়কৃত দরূদ শরীফের বাক্যগুলো শুধু কি **তিনি** স্বয়ং শ্রবণ করতেন বরং খুশি হয়ে তাকে নিজের দীদার দিয়ে ধন্য করতেন।

তুম কো তো গোলামোঁ ছে কুছ এ্যয়ছে মুহাব্বত
হে তরকে আদব ওয়ারনা কাহি! হাম পে ফিদা হো
(যওকে নাত, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আল্লাহ! আমাদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আগ্রহ ও ভালবাসা সহকারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে এর উপকারিতা ও বরকত দ্বারা সৌভাগ্যশালী করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ফরমানে মুস্তফা

"আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিঃসন্দেহে আমার উপর তোমাদের দরূদে পাক পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ (তথা- ক্ষমা স্বরূপ)।" (জামেউস্ সগীর, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪০৬)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৩২

মুবারক চিরকুট

কিয়ামতের দিনে কিছু মুসলমানের নেকী মীযানে হালকা হয়ে যাবে তখন **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি চিরকুট বের করে তা নেকীর পাল্লায় রাখে দেবেন, আর এতে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন সে জিজ্ঞাসা করবে: "আমার মা-বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গ! আপনি কে?" **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: "আমি তোমার **নবী মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং এগুলো সেই দরূদ শরীফ যা তুমি আমার প্রতি পড়েছিলে।" (মু'সুআতু ইবনে আবি দুনিয়া, ১/১৯, হাদীস নং-৯৭)

ওহ পরছা জিস মে লিখা থা দুরূদ ইসনে কাভি
ইয়ে ইচছে নেকীয়াঁ ইস কি বাড়ানে আয়ে হে
(সামানে বখশীশ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত থেকে দরূদ শরীফের বরকত সম্পর্কে সুন্দর অনুমান করা যায়, যেরূপ দুনিয়ায় এর উপকার ও প্রতিফল অর্জিত হয় সেরূপ আখিরাতেও ফযীলত ও বরকত অর্জিত হয়। দরূদ শরীফ পাঠ করা এমন একটি আমল (কাজ) যা স্বয়ং **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর** মাসুম ফিরিশতারাও করে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾
(পারা-২২, সুরা আহযাব, আয়াত-৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ** ও তাঁর ফিরিশতাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্যবক্তা **(নবী)**র প্রতি, হে ঈমানদারগণ! তাঁর প্রতি দরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো।

আল্লাহ পাক ও ফিরিশতাদের আমল

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জগৎ বিখ্যাত কিতাব **“শানে হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল কোরআন”** এ বলেন: “উল্লেখিত আয়াতটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য প্রশংসা। এতে ঈমানদারদেরকে **প্রিয় মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। মজার বিষয় হলো কোরআনুল করীমে **আল্লাহ পাক** অসংখ্য আহকাম বর্ণনা করেছেন, যেমন; নামাজ, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। কিন্তু কোন জায়গায় এরূপ ইরশাদ করেননি যে, এই কাজ আমিও করি, আমার ফিরিশতারাও করে এবং হে ঈমানদার গণ! তোমরাও করো। শুধুমাত্র দরূদ শরীফের বিষয়ে এরূপ ইরশাদ করেছেন। এর কারণ একেবারে প্রকাশ্য, কেননা কোন কাজই এরূপ নাই যা **আল্লাহ তাআলার**ও এবং বান্দারও। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা**র কাজ আমরা করতে পারবো না এবং আমাদের কাজ থেকে **আল্লাহ পাক** উচ্চ ও উচ্চতর। যদি কোন কাজ এমন হয়, যা **আল্লাহ পাকের** করেন, ফিরিশতারাও করেন এবং মুসলমানদেরও এর আদেশ করেছেন, তবে তা শুধুমাত্র **আক্বায়ে দু'জাহান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করাই। যেরূপ ঈদের চাঁদের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিহিত থাকে ঠিক সেরূপ **মদীনার চাঁদের** প্রতি সমস্ত সৃষ্টি জগতের এবং **স্বয়ং স্রষ্টার**ও দৃষ্টি নিহিত।

জিস কি হাতোঁ কি বানায়ে হুয়ে হে হুচন ও জামাল
এ্য হাচিন! তেরে আদা উস কো পছন্দ আয়ি হে (যওকে নাত, ১৭৫ পৃষ্ঠা)
এ্যয়সা তুজে খালিক নে তারাহ দার বানায়া
ইউসুফ কো তেরা তা'লেবে দীদার বানায়া (যওকে নাত, ৩২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে মুবারাকা নাযিল হওয়ার পর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা আনন্দে আন্দোলিত হয়ে উঠলো এবং ইরশাদ করলেন: “আমাকে মুবারকবাদ দাও, কেননা আমাকে ঐ আয়াতে

www.dawateislami.net

মুবারাকা দান করা হয়েছে, যা আমার 'دُنْيَا وَمَا فِيْهَا' (অর্থাৎ দুনিয়া ও যা কিছুই এতে আছে তার) চেয়েও বেশি প্রিয়।"

(রুহুল বয়ান, পারা-২২, সুরা আহযাব, ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/২২৩)

দরূদ প্রেরণ করার রহস্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে মুবারাকায় এই সংবাদ দিলো যে, আমি সর্বদা **আমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রহমতে বৃষ্টি বর্ষণ করি। এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, যেখানে **আল্লাহ পাক** স্বয়ং রহমত অবতীর্ণ করছেন সেখানে আমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করা অর্থাৎ রহমতের জন্য দোয়া করার আদেশ কেন দেয়া হচ্ছে। কেননা ঐ বস্তুই চাওয়া হয় যা পূর্বে থেকে অর্জিত ছিলো না, সুতরাং যখন পূর্ব থেকেই রহমত অবতীর্ণ হচ্ছে তখন প্রার্থনা করার আদেশ কেন দিলো?

এর উত্তর হলো, কোন ভিক্ষুক যখন কোন দরজায় ভিক্ষার জন্য যায় তখন ঐ পরিবারের সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া করতে করতে যায়। দানশীলের সন্তান জীবিত থাক, সম্পদ নিরাপদ থাক, পরিবারটি টিকে থাক ইত্যাদি ইত্যাদি, আর যখন এই দোয়া বাড়ির মালিক শুনে, তবে সে বুঝে যায় যে, ইনি অনেক ভদ্র ভিক্ষুক। ভিক্ষা চাওয়ার পরিবর্তে আমাদের সন্তানের জন্য দোয়া প্রার্থণা করছে। খুশি হয়ে কিছু না কিছু থলেতে দিয়ে যায়। আর এখানে আদেশ দেয়া হলো: হে ঈমানদার গণ! যখনি তোমরা আমার কাছে চাইতে আসবে তবে আমি তো সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র কিন্তু আমার এক **প্রিয় হাবীব** রয়েছে **মুহম্মদ মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আমার সেই **হবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **তাঁর** আহলে বাইতদের (رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن) এবং **তাঁর** সাহাবাদের (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) মঙ্গল কামনা করে , তাদেরকে দোয়া দিয়ে আসো, তবে যেই রহমত **তাঁর** উপর অবতীর্ণ হচ্ছে তা থেকে কয়েক ফোঁটা তোমাদেরকেও দেয়া হবে। দরূদ শরীফ পাঠ করা আসলে আপন **পরওয়ারদিগারের** নিকট থেকে চাওয়ার এক উত্তম ব্যবস্থা। এই পবিত্র আয়াত

www.dawateislami.net

দ্বারা মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, হে দরূদ শরীফ পাঠকারী! তোমরা কখনো এমন ভেবো না যে, আমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি **আমার** রহমত তোমাদের চাওয়ার উপর সীমাবদ্ধ এবং **আমার হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের দরূদ ও সালামের মুখাপেক্ষী। তোমরা দরূদ শরীফ পড়ো বা না পড়ো, **তাঁর** উপর **আমার** রহমতের বৃষ্টি সর্বদা বর্ষণ হতেই থাকে। তোমাদের জন্ম ও তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করা তো এখন হচ্ছে, **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর রহমতের বর্ষণ তো তখন থেকেই, যখন 'যখন' আর 'কখন'ও সৃষ্টি করিনি। 'যেখানে' 'ওখানে' 'সেখানে'রও পূর্ব থেকে **তাঁর** উপর রহমত ই রহমত। তোমাদেরকে দিয়ে দরূদ শরীফ পড়ানো অর্থাৎ **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য রহমতের প্রার্থনা করানো মুলতঃ তোমাদের নিজেদের উপকারের জন্যই। তোমরা দরূদ পাঠ করলে এতে তোমারা অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব পাবে। (শানে হাবীবুর রহমান, ১৭৪-১৭৫ পৃষ্ঠা)

ওহী রব হে জিস নে তুজ কো হামা তন করম বানায়া
হামে ভিক মাঙ্গনে কো তেরা আ'সতাঁ বাতায়া
(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রযা! যে ভুলে না আমরা গরীবদের

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বরকত অর্জনের, মারেফাতের উন্নতি এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জনের জন্য দরূদ শরীফ থেকে অন্য কোন উত্তম পদ্ধতি আর নেই। নিঃসন্দেহে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের অসংখ্য ফযীলত ও বরকত রয়েছে, যা বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। দরূদ শরীফের ফযীলতের উপর অগণিত কিতাব রচনা করা হয়েছে, এর ফযীলত ও উপকারীতা অধিকাংশ মুবাল্লিগীন বয়ান করে থাকেন। কলমের কালি শেষ হয়ে যাবে, লেখনির শব্দ শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দরূদ শরীফের ফযীলত শেষ হবে না। দিন হোক বা রাত আমাদের উচিৎ আমাদের

দয়ালু আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফের উপহার প্রেরণ করা। এতে অবহেলা করা উচিৎ নয়, কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমাদের প্রতি অসংখ্য দয়া রয়েছে। সায়্যিদা আমিনার رَضِىَ اللهُ عَنْهَا গর্ভ থেকে দুনিয়ার কাদাঁমাটিতে পদার্পন করেই তিনি সিজদা করেন এবং ঠোঁটে এই দোয়া জারি ছিলো: "رَبِّ هَبْ لِيْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ **পরওয়ারদিগার** আমার উম্মতকে আমার আয়ত্বে করে দাও।"

ইমাম যুরকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "সেই সময় **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুল সমূহ এমন ভাবে উঠিয়ে রেখেছিলেন, যেমন কোন কান্নারত ব্যক্তি উঠিয়ে রাখে।" (যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ১/২১১)

رَبِّ هَبْ لِىْ اُمَّتِىْ কেহতে হুয়ে পায়দা হুয়ে
হক নে ফরমায়া কেহ বখশা اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَام
(কাবালায়ে বখশীশ, ৯৪ পৃষ্ঠা)

রহমতে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের সফরে যাওয়ার সময় গুনাহগার উম্মতদের কথা মনে করে অশ্রুসিক্ত হয়েছিলেন। **আল্লাহ পাকের** দীদার এবং বিশেষ দয়া অর্জনের সময়ও গুনাহগার উম্মতদের স্বরণ করেছেন। সারা জীবন গুনাহগার উম্মতদের জন্য দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন।

'মাদারিজুন নবুয়ত' এ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা কুসাম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ঐ ব্যক্তি যিনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কবরে আনওয়ারে অবতরণ কারীদের মধ্যে সবচেয়ে পরে কবর থেকে বাইরে এসেছিলেন। সুতরাং তাঁর বর্ণনা হলো, আমিই সর্বশেষ মানুষ ছিলাম যে কবরে আনওয়ারের মধ্যে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারক দেখেছিলাম। আমি দেখলাম যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরে আনওয়ারের মধ্যে নিজের ঠোঁঠ মুবারক নাড়ছিলেন। (অর্থাৎ মুবারক ঠোঁট নড়ছিলো) আমি আমার কান **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখের কাছে নিলাম, তখন আমি শুনলাম যে, **হুযুর পুরনূর**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলছেন: "رَبِّ هَبْ لِيْ اُمَّتِيْ" (অর্থাৎ **পরওয়ারদিগার** আমার উম্মতকে আমার আয়ত্বে করে দাও)। (মাদারিজুন নবুয়ত, ২/২৪৪)

তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন আমার ওফাত হয়ে যাবে তখন আমি কবরে সর্বদা বলতে থাকবো, يَا رَبِّ هَبْ لِيْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ হে **পরওয়ারদিগার** আমার উম্মতকে আমার আয়ত্বে করে দাও। সেই পর্যন্ত যে, দ্বিতীয় শীঙ্গা ফুঁকা হবে।" (কানযুল উম্মাল, ৭/১৭৮, হাদীস নং-৩৯১০৮)

জু না ভুলা হাম গরীবুঁ কো রযা
যিকির উচকা আপনি আদত কিজিয়ে
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে এতোই ভালবাসেন, তখন আমাদের বিশ্বাস বরং ভদ্রতাও এমন হওয়া চাই যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্বরণ এবং দরূদ ও সালাম থেকে কখনো উদাসীন না হওয়া।

হযরত সায়্যিদুনা হাফেজ রশিদ আত্তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাব্যের ভাষায় বলেন:

اَلَا اَيُّهَا الرَّاجِي الْمَثُوْبَةَ وَالْاَجْرَ   وَتَكْفِيْرَ ذَنْبٍ سَالِفٍ اَنْقَضَ الظَّهْرَا
عَلَيْكَ بِاِكْثَارِ الصَّلَاةِ مُوَاظِبًا   عَلٰى اَحْمَدَ الْهَادِيْ شَفِيْعِ الْوَرٰي طُرًّا

"অর্থাৎ হে প্রতিদান ও সাওয়াব এবং পূর্ববর্তী গুনাহের ক্ষমার আশাবাদীরা যা তোমাদের কোমরকে ভেঙ্গে দিয়েছে, শুনে রাখো! তোমাদের উপর আবশ্যক যে, সেই পবিত্র স্বত্তার প্রতি সর্বদা অধিকহারে দরূদ শরীফ প্রেরণ করা, যার নাম আহমদ, মানুষের হিদায়াত দানকারী এবং সকল সৃষ্টি জগতের শাফায়াতকারী।" (আল কাওলূল বদী, ১ম অধ্যায়, ২৮৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

টোট জায়েঁঙ্গে গুনাহগারোঁ কে ফওরান কয়েদ ও বন্দ
হাশর কো খুল জায়ে গী তাকাত রাসূলুল্লাহ্ কি
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় ডুবে **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং কিয়ামতের দিন **তাঁর** শাফায়াত দ্বারা ধন্য করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাসান বসরীর বাণী

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যে উত্তম বিষয়ের আদেশ দেয়, মন্দ থেকে বারণ করে, সে **আল্লাহ তাআলার**ও খলিফা, **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও এবং **তাঁর** কিতাবেরও (অর্থাৎ কোরআনে মজীদ)।" (হাদীসে পাকে রয়েছে) যদি মুসলমান তবলীগ করা ছেড়ে দেয়, তবে তাদের উপর জালিম বাদশাহ নিযুক্ত করে দেয়া হবে এবং তাদের দোয়া কবুল করা হবে না। (রূহুল বয়ান, ৪/৩২৬)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৩৩

ঠোঁঠে নিযুক্ত ফিরিশতা

আমীরুল মুমিনিন, যুন্নুরাইন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **নবীদের সুলতান হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলিশান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে বলুন যে, বান্দার সাথে কজন ফিরিশতা থাকে?" **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে ওসমান! এক ফিরিশতা তোমার ডান পাশে, যে তোমার নেকীর প্রতি নিযুক্ত এবং এই বাম পাশের ফিরিশতা আমানতদার। যখন তুমি একটি নেকী করো তখন তার দশটি নেকী লিখা হয়, যখন তুমি একটি গুনাহ করো তখন বাম পাশের ফিরিশতা ডান পাশের ফিরিশতাকে জিজ্ঞাসা করে: "আমি কি তার গুনাহ লিখবো?" তখন সে বলে: "না, সম্ভবত সে তার গুনাহের জন্য **আল্লাহ পাকের** কাছে ক্ষমা চাইবে এবং তাওবা করবে।" এভাবে যখন বাম পাশের ফিরিশতা তিন বার গুনাহ লিখার অনুমতি প্রার্থনা করে তখন ডান পাশের ফিরিশতা বলে: হ্যাঁ (এবার লিখে নাও) **আল্লাহ পাক** আমাকে তা থেকে নিরাপদ রাখুন। এ কেমন খারাপ সাথী, **আল্লাহ পাকের** সম্পর্কে এতই কম ভাবে এবং আমাদের এতই কম লজ্জা করে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿۱۸﴾

(পারা-২৬, সূরা ক্বা'ফ, আয়াত-১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না।

আর দুটি ফিরিশতা তোমাদের সামনে ও পেছনে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَیۡنِ یَدَیۡهِ وَ مِنۡ خَلۡفِهٖ یَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ

(পারা-১৩, সূরা রা'দ, আয়াত-১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মানুষের জন্য পালাক্রমে আগমনকারী ফিরিশতা রয়েছে তার সম্মুখে ও পশ্চাতে, যারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষন করে।

আর একটি ফিরিশতা তোমার কপাল আঁকড়ে ধরে আছে। যখন তুমি **আল্লাহ পাকের** জন্য বিনয় পোষণ করো তখন সে তোমাকে উন্নত করে এবং যখন তুমি **আল্লাহ পাকের** প্রতি অহঙ্কার প্রকাশ করো তখন সে তোমাকে ধ্বংসে পতিত করে দেয়। আর দুটি ফিরিশতা তোমার ঠোঁঠে নিযুক্ত রয়েছে, সে তোমাদের জন্য শুধুমাত্র **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি পাঠকৃত দরূদ শরীফ সমূহ সংরক্ষিত করে এবং একটি ফিরিশতা তোমাদের মূখে নিযুক্ত রয়েছে, সে তোমাদের মুখে সাপ ঢুকতে দেয় না। আর দুটি ফিরিশতা তোমাদের চোখে নিযুক্ত রয়েছে। এই দশ ফিরিশতা, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথেই নিযুক্ত থাকে। রাতের ফিরিশতা দিনের ফিরিশতাদের পর আসে, কেননা রাতের ফিরিশতা আর দিনের ফিরিশতা আলাদা, এই বিশ ফিরিশতা প্রতিটি মানুষের উপর নিযুক্ত।

(তাফসীরে তাবারী, পারা-১৩, সূরা রা'দ, ১১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/৩৫০, হাদীস নং-২০২১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নিযুক্ত মাসুম ফিরিশতারা আমাদের ভাল মন্দ সকল বিষয় লিখে রাখে কিন্তু مَعَاذَ اللّٰه আমাদের এই বিষয়ে একেবারে গুরুত্ব নেই। অন্যান্য দিনে গুনাহের ভয়াবহতা তো আছেই কিন্তু রমযানুল মুবারকের মতো পবিত্র মাস আসলে তখন আমরা দূর্ভাগ্যজনক ভাবে এর সম্মান করি না এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিমুলক কাজ না করে রোযাবস্থায়ও নিজের মূল্যবান সময়কে অযথা নষ্ট করে দেই, নিঃসন্দেহে এটা অপমান ও অপদস্থতা এবং **আল্লাহ পাকের** অসন্তুটির কারণ।

রমযানের হক সম্পর্কে উপদেশ

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হানী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক ইরশাদ হচ্ছে: "আমার উম্মত

www.dawateislami.net

ততক্ষন পর্যন্ত অপমান ও অপদস্থ হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তারা রমযানুল মুবারকের হক আদায় করতে থাকবে।” আরয করা হলো: **“ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! রমযানের হক নষ্ট করাতে তার অপমান ও অপদস্থতা কি?” ইরশাদ করলেন: “এই মাসে হারাম কাজ সমূহ করা।” অতঃপর ইরশাদ করলেন: “যে এই মাসে যিনা করলো বা মদ পান করলো, তবে আগামী রমযান পর্যন্ত **আল্লাহ পাক** ও আসমানের যত ফিরিশতা আছে সবাই তার উপর লানত করতে থাকে। আর যদি এই ব্যক্তি আগামী রমযান পাওয়ার পূর্বেই মরে যায়, তবে তার কাছে এমন কোন নেকী থাকবে না যা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে। সুতরাং তোমরা রমযান মাস সম্পর্কে ভয় করো, কেননা যেমন এই মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকী সমূহ বাড়িয়ে দেয়া হয় তেমনি গুনাহের ব্যাপারেও।”

(মু'জামুস সগীর, ২৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! এবং রমযান মাসের গুরুত্ব না দেয়া থেকে বিশেষভাবে বেঁচে থাকুন। এই মুবারক মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় যেমন নেকী সমূহ বাড়িয়ে দেয়া হয়, তেমনি অন্যান্য মাসের তুলনায় গুনাহের ধ্বংসাত্মক ভয়াবহতাও বেড়ে যায়। রমযান মাসে মদ পানকারী এবং যেনাকারী এমন দূর্ভাগা যে, আগামী রমযান আসার পূর্বে যদি সে মরে যায় তবে তখন তার কাছে এমন কোন নেকী থাকবে না যা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে। মনে রাখবেন! চোখের যেনা হলো কুদৃষ্টি, হাতের যেনা হলো পরনারীকে (বা কামভাব সহকারে সুশ্রী বালককে) স্পর্শ করা। সুতরাং সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! রমযান মাসে বিশেষকরে নিজেকে নিজে কুদৃষ্টি এবং সুশ্রী বালকপ্রীতি হতে দূরে রাখুন। যথাসম্ভব চোখের কুফ্লে মদীনা লাগিয়ে রাখুন অর্থাৎ দৃষ্টিকে নত করে রাখার ভরপুর চেষ্টা চালিয়ে যান। আফসোস! শত কোটি আফসোস!! অনেক সময় নামাযী ও রোযাদাররাও রমযান মাসের অমর্যাদা করে **আল্লাহ পাকের** গযবের শিকার হয়ে জাহান্নামের আযাবে গ্রেফতার হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

অন্তরে একটি কালো বিন্দু

মনে রাখবেন! হাদীসে মুবারাকায় এসেছে, যখন কোন মানুষ গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু পড়ে যায়, যখন আবার গুনাহ করে তখন আরেকটি বিন্দু পড়ে, এভাবে তার অন্তর কালো হয়ে যায়। এর কারণে ভাল কথা তার অন্তরে রেখাপাত করে না।

(দুররে মনছুর, পারা-৩০, সূরা আল মুতাফাফফিন, ১৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৪৪৬)

অতএব প্রকাশ্য যে, যার অন্তরই রঙ মাখা এবং কালো হয়ে গেছে তার উপর ভাল কথা ও উপদেশ কিভাবে রেখাপাত করবে? রমযান মাস হোক বা অন্যান্য মাস এরূপ ব্যক্তির গুনাহ থেকে দূরে থাকাটা অত্যন্ত কঠিন। তার অন্তর নেককাজের দিকে আসক্তই হয় না। যদি সে নেকীর দিকে এসেও যায় তবে অনেক সময় এই কালো দাগের কারণে নেককাজে তার মন বসে না এবং সে সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে পালানোর ফন্দি করতে থাকে। তার নফস তাকে দীর্ঘ আশাবাদী করে, উদাসীনতা তাকে গ্রাস করে এবং এভাবেই সেই দূর্ভাগা সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায়। রমযান মাসের মুবারক মুহুর্তগুলো বরং অনেক সময় সম্পূর্ণ রাতই এমন ব্যক্তি খেল-তামাশা, গান-বাজনা, তাস ও দাবা, গল্প-গুজব ইত্যাদিতে নষ্ট করে দেয়।

ভীতিকর অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোহাই **আল্লাহ তাআলার**, নিজের অবস্থার উপর দয়া করুন এবং ভাবুন! যে রোযাদাররা রমযান মাসে দিনের বেলায় খাবার-দাবার ছেড়ে দেয় অথচ এই খাবার-দাবার আগের দিনেও একেবারে জায়িয ছিলো। অতঃপর আপনি ভেবে দেখুন যে, যে জিনিস রমযান শরীফের পূর্বে হালাল ছিলো তাও যখন এই মুবারক মাসের পবিত্রতম দিন গুলোতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। তখন যে জিনিস রমযান মুবারক মাসের পূর্বেও হারাম ছিলো, যেমন-মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দ, কুধারণা, গালা-গালি, সিনেমা-নাটক, গান-বাজনা, কুদৃষ্টি, দাঁড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করা, মা-

www.dawateislami.net

বাবাকে কষ্ট দেয়া, শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া মানুষের অন্তরে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি রমযানুল মুবারক মাসে কেন আরো বেশি হারাম হবে না? রোয়াদাররা যখন রমযানুল মুবারক মাসে হালাল ও পবিত্র খাবারও ছেড়ে দেয়, তবে হারাম কাজ কেন ছাড়বে না? এবার বলুন! যে ব্যক্তি পাক ও হালাল খাবার তো ছেড়ে দিলো কিন্তু হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ রীতিমতো করতে থাকে, তবে সে কি রকম রোযাদার? তার ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকা **আল্লাহ পাকের** কাছে কোন প্রয়োজন নাই।

ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকার কোন প্রয়োজন নাই

নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় ইরশাদ হচ্ছে: "যে মন্দ কথা বলা এবং তার উপর আমল করা ছাড়বে না, তবে তার ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকার কোন প্রয়োজন নাই।"

(বুখারী শরীফ, কিতাবুস সওম, ১/৬২৮, হাদীস নং-১৯০৩)

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: "শুধুমাত্র খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয় বরং রোযা তো এরূপ যে, অনিচ্ছাকৃত ও অযথা কথাবার্তা থেকে সংযত থাকা।" (মুসতাদরিক, কিতাবুস সওম, ২/৬৭, হাদীস নং-১৬১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান হোক বা অন্যান্য মাস, আমাদের গুনাহ থেকে বেঁচে অন্যান্য নেক আমলের পাশাপাশি সকাল-সন্ধ্যা **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালামের পুস্পাধারা প্রেরণ করা উচিৎ। অনেক সময় দরূদ ও সালাম পাঠকারী আশিকানে রাসূলের উপর এমন দয়া হয় যে, তারা দোযখের আগুন থেকে মুক্তির সমনও পেয়ে যায়। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করুন এবং আন্দোলিত হোন।

আগুন থেকে মুক্তির সমন

হযরত সায়্যিদুনা খাল্লাদ বিন কাসির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্তিম মুহুর্তে তার বালিশের নিচে একটি কাগজের টুকরো পাওয়া গেলো, যাতে লিখা ছিলো: " هٰذِهٖ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ لِخَلَّادِبْنِ كَثِيْر অর্থাৎ এটা খাল্লাদ বিন কাসিরের

www.dawateislami.net

জন্য আগুন থেকে মুক্তির সমন।” লোকেরা তাঁর পরিবার-পরিজনের কাছে হযরত সায়্যিদুনা খাল্লাদ বিন কাসির رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর আমল সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বললো যে, তিনি প্রতি জুমার দিন এক হাজারবার এই দরূদ শরীফ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ ِالنَّبِیِّ الۡاُمِّیِّ পাঠ করতেন।

(আল কওলুল বদী, ৫ম অধ্যায়, ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়তে, নামায এবং সুন্নাতের অভ্যাস তৈরি করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফল জীবন গড়তে ও আখিরাতকে সাজাতে মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করুন এবং প্রতি মাসের প্রথম ১০ দিনের ভেতরে নিজের যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা ও সিডি সমূহ বিলি করতে থাকুন, না জানে কখন কার মনে রেখাপাত করে যায় এবং সে সঠিক পথে চলে আসে আর আপনারও তরী পার হয়ে যায়। আপনাদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য একটি ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার শুনুন এবং আমলে জযবা সৃষ্টি করুন।

মদ্যপায়ী মুয়াজ্জিন হয়ে গেলো

মহারাষ্ট্র (ভারত) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের রোগে চূড়ান্ত পর্যায়ে আক্রান্ত ছিলাম। সারাদিন মজুরী করে যা উপার্জন হতো তা দিয়ে (**আল্লাহ**র পানাহ্) মদ কিনে খুবই আমোদ ফুর্তি করতাম, চিৎকার করতাম, গালি-গালাজ করতাম এবং মাতাপিতা ও প্রতিবেশিদের খুবই কষ্ট দিতাম, এছাড়াও আমি অনেক বড় জুয়াড়ী ও নিকৃষ্ট বেনামাযী ছিলাম। এভাবে অলসতায় আমার জীবনের মুল্যবান সময় নষ্ট হতে

www.dawateislami.net

থাকে, শেষ পর্যন্ত আমার ভাগ্যের নক্ষত্র প্রজ্বলিত হলো। এটা হলো যে, সৌভাগ্যক্রমে এক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতেভরা সফর করার উৎসাহ দিলেন। তার মিষ্ঠভাষায় এমন প্রভাব ছিলো যে, আমি 'না' বলতে পারলাম না এবং আমি সাথে সাথে তিনদিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ পেলাম এবং দাওয়াতে ইসালামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত রিসালাও পড়তে লাগলাম। যার দ্বারা এই বরকত অর্জন হলো যে, আমার মত বেনামাযী, মদ্যপায়ী, জুয়ারী শুধু তাওবা করে নামাযী নয় বরং সাদায়ে মদীনা (অর্থাৎ-ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানো) এবং অন্যদেরও মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়ার উৎসাহ প্রদানকারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِله আমার ইনফিরাদী কৌশিশে (এই বর্ণনা দেয়া পর্যন্ত) ৩০জন ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়েছে এবং এখন আমি একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন, আর মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর চেষ্টায় রয়েছি।

দিল কি কালাক ধো'লে, দরদে ইসইয়াঁ টলে
আ'ও সব চল পড়েঁ কাফিলে মে চলো

(ওয়ায়িলে বখশীশ, ৬১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে রমযান মুবারকের সম্মান করে রোযা ও নামাযের ধারাহিকতার পাশাপাশি গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন, নিজের মুল্যবান সময়কে অযথা নষ্ট করা থেকে বেঁচে থেকে বেশি বেশি যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত থাকার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৩৪

অন্তরের পবিত্রতা

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন কাসিম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্রতা মুলক ইরশাদ হচ্ছে: "لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْل সকল জিনিসের পবিত্রতা হচ্ছে গোসল, وَطَهَارَةُ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الصَّدَاءِ اَلصَّلَاةُ عَلَيَّ এবং মুমিনের অন্তরের জং পরিষ্কার করার জিনিস হলো আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা।"

(আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তিকে **আল্লাহ পাক** জ্ঞান ও বুদ্ধির ঐশ্বর্য দান করেছেন, সে নিঃসন্দেহে এই বিষয়ে জ্ঞাত আছে যে, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসাই হচ্ছে ঈমানের মূল, যদি কারো অন্তর **রাসূলের** ভালবাসা শূন্য হয় তবে তার ঈমানের সম্পদ অর্জিত হয়নি, কেননা **রাসূলের** ভালবাসাই হচ্ছে ঈমানের পরীক্ষা। সুতরাং যখনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য নসীব হয় তবে **তাঁর** কল্পনা করে প্রেম ও ভালবাসায় ডুবে পাঠ করা উচিৎ, اِنْ شَآءَ الله এর বরকত নিশ্চয় অর্জিত হবে।

হুযুরের যিকিরের আদব

বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "যখনই **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির করো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্পনা করে করো।" **মাদারিজুন নবুয়ত** এর সমাপ্তিতে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির করার সময় নিজেকে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত মনে করো। যেন তুমি

www.dawateislami.net

তাঁর পবিত্র জাহেরী হায়াতে **তাঁর** সামনে দাঁড়িয়ে আছো এবং **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আভিজাত্য, সম্মান, ভক্তি ও বিনয়ের কারণে আদব সহকারে দীদার করছো, আর নিঃসন্দেহে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাকে দেখছেন এবং তোমার কথা শুনছেন। কেননা, **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই হলো **আল্লাহ পাকের** গুনাবলীর প্রকাশস্থল এবং **আল্লাহ পাকের** গুনাবলীর মধ্যে এই গুনও আছে যে, "اَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ অর্থাৎ আমি তার মতই যে আমাকে স্বরন করে।" সুতরাং **মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمকেও এই মহান গুনের প্রকাশস্থল বানিয়েছেন।"

(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৬২১)

অতএব **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও নিজের স্বরনকারীদের অনুরূপ। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আরো বলেন: হে ভাই! আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, সর্বদা **মাহবুবে খোদা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আকৃতি ও চরিত্র মুবারককে কল্পনায় রাখো, যদিওবা কষ্ট করে এই পবিত্র আকৃতি এবং চরিত্রের গুনাবলী সমূহের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তোমার আত্মা এই কল্পনার কারণে **মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার পরিচিতি লাভ করবে। ব্যস **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা তোমার সামনে উপস্থিত থাকবে এবং তুমি **তাঁকে** অবলোকন করবে আর **তাঁর** সাথে কথাও বলবে এবং কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করবে।" (মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৬২৩)

কিঁউ করেঁ বজমে শবসতানে জিনান কে খোয়াহিশ
জলওয়া ইয়ার জু শময়ে শবে তানহায়ী হু

(যওকে নাত, ১৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরূদ শরীফ পাঠকারী আশিকদের অশেষ ভালবাসেন এবং পর্যায়ক্রমে তাদের উপর দয়ার বর্ষণও করতে থাকেন, কখনো কখনো স্বয়ং তার স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে নিজের দীদার দ্বারা ধন্য করেন, কখনো **তাঁর**

www.dawateislami.net

ভক্তদের জন্য কারো মাধ্যমে এই বার্তা ইরশাদ করেন যে, তুমি আমার প্রতি রোজ এতো সংখ্যক দরূদ শরীফ পাঠ করো যা আমি স্বয়ং শ্রবণ করি, অতএব আমার এই দুর্দশাগ্রস্থ উম্মতের চাহিদা পূরণ করো। সুতরাং এই প্রসঙ্গে একটি অনবদ্য ঘটনা শুনুন এবং দুলে উঠুন।

হুযুর ﷺ সাহায্য করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন ছাত্রদের পাঠদান করছিলেন, এমন সময় পুরোনো পাগড়ী, পুরোনো জামা এবং পুরোনো চাদর পরে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁকে নিজের স্থানে বসালেন। অতঃপর তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি জানালেন যে, আজ রাতে আমার ঘরে সন্তান জন্ম নিলো। আমার পরিবার আমার থেকে ঘি আর মধু চাইলো, আমার কাছে এতো টাকা নেই যে, আমি তাদের এই জিনিস এনে দিবো। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি (তাঁর এই কথা শুনে) চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় ঘুমিয়ে পরলাম। আমি স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করলাম। তিনি ইরশাদ করলেন: "চিন্তিত কেন? খলিফার উজির আলী বিন ঈসারের নিকট যাও এবং তাকে গিয়ে আমার সালাম বলবে আর এই নিদর্শন বলবে যে, তুমি জুমার রাতে আমার উপর এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করার পর ঘুমাও। এই জুমার রাতে তুমি আমার উপর সাতশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছো যে, খলিফার দূত এসেছিলো এবং তোমাকে ডেকে নিয়ে গেলো। অতঃপর ফিরে এসে তুমি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেছিলে এমনকি তুমি এক হাজার বার দরূদ শরীফ সম্পূর্ণ করেছিলে। তাকে বলবে যে, একশত দিনার নবজাতকের পিতাকে দাও যেন সে তার চাহিদা পূরণ করতে পারে।" (ঘুম থেকে জাগার পর) হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে নিয়ে উজিরের নিকট পৌঁছলো। তিনি উজিরকে বললেন: ইনাকে তোমার নিকট **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠিয়েছেন। উজির দাঁড়িয়ে

www.dawateislami.net

গেলো এবং তাঁকে (অর্থাৎ আবু বকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে) নিজের জায়গায় বসিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উজিরকে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। উজির খুশি হলো এবং নিজের গোলামকে মালের থলে বের করতে আদেশ করলো। অতঃপর এর থেকে একশ দীনার বের করে নবজাতকের পিতাকে দিয়ে দিলো। এরপর আরো একশ দীনার বের করলো হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকরকে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দেয়ার জন্য কিন্তু তিনি নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। উজির বললেন: জনাব এই সত্যি ঘটনার সুসংবাদ দেয়াতে আপনি আমার পক্ষ থেকে এই উপহারটুকু গ্রহণ করুন, এই বিষয়টি আমি এবং **আল্লাহ পাকের** মধ্যে গোপন ছিলো এবং আপনি হচ্ছেন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বার্তাবাহক। অতঃপর উজির আরো একশ দীনার বের করলো এবং তাকে বললো: এটা এই সুসংবাদের কারণে গ্রহণ করুন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার প্রতি জুমার রাতে দরূদ শরীফ পাঠ করা সম্পর্কে জ্ঞাত। অতঃপর সে আরো একশ দীনার বের করলো এবং বললো: এটা আপনার ঐ ক্লান্তির জন্য যা আমার এখানে আসতে আপনার সহ্য করতে হয়েছে। অতঃপর উজির সাহেব একের পর এক (নবজাতকের পিতার জন্য) একশ একশ দীনার বের করতে থাকলেন এমনকি এক হাজার দীনার বের করে নিলেন কিন্তু তিনি বললেন: "আমি শুধু তা-ই নিব যা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেছেন।" (আল কওলুল বদী, ৪র্থ অধ্যায়, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

উন কে নিছার কোয়ি কেয়সে হি রনজ মে হু জব ইয়াদ আ'গেয়ি হে সব গম ভুলা দিয়ে হে
হাম সে ফকীর ভি আব ফে'রি কো উঠতে হুঙ্গে আব তু গণী কে দর পর বিসতর জমা দিয়ে হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ গুনাহগার উম্মতের উপর কিরূপ মেহেরবান ও মমতাবান যে, যদি **তাঁর** কোন উম্মত কোন প্রকার বিপদে থাকে তবে **তিনি** তার উপকার করেন। আর আমাদেরও

www.dawateislami.net

উম্মত হওয়ার হক আদায় করে **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠে অবহেলা করা উচিৎ নয় এবং অধিক থেকে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ, নচেৎ কিয়ামতের দিন দুঃখ আমাদের ভাগ্য হবে।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:" مَا قَعَدَ قَوۡمٌ مَقۡعَدًا لَا یَذۡکُرُوۡنَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَیُصَلُّوۡنَ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَسَلَّم অর্থাৎ যে জাতি কোন বৈঠকে বসলো, আর না তারা **আল্লাহ পাকের** যিকির করলো এবং না **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো, اِلَّا کَانَ عَلَیۡهِمۡ حَسۡرَۃً یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ وَاِنۡ دَخَلُوۡا الۡجَنَّۃَ لِلثَّوَابِ তবে তারা কিয়ামতের দিন যখন তাদের প্রতিফল দেখবে তখন তাদের মধ্যে বিষন্নতা সৃষ্টি হয়ে যাবে, যদিওবা তারা জান্নাতে প্রবেশ করে নেয়।"

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবি হুরায়রা, ৩/৪৮৯, হাদীস নং-৯৯৭২)

সবচে বড় কৃপণ ব্যক্তি

অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক শুনে দরূদ শরীফ পাঠ করে না এমন ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় কৃপণ বলা হয়েছে। যেমনটি **হুযুরে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:" اَبۡخَلُ النَّاسِ مَنۡ ذُکِرۡتُ عِنۡدَهٗ فَلَمۡ یُصَلِّ عَلَیَّ অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (মুসনাদে আহমদ, ১/৪২৯, হাদীস নং-১৭৩৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সৌভাগ্যবানেরা **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করাকে নিজের রাত দিনের ওযীফা বানিয়ে নিয়েছেন, লোকেদের এর প্রতি উৎসাহিত করেন, জীবনভর লোকেদেরকে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব ও ভালবাসার সূধা পান করিয়ে আসছেন এবং আশিকে **রাসূল** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রঙে

www.dawateislami.net

রাঙিয়ে তুলছেন, যখন সেই দরূদের প্রেমিক এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে অবিনশ্বর জগতের দিকে ভ্রমন করে তখন মৃত্যুর পর তার আশ্চর্যজনক ও ঈমানোদ্দিপক সুসংবাদ নসীব হয় যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা এর কিসমতে ঈর্ষান্বিত হয়ে যায়। কারো পবিত্র কবরে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, কারোবা জানাযায় রহমতের মেঘ থেকে নূর বর্ষণ হতে থাকে এবং কখনো জানাযায় ফিরিশতাদের কাতারের পর কাতার দৃষ্টি গোচর হয়। এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটি ঘটনা শ্রবণ করুন।

জানাযায় ফিরিশতা অবতরণ

হযরত সায়্যিদুনা সাহাল তাসতুরি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর যখন ইন্তিকাল হলো তখন চারিদিকে একটি গুঞ্জন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর জানাযা মুবারকে অসংখ্য লোক অংশগ্রহণ করেছিলো। শহরে তখন এক ইহুদিও বসবাস করতো যার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর ছিলো। সে যখন এই গুঞ্জন শুনলো তখন সেও দেখার জন্য বের হলো। লোকেরা জানাযাটিকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। সে জানাযার জুলুশ দেখে চিৎকার দিয়ে বললো: "হে লোকেরা! যা আমি দেখছি, তোমরাও কি তা দেখছো?" লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: "তুমি কি দেখছো?" সে বললো: "আমি দেখছি যে, আসমান থেকে অবতরনকারীদের সারি তৈরি হয়েছে এবং তারা (ফিরিশতারা) জানাযা থেকে বরকত অর্জন করছে।" এই দৃশ্য দেখে সেই ইহুদি মুসলমান হয়ে গেলো এবং অনেক উত্তম মুসলমান হিসাবে পরিগনিত হলো। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৩৪১ পৃষ্ঠা)

আরশ পর ধুমে মাচে ওহ মুমিনে সালিহ মিলা ফরশ পর মাতম উঠে ওহ তাইয়্যিব ও তাহির গিয়া
(হাদায়িকে বখশীশ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করা এবং **তাঁর** পবিত্র স্বত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৩৫

জান্নাত প্রশস্ত হয়ে যায়

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “এতে কোন সন্দেহ নাই যে, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা সকল আমল থেকে উত্তম এবং এটা ঐ ফিরিশতাদের যিকির, যারা জান্নাতের আশেপাশে থাকেন এবং যখন তারা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এর বরকতে জান্নাত প্রশস্ত হয়ে যায়।” (আল ইবরিয, ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুমন্ত্রণা: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মনে এই কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হতে পারে যে, আমাদের শুধুমাত্র দরূদ ইব্রাহিমই পাঠ করা উচিৎ কেননা হাদীস শরীফেও এর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

কুমন্ত্রণার উত্তর: নিঃসন্দেহে হাদীস শরীফে দরূদ ইব্রাহিমের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেটিই উত্তম, তবে এর দ্বারা অপর দরূদ শরীফ পাঠ করা নিষেধ হয়ে যায় না বরং হাদীস শরীফে অন্যান্য দরূদ শরীফের বিষয়েও ফযীলত এসেছে।

উটের সাক্ষ্য

হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত হাদীসে পাকের সারমর্ম হচ্ছে, এক আরবী তার উটের রশি ধরে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং সালাম পেশ করলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালামের উত্তর দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: “সকাল সকাল কেন এসেছেন?” এমন সময় উটটি ডেকে উঠলো, অতঃপর আরেকজন ব্যক্তি এলো, সে এই উটের অবিভাবকত্ব দাবি করলো এবং আরয করলো: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই আরবীটি এই উট চুরি করেছে।” উটটি

www.dawateislami.net

আবারো গম্ভীর সুরে ডেকে উঠলো তখন রাসূলে **আকরাম** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরিয়াদ শুনতে লাগলেন, যখন উট চুপ হয়ে গেলো তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবিভাবকত্ব দাবীকারীর দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন: “উটটি তোমার মিথ্যাবাদী হওয়ার সাক্ষ্য দিলো।” একথা শুনে ঐ ব্যক্তি চলে গেলো, অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ আরবীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি আমার কাছে আসার পূর্বে কি পড়েছিলে?” সে বললো: “আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত! আমি এটা পড়েছিলাম:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا تَبۡقٰی صَلٰوۃٌ

হে **আল্লাহ! মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অত্যধিক দরূদ পৌঁছান।

اَللّٰهُمَّ بَارِكۡ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا تَبۡقٰی بَرَكَةٌ

হে **আল্লাহ! মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمকে অসংখ্য বরকত দান করুন।

اَللّٰهُمَّ سَلِّمۡ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا تَبۡقٰی سَلَام

হে **আল্লাহ! মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অশেষ সালামতি দান করুন।

اَللّٰهُمَّ وَارۡحَمۡ مُحَمَّدًا حَتّٰی لَا تَبۡقٰی رَحۡمَةٌ

হে **আল্লাহ! মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করুন।

তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “**আল্লাহ পাক** এই বিষয়টি আমার নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন, উটটি ঐ ব্যক্তির মিথ্যাকে বর্ণনা করে দিয়েছে এবং ফিরিশতারা আসমানের কিনারাগুলো ঢেকে রাখলো।”

(মু'জামুল কাবীর, ৫/১৪১, হাদীস নং-৪৮৮৭ সারসংক্ষেপ)

ও'হি ভরতে হে ঝুলিয়া সব কি ওহ সমঝতে হে বুলিয়া সব কি
আ'ও দরবারে মুস্তাফা কো চলেঁ গম খুশি মে ওহি পে ঢলতে হে

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, ঐ আরবী লোকটি দরূদ ইব্রাহিম নয়, অন্য দরূদ শরীফ পড়েছিলো, আর এর বরকতে **আল্লাহ পাক** তার হিফাযত করলেন, তাছাড়া বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফ দ্বারা এই দরূদ শরীফের ফযীলতও জানতে পারলাম এবং প্রসঙ্গক্রমে এও জানতে পারলাম

www.dawateislami.net

যে, দরূদ ইব্রাহিম ছাড়া অন্যান্য দরূদ শরীফও পড়া যাবে। হ্যাঁ! এটা সঠিক যে, দরূদ ইব্রাহিম পাঠ করা উত্তম। যেমন, আমার আক্বা আলা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "সবচে উত্তম দরূদ শরীফ ঐটাই যা সকল আমল হতে উত্তম অর্থাৎ নামাযের জন্য নির্দ্দিষ্ট।" অতঃপর আরো বলেন: "উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, ওযুবস্থায়-ওযু বিহীন সর্বদা দরূদ শরীফ পড়তে থাকুন এবং এর জন্য উত্তম হচ্ছে, দরূদ শরীফের বিশেষ একটি পঙতিতে আবদ্ধ না থাকা বরং পর্যায়ক্রমে দরূদ শরীফের বিভিন্ন পঙতি দ্বারা অনুনয় করতে থাকুন যেন একনিষ্টতায় পার্থক্য না হয়।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/১৮৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুদের ভয়াবহতা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু হাফস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওস্তাদের পিতা বলেন: আমি এক ব্যক্তিকে হেরেম শরীফ, বায়তুল্লাহ্, আরাফা এবং মিনা সব জায়গায় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: সব জায়গার জন্য আলাদা আলাদা দোয়া রয়েছে আর তুমি কিনা শুধু **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করছো, এর কারণ কি? সে বললো: আমি আমার পিতার সাথে খোরাসান থেকে হজ্জ করতে বের হলাম, যখন আমরা কুফায় পৌঁছলাম তখন আমার পিতা কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং এই রোগেই মারা গেলেন। আমি তার মুখ ঢেকে দিলাম, কিছুক্ষন পর দেখলাম যে, তার মুখ গাধার মুখের মতো পরিবর্তন হয়ে গেলো, যখন আমি এই অবস্থা দেখলাম তখন খুবই মন খারাপ হলো এবং এই অবস্থায় আমার ঘুম এসে গেলো, দেখলাম যে একজন মানুষ আমার পিতার নিকট এসে উপস্থিত হলেন, তার চেহারা দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার কি এই কারণেই মন খারাপ?" অতঃপর বললেন: "তোমাকে অভিনন্দন! **আল্লাহ পাক** তোমার পিতার র্দূদশাকে দূর করে দিয়েছেন।" এ কথা শুনে আমি আমার পিতার চেহারা দেখলাম যে, তার

www.dawateislami.net

চেহারা চাঁদের ন্যায় উজ্জল হয়ে গেলো। আমি ঐ ব্যক্তিত্বকে জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি কে?" তিনি উত্তর দিলেন: "আমি তোমার **নবী মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।" এ কথা শুনে আমি পবিত্র পা মুবারক জড়িয়ে ধরে এর মূল ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমার পিতা সূদ খেতো এবং **আল্লাহ পাকের** আদেশ হলো, যে সূদ খাবে তার চেহারা মৃত্যুর সময় দুনিয়ায় অথবা আখিরাতে গাধার মতো বানিয়ে দেবেন। কিন্তু তোমার পিতার এই অভ্যাস ছিলো যে, ঘুমানোর পূর্বে প্রতি রাতে একশ বার আমার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করতো। যখন সে এইরূপ র্দূদশায় পতিত হলো তখন আমার উম্মতের আমল সমূহ আমার কাছে আনয়নকারী ফিরিশতা আমার কাছে আসলো এবং আমাকে তোমার পিতার অবস্থা সম্পর্কে বললো, আমি **আল্লাহ পাকের** কাছে তার জন্য সুপারিশ করলাম, তখন আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবূল হয়ে গেলো।" সেই ব্যক্তি বললো: অতঃপর আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম, পিতার চেহারা দেখলাম, আসলেই তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় চমকাচ্ছিলো। আমি **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। অতঃপর আমার পিতার কাফন-দাফন করে কিছুক্ষন কবরের পাশে বসে রইলাম। এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: 'তোমার পিতার প্রতি এই দয়া শুধুমাত্র **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার কারণেই করা হয়েছে।' এর পর আমি কসম করলাম যে, কোন অবস্থাতেই দরূদ ও সালাম বর্জন করবো না।

(আল কওলুল বদী, ৫ম অধ্যায়, ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবশ্যই আমাদের এই খেয়ালে থাকা উচিৎ নয় যে, যতই গুনাহ করার করে নাও, অথবা পুরো জীবন সূদের উপার্জন খেতে থাকো, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْن (সমস্ত জগতের জন্য রহমত স্বরূপ) **তাঁর** প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার কারণে মুক্তি পেয়ে যাবো এবং **আল্লাহ পাকের** ক্ষমা করে দিবেন।

www.dawateislami.net

নিঃসন্দেহে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছেন رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْن (সমস্ত জগতের জন্য রহমত স্বরূপ), شَفِيْعُ الْمُذْنِبِيْن (গুনাহগারদের পক্ষে সুপারিশকারী) কিন্তু **আল্লাহ পাক** আমাদের উপর কিছু আহকাম নাযিল করেছেন, যার অনুস্বরন করা আমাদের জন্য ফরয। সূদ অকাঠ্য হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এর হারাম হওয়াকে অস্বীকারকারী, কাফের এবং যে হারাম জেনেও এই রোগে আক্রান্ত, সে ফাসিক এবং সাক্ষ্য দানে অযোগ্য। (অর্থাৎ এর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না) (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১ম অংশ, পৃষ্ঠা ৭৬৮) আমরা কিভাবে জানবো যে **আল্লাহ পাকের** গযব কোন গুনাহের কারণে অবতীর্ণ হয়ে যায়, আমাদের প্রত্যেক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা দরকার। সূদের ব্যবসা এবং সূদের লেনদেনের কারনে যদি **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং আযাব এসে ,যায় তখন কি করবে ?

গর তু নারাজ হুয়া মেরী হালাকত হু গি হা'য় মে নারে জাহান্নাম জলুঙ্গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৯১)

সূদের ধ্বংসলীলা

হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়িদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'খাযায়িনুল ইরফান'** এ ৩নং পারার সুরা বাক্বারার ২৭৫ নং আয়াতের তাফসিরে সূদ হারাম হওয়া এবং সূদখোরদের শোচনীয় পরিণতির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন: "সূদকে হারাম করার মধ্যে বহুবিধ হিকমত রয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো: (১) সুদের মধ্যে যে বাড়তি গ্রহণ করা হয় তা ধন-সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্পদের একটি পরিমান-বিনিময় ব্যতিরেকেই নেয়া হয়। এটা সুস্পষ্ট অন্যায়ই। (২) সূদের প্রথা ব্যবসা-বানিজ্যকে বিনষ্ট করে। কারণ, সূদখোর বিনা প্ররিশ্রমে অর্থ লাভ করাকে, ব্যবসার বিভিন্ন কষ্ট ও ঝুঁকি নেয়া অপেক্ষা বহুগুণ সহজ মনে করে থাকে এবং ব্যবসা-বানিজ্যের হ্রাস মানুষের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। (৩) সুদ প্রচলনের কারণে পারস্পারিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ

www.dawateislami.net

যখন মানুষ সূদে অভ্যস্ত হয়, তখন সে কাউকেই 'কর্জে হাসান' (উত্তম ঋণ) দ্বারা সাহায্য করা পছন্দ করেনা। (৪) সূদের কারণে মানুষের স্বভাবে পশুত্ব অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি হয় এবং সূদখোর ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতার ধ্বংস ও অবনতি কামনা করতে থাকে। এছাড়াও সূদের মধ্যে আরো বড় বড় ক্ষতি রয়েছে এবং শরীয়াতের নিষিদ্ধকরণ স্বয়ং হিকমত সম্মতই। **মুসলিম শরীফের** হাদীসে বর্ণিত, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূদখোর, সূদের কার্যনির্বাহক, সূদের কাগজ পত্র লিখক এবং এর সাক্ষীগণের উপর লানত করেছেন আর ইরশাদ করেছেন: তারা সবাই গুনাহের মধ্যে সমান।

মনে রাখবেন! সূদের সম্পদ দুনিয়া ও আখিরাতে শুধুমাত্র ধ্বংসের কারণ এবং এর খাবার এমন যে, যেন নিজের মায়ের সাথে যেনা করা।

সূদের সত্তরটি স্তর

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষানীয় ইরশাদ হচ্ছে: "اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ بَابًا اَدْنَاهَا كَالَّذِيْ يَقَعُ عَلٰى اُمِّهٖ অর্থাৎ সূদের সত্তরটি স্তর রয়েছে, তার মধ্যে সর্বোনিম্ন স্তর হচ্ছে এমন, যেন কেউ নিজের মায়ের সাথে যেনা করে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩৯৪, হাদীস নং-৫৫২০)

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করার পর লিখেন: "তবে যে ব্যক্তির সূদের একটি পয়সাও নিতে মন চায়, আর যদি **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদও মানতে চায় তবে একবার জামার কলারে মুখ লুকিয়ে ভেবে নাও যে, এই পয়সা না পাওয়াটা গ্রহণযোগ্য নাকি নিজের মায়ের সাথে সত্তর সত্তরবার যেনা করা।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৭/৩০৭)

এই ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে অনেক লোক সূদের ব্যাপারে নানান কথা বলে এবং বিভিন্ন ভাবে সূদের ব্যাপারে রাস্তা বের করার চেষ্টা করে। কখনো কখনো বলে যে, সূদের এতই কঠিন রেওয়ায়াত এবং শাস্তির সতর্কতার হিকমত কি? কখনো বলে: "যদি সূদের ব্যবসা বন্ধ করে দিই তবে

www.dawateislami.net

আর্ন্তজাতিক বাজারে কিভাবে প্রতিযোগিতা করবো?” কখনো বলে: “অন্যান্য জাতী থেকে পেছনে পড়ে থাকবো এবং কখনো সূদের হার অত্যন্ত কম করে আড়াল থেকে মানুষদের উৎসাহিত করে, বিভিন্ন রকমের নিকৃষ্ট পথ খোলার চেষ্টা করে।” আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে** বলেন: কাফিররা আপত্তি করেছিলো: “اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا (নিশ্চয় বেচাকেনাও তো সূদেরই মতো।) তোমরা যে ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সূদকে হারাম বলো এর মধ্যে পার্থক্য কি? বিক্রয়ের মাঝেও তো লাভ গ্রহণ করা হয়!” এ আপত্তি উদ্ধৃত করার পর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** এই ফরমানটি উদ্ধৃত করেন: “وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (পারা-৩, সুরা বাকারা, আয়াত-২৭৫) অর্থাৎ আর **আল্লাহ** হালাল করেছেন বেচাকেনাকে এবং হারাম করেছেন সূদকে।” এবং অতঃপর বলেন: তুমি বলার কে? গোলম হয়ে আছো গোলামীতেই থাকো। আদেশ সবাইকে দেয়া হয়, হিকমত জানার জন্য সবাই নয়। আজকের দুনিয়ায় দেশ সমূহে কার এমন ক্ষমতা আছে, যে দেশীয় আইনের কোন অংশের উপর ছিদ্রান্বেষন করে, এটা অনর্থক, এটা কেন? এরূপ হবেনা, এরূপ হবে। যখন মিথ্যা, নশ্বর এবং রূপক বাদশাহর সামনে সামান্যতম প্রভাব চলে না, সেখানে মালিকুল মুলক, সত্যিকারের বাদশাহ, অনন্ত, অশেষ এর সামনে কেন এবং কি কারণে, এরূপ বলা কঠিন অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৭/৩৫৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে সূদের ধ্বংসলীলা থেকে বেঁচে, হালাল রিযিক উপার্জনের তৌফিক দান করুন এবং **আপনার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

বয়ান নম্বর ৩৬

সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য যথেষ্ট যে নূর

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মাওলায়ে কায়েনাত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতুলনীয় ইরশাদ হচ্ছে: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর একশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ نُوْرٌ যখন সে কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার সাথে এমন এক নূর থাকবে, لَوْ قُسِّمَ ذٰلِكَ النُّوْرُ بَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَوَسِعَهُمْ যদি সেই নূর সমস্ত সৃষ্টি জগতের মাঝে বন্টন করা হয় তবে তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪৯, হাদীস নং-১১৩৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ যে, আমরা অহেতুক আলোচনায় ব্যস্ত না হয়ে নিজের সম্পূর্ণ সময় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠে ব্যয় করা, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام রীতিনীতিও এরূপ ছিলো যে, তাঁরা এ মহান কাজের জন্য কিছু না কিছু সময় নির্দিষ্ট করে নিতেন, অতঃপর সফর হোক বা অবস্থান চাই যেমন কষ্ট হোক বা ব্যস্ততা হোক না কেন তাঁরা তাঁদের অভ্যাস কখনো ত্যাগ করতো না।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর এরূপ অভ্যাস ছিলো যে, ফযরের নামাযের পর এক পারা কোরআন তিলাওয়াত করতেন এবং এক অধ্যায় **দালাঈলুল খায়রাত শরীফ** পাঠ করতেন। এতে কখনো ব্যতিক্রম ঘটতো না এবং জুমার নামাযের পর কোন ব্যতিক্রম ছাড়া ১০০বার দরূদে রযবীয়া (অর্থাৎ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه)পাঠ করতেন। এমন কি

জুমার দিন সফরে থাকলেও যোহরের নামাযের পর দরূদে রযবীয়া কখনো ছাড়তেন না, চলন্ত ট্রেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ করতেন। ট্রেনের যাত্রীগণ এই পাগলপারা ভাবের জন্য আশ্চার্য হয়ে যেতেন, কিন্তু তারা কি জানে..

দিওয়ানে কো তাহকি'র ছে দিওয়ানা না কেহনা
দিওয়ানা বহুত সোচকে দিওয়ানা বনা হে

(তাযকিরায়ে সদরুশ শরীয়া, ৩৩ পৃষ্ঠা)

দরূদ শরীফ কি দাঁড়িয়ে পাঠ করা ওয়াজিব?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো মনে এই কুমন্ত্রণা আসতে পারে যে, শুধুমাত্র দরূদ ও সালাম পাঠ করে নিলেই **আল্লাহ্ পাকের** হুকুমের উপর আমল হয়ে যায় তবে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ করা আবশ্যক?

উত্তরঃ না! যেভাবে খুশি দরূদ শরীফ পাঠ করা যাবে, বসে পাঠ করুন বা দাঁড়িয়ে অথবা চলতে চলতে পাঠ করুন বা শুয়ে, কিন্তু শুয়ে পাঠ করার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন যেন পা ভাঁজ করা থাকে, তবে দাঁড়িয়ে হাত বেঁধে দরূদ শরীফ পাঠ করাতে সম্মানের দৃষ্টিকোণে বেশি উত্তম।

মনে রাখবেন! কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সম্মানে দাঁড়ানো সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজ, সুতরাং প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমূল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ স্বীয় কিতাব **'জা'আল হক'** এ লিখেন: "যখন কোন ধর্মীয় নেতা আসে তবে তাঁর সম্মানে দাঁড়ানো সুন্নাত, তেমনি ভাবে যখন ধর্মীয় নেতা সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে থাকা সুন্নাত এবং বসে থাকা বেআদবী। **মিশকাত শরীফে** রয়েছে, যখন সা'আদ ইবনে মুআয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মসজিদে নববী শরীফে উপস্থিত হলে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আনসারদের আদেশ দিলেন: "قُوۡمُوۡا اِلٰی سَیِّدِکُمۡ অর্থাৎ নিজেদের নেতার জন্য দাঁড়িয়ে যাও।" এই দাঁড়ানোটা সম্মানের ছিলো, না যে তাঁদের শুধুমাত্র অনুন্যপায় হয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। তাছাড়া ঘোড়া থেকে নামানোর জন্য দু-একজনই যথেষ্ট ছিলো (যদি সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়িয না হতো তবে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) সবাইকে কেন বললেন যে দাঁড়িয়ে যাও, তাছাড়া ঘোড়া

www.dawateislami.net

থেকে নামানোর জন্যে তো উপস্থিতি হতে কেউ চলে যেতো, বিশেষ করে আনসারদের কেন আদেশ করলেন? অতএব মনতে হবে যে, এই দাঁড়ানো সম্মানের জন্যই। **আশিয়াতুল লুম'আত** এ কিতাবুল আদব এর কিয়াম অধ্যায়ে এই হাদীসে পাক "قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ" এর উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ আলিমগণ ওলামায়ে সালেহিনদের সম্মানের প্রতি একমত। ইমাম নাওয়াবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "বুযুর্গদের আগমনে দাঁড়ানো মুস্তাহাব, এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে এবং এর নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কোন হাদীস নেই, এর উৎস থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, বসে আছে এমন ব্যক্তির কারো আগমনে সম্মানার্থ দাঁড়ানো মাকরূহ নয়। **ফতোওয়ায়ে আলমগীরী**র কিতাবুল কারাহাত এর মুলাকাত আল মুলুক অধ্যায়ে রয়েছে, " تَجُوْزُ الْخِدْمَةُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالٰى بِالْقِيَامِ وَاَخْذِ الْيَدَيْنِ وَالْاِنْحِنَاءِ **আল্লাহ পাক** ছাড়া অন্য কাউকে দাঁড়িয়ে সম্মান করা, নত হয়ে মুসাফাহা (করমর্দন) করা সব কিছু জায়িয।' এইখানে নত হওয়া দ্বারা রুকু থেকে কম নত হওয়া উদ্দেশ্য। রুকুর সমপরিমান নত হলে তা নাজায়িয।"

ফতোওয়ায়ে শামীর ১ম খন্ডের ইমামাত অধ্যায়ে রয়েছে, "যদি কোন ব্যক্তি মসজিদের প্রথম কাতারে জামাআতের অপেক্ষায় বসে আছে, এমন সময় কোন আলিম ব্যক্তি এসে গেলে তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং পিছনে চলে যাওয়া মুস্তাহাব, বরং তার জন্য প্রথম কাতারে নামায পড়ার চেয়ে এটা উত্তম।" এই সম্মান তো উম্মতের আলিমদের জন্য কিন্তু সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তো নামায পড়ানোবস্থায় যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উপস্থিত হতে দেখে নিজে মুক্তাদি হয়ে গেলেন এবং নামাযের মাঝামাঝি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম হয়ে গেলেন। (জা'আল হক, ২০৪-২০৫ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

سُبْحٰنَ الله! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আদব তো দেখুন যে, আমীরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দিকি আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ নামাযের অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিত হয়েছেন তখন

www.dawateislami.net

তাঁর সম্মানের উদ্দেশ্যে পিছনে এসে মুক্তাদি হয়ে গেলেন এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের ইমামতি করলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আমাদেরকে **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদার আদেশ দিয়েছেন। যেমন, ২৬ পারা, সূরা ফাতাহ এর ৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ

(পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত-৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো।

কিন্তু বর্তমান সময়ে শয়তান মানুষের মনে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান সম্পর্কে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা দিচ্ছে, অথচ, **আল্লাহ পাকের** এই ফরমানের উপর সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতগণের চেয়ে বেশি আমলকারী আর কে হতে পারে? এই পবিত্র আত্মাগণ তো সর্বদা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন, হালাল এবং হারাম সম্পর্কেও খুবই ভাল ভাবে জানতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেন তখন তাঁরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন।

মিশকাত শরীফে রয়েছে: যখন জান্নাতের সরদারনি হযরত সায়্যিদুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হতেন, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর হাত ধরতেন, এতে চুমু দিতেন এবং নিজের জায়গায় তাঁকে বসাতেন। এরূপ যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট যেতেন তখন তিনিও দাঁড়িয়ে যেতেন এবং হাত মুবারকে চুমু খেতেন আর নিজের স্থানে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বসিয়ে নিতেন।

(মিশকাত, কিতাবুল আদব, মুসাফাহা ও মুআনাকা অধ্যায়, ২/১৭১, হাদীস নং-৪৬৮৯)

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ **মিরকাত** এ রয়েছে, (এই রেওয়ায়াত দ্বারা) জানা গেলো যে, ওলামাদের সম্মানে দাঁড়ানো জায়িয।

মুলহাদোঁ ছে কিয়া মুরাওয়াত কি জিয়ে
দুশমনে আহমদ পে শিদ্দদ কি জিয়ে
উস বুড়ে মাযহাব পর লা'নত কি জিয়ে
শিরক ঠেহরে জিস মে তাযিমে হাবীব
ইশক কে বদলে আদাওয়াত কিজিয়ে
জালিমোঁ! মাহবুব কা হক থা এহি
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَنْ یُّعَظِّمْ شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿۳۲﴾
(পারা-১৭, সূরা হজ্জ, আয়াত-৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করে, তবে এটা হচ্ছে অন্তরগুলোর পরহেযগারীর লক্ষণ।

হযরত মুফতি জালালুদ্দীন আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বীয় কিতাব “**তাযীমে নবী**” এর ১৮ নং পৃষ্ঠায় এই আয়াতের সারর্মম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “যার অন্তরে তাকওয়া ও পরহেযগারী থাকবে সে شَعَائِرُ الله র সম্মান করবে এবং شَعَائِرُ الله এর অর্থ হচ্ছে **আল্লাহ পাকের** দ্বীনের নিদর্শনাবলী এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** নিদর্শন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্টতম একটি নিদর্শন, একারণে তিনি সকল নিদর্শন সমূহের মধ্যে বেশি সম্মানের অধিকারী এবং আয়াতে মুবারাকা দ্বারা এই বিষয়ে প্রকাশ্য ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের অস্বীকার করে, তাদের যদিওবা দেখতে ভাল মনে হয় কিন্তু তাদের অন্তর তাকওয়া ও পরহেযগারী শূন্য।”

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “সম্মানে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, বরং যেই যুগে এবং যেই স্থানে সম্মানের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে সেভাবে করা উচিৎ, যদি শরীয়াত একে হারাম না করে। যেমন, তাযিমি সিজদা ও রুকু। (**মুস্তাফা**র যিকিরে সম্মানার্থে দাঁড়ানো উত্তম, এই বিষয়ে বলেন:) আমাদের যুগে (সম্মানার্থে) রাজকীয় হুকুমাদিও দাঁড়িয়ে পাঠ করা হতো, সুতরাং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকিরও দাঁড়িয়ে করা উচিৎ। দেখুন “كُلُوْا وَاشْرَبُوْا” বাক্যে শর্তহীনভাবে খানা-পিনার অনুমতি রয়েছে

www.dawateislami.net

অর্থাৎ প্রত্যেক হালাল আহার্য্য গ্রহণ করো, তাই বিরানী, জরদা, কোরমা ইত্যাদি সবই রূকুনে ছালাছায় (অর্থাৎ সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে) থাকুক বা না থাকুক হালাল। এমনিভাবে "تُوَقِّرُوْهُ" শব্দেও নির্দেশ রয়েছে যে প্রত্যেক প্রকারের বৈধ (তাযিম) সম্মান করুন। যদিওবা তা রূকুনে ছালাছা (অর্থাৎ সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগ) থেকে প্রমাণিত হোক বা না হোক।

(জা'আল হক, ২০৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আলোচনা দ্বারা এই ষিয়টি পরিস্কার হয়ে গেলো যে, شَعَائِرُاللهِ (অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনাবলী)র সম্মান **আল্লাহ পাকের** আদেশক্রমে জায়িয এবং মুস্তাহাব আমল, আর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও **আল্লাহ পাকের** নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক মহান নিদর্শন, যখন شَعَائِرُاللهِ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** নিদর্শনাবলী)র সম্মানর করা জায়িয ও মুস্তাহাব তবে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান আরো উচ্চ স্তরের জায়িয। যখন **তাঁর** পবিত্র সত্তা সম্মানের উপযোগী হলো তখন **তাঁর** যিকির মুবারকও সম্মানিত হলো, এ কারনেই **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করা উত্তম।

রিফআতে যিকির হে তেরা হিচ্চা দুনো আ'লম মে হে তেরা চর্চা
মরগে ফেরদৌস পস আয হামদে খোদা তেরি হি মদহে ও সানা করতে হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে, তাছাড়া নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়তে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। জানি না কখন কার উপর দয়া হয়ে যায় এবং তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যায়! আপনাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি মাদানী বাহার তুলে ধরছি।

দরূদ শরীফের বরকতে হুযুরের দীদার

হিন্দুস্থান (ভারত) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারর্মম হচ্ছে, সৌভাগ্রক্রমে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ পেয়েছি এবং দয়ার উপর আরো দয়া হলো যে, এই মাদানী পরিবেশে সুন্নাতকে পূনরোজ্জীবিত করার উৎসাহ সহকারে সফরকারী মাদানী কাফেলায় যেমন আমি ফরয জ্ঞান অর্জন করেছি তেমনি **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা নসীব হয়েছে, এবং আমি মাথায় সুন্নাত অনুযায়ী চুল আর সবুজ পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিয়েছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার এবং আমার বাচ্চার মায়ের দরূদ শরীফের এতোই ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমরা অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। দরূদ শরীফের ফয়যানে এক রাতে আমাদের ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো এবং আমাদের দু'জনেরই স্বপ্নে **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হয়ে গেলো।

না ছুটে কাভি ভি খোদা মাদানী মাহোল | তেরা শুকর মওলা দিয়া মাদানী মাহোল
না দুশমন সাকেগা ছুড়া মাদানী মাহোল | খোদা কে করম সে খোদা কি আতা সে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **আপনার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান পূর্বক **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৩৭

তিনজন হতভাগা

হযরত সায়্যিদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: " مَنۡ اَدۡرَكَ شَهۡرَ رَمَضَانَ وَلَمۡ يَصُمۡهُ فَقَدۡ شَقِیَ যে ব্যক্তি রমযান মাস পেয়েছে আর সেটার রোযা রাখেনি, সেই ব্যক্তি হতভাগা, وَمَنۡ اَدۡرَكَ وَالِدَيۡهِ اَوۡ اَحَدَهُمَا فَلَمۡ يَبِرَّهُ فَقَدۡ شَقِیَ যে ব্যক্তি আপন মাতাপিতাকে কিংবা উভয়ের একজনকে পেয়েছে, কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেনি, সেও হতভাগা, وَمَنۡ ذُكِرۡتُ عِنۡدَهُ فَلَمۡ يُصَلِّ عَلَیَّ فَقَدۡ شَقِیَ আর যার নিকট আমার আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করেনি, সেও হতভাগা।" **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/৩৪০, হাদীস নং-৪৭৭৩)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে বড়ই হতভাগা সেই ব্যক্তি, যার সামনে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হলো এবং সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না আর এর বরকত অর্জন থেকে বঞ্চিত রইলো। যখন দরূদ শরীফ পাঠকারী এতোই সৌভাগ্যবান যে, তার উপর **আল্লাহ পাকের** অশেষ রহমতের বর্ষণ হতে থাকে।

মুনাফেকী এবং দোযখ থেকে মুক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সাখাবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه উদ্ধৃত করেন: **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ صَلّٰى عَلَیَّ صَلَاةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ عَشۡرًا যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাক প্রেরণ করলো, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন,

www.dawateislami.net

وَمَنۡ صَلّٰى عَلَيَّ عَشۡرًا صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ مِائَةً এবং যে আমার প্রতি দশ বার দরূদ পাক প্রেরণ করলো, **আল্লাহ পাক** তার উপর একশটি রহমত অবতীর্ণ করেন, وَمَنۡ صَلّٰى عَلَيَّ مِائَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بَيۡنَ عَيۡنَيۡهِ بَرَائَةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَائَةً مِّنَ النَّارِ এবং যে আমার প্রতি একশবার দরূদ পাক প্রেরণ করলো, **আল্লাহ পাক** তার দুচোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই বান্দা অবাধ্যতা এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্ত, وَاَسۡكَنَهُ اللهُ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ এবং কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।”

(আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দুরূদ
গর ছে হে বে হদ কুচুর তুম হো আ'ফু ও গাফুর!
কোন কারে ইয়ে ভালা তুম পে করোড়ো দুরূদ
আপনে খতা ওয়ারোঁ কো আপনে হি দামান মে লো

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ الله! দেখলেন তো আপনারা! দরূদ শরীফ পাঠকারীরা **আল্লাহ পাকের** অশেষ রহমতের ভাগিদার হয়ে যায়। আমাদেরও উচিৎ, নিজের অন্তরে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বকে বাড়াতে, সীনায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসক্তির প্রদিপ জ্বালাতে, নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়তে এবং অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে তবলীগ কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করা, اِنۡ شَآءَ الله এর বরকতে না শুধু আমাদের বিশ্বাস ও আমল সঠিক হবে বরং দুনিয়া ও আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যাবে। সুতরাং উৎসাহ প্রদানার্থে একটি মাদানী বাহার পেশ করছি।

বদ আক্বীদা হতে তাওবা

হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারর্মম হচ্ছে: দূর্ভাগ্যক্রমে আমার বদ আক্বীদা পোষণকারীদের সঙ্গ

www.dawateislami.net

নসীব হয়ে গেলো, সেই মন্দ সঙ্গের কারণে আমার মন-মানষিকতাও মন্দ হয়ে গিয়েছিলো এবং আমি তিন বৎসর যাবত ফাতেহা শরীফ ও মীলাদ শরীফ ইত্যাদির জন্য ঘরে আপত্তি করতেই রইলাম, পূর্বে আমার দরূদ শরীফের প্রতি অনেক আকর্ষণ ছিলো, কিন্তু খারাপ সংস্পর্শের কারণে দরূদ শরীফ পড়ার উৎসাহ একেবারেই হারিয়ে ফেললাম। ঘটনাক্রমে একবার আমি দরূদ শরীফের ফযীলত পাঠ করলে সেই উৎসাহ আবার উতলে উঠলো এবং আমি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার রুঠিন বানিয়ে নিলাম। একবার আমি দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার স্বপ্নে সবুজ গুম্বদের দীদার হয়ে গেলো এবং অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله বের হয়ে গেলো। সকালে যখন উঠলাম তখন আমার মনের মধ্যে উলট-পালট হয়ে গেলো, আমি এই ভাবনায় পড়ে গেলাম যে, তাহলে সঠিক পথ কোনটি? ঘটনাচক্রে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলা আমাদের বাড়ির পাশের মসজিদে এলো, কেউ আমাকে মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত দিলো, আমি যেহেতু বিভ্রান্ত (Confused) ছিলাম তাই সঠিক পথ খোঁজার নিমিত্তে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। আমি সাদা পাগড়ী পরিহিত ছিলাম কিন্তু সবুজ পাগড়ী পরিহিত মাদানী কাফেলা ওয়ালারা সফরের সময় আমার বিষয়ে না কোন সামালোচনা করলো, না কোন বিদ্রুপ করলো। বরং অপরিচিত হওয়াকে উপলব্ধি করতে দিলো। আমীরে কাফেলা ইসলামী ভাই মাদানী ইনআমাতের পরিচয় তুলে ধরলো এবং এ অনুযায়ী চলার পরামর্শ দিলো। আমি মাদানী ইনআমাত মনোযোগ সহকারে পাঠ করলাম, আমি হতচকিত হয়ে গেলাম যে, আমি এতো সুন্দর শিক্ষার মাদানী ফুল জীবনে প্রথমবার পড়লাম। আশিকানে রাসূলের সঙ্গ এবং মাদানী ইনআমাতের বরকতে আমার প্রতি **আল্লাহ পাকের** দয়া হয়ে গেলো। আমি মাদানী কাফেলার সকল মুসাফিরদের একত্র করে ঘোষনা করলাম যে, কাল পর্যন্ত আমি বদ আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলাম, আপনারা সকলে সাক্ষী হয়ে যান, আজ থেকে আমি তাওবা করছি এবং **দা'ওয়াতে**

www.dawateislami.net

ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকার নিয়্যত করছি। ইসলামী ভাইয়েরা খুবই খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করলো। দ্বিতীয় দিন ৩০ টাকার মিঠাই (এক ধরণের বেসন দিয়ে বানানো মিঠাই যা ছোট ছোট মুক্তার মতো করে বানানো হয়) আনিয়ে আমি হুযুরে বাগদাদ গাউছে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফাতেহা করলাম এবং আমার নিজের হাতে বন্টন করলাম। আমি ৩৫ বৎসর যাবৎ শ্বাস কষ্টে ভুগছিলাম, কোন রাত কষ্ট ছাড়া অতিবাহিত হতো না, তাছাড়া আমার ডান পাশের চোয়ালে ব্যথা ছিলো যার কারণে ঠিকভাবে খাবারও খেতে পারতাম না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলার বরকতে সফররত অবস্থায় আমার কোন শ্বাস কষ্ট হয়নি এবং আমি ডান পাশের চোয়ালে কোন রূপ ব্যথা ছাড়াই খাবার খাচ্ছিলাম। আমার অন্তরে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আহলে সুন্নাতের আক্বীদাই হলো হক এবং আমার সু-ধারণা যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে মাকবুল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আশিকানে রাসূলের সুন্নাতে ভরা মাদানী কাফেলায় সফরের কেমন বরকত, বরং সত্যি তো এটাই যে, ঐ ইসলামী ভাইয়ের অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশও পেলো এবং এতে হেদায়তের রাস্তাও খুললো। এই ইসলামী ভাই বদ মাযহাবীদের সংস্পর্শের কারণে সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়েছিলো। আমাদের সকলের উচিৎ যে, খারাপ সঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকা এবং আশিকানে রাসূলের সঙ্গ গ্রহণ করা। কেননা সঙ্গ অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে, ভাল সঙ্গ ভাল প্রভাব এবং খারাপ সঙ্গ খারাপ প্রভাব বিস্তার করে।

صُحبتِ صالح ترا صالح کُنَد صُحبتِ طالح ترا طالح کُنَد

(অর্থাৎ উত্তম সঙ্গ তোমাকে উত্তম বানিয়ে দেবে এবং মন্দ সঙ্গ তোমাকে মন্দ বানিয়ে দেবে)

www.dawateislami.net

সৎ সঙ্গ সম্পর্কে মুস্তফা ﷺ এর বাণী

সৎ সঙ্গ সম্পর্কে তিনটি হাদীস শরীফ শ্রবন করুন এবং ভাল পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান!

(১) উত্তম বন্ধু সেই, যখন তুমি **আল্লাহ তাআলা**কে স্বরণ করবে সে তোমাকে সাহায্য করবে এবং যখন তুমি ভুলে যাবে তখন সে তোমাকে স্বরণ করিয়ে দিবে। (জামেউস সগীর, ২য় অংশ, ২৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯৯৯)

(২) উত্তম সাথী সেই, যাকে দেখলে তোমার **আল্লাহ পাকের** স্বরণ এসে যায় এবং যার আমল তোমায় আখিরাতের স্বরণ করিয়ে দেয়।

(প্রাগুক্ত, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬৩)

(৩) আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ عَنْہُ বলেন: এমন বিষয়ে জড়িয়ো না, যা তোমার জন্য উপকারী নয় এবং শত্রু থেকে পৃথক থেকো আর বন্ধু হতে বাঁচতে থাকো যদি সে আমানতদার হয় যে, আমানতদারের সমকক্ষ কেউ নয় এবং আমানতদার সেই যে **আল্লাহ তাআলা**কে ভয় করে, এবং দুশ্চরিত্রের সাথে থেকো না কেননা সে তোমাকে নাফরমানী শেখাবে এবং তার সামনে গোপন কথা বলিও না এবং নিজের কাজে ঐ লোকের পরামর্শ নাও যে **আল্লাহ তাআলা**কে ভয় করে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সাহবাতি, ৯ম অংশ, ৫/৭৫, হাদীস নং-২৫৫৬৫)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ স্বীয় কিতাব "**গীবতের ধ্বংসলীলা**"য় বদ মাযহাবীদের সঙ্গ থেকে সর্তক করে বলেন: বদ মাযহাবীদের সঙ্গ ঈমানের জন্য হত্যাকারী বিষের মতো। এদের সাথে বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে হাদীসে মুবারাকায় নিষেধ করা হয়েছে। যেমনটি **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক ইরশাদ হচ্ছে: "যে কোন বদ মাযহাবীকে সালাম করলো বা তার সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাক্ষাৎ

www.dawateislami.net

করলো বা এমন বাক্য দ্বারা তাকে ডাকা হলো যাতে তার অন্তর খুশি হয়, তবে সে ঐ জিনিসকে হেয় করলো যা **আল্লাহ পাক মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অবতীর্ণ করেছেন।” (তারিখে বাগদাদ, আব্দুর রহমান বিন নাফেয়ে, ১০/২৬২, হাদীস নং-৫৩৭৮)

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনোমুগ্ধকর ইরশাদ হচ্ছে: “যে ব্যক্তি বদ মাযহাবীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করলো, সে দ্বীনকে ধ্বংসের কাজে সাহায্য করলো।” (মু'জামুল আওসাত, মিন ইসমুহু মুগাম্মদ, ৫/১১৮, হাদীস নং-৬৭৭২)

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের** ২১তম খন্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠায় বলেন: “সুন্নিদের অন্য মাযহাবীদের সাথে মেলামেশা করা নাজায়িয, বিশেষ করে তারা, বদ মাযহাব অফিসার এবং সুন্নি কর্মচারী। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۸﴾

(পারা-৭, সূরা আনআম, আয়াত-৬৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দেবে, অতঃপর স্মরণে আসতেই যালিমদের নিকটে বসোনা!

বদ মাযহাবীদের সাথে মেলামেশা করা নিষেধ

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ইরশাদ হচ্ছে: “তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা তোমাদের থেকে দূরে থাকবে, যেন তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং বিভ্রান্তিতে পতিত না করে।” (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭)

বদ মাযহাবী থেকে দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষা নেওয়া থেকে বারণ করতে গিয়ে আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বদ মাযহাবী

www.dawateislami.net

নারী (বা পুরুষ) এর সঙ্গ হচ্ছে আগুন, কতযে জ্ঞানী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মাযহাব এই কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। ইমরান বিন হাত্তান রাকাশীর কাহিনী প্রসিদ্ধ যে, সে তাবেঈনের যুগে এক বড় মুহাদ্দিস ছিলো, খারেজি (ওহাবী) সম্প্রদায়ের মহিলার (কে বিয়ে করে তার) সংস্পর্শে থেকে (**আল্লাহ পাকের** পানাহ!) নিজেও খারেজি (ওহাবী) হয়ে গিয়েছিলো অথচ সে দাবী করেছিলো যে, (বিয়ে করে) তাকে সুন্নি বানাতে চায়। (এখানে ঐ অজ্ঞ লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা কুধারণা বশতঃ নিজেকে অনেক বড় "পাকা সুন্নি" মনে করে এবং বলতে শুনা যায় যে, আমাদেরকে নিজের মসলক থেকে কেউ সরাতে পারবে না, আমরা অনেক দৃঢ়!) আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আরো বলেন: যখন সংস্পর্শের এই অবস্থা (যে এতো বড় মুহাদ্দিস পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো) তবে (বদ মাযহাবীকে) শিক্ষক বানানো কিরূপ জঘন্য হতে পারে, কেননা শিক্ষকের প্রভাব অনেক বেশি এবং দ্রুত কাজ করে। বদ মাযহাব মহিলা (বা পুরুষ) দেরকে শিষ্য হিসাবে তাদের সন্তানই দেবে, যারা নিজেরা দ্বীনের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না এবং নিজের সন্তানদের বদ-দ্বীন হয়ে যাওয়াতে কোন পরওয়া করে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের খারাপ সঙ্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন ও মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করুন এবং **আপনার হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৩৮

হুযুরের যিয়ারতের ওযীফা

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: "যে মুমিন জুমার রাতে দু'রাকাআত নামায এই ভাবে পড়ে যে, প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর ২৫ বার "قُلۡ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ" পড়বে, অতঃপর এই দরূদ শরীফ "صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّدِ النَّبِیِّ الۡاُمِّیِّ" এক হাজার বার পড়বে তবে পরবর্তী জুমার পূর্বে স্বপ্নে আমার যিয়ারত করবে এবং যে আমার যিয়ারত করলো **আল্লাহ পাক** তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (আল কওলুল বদী, ৩য় অধ্যায়, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

উল্লেখিত দরূদ শরীফের ফযীলতে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ উদ্ধৃত করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন এক হাজারবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে যিয়ারত করবে, অথবা জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে, যদি প্রথমবার উদ্দেশ্য সফল না হয় তবে দ্বিতীয় জুমার দিনও তা পাঠ করে নিন, اِنۡ شَآءَ الله পাঁচ জুমার মধ্যে তার **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হয়ে যাবে।" (তারীখে মদীনা, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজ হলো **দীদারে কিবরীয়া (আল্লাহ পাকের** দীদার) এবং একজন আশিকে রাসূলের মেরাজ হলো **দীদারে মুস্তফা**। এমন কোন দূর্ভাগা আছে, যার অন্তরে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের আকাঙ্ক্ষা নেই, নিঃসন্দেহে সকল আশিকে রাসূলের এটিই আশা যে, আমার **দীদারে মুস্তফা** নসীব হয়ে যাক।

www.dawateislami.net

কুচ এ্যয়চা করদে মেরে কিরদিগার আঁখো মে
হামেশা নকশ রাহে রু'য়ে ইয়ার আঁখো মে
উনহে না দেখা তো কিচ কাম কি হে ইয়ে আঁখে
কেহ্ দেখনে কি হে সারি বাহার, আঁখো মে

(সামানে বখশীশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল মাওয়াহিব শাযলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যে ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করতে চায়, তার উচিৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির অধিকহারে করা এবং সৈয়দ বংশীয় ও আউলিয়াদের সাথে ভালবাসা রাখা, অন্যতায় স্বপ্নে (যিয়ারত) এর দরজা এতে বন্ধ, কেননা এই মহাত্মাগণ সকল মানুষের সরদার, তারা যার উপর অসন্তুষ্ট হয় **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।" (আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সা'দাত, ১২৭ পৃষ্ঠা)

যদি আমরাও **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি চাই আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষী হই, তবে দরূদ শরীফকে নিজের সকল-সন্ধ্যার ওযীফা বানিয়ে নিতে হবে, সত্যিকার ভালবাসা সহকারে এতে মগ্ন থাকলেই اِنْ شَآءَ الله এক দিন না এক দিন অবশ্যই আমাদের উপর দয়া হবে এবং আমাদেরও যিয়ারত নসীব হয়ে যাবে।

আমার আক্বায়ে নেয়ামত, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিভিন্ন সময়ে পাঠকরার ওযীফা এবং দোয়ার সমাহার **"আল ওয়াযিফাতুল কারিমাহ্"**য় যিয়ারতে **মুস্তফা** অর্জনের জন্য দরূদ শরীফের কিছু নিদ্দিষ্ট বাক্যের আলোচনা করার পর লিখেন: (দরূদ শরীফ) শুধুমাত্র **হুযুরের** শানের সম্মানে পড়ুন, এই নিয়্যতকেও (অন্তরে) স্থান দিবেন না যে, আমার যিয়ারত হোক, নিশ্চয় **তাঁর** দয়া অসীম। মুখ মদীনা শরীফের দিকে এবং অন্তর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে, হাত বেঁধে আর এরূপ মনে করুন যে, রওযা শরীফের সামনে উপস্থিত এবং বিশ্বাস

www.dawateislami.net

রাখুন যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখছেন, আমার আওয়াজ শুনছেন, আমার অন্তরের ভয় সম্পর্কে অবহিত। (আল ওযীফাতুল কারিমাহ্, ২৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ শরীফের বরকতে অনেক আশিকানে রাসূলকে স্বপ্নে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের দীদার দ্বারা ধন্য করেন, কিন্তু কিছু এমনও আশিকে রাসূল আছে, যাদের অশেষ ভালবাসা দেখে রহমতের সাগরে জোয়ার এসে যায় এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রওযা মুবারক থেকে বাইরে এসে ঐ সকল সৌভাগ্যবানদেরকে জাগ্রতবস্থায় দীদারের সুধা পান করিয়ে থাকেন।

আলা হযরতের দীদারের আকাঙ্ক্ষা

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন দ্বিতীয়বার যিয়ারতে নববীর জন্য মদীনা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এ উপস্থিত হলেন, দীদার লাভের আশায় রওজা মুবারকের সামনে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকেন। বিশ্বাস ছিলো যে, নিশ্চয় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, এবং সামনাসামনি যিয়ারত দ্বারা ধন্য করবেন। কিন্তু প্রথম রাতে এরূপ হলো না, তাই কিছুটা বিষন্ন হয়ে একটি গজল লিখেন; যার প্রথম চরণটি হলো:

ওহ চুয়ে লা'লা যার ফিরতে হে,
তেরে দিন এ বাহার ফিরতে হে
(হাদায়িকে বখশীশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

কবিতার শেষ চরণে নিজের দিকে ইঙ্গিত করেন, বলেন:

কোয়ী কিউ পুছে তেরী বাত রযা,
তুজ ছে শায়দা হাজার ফিরতে হে
(হাদায়িকে বখশীশ, ১০০ পৃষ্ঠা)

এ কালাম রওযা শরীফের সামনে আরজ করার পর আদবের সাথে বসে রইলেন, শেষ পর্যন্ত **রাহাতুল আশিকীন, মুরাদুল মুশতাকীন, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের আশিকের অবস্থার প্রতি বিশেষ দয়া করলেন,

অপেক্ষার পালা শেষ হলো এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে জেগে উঠলো......আত্মার পর্দা উঠে গেলো। সৌভাগ্যবান প্রেমিক জাগ্রত অবস্থায় আপন **মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের কপালের চোখে দীদার লাভ করলেন।

(হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৯২)

আব কাহা জায়েগা নকশা তেরা মেরা দিল সে
তাহ' মে রাখা হে ইসে দিল নে গুমানে না দিয়া

(সামানে বখশীশ, ৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের জন্য যতগুলো দরূদ শরীফের বাক্য (সীগা) রয়েছে, তার মধ্যে যেটির উপর ইচ্ছা আমল করুন, কিন্তু এই নিয়্যতে পড়া যে, আমি দরূদ শরীফ পড়লে তবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে আসবেন, এরূপ উচিৎ নয়। উত্তম হচ্ছে, এই বিশেষ আমলকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে করা, আর **তাঁর** দয়ার কোন সীমা নেই, যদি তিনি চান দীদারের সূধা নিশ্চয় পান করাবেন।

যদিওবা যিয়ারত হতে দেরীও হয়ে যায় বা কারো হচ্ছেই না তবুও হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং এই আশা ও ভালবাসা সহকারে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে দরূদ ও সালামের পুষ্পধারা উৎসর্গ করতে থাকা উচিৎ, বিলম্ব হওয়াতেও কোন হিকমত লুকায়িত থাকে। বিলম্বের কারণে হতাশ হয়ে যাওয়া ইসলামী ভাইয়েরা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি ক্রমাগত চৌদ্দ (১৪) বৎসর যাবৎ হজ্ব এর মহান সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য হচ্ছিলাম এবং প্রতি বছরই এক দরবেশকে সম্মানিত কাবা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর দরজা আঁকড়ে ধরা অবস্থায় দেখতাম। যখন তিনি "لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْك" বলতো তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনা যেতো "لَا لَبَّيْك"। আমি চৌদ্দতম (১৪)

বছরে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে দরবেশ! তুমি বধির তো নও? সে উত্তর দিলো: আমি সব কিছুই শুনছি। আমি বললাম: তবে এমন কষ্ট করছো কেন? সে বললো: জনাব! আমি হলফ করে বলতে পারি যে, যদি চৌদ্দ বছর কেন, আমার বয়স যদি চৌদ্দ হাজার বছরও হয় এবং বছরে একবার নয় প্রতি দিন প্রতিবারই যদি এই উত্তর "لَا لَبَّيْك" শ্রবণ করি তবুও এই দরজা হতে মাথা উঠাবো না। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, আমরা কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলাম হঠাৎ এমন সময় আসমান হতে একটি কাগজ ঐ ব্যক্তির বুকে এসে পড়লো। সে কাগজটি আমার দিকে বাড়ালো, আমি পড়লাম, এতে লিখা ছিলো: "হে মালিক (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)! তুমি আমার বান্দাকে আমার থেকে পৃথক করে দিচ্ছো? আমি তার চৌদ্দ বছরের হজ্ব কবুল করিনি এমন নয়, বরং এই সময়ে আসা সকল হাজিদের হজ্বও তার ডাকার বরকতে কবুল করেছি যেন কেউ আমার দরবার থেকে বঞ্চিত না ফিরে।"

(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা মক্কা মদীনার যিয়ারত সহ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

জলওয়া ইয়ার ইধার ভি কোয়ি পে'রা তেরা
হাসরত আট পেহের তাকতি হে রাস্তা তেরা

(যওকে নাত, ১৫ পৃষ্ঠা)

ইলাহী মুনতাযির হোঁ ওহ খারামে নায ফরমায়েঁ
বিছা রাখা হে ফরশ আঁখো নে কমখোয়াবে বাচারত কা

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমরা বুঝবো কিভাবে যে আমরা স্বপ্নে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই যিয়ারত লাভ করেছি। এর উত্তর হলো: স্বপ্নে দেখে বুঝার তিনটি উপায় রয়েছে। (১) যে ব্যক্তিত্বকে আপনি স্বপ্নে যিয়ারত করছেন, **তাঁর** সম্পর্কে আপনার অন্তরেই ইলকা (**আল্লাহর** পক্ষ থেকে অন্তরে প্রেরিত ভাব) হয় যে, ইনিই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (২) অন্য কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় যে, ইনি **মাদানী আক্বা**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (৩) স্বয়ং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে দেন।

মনে রাখবেন! যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখলো, সে **তাঁরই** যিয়ারত করলো, কেননা! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আকৃতি মুবারকে শয়তান আসতে পারে না।

হুযুরে পাক, সাহেবে লাওলাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিময় ইরশাদ হচ্ছে: "مَنْ رَاٰنِیْ فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِی فَاِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَمَثَّلُ فِیْ صُوْرَتِیْ অর্থাৎ যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারেনা।" (বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১৫৪, হাদীস নং- ৬১৯৭)

অপর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: " مَنْ رَاٰنِیْ فِی الْمَنَامِ فَسَیَرَانِیْ فِی الْیَقْظَةِ অর্থাৎ যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো, তবে অতি শীঘ্রই সে আমাকে জাগ্রতাবস্থায়ও দেখবে।" (বুখারী, কিতাবুত তা'বীর, ৪/৪০৬, হাদীস নং-৬৯৯৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দীদারের কিছু প্রকার রয়েছে, প্রত্যেক যিয়ারতকারী নিজ নিজ ঈমানী অবস্থা অনুযায়ী যিয়ারত করে, হযরত সায়িদি শায়খ মুহাম্মদ ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **তাফসিরে রুহুল বায়ানে** সূরা আন নাজম এর তাফসিরে বর্ণনা করেন: "যে ব্যক্তি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে যিয়ারত করলো এবং এতে কোন অপছন্দনীয় বিষয় ছিলো না (অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট ছিলো না) তবে সে সর্বদা উত্তম অবস্থায় থাকবে। যদি কোন বিরাণভুমিতে যিয়ারত করে, তবে সেই বিরাণভুমি শষ্য শ্যামল হয়ে যাবে। যদি অত্যাচারিত গোত্রের এলাকায় দেখে, তবে সেই অত্যাচারিতদের সাহায্য করা হবে। যদি বিষন্ন ব্যক্তি যিয়ারত করে, তবে তার বিষন্নতা কেটে যাবে, যদি অধিনস্ত থাকে, তবে তাকে সাহায্য করা হবে, যদি হারানো অবস্থায় থাকে, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে সহি-সালামত ঘরে ফিরিয়ে দেবে, যদি অসুস্থ থাকে, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে আরোগ্য দান করবে।

(রুহুল বায়ান, পারা-২৭, সূরা আন নাজম,১৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/২৩০)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং এর বরকতে আমাদের **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য করুন।

তু হি বান্দো পে করতা হে লুতফ ও আ'তা, হে তুঝি পে ভরোসা তুঝি সে দোয়া
মুঝে জলওয়ায়ে পাকে রাসূল দেখা, তুঝে আপনে হি ইজ্জু ও উলা কি কসম

(হাদায়িকে বখশীশ, ৮১ পৃষ্ঠা)

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

৫টি মাদানী ফুল

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর বাণী হচ্ছে: পাঁচটি অভ্যাস এমন রয়েছে, কেউ যদি এগুলোকে গ্রহণ করে তাহলে দুনিয়া আখিরাতে সৌভাগ্যশালী হয়ে যাবে। (১) সময়ে সময়ে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলতে থাকুন। (২) যখন কোন বিপদে পড়বে (যেমন; রোগ হলে বা ক্ষতি হয়ে গেলে বা বিপদের সংবাদ শুনবে) তখন اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْن এবং لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পাঠ করুন। (৩) যখনই কোন নেয়ামত লাভ হয় তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن বলুন। (৪) যখন কোন (বৈধ) কাজ শুরু করেন তখন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ুন এবং (৫) যখন গুনাহ করে ফেলেন তখন এভাবে বলুন: اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ (অর্থাৎ- আমি মহান **আল্লাহর** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তার কাছে তাওবা করছি।

(আল মুনাব্বিহাতু লিল আসকালানী, ৫৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৩৯

প্রেমিকের দরূদ আমি স্বয়ং শ্রবণ করি

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَسْمَعُ صَلٰوةَ اَهْلِ مَحَبَّتِىْ وَاَعْرِفُهُمْ অর্থাৎ ভালবাসা পোষণকারীদের দরূদ আমি স্বয়ং শ্রবণ করি এবং তাদের পরিচয় জানি, وَتُعْرَضُ عَلَىَّ صَلٰوةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا মূলতঃ অন্যান্যদের দরূদ আমার প্রতি পৌঁছানো হয়।" (মাতালিউল মাসার্‌রাত শরহে দালাঈলুল খায়রাত, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ **আক্বায়ে দো'জাহান, রহমতে আলামিয়ান হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তার প্রতি অশেষ দরূদ ও লাখো সালাম পাঠ করা, নিঃসন্দেহে সত্য অন্তর ও একনিষ্ঠতা সহকারে পাঠকৃত দরূদ শরীফ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু শ্রবণ করেন না বরং নিজের সেই সত্যিকার আশিকদের সালামের উত্তরও প্রদান করেন।

পবিত্র রওযা শরীফ থেকে সালামের উত্তর

হযরত শায়খ আবু নাসের আব্দুল ওয়াহেদ ছুফি গরখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি হজ্জের আনুষাঙ্গিকতা শেষ করার পর মদীনা মনওয়ারায় রওযা শরীফে উপস্থিত হলাম, হুজরা শরীফের পাশে বসে ছিলাম, এমন সময় হযরত শায়খ আবু বকর দিয়ার বিকরী সেখানে উপস্থিত হলেন এবং (**হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে আরয করলেন: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله" তখন আমি এবং উপস্থিতবর্গরা সকলে শুনলামে যে, রওযা শরীফের ভিতর থেকে আওয়াজ আসলো: "وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا اَبَابَكْرٍ; হে আবু বকর! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

(আল হা'ফী লিল ফাতাওয়া, কিতাবুল বা'আস, ২/৩১৪)

www.dawateislami.net

ওহ্ সালামত রাহা কিয়ামত মে
পড় লিয়ে দিল সে জিস নে চার সালাম।
উস জাওয়াবে সালাম কে সদকে
তা কিয়ামত হোঁ বে শুমার সালাম। (যওকে নাত, ১১৯ পৃষ্ঠা)

বরং অনেক সৌভাগ্যবানের উপর তো এমন বিশেষ দয়া করেন যে, তাদের জাগ্রতবস্থায় হস্ত চুম্বনেরও মর্যাদা দান করে দেন। যেমনটি আল্লামা শাহাবুদ্দিন খাফাজি মিসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ স্বীয় কিতাব **'নসিমুর রিয়ায ফি শেফায়িল কাযী আয়ায'**এ বলেন: "হযরত শায়খ আহমদ রেফায়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অভ্যাস ছিলো যে, তিনি প্রতি বছর হাজীদের মারফত দরবারে রিসালত صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ নিজের সালাম পৌঁছাতেন। কিন্তু যখন স্বয়ং মদীনায়ে তায়িবা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا এ উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হলো, তখন রওয়ায়ে আনওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কবিতার ছন্দ পেশ করলেন। তিনি বলেন:

فِیۡ حَالَةِ الۡبُعۡدِ رُوۡحِیۡ کُنۡتُ اُرۡسِلُهَا   تُقَبِّلُ الۡاَرۡضَ عَنِّیۡ فَهِیَ نَائِبَتِیۡ

অনুবাদ: দূরে থাকাবস্থায় আমি আমার নিজের আত্মাকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠাতাম যেন সে আমার পক্ষ থেকে এই পবিত্র ভূমিকে চুমু দেয়।

وَهٰذِهٖ نَوۡبَةُ الۡاَشۡبَاحِ قَدۡ حَضَرَتۡ   فَامۡدُدۡ یَدَیۡكَ لِکَیۡ تَحۡظٰی بِهَا شَفَتِیۡ

অনুবাদ: এবং এবার শরীরে পালা, সে যে দরবারে উপস্থিত। হে **রাসূল** আপনার হাত মুবারক বাড়িয়ে দিন, যেন আমার ঠোঁঠের সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়।

প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, রওযায়ে আনওয়ার হতে হাত মুবারক বের হয়ে আসলো এবং শায়খ আহমদ রেফায়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এতে চুম্বন করেন।

(নসিমুর রিয়ায, ২য় অংশ, ৩য় অধ্যায়, ৪/৫৪৩)

তেরে রওযে কি জালিওঁ কে পাস   সাথ রহম ও করম কি লে'কর আ'স
কিতনে দুখিয়ারে রোজ আ আ কে   শাহে যিশাঁ সালাম কেহতে হে
(যওকে নাত, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হুযুরের দরবারে উপস্থিতির আদব

سُبْحٰنَ الله! কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই লোকেরা, যাদের মদীনা মনওয়ারায় زَادَھَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِیۡمًا **রাসূলের** রওযার সামনে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করার সৌভাগ্য নসীব হয়। **আল্লাহ পাক** আমাদের জীবনেও সেই মুবারক মুহুর্ত নসীব করুক এবং আমারাও **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রত্নদ্বার দরবারে উপস্থিত হয়ে সম্মানের সহিত সালাম আরয করি। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ **রাসূলের** রওযায় উপস্থিত হওয়ার আদব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “মসজিদে নববী عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام শরীফে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সকল প্রয়োজনীতা সেরে নিবে মোটকথা প্রত্যেক ঐ সকল কাজ যা একাগ্রতা ও আন্তরিকতায় বাধা সৃষ্টিকারী হয় তা সেড়ে নিন। এখন তাজা অজু করে নিন। এতে মিসওয়াক অবশ্যই করবেন। বরং উত্তম হলো যে, গোসল করে নিন। ধৌত করা কাপড় বরং সম্ভব হলে নতুন সাদা পোশাক, নতুন ইমামা শরীফ ইত্যাদি পরিধান করে নিন। সুরমা এবং সুগন্ধি লাগান, আর মেশক (এক ধরণের সুগন্ধি) লাগানো উত্তম। এবার অনতিবিলম্বে পবিত্র আস্তানা শরীফের দিকে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে মনোযোগী হবে, কান্না না আসলে কান্নার ভান করো এবং অন্তরে কান্নার ভাব নিয়ে আসো আর নিজের পাষাণ হৃদয় দিয়ে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রার্থনা (আবেদন) করো। এবার মসজিদে উপস্থিত হও, সালাত ও সালাম পাঠ করে একটু অপেক্ষা করো যেন **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থণা করছো, بِسۡمِ الله বলে ডান পা প্রথমে রেখে আপাদমস্তক আদব সহকারে প্রবেশ করো। এই মুহুর্তে যে আদব ও সম্মান করা ফরয তা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তর জানে, চোখ, কান, মুখ, হাত, পা এবং অন্তর সবকিছুকে অন্য-মনস্কতা থেকে পাক করে নাও, পবিত্র মসজিদের নকশা ও চিত্র দেখিও না। যদি এমন কেউ সামনে এসে পড়ে, যার সাথে সালাম-দোয়া করা জরুরী

www.dawateislami.net

তবে যথা সম্ভব সরে যাও, নয়তো প্রয়োজনের বেশি বলো না, তবু অন্তর হুযুরের দিকেই রাখো।” (বাহারে শরীয়াত, ১/১২২৩)

তিনি আরো বলেন: “(যখন রওয়ায়ে আনওয়ারের কাছে আসবে) তখন আদব ও ভক্তির সাগরে ডুবে গিয়ে গর্দান ঝুঁকিয়ে দিন, দৃষ্টি যুগল নিচু করুন, অশ্রু ভাসিয়ে কম্পমান অবস্থায় নিজের গুনাহ সমূহের লজ্জায় লজ্জিত হয়ে **হুযুরে আনোয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি আশা রেখে **তাঁর** সম্মানিত চরণ যুগলের দিক থেকে সোনালী জালীর সামনা সামনি ‘মুয়াজাহা’ শরীফে (অর্থাৎ চেহারা মুবারকের সামনে) উপস্থিত হোন। কারণ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বীয় নূরানী মাযারে ক্বিবলামুখী অবস্থায় অবস্থানরত আছেন। মুবারক চরণযুগলের দিক থেকে যদি আপনি উপস্থিত হন, তাহলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রহমতভরা দৃষ্টি মুবারক সরাসরি আপনার মতো আশ্রয়হীনের প্রতি পড়বে, আর এ কথা অসীম আনন্দময় হওয়ার পাশাপাশি আপনার জন্য অনন্ত সৌভাগ্যের কারণও বটে।”

(বাহারে শরীয়াত, ১/১২২৪ সংক্ষেপিত)

ক্বিবলাকে পিছনে রেখে কমপক্ষে ৪ হাত (অর্থাৎ প্রায় ২ গজ) দূরে নামাযের ন্যায় হাত বেঁধে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা মুবারকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যান। যেমনটি **ফতোওয়ায়ে আলমগীরী** ইত্যাদির মধ্যে এই আদবই লেখা আছে যে, يَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلٰوةِ অর্থাৎ “**তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এভাবে দাঁড়াবেন যেমনিভাবে নামাযে দাঁড়ানো হয়।” মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নূর ভরা মাযারে হুবহু জাহেরী জীবনের ন্যায় জীবিত আছেন এবং আপনাকেও দেখছেন। বরং আপনার অন্তরে যে সকল ধারণা আসছে তাও অবগত। সাবধান! জালি মুবারককে চুমু দেয়া কিংবা হাত লাগানো থেকে বেঁচে থাকুন। কারণ এটা আদবের বিপরীত। যেহেতু আমাদের হাত ঐ জালি মুবারককে স্পর্শ করারও উপযুক্ত নয়। তাই চার হাত (অর্থাৎ প্রায় দুইগজ) দূরে থাকুন। এটাও কি কম মর্যাদার বিষয় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আপনাকে নিজের সম্মানিত 'মুয়াজাহা শরীফের' নিকটে ডেকেছেন! **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার দৃষ্টি যদিও প্রতিটি স্থানে আপনার প্রতি ছিলো কিন্তু এখন বিশেষভাবে খুব নিকট থেকে আপনার প্রতি আছে।

(বাহারে শরীয়াত, ১/১২২৪-১২২৫, সংক্ষেপিত)

এখন আদব ও পূর্ণ ভক্তি সহকারে বেদনাপূর্ণ আওয়াজে, কিন্তু আওয়াজ এত বড় এবং কর্কশ যেন না হয়, যাতে সমস্ত আমলই নষ্ট হয়ে যায়, আবার একেবারে ছোট আওয়াজেও নয় কারণ ইহাও সুন্নাতের পরিপন্থী। মধ্যম আওয়াজে এই শব্দাবলী দিয়ে সালাম পেশ করুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ؛
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؛ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ
خَلْقِ اللهِ ؛ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ ؛ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ وَ اُمَّتِكَ اَجْمَعِيْنَ ؛

(অর্থাৎ) **হে নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর সালাম এবং **আল্লাহ পাকের** রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষিত হোক। **হে আল্লাহ পাকের রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতি সালাম, **হে আল্লাহ পাকের** সমস্ত সৃষ্টি থেকে সর্বোত্তম সৃষ্টি! আপনার প্রতি সালাম। হে গুনাহগারদের সুপারিশকারী! আপনার প্রতি সালাম। আপনার প্রতি, আপনার পরিবারের প্রতি ও সাহাবীদের প্রতি এবং সকল উম্মতের প্রতি সালাম।

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বে আদবুঁ সে
আওর মুঝ ছে ভি সরযদ না কাভি বে আদবী হো

(ওসায়িলে বখশীশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম কুসতুলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উদ্ধৃত করেন: "যে ব্যক্তি **হুযুরে আকরাম নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদাময় কবরের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে এই আয়াত শরীফ পাঠ করে: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ (পারা-২২, সুরা আল

আহযাব, আয়াত-৫৬) {**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় **আল্লাহ** ও তাঁর ফিরিশতাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্যবক্তা (নবী)র প্রতি।} অতঃপর সত্তর বার আরয করে: "صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد" ফিরিশতারা তার উত্তরে এভাবে বলে: হে অমুক! তোমার প্রতি **আল্লাহ পাকের** রহমত হোক। এবং তার কোন চাহিদা অপূর্ণ থাকেনা।" (আল মাওয়াহিবুদ দুনিয়া, ৩/৪১২)

যতক্ষণ পর্যন্ত মুখ আপনার সঙ্গ দেয়, অন্তরে একাগ্রতা থাকে ভিন্ন ভিন্ন উপাধী দ্বারা সালাম পেশ করতে থাকুন। যদি উপাধি সমূহ স্মরণ না হয়, তাহলে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله বারবার পড়তে থাকুন। যে সকল মানুষ আপনাকে সালাম পেশ করার জন্য বলেছেন, তাদের সালামও পেশ করুন। এখানে বেশি বেশি দোয়া করুন এবং বার বার এভাবে শাফায়াতের ভিক্ষা প্রার্থনা করুন: اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَارَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার নিকট সুপারিশের প্রার্থনা করছি।

(বাহারে শরীয়াত, ১/১২২৫-১২২৬, সংক্ষেপিত)

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উৎসাহ বাড়িয়ে দিলেন

হিজরী ১৪০৫ সালে মদীনা শরীফে উপস্থিতিকালীন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে তাঁর এক পীর ভাই মরহুম হাজী ইসমাঈল সাহেব এই ঘটনাটি শ্রবণ করিয়ে ছিলেন: ৮৫ বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা হজ্ব করতে আসলেন। মদীনা শরীফে সোনালী জালির সামনে অতি সাধারণ শব্দাবলী দ্বারা সালাত ও সালাম পেশ করা শুরু করে দিলেন। হঠাৎ এক মহিলার উপর তার দৃষ্টি পড়লো যে, একটি কিতাব থেকে দেখে দেখে বড়ই উত্তম উপাধি সমূহ সহকারে সে সালাত ও সালাম পেশ করছে। তা দেখে বেচারী অশিক্ষিত বৃদ্ধার মন ছোট হয়ে গেলো। আরজ করলেন: **ইয়া রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি তো এতো পড়া লেখা জানিনা, যে **আপনার** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) শান অনুযায়ী উপাধি সমূহ সহকারে সালাম পেশ করবো!

আপনার (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) শান ও মহত্ব সত্যিই অনেক উচু এবং উচ্চতর। **আপনি** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তো তাদের সালাম কবুল করবেন, যারা সুন্দর ভাবে সালাম পেশ করে। আমি মূর্খের সালাম **আপনার** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কিভাবে পছন্দ হবে! তার অন্তর খুব ভারী হয়ে গেলো। কান্নাকাটি করে চুপ হয়ে গেলো। রাত্রে যখন ঘুমালেন তখন তার ভাগ্য জেগে উঠল। দেখলেন মাথার পাশে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে এসেছেন। ঠোঁট মোবারক স্পন্দিত হলো, রহমতের ফুল ঝড়তে লাগলো; শব্দ সমূহের কিছুটা এরকম ধারাবাহিকতা ছিলো। "নিরাশ কেন হচ্ছো? আমিতো তোমার সালাম সবার আগেই কবুল করেছি।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের রওযায়ে রাসূলে আদব সহকারে উপস্থিতি, সোনালী জালী সমূহের সামনে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করার সৌভাগ্য এবং **মাহবুবের** কদমে ঈমান এবং ক্ষমার সাথে শাহাদাতের মৃত্যু দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀❀❀❀❀

ফরমানে মুস্তফা

"রাগ ঈমানকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয় যেমনিভাবে আলভা (এক প্রকার তিক্ত গাছের জমানো রস) মধুকে নষ্ট করে দেয়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৩১১, হাদীস নং-৮২৯৪)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৪০

অটলতার সহিত সামান্য আমলও উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: সত্যবাদী মুমিনের উপর উচিৎ যে, অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং অন্যান্য আমলের উপর একে প্রাধান্য দেয়াতে কার্পণ্য না করা। যত সংখ্যক সম্ভব নির্দ্দিষ্ট করে নিন অতঃপর সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে প্রতিদিনের ওযীফা বানিয়ে নিন। (তারিখে মদীনা, ৩২৮ পৃষ্ঠা) কেননা উত্তম আমল হলো তা, যা সর্বদা করা হয় যদিও তা কম হোক না কেন। হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **"ফয়যুল কদীর"**এ বর্ণনা করেন: " فَالۡقَلِيۡلُ الدَّائِمُ اَحَبُّ اِلَيۡهِ مِنۡ كَثِيۡرٍ مُّنۡقَطِعٍ; অর্থাৎ সামান্য আমল যা সর্বদা করা হয়, **আল্লাহ পাকের** নিকট সেই আমল অপেক্ষা উত্তম যা অত্যাধিক কিন্তু সর্বদা করা হয়না।"

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাকে সকাল-সন্ধ্যার ওযীফা বানিয়ে নেয়া উচিৎ, যখনি সময় পাই উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকুন কেননা এটা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পছন্দনীয় আমল।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "আমি এই বিষয়টি পছন্দ করি যে, মানুষ তার কথা এবং প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যের পূর্বে **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা করবে এবং সর্বদা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবে।"

(সাআদাতুদ দারাঈন, ৩য় অধ্যায়, ১০৭ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

কুমন্ত্রণা: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো মনে এই কুমন্ত্রণা আসতে পারে যে, আমি সারা দিন কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকি, তবে আমি অধিকহারে দরূদ শরীফ কিভাবে পাঠ করবো?

www.dawateislami.net

কুমন্ত্রণার উত্তর: অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারীদের তালিকায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তো ব্যবসা-বানিজ্য বন্ধ করার প্রয়োজন নেই এবং না অন্যান্য কাজ-কারবার বন্ধ করতে হবে, বরং ওলামায়ে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام যে সংখ্যা নির্ধারন করে দিয়েছেন তার মধ্য থেকে যে কোন একটি সংখ্যা অনুযায়ী দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস করে নিলে আমরাও অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারবো। আর এও আবশ্যক নয় যে, অধিক বাক্য সম্বলিত দীর্ঘ দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। যদি কেউ "صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد" পাঠ করার অভ্যাস বানায় তবুও অধিকহারে পাঠকারীর তালিকায় গন্য হবে এবং এই দরূদ শরীফের ফযীলতও কেমন, "যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ একবার পাঠ করে **আল্লাহ পাক** তার জন্য রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়।" (আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুতরাং যদি উল্লেখিত দরূদ শরীফ (অর্থাৎ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد) ৩১৩ বার পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নেয় যায় তবে اِنْ شَآءَ الله অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো এবং মাদানী ইনআম নং ৫ "আপনি কি আজ কমপক্ষে ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়ে নিয়েছেন?" এর আমলকারী হয়ে যাবো। যদি একাগ্রতার সহিত প্রত্যেহ দু'যানু কিবলামূখী হয়ে, সবুজ গুম্বদের কল্পনা করতে করতে ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করা যায় তবে উত্তম, অন্যথা যখনই ঘর থেকে দোকান, অফিস বা কোথাও যাওয়া হয় তবে সম্পূর্ণ রাস্তায় দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস রাখলে اِنْ شَآءَ الله আসতে যেতে সহজেই ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করতে সফল হয়ে যাবো।

বে শুমার আউর বে শুমার দরূদ
বে আদাত আউর বে আদাত তাসলিম
হো ইলাহী মেরা শিয়ার দরূদ
বেঠতে উঠতে, জাগতে সো'তে

(যওকে নাত, ৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অনেক মাশায়িখগণ বলেন: “যখন কেউ কামিল আউলিয়া এবং শরীয়াত সম্মত মুর্শিদ না পায় তবে সে যেন অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে। এতে তার হৃদয়ে এমন এক মহান নূর সৃষ্টি হবে যা তাকে মুর্শিদের কাজ দেবে এবং (اِنْ شَآءَ الله) তার **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদ**صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে কোন মাধ্যম ছাড়াই ফয়য পৌঁছাবে।” (রহমতের বর্ষণ, ১৭০ পৃষ্ঠা)

ওলামায়ে কিরাম বলেন: ঈমান হিফাযতের একটি মাধ্যম হলো কোন কামিল মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা। **আল্লাহ পাক** কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ

(পারা-১৫, সূরা বণী ঈসরাইল, আয়াত-৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমাম (নেতা) সহকারে আহবান করবো।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **“নুরুল ইরফান”**এ এই আয়াতে করীমা সম্পর্কে বলেন: “এ থেকে জানা গেলো যে, দুনিয়ায় কোন সালিহ ব্যক্তিকে (পূন্যাত্মাকে) নিজের ইমাম বানিয়ে নেয়া উচিৎ, যে শরীয়াতের অনুসরণ করে এবং তরীকতের বাইয়াত করে। যেন হাশর উত্তমদের সাথে হয়। (তিনি আরো বলেন:) এই আয়াত দ্বারা তাক্বলিদ (অনুসরণ), বাইয়াত এবং মুরীদ সব কিছুই প্রমাণিত।”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাউকে পীর এই জন্যই বানাতে হয়, যাতে আখিরাতের কাজে উন্নতি আসে, তার পথ-প্রদর্শন ও আধ্যাত্বিক মনোযোগের বরকতে মুরীদ **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি মূলক কাজ থেকে বেঁচে **রাব্বুল আনামে**র সন্তুষ্টি মূলক মাদানী কাজ অনুযায়ী নিজের রাত-দিন অতিবাহিত করতে পারে। কিন্তু আফসোস! বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষ পীর-মুরীদির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের হাতিয়ার বানিয়ে রেখেছেন। অসংখ্য বদ-আক্বীদা এবং পথভ্রষ্ট ভন্ড লোক দেখানো তাসাউফের পোশাক পরিধান করে মানূষের দ্বীন ও ঈমানকে

www.dawateislami.net

নষ্ট করে দিচ্ছে আর এই ভন্ড লোকেদের ভিত্তি বানিয়ে পীর-মুরীদের বিরোধীরা এই পবিত্র সম্পর্ককে মানুষের মাঝে ভুল ভাবে উপস্থাপন করছে। বর্তমান সময়ে কামিল এবং ভন্ড পীরের পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন।

কামিল পীরের শর্ত

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কামিল মুর্শিদের কিছু শর্ত ও গুনাবলীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "**রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধি হিসাবে যাকে মুর্শিদ বানানো হবে, তার জন্য শর্ত হলো যে, আলিম হওয়া। কিন্তু সকল আলিমও কামিল মুর্শিদ হতে পারবে না। এই কাজের উপযুক্ত সেই ব্যক্তিই হতে পারবে যার মধ্যে এই বিশেষ কিছু গুনাবলী থাকবে:

(১) সে দুনিয়ার ভালবাসা এবং দুনিয়াবী সম্মান ও মর্যাদার চাহিদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

(২) সে এমন কামিল মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে যার ধারাবাহিকতা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত পৌঁছে।

(৩) **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহকাম (আদেশাবলী) মান্যকারী (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** হুকুম আহকাম মান্য করার পাশাপাশি নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং করানোরও আগ্রহী)।

(৪) সে ব্যক্তি খাবার কম খাবে।

(৫) সে ব্যক্তি কম ঘুমাবে।

(৬) বেশি পরিমাণে রোযা রাখবে।

(৭) তাঁর স্বভাবে সকল ভাল আচার-আচরণ যেমন, ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা, তাওয়াক্কুল (**আল্লাহর** প্রতি ভরসা), অল্পেতুষ্টি, নিরাপত্তা ও বিশ্বস্থতা, বিনয়ী ও আনুগত্য এবং এরূপ অন্যান্য গুণ চরিত্রের ও ব্যবহারের অংশ হওয়া চাই।

www.dawateislami.net

এই ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর থেকে এমন নূর ও জ্যোতি অর্জনকারী, যার কারণে সকল খারাপ আচরণ যেমন, কৃপণতা, ঈর্ষা, ক্ষোভ, ঘৃণা, দুনিয়ার বড় বড় আশা করা, রাগ ও অবাধ্যতা ইত্যাদি এই তাজাল্লীতে শেষ হয়ে গেছে। ইসলামের পায়গম্বর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পক্ষ থেকে পাওয়া ইলম ছাড়া বাকী ইলমের ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া। উল্লেখিত এই গুনাবলী সমূহ কামিল মুর্শিদ বা তরীকতের পীরদের কিছু নিদর্শন। যে **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এরূপ মুর্শিদের অনুসরণ করাই হচ্ছে সঠিক তরীকত।”

তিনি আরো বলেন: “এমন পীর অনেক কষ্টে পাওয়া যায়। যদি এমন সৌভাগ্য কারো নসীব হয়ে যায় যে, এরূপ কামিল মুর্শিদ পেয়ে গেছে এবং সেই মুর্শিদ তাকে তাঁর মুরীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে তবে সেই মুরীদের জন্য আবশ্যক যে, সে নিজের মুর্শিদের জাহেরী ও বাতেনী ভাবে আদব করবে।” (মজমুয়া রাসাঈলে ইমাম গাযালী, ১৬৭ পৃষ্ঠা) এটা **আল্লাহ পাকের** বিশেষ দয়া যে, **তিনি আপন প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের সংশোধনের জন্য আওলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সৃষ্টি করে থাকেন। যারা নিজেদের ঈমানী প্রজ্ঞা ও সুক্ষ্ম বিবেচনার মাধ্যমে মানুষের মাঝে এই মনোভাব দেয়ার চেষ্টা করেন যে, **আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক বছর পূর্বে সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেসব গুনাবলীর অধিকারী পীরকে সফল বলেছেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমান যুগে সেই সকল গুনাবলী শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুবারক স্বত্তায় অত্যন্ত উত্তম ও নিখুত ভাবে পরিলক্ষিত হয়। যার তাকওয়া ও পরহেযগারীর বরকতের এক উদাহরণ **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ আমাদের সামনেই, তাঁর বিলায়তের দৃষ্টি ও প্রজ্ঞামুলক মাদানী প্রশিক্ষন দুনিয়া জুড়ে লাখো মুসলমান বিশেষকরে যুবকদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধন করে দিয়েছেন। কতযে বেনামাযী তাঁর

www.dawateislami.net

ফয়যের দৃষ্টিতে নামাযী হয়ে গেছে। মা-বাবার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণকারী, বাআদব হয়ে গেছে। গান-বাজনা শ্রবণকারী মাদানী মুযাকারা ও সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণকারী হয়ে গেছে। অশ্লীল বাক্যলাপকারী, নাতে **মুস্তফা** পাঠকারী হয়ে গেছে। সম্পদের নেশায় মত্তদের আজ আখিরাতের চিন্তা নসীব হয়ে গেছে। নিজের মুল্যবান সময় নষ্টকারী ভ্রমন পিপাসুরা আজ সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী হয়ে গেছে। সুতরাং আপনিও শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর গোলামীতে আসার, জীবনের উদ্দেশ্যকে পাওয়ার এবং সালাত ও সালামের অভ্যাস গড়তে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং এর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করুন আর ইজতিমার শেষে পাঠকৃত সালাত ও সালামের বরকত লুফে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর কারণেও মানুষের সংশোধন হয়ে যায়। আপনাদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য একটি ঈমানোদ্দিপক মাদানী বাহার পেশ করছি।

তাওবা করার কারণ

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের চিঠির সারর্মম: মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমাদের পরিবারের সকলেই দুনিয়ার ভালবাসা, ফ্যাশনের দৌড়াত্ব এবং নামাযের উদাসীনতার শিকার ছিলো। মা-বাবার সর্বদা আমাদের ভবিষ্যতের চিন্তাই লেগেছিলো যে, ব্যস যে কোন ভাবেই আমর সন্তানদের ভবিষ্যত উজ্জল হয়ে যাক। মোটকথা আমাদের ঘরের পরিবেশ গুনাহের সাগরে ডুবে ছিলো। সর্বদা ঘর সিনেমা-নাটক, গান-বাজনার আওয়াজে ভরে থাকতো। সুন্নাতে ভরা পরিবেশ না হওয়াতে আমি নিজের আখিরাত সম্পর্কে একবারে উদাসীন ছিলাম। আমার সৌভাগ্যের নক্ষত্র এভাবে চমকালো যে, একবার আমি মাগরীবের নামায পড়ার জন্যে মসজিদে চলে গেলাম। নামাযের পর এক পাগড়ী পরিহিত আশিকে রাসূল দাঁড়িয়ে নামাযীদের কাছাকাছি হবার জন্য বললেন। সেই ইসলামী ভাইয়ের

www.dawateislami.net

বলার ধরণ এতোই মনোমুগ্ধকর ছিলো যে, আমিও অজান্তে তার কাছে গিয়ে বসে গেলাম। তিনি সংক্ষিপ্ত রয়ান করলেন যা আমার খুবই ভাল লাগলো। রয়ানে পর সেই ইসলামী ভাই অত্যন্ত স্নেহময়তার সহিত আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং কিছুক্ষন বসার জন্য বললেন, আমিও বসে গেলাম। তিনি আমাকে নেকীর দাওয়াত দিলেন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পবিত্র মাদানী পরিবেশ সম্পর্কে বললেন পরিশেষে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার আন্তরিকভাবে দাওয়াত দিলেন। আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম এবং আমি প্রথমবার সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম। আমি কিভাবে জানতাম যে, কিছুক্ষনের মধ্যে আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে যাবে। বয়ানের পর কান্নাভরা কন্ঠে দোয়া হলো এরপর সালাত ও সালামের জন্য সকল ইসলামী ভাই দাঁড়ালেন। সালাত ও সালামের সুমধুর আওয়াজ কর্ণ পর্দা ছেদন করে হৃদয়ের গভীরে গিয়ে পৌঁছলো। সালাত ও সালাম পড়ার ধরন এতোই ভাল লাগলো যে, আমি এখন প্রতি বৃহস্পতিবার ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা শুরু করলাম এবং আমার কান সালাত ও সালামের সুললিত আওয়াজ শুনার অপেক্ষায় থাকতো। কিছুদিনের মধ্যেই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই বর্ণনা দেয়াবস্থায় হালকা পর্যায়ের মাদানী ইনআমাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়ার খেদমত করে যাচ্ছি।

গুনাহোঁ কো দে গা ছুটা মাদানী মাহোল গুনাহগারোঁ! আ'ও সিয়া কারোঁ! আ'ও
তুমেঁ আশিকে মুস্তাফা মাদানী মাহোল পিলা কর মা'য়ে ইশক দে গা বানায়া

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে অটলতা দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৪১

মসজিদে প্রবেশের সময় আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতুলনীয় ইরশাদ হচ্ছে: "যখনি তোমরা মসজিদে প্রবেশ করো তখন আমার প্রতিও সালাম প্রেরণ করো এবং এরূপ বলো 'اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ অর্থাৎ হে **আল্লাহ তাআলা**! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।' এবং যখন মসজিদ থেকে বাইরে বের হও তখনও আমার প্রতি সালাম পেশ করে নাও এবং এরূপ বলো 'اَللّٰهُمَّ اَعۡصِمۡنِیۡ مِنَ الشَّیۡطَانِ الرَّجِیۡمِ অর্থাৎ হে **আল্লাহ তাআলা**! আমাকে অভিশপ্ত শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচাও।"

(আল কওলুল বদী, ৫ম অধ্যায়, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য নসীব হয় তখন প্রবেশের সময় এবং বাহির হওয়ার সময় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সত্তার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করে নিন। যদি আমরা সামান্য মনোযোগ দিই এবং মুখকে সামান্য নাড়াছাড়া করি তবে অসংখ্য সাওয়াবের পাশাপাশি এক উপকারিতাও রয়েছে যে, স্বয়ং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের দরূদ শরীফ শ্রবণ করবেন কেননা মসজিদে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবস্থান করেন।

হুযুর ﷺ মসজিদ সমূহে অবস্থান করেন

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ স্বীয় জগত বিখ্যাত রচনা **"জা'আল হক"** এ **মিরকাত শরহে মিশকাত** এর উদ্ধৃতি দিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ

www.dawateislami.net

গাযালী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি বানী উদ্ধৃত করেন: "سَلِّمۡ عَلَيۡهِ اِذَا دَخَلۡتَ فِى الۡمَسَاجِدِ অর্থাৎ তোমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদাময় দরবারে সালাম আরয করো, فَاِنَّهٗ يَحۡضُرُ فِى الۡمَسَاجِدِ কেননা মসজিদ সমূহে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিত থাকেন।" (জা'আল হক, পৃষ্ঠা ১২৬)

হযরত সায়্যিদুনা আলকামা বিন কায়েস رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ করো তখন এরূপ বলো "صَلَّى اللهُ وَمَلاَئِكَتُه عَلٰى مُحَمَّدٍ. اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحۡمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ"

(আল কওলুল বদী, ৫ম অধ্যায়, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

এরূপ হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এরও অভ্যাস ছিলো যে, তিনি যখনই মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং মসজিদ থেকে বের হতেন তখন এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা সালাম আরয করতেন: " اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحۡمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ" (আশ শেফা, ৪র্থ অধ্যায়, ৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল কিছু লোক আহবানমূলক বাক্য (যেমন, يَا رَسُوۡلَ الله، يَا حَبِيۡبَ الله) দ্বারা দরূদ শরীফ পাঠ করতে নিষেধ করেন অথচ বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতে সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আলকামা رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি হরফে নেদা অর্থাৎ আহবানমূলক শব্দ দ্বারা দরূদ প্রেরণ করেছেন এবং اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ (অর্থাৎ হে **নবী** আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলার শিক্ষা দিয়েছেন, যা দ্বারা এই বিষয়টি প্রমানিত হয় যে, যেরূপ অন্যান্য বাক্য দ্বারা গঠিত দরূদ শরীফ পাঠ করা জায়িয, ঠিক সেইভাবে যদি আমরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে يَا رَسُوۡلَ الله، يَا حَبِيۡبَ الله এর মতো আহবানমূলক বাক্য দ্বারা আহবান করে দরূদ শরীফ পাঠ করি তবে তাও শুধু জায়িয নয় বরং সাহাবা, তাবেঈন ও বুযুর্গানে দ্বীনদের رِضۡوَانُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن দ্বারা প্রমানিতও।

www.dawateislami.net

ওসীলা পেশ করা সাহাবাদের পদ্ধতি

এক ব্যক্তি আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللہُ عَنۡہُএর নিকট কোন প্রয়োজনে আসতেন, কিন্তু তিনি তার দিকে এবং তার প্রয়োজনের দিকে কোনো মনোযোগ দিতেন না। সেই ব্যক্তি একবার হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর সাথে দেখা হলে এই বিষয়টি আলোচনা করলেন যে, আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ আমার দিকে মনোযোগই দেন না, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ঐ ব্যক্তিকে বললেন: যাও, ওযু করো এবং মসজিদে গিয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করো অতঃপর এভাবে দোয়া করো:

"اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَسۡـئَـلُـكَ وَاَتَـوَجَّـهُ اِلَـیۡكَ بِـنَـبِـیِّـنَا مَـحَـمَّـدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) نَـبِـیِّ الرَّحۡـمَـةِ "یَامُـحَـمَّـدُ" اِنِّـیۡ اَتَـوَجَّـهُ بِـكَ اِلٰـی رَبِّـیۡ فَـتُـقۡـضٰی لِـیۡ حَاجَـتِـیۡ" অর্থাৎ হে **আল্লাহ তাআলা**! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং **তোমার দয়াময় নবী, মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলা দ্বারা তোমার দিকে মনোযোগী হলাম, হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার ওসীলা নিয়ে আপনারই **রব তাআলার** নিকট নিজের চাহিদার জন্য মনোযোগী হলাম এবং দোয়া করছি যে, আমার সেই চাহিদা পূরণ হোক।"

এই (দোয়া) করার পর নিজের চাহিদা উল্লেখ করো অতঃপর তাঁর কাছে গিয়ে নিজের প্রয়োজনের কথা বলো। সেই ব্যক্তি চলে গেলো এবং যেভাবে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বললেন ঠিক সেভাবে করলো, অতঃপর আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর দরজায় উপস্থিত হলে দারোয়ান এসে তার হাত ধরলো এবং তাকে সোজা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর সামনে পৌঁছিয়ে দিলো। হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ তাকে নিজের সাথে নিচে বসালেন এবং বললেন: নিজের চাহিদা বর্ণনা করো, সে নিজের চাহিদা বর্ণনা করলো, তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ শুধু তার চাহিদা পূরণ করলেন না বরং এও ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন যে, যখনই কোন কিছুর প্রয়োজন হবে আমার নিকট চলে এসো। অতঃপর সেই ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট এলো এবং বললো: "جَزَاكَ اللهُ خَيْراً" (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) পূর্বে তো হযরত ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমার দিকে দৃষ্টিও দিতো না কিন্তু এবার যখন আপনি (আমার সম্পর্কে) আলোচনা করলেন তখন তিনি আমার চাহিদা পূরণ করে দিয়েছেন, হযরত ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে বললেন যে, (তোমার ব্যাপারে) আমি তাঁর সাথে কোন কথা বলিনি এবং তিনিও আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, বরং আমি তো তোমাকে সেই কথাই বলেছি, যা আমি **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট শুনেছি যে, যখন এক অন্ধ ব্যক্তি দরবারে রিসালাতে আসলো এবং নিজের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করলো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ধৈর্য্য ধারন করো। সেই ব্যক্তিটি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার কাছে কোন উপায় নাই এবং কঠিন অসুবিধার সম্মুখিন হই। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ ব্যক্তিকে ইরশাদ করলেন: যাও, বদনা নিয়ে আসো এবং ওযু করো অতঃপর মসজিদে গিয়ে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করো তারপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে এই পাঠ করতে বললো যা আমি তোমাকে বলেছিলাম। আমরা তখনো আলোচনায় ছিলাম যে, সেই অন্ধ ব্যক্তিটি (যখন আবার) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর দরবারে উপস্থিত হলো তখন এমন মনে হলো যে, তার কোন কষ্টই হচ্ছিলো না। (আল মু'জামুল কাবীর, ৯/৩১, হাদীস নং-৮৩১০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহবান মূলক বাক্য সহকারে সালাম পাঠ করা এমন যে, এটা ছাড়া নামাযই তো হবে না, কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি নামাযের মধ্যে তাশাহুদে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ পাঠ করে, যদি এর থেকে একটি শব্দও ছুটে যায় তাহলে নামাযও হয়না। কেননা

www.dawateislami.net

এই বাক্যটি তাশাহুদেরই অংশ আর তাশাহুদের এক একটি শব্দ পাঠ করা ওয়াজিব।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ **বাহারে শরীয়াতে** বলেন: "দু'টি কা'দায় (বৈঠকে) সম্পূর্ণ تَشَهُّد পাঠ করুন, এভাবে যতগুলো কা'দা করবে সবগুলোতে সম্পূর্ণ تَشَهُّد পাঠ করা ওয়াজিব, একটি শব্দও যদি ভুলে যায় বা ছুটে যায়, তবে ওয়াজিব ছুটে গেলো।" (এবং জেনেবুঝে যদি ওয়াজিব ছেড়ে দেয় তবে নামায হবে না) (বাহারে শরীয়াত, ১/৫১৮)

আহবান মূলক বাক্য দ্বারা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডাকা এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام রীতি ছিলো।

সাহাবীরা ডাকতো "ইয়া রাসূলাল্লাহ্"

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যখন আমি মসজিদে প্রবেশ করি, তখন অবশ্যই اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا رَسُوۡلَ الله বলি।" (আল কওলুল বদী, ৫ম অধ্যায়, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

এরূপ মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজ যুগের লোকেদের রীতিনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "যখন লোকেরা মসজিদে করতো তখন اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحۡمَةُ اللهِ বলতো।" (প্রাগুক্ত)

হযরত হাজি ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মক্কী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا رَسُوۡلَ الله এর জায়িয হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই।"

(রহমতোঁ কি বরসাত, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মনে রাখবেন! যখনই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য নসীব হয় তবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন ভাবে

www.dawateislami.net

ডাকবেন না যেভাবে আমরা একে অপরকে নাম ধরে ডেকে থাকি, বরং **তাঁকে** উত্তম উপাধি দ্বারা ডাকা উচিৎ, কেননা এতে আদব বজায় থাকে। যেমনটি **আল্লাহ পাক আমাদেরকে রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডাকার আদব শিক্ষা দিতে গিয়ে পারা ১৮ সূরা নূর এর ৬৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

(পারা-১৮, সূরা নূর, আয়াত-৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রাসূলের আহবানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করোনা যেমন একে অপরকে ডেকে থাকো।

হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযায়িনুল ইরফান"**এ এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় বলেন: "যখন (কেউ) **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডাকবে তখন আদব ও সম্মান এবং শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সহিত **তাঁর** সম্মানিত উপাধি দ্বারা নরম সুরে বিনীত ও মনোযোগ আকর্ষণের ভঙ্গিতে يَا نَبِيَّ الله، يَا رَسُوْلَ الله، يَا حَبِيْبَ الله বলে ডাকবে।"

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ কি কসরত কি জিয়ে গায়য মে জ্বল জায়েঁ বে দ্বীনোঁ কে দিল

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"তানবীহুল আনাম" কিতাবের প্রণেতা হযরত আব্দুল জলিল মাগরীবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরূদ শরীফের ফযীলতের উপর যে কিতাব লিখেছেন, তার ভূমিকায় বলেন: "আমি এর অসংখ্য বরকত দেখেছি এবং কয়েক বারই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হয়েছে। একবার দেখলাম যে, **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার গরীবালয়ে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, চেহারা মুবারকের উজ্জলতায় পুরো ঘর জগমগ করছিলো। আমি তিন বার " اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله" বলার পর আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার আশপাশেই আছি, এবং আপনার শাফায়াতের

www.dawateislami.net

আশাবাদি। তাছাড়া আমি দেখলাম যে, আমার সহর্ধমিনী (যে পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে) আমাকে বলছে: "আপনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ সকল খাদিমদের অন্তর্ভূক্ত যারা **তাঁর** প্রশংসা করায় ব্যস্ত থাকে।" আমি তাকে বললাম যে, তুমি কিভাবে জানলে? এতে সে বললো: "হ্যাঁ, **আল্লাহ পাকের** কসম! আপনার আলোচনা আসমানে হচ্ছে।" এবং আমি দেখলাম যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের কথা শুনে মুচকি হাসছেন। এমন সময় আমার চোখ খুলে গেলো এবং আমি অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে ছিলাম।

(সা'আদাতুদ দারাঈন, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **আপনার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদের দরূদ শরীফের বরকত দ্বারা ধন্য করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ফরমানে মুস্তফা

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সকল রোগের ঔষধ রয়েছে, যখন ঔষধ রোগ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন **আল্লাহ পাকের** হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

(মুসলিম, ১২১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২২০৪)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৪২

দুঃখ-দুর্দশার পরিসমাপ্তি

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধীময় ইরশাদ হচ্ছে: "যে কঠিন অভাবের সম্মুখিন, তার উচিৎ আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। কেননা তা দুঃখ-র্দুদশাকে দূর করে দেয় এবং রিযিক প্রশস্ত করে।"

(বুস্তানুল ওয়াজেইন ওয়া রিয়াযুস সামেইন লি ইবনে জাওযী, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবেন তখন এই নিয়্যতে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন না যে, আমার এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাক, আমি এই পেরেশানি থেকে মুক্তি পেয়ে যাই বা এই উপকার অর্জন হয়ে যায়, বরং দরূদ শরীফের আদবের দিকে দৃষ্টি রেখে সবুজ গুম্বদের স্বরণ করে অত্যন্ত আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন। যদি কোন সমস্যা থেকেও থাকে তবে দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ পাকের** নিকট নম্রতা ও কান্না সহকারে দোয়া করুন اِنۡ شَآءَ اللّٰه সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়ে যাবে। কেননা দরূদ শরীফ এমন একটি ওযীফা যা বালা-মুসিবত দূর করার জন্য যথেষ্ট।

জাহাজ ডুবি থেকে নিরাপদ রইলো

হযরত আল্লামা ফাকহানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ **"আল ফাজরুল মুনির"** এ এক বুযুর্গ শায়খ মূসা জরীর رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: আমি একটি কাফেলার সাথে সামুদ্রিক জাহাজে সফর করছিলাম, হঠাৎ জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পরলো, আর এই ঝড় **আল্লাহ পাকের** কহর হয়ে জাহাজকে দুলাতে লাগলো, আমরা নিশ্চিত ধরে নিলাম যে, কিছুক্ষনের মধ্যেই জাহাজটি ডুবে যাবে এবং আমরা সবাই নিয়তির চরম গ্রাসে পরিণত হবো। কেননা মাঝি-মাল্লারাও এরূপ ভেবে নিয়েছিলো যে, এমন প্রচন্ড ঝড় থেকে

www.dawateislami.net

কোন ভাগ্যবান জাহাজই বাঁচতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আমার ঘুমের ভাব এসে গেলো এবং কয়েক মুহুর্তের জন্য আমি তন্দ্রায় ডুবে গেলাম, ইতিমধ্যে দেখলাম যে, আমার স্বপ্নে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং দরূদে তুনাজ্জিনা পড়ে আমাকে ইরশাদ করলেন: তুমি এবং তোমার সাথীরা মিলে এই দরূদ শরীফটি এক হাজার বার পড়ে নাও।”

শেখ সাহেব رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: “যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন আমি আমার সকল সাথীদের জমা করলাম এবং আমরা ওযু করে এই দরূদ শরীফটি পড়া শুরু করে দিলাম।” আমরা তখনো তিনশ বারই এই দরূদ শরীফ পাঠ করেছিলাম, ঝড়ের গতি কমতে লাগলো এবং ধীরে ধীরে ঝড় একেবারে থেমে গেলো, সমুদ্র পিষ্ঠ একেবারে শান্ত হয়ে গেলো এবং এই দরূদে পাকের বরকতে জাহাজের সকল যাত্রী মুক্তি পেয়ে গেলো।”

(আল কওলুল বদী, ৫ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪১৫ সংক্ষেপিত)

দরূদে তুনাজ্জিনা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيۡنَا بِهَا مِنۡ
جَمِيۡعِ الۡاَهۡوَالِ وَالۡاٰفَاتِ وَتَقۡضِىۡ لَنَا بِهَا جَمِيۡعَ
الۡحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنۡ جَمِيۡعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرۡفَعُنَا
بِهَا اَعۡلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقۡصَى الۡغَايَاتِ
مِنۡ جَمِيۡعِ الۡخَيۡرَاتِ فِى الۡحَيَاةِ وَبَعۡدَ الۡمَمَاتِ
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

“সা’আদাতুদ দারাঈন” এ রয়েছে একবার রিসালাতের দরবারে এক ব্যক্তি আসলো এবং দুঃখ-দরিদ্রতা ও অল্প আয়ের অভিযোগ করলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “اِذَا دَخَلۡتَ مَنۡزِلَكَ فَسَلِّمۡ اِنۡ كَانَ فِيۡهِ اَحَدٌ اَوۡ لَمۡ يَكُنۡ فِيۡهِ اَحَدٌ; অর্থাৎ যখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করো, তবে اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ। বলো, যদিও ঘরে কেউ থাকুক বা না থাকুক। অতঃপর আমার প্রতি সালাম পেশ করো এবং قُلۡ هُوَ اللهُ اَحَدٌ পাঠ করে নাও, সেই ব্যক্তি এমনই করলো। তখন **আল্লাহ পাক** তার রিযিকে প্রশস্ততা দান করবেন, এমনকি তার প্রতিবেশী এবং নিকটাত্মীয়রাও তার রিযিক থেকে উপকৃত হবে।” (সা’আদাতুদ দারাঈন, ২য় অধ্যায়, ৮৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! দরূদ শরীফ কিরূপ সৌভাগ্যের কারণ, এক ব্যক্তি যে পূর্বে অল্প আয়ের কারণে অভাব এবং ক্ষুধায় জীবন অতিবাহিত করতো কিন্তু যখন সে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করাকে নিজের রাত-দিনের ওযীফা বানিয়ে নিলো তখন **আল্লাহ পাক** তাকে এমনভাবে দান করলেন যে, সে তার প্রতিবেশী এবং নিকটাত্মীয়দেরও সাহায্য করেছেন।

বর্তমান সময়ে আমরা যদি নিজের চর্তুদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে প্রতিটি ব্যক্তি অভাব ও রোজগারহীনতার কথা বলতে শুনা যায়। যদি আমরাও সকাল সন্ধ্যা বিনয় ও নম্রতা সহকারে অন্তরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে মনকে নিবিষ্ট করে **তাঁর** মুবারক সত্তার প্রতি দরূদ ও সালামের পুস্পাঞ্জলী প্রেরণ করতে থাকি তবে اِنۡ شَآءَ الله এর বরকতে শুধুই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা আমাদের অন্তরে জাগ্রত হবে তা নয় বরং **আল্লাহ পাক** আমদের হালাল রুজিতেও বরকত দান করবেন। এই প্রসঙ্গে এক আশিকে রাসূলের ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করুন এবং উজ্জীবিত হয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সম্মানের সহিত দরূদ ও সালামের উপহার পেশ করুন।

www.dawateislami.net

বলখ শহরের সওদাগর

বলখ শহরে এক সওদাগর (ব্যবসায়ী) বাস করতো। তার দুটি সন্তান ছিলো। সওদাগরের মৃত্যু হয়ে গেলো। সে ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসাবে ধন-সম্পদ ছাড়াও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি চুল মুবারকও রেখে যান। দুই সন্তানের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন হলো। দুনিয়াবী সম্পদ তো আধা আধা ভাগ হলো কিন্তু চুল মুবারকের ভাগ নিয়ে এই সমস্যা দেখা দিলো যে, এর ভাগ কিভাবে করা যায় ? সুতরাং বড় সন্তানটি প্রস্তাব রাখলো যে, দুটিকে একটি একটি করে দুজনে নিয়ে নিবো আর বাকি একটিকে কেটে আধা আধা ভাগ করে নিবো। ছোট সন্তান যে কিনা জবরদস্ত আশিকে রাসূল ছিলো, সে এই প্রস্তাব শুনে কেঁপে উঠলো এবং সে বললো: “আমি কখনোই এরূপ বেআদবী মূলক কাজ করতে পারবো না। আমার অন্তর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই চুল মুবারককে দু-ভাগ করার অনুমতি দেয় না।” এই কথা শুনেবড় ভাই ক্রুদ্ধ হয়ে বললো: “যদি তোমার চুলের এতই মর্যাদাবোধ হয়, তবে এক কাজ করো, তিনটি চুলই তুমি নিয়ে নাও আর সমস্ত সম্পদ আমাকে দিয়ে দাও।” ছোট ভাই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনটি সম্মানিত চুল নিয়ে খুশি মনে সমস্ত সম্পদ ভাইকে দিয়ে দিলো। এবার ছোট ভাই এরূপ অভ্যাস গড়ে নিলো যে, তিনটি মুবারক চুল সামনে রেখে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দরূদ শরীফের পুষ্পগুচ্ছ পেশ করতো। এর বরকতে **আল্লাহ পাক** তার ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নতি দান করলেন এবং সে সম্পদশালী হয়ে গেলো। অপরদিকে বড় ভাইয়ের দুনিয়াবী সম্পদে ক্ষতির উপর ক্ষতি হতে লাগলো, এমনকি সে হতদরিদ্র হয়ে গেলো। এদিকে ছোট ভাইয়ের ইন্তিকাল হয়ে গেলো। কোন নেককার ব্যক্তি সেই ছোট ভাই এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: যাও! লোকেদের বলে দাও, যদি কারো কোন অভাব থাকে তবে যেন এই আশিকের কবর যেয়ারত করে এবং **আল্লাহ পাকের** কাছে নিজের অভাব পূরণের দোয়া করে।

www.dawateislami.net

সেই নেককার ব্যক্তিটি তার স্বপ্নের কথা লোকেদের বললো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বার্তা শুনালেন। তারপর কি হলো! লোকেরা দলে দলে সেই আশিকে রাসূলের নূরানী মাযার যিয়ারতের জন্য আসতে লাগলো। সাহিবে মাযার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতে লোকেদের সমস্যা সমাধান হতে থাকলো। লোকেরা এই মাযারের অনেক আদব করতো এমনকি যদি কোন আরোহী এই মাযারের পাশ দিয়ে গমন করতেন তবে মাযারের আদব রক্ষার্থে বাহন থেকে নেমে যেতেন। (আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে অভিশপ্ত শয়তান কারো মনে এই কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহিরী পর্দার তো চৌদ্দশত বছর হয়ে গেছে, কিন্তু আজো লোকের কাছে **তাঁর** চুল মুবারক রয়েছে, এটা কিভাবে হতে পারে অতঃপর দুনিয়ার কোণায় কোণায় লোকেরা দাবী করে যে, আমার নিকট **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক আছে, তবে এই বিষয়ের কি প্রমাণ রয়েছে যে, আসলেই তা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক ?

এর উত্তরে আরয করছি যে, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক কাঁটা হতো তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যুদ্ধের অনুমতি পাওয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং যে কিছু পেয়ে যেতো সে তা দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে প্রিয় মনে করতো আর সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে সংরক্ষণ করতো। অতঃপর ধীরে ধীরে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েন আর এভাবেই অন্যান্য জিনিসের মতোই চুল মুবারকও দুনিয়ার কোণায় কোণায় পৌঁছে গেছে এবং এই কথাতো ছেলে বুড়ো সবাই জানে যে আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام পবিত্র শরীরকে মাটি খেতে পারে না। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: "اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ ; অর্থাৎ নিশ্চয়

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام মুবারক দেহকে খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।” (ইবনে মাযাহ, ২/৯, হাদীস নং-১০৮৫)

প্রতীয়মান হয় যে, যেখানে শরীর মুবারক নিরাপদ, সেখানে চুল মুবারকও শরীর মুবারকেরই তো একটি অংশ, তা কিভাবে নষ্ট হতে পারে? বরং পর্যবেক্ষণ তো এটাই বলে যে, এক চুল মুবারক হতে কয়েকটি শাখা বের হয় এবং এভাবে নূরানী চুলে গুচ্ছ হয়ে যায়। কথা হলো আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি পশম জীবিত, এবং শরীর মুবারক থেকে প্রকাশ্য ভাবে পৃথক হয়ে যাওয়ার পরও জীবিত থাকে, আর ক্রমোবিকাশও অব্যাহত থাকে, সুতরাং এভাবে চুল মুবারকের ক্রমোবিকাশও চলতে থাকে আর এই চুল মুবারক সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মাধ্যমে তাঁদের সন্তান-সন্ততির কাছে পৌঁছে, অতঃপর এভাবে বংশ পরিক্রমায় হাত বদল হতে হতে আজো দুনিয়ার কোণায় কোণায় অসংখ্য ভালবাসা পোষণকারীদের কাছে বিদ্যমান।

অপরদিকে এই সন্দেহ যে, এই চুল মুবারক যে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই তার প্রমাণ কি? এর উত্তর হলো, তাবার্‌রুখের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত একটি সাধারণ রীতি হলো, যে জিনিস মুসলমানের নিকট কোন সম্পর্কের কারণে সম্মানিত হওয়া প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তা সম্মানিতই। যেমনটি, কোন ব্যক্তির যদি সৈয়দ হওয়া প্রসিদ্ধ হয় তবে তাকে সম্মান করতে হবে। তার বংশ পরিক্রমা দেখার কোন প্রয়োজন নাই। ধরে নেয়া যাক কেউ مَعَاذَ الله (**আল্লাহ**র পানাহ) নিজেকে নিজে মিথ্যা ‘সৈয়দ’ হিসাবে প্রসিদ্ধ করলো, যদিওবা তা কঠিন গুনাহের কাজ কিন্তু আমাদের যখন জানা নেই, সেজন্য আমাদের উপর সেই “সম্পর্ক” এর কারণে সম্মান করা আবশ্যক। ঠিক এইভাবে যে কোন তাবার্‌রুখের ব্যাপারেই হোক, হোক তা চুলের ব্যাপারে মিথ্যা বললো এবং نَعُوۡذُ بِالله এটাকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করলো, তবে তা ঐ ব্যক্তির মন্দ কাজ কিন্তু আমাদের যখন সত্য অবস্থা সম্পর্কে ধারনা নেই, সেই কারণে আমরা “সম্পর্ক” এর সম্মান করবো এবং اِنۡ شَآءَ الله সাওয়াবও পাবো।

www.dawateislami.net

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিষয়ে আদব ও সম্মানের ক্ষেত্রে কথায় কথায় প্রমাণ চাওয়া অনেক বড় ক্ষতির কারণ।

হযরত সায়্যিদুনা কাযী আয়ায رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه স্বীয় জগৎ বিখ্যাত কিতাব "**শিফা শরীফ**"এ লিখেন: "**সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও আদবের মধ্যে এও রয়েছে যে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সরঞ্জামাদি, সম্মানিত স্থান বা অন্য কোন কিছু যা শরীর মুবারকের সাথে লেগেছে এবং যে জিনিসের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে এটি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই, সেই সব কিছুর সম্মান করা।" (আশ শিফা, ৩য় অধ্যায়, ২/৫৬)

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه **শরহে শিফায়** এই ইবারতের ব্যাখ্যায় বলেন: "যে কোন জিনিসই **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে সম্পর্কীত এবং তা প্রসিদ্ধও, তার সম্মান করতে হবে।"

(শরহে শিফা, ৩য় অধ্যায়, ২/৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কীত সকল জিনিসের প্রতি আদব ও সম্মান করার তৌফিক দান করুন এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করকুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৪৩

গুনাহ ক্ষমা করানো উপায়

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালাত, শাহান শাহে নবুয়ত** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন, তার দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেবেন এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।" (আল আহসান বিতারতিব সাহিহ ইবনে হাব্বান, ২/১৩০, হাদীস নং-৯০১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে দরূদ শরীফ পাঠ করা অত্যন্ত উত্তম একটি কাজ। আমাদেরও অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ। বিশেষ করে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নাম মুবারক নিলে বা শুনলে তখন দরূদ শরীফ পাঠ করায় কোন প্রকার অলসতা করা উচিৎ নয়।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: জীবনে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা ফরয এবং পবিত্র নাম মুবারক নিজে নেয় বা অন্য কারো কাছে শুনে প্রত্যেক যিকিরের জলসায় (একবার) দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব, এবং যদি একই মজলিসে শতবার নাম মুবারক নেওয়া হয় তবে প্রতি বার দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ, হোক সে নিজে নাম মুবারক নেয় বা শুনে এবং দরূদ শরীফ সেই সময় পড়লো না তবে অন্য সময় এগুলো পড়ে নিবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৫৩৩)

মনে রাখেবেন! যখনই **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক নেওয়া হয় বা শুনা হয় তবে আমাদেরও **তাঁর** প্রতি দরূদ শরীফের পুস্পধারা উৎসর্গ করতে থাকা উচিৎ এবং যারা দরূদ শরীফ পাঠে অলসতা করে বা একবারেই পাঠ করে না, তারা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

www.dawateislami.net

শাফায়াতের সুসংবাদ

এক ব্যক্তি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতো না, একরাতে সে স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হলো, **তিনি** তার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছিলেন না, সে আরয করলো: "**হে আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট?" ইরশাদ করলেন: "না।" সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো: তবে আপনি আমার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না কেন? ইরশাদ করলেন: "এই জন্য যে, আমি তোমাকে চিনি না।" সেই ব্যক্তি আরয করলো: "**হুযুর**! আপনি আমাকে কেন চিনছেন না, আমি তো আপনার উম্মতের একজন।" আর ওলামারা বলেন যে, আপনি আপনার উম্মতদের তাদের মা-বাবার চাইতেও বেশ ভালভাবে চিনেন। ইরশাদ করলেন: "ওলামারা সত্যিই বলেছেন, কিন্তু তুমি আমাকে দরূদ শরীফ দ্বারা মনে করো না এবং আমি উম্মতদের দরূদ শরীফ পড়ার কারণে চিনি, সে যত বেশি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে আমি তাকে ততটুকুই চিনি।" যখন সে জাগ্রত হলো তখন সে নিজের উপর আবশ্যক করে নিলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রোজ একশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। এখন সেই ব্যক্তি প্রত্যেহ একশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিলো। কিছুদিন পর আবারো **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য হলো, তিনি ইরশাদ করলেন: "এবার আমি তোমাকে চিনতে পারছি, এবং আমি তোমার শাফায়াত করবো।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭৯ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একজন হেকীমের বর্ণনা হচ্ছে যে, শরীরের নিরাপত্তা হলো কম খাওয়াতে, আত্মার নিরাপত্তা হলো গুনাহ কম করাতে এবং দ্বীনের (অর্থাৎ ঈমানের) নিরাপত্তা হলো **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ প্রেরন করাতে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাকে নিজের সকাল-সন্ধ্যার ওযীফা বানিয়ে নেয়া উচিৎ, কেননা মুমিনের সবচেয়ে দামী বস্তু হলো তার ঈমান। আমাদের সর্বদা নিজের ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা থাকা উচিৎ, যার ঈমানের চিন্তা নেই মৃত্যুর সময় তার ঈমান হরণ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বাণী হচ্ছে, ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "যার ঈমান হরণ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না, মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।" (মলফুযাতে আলা হযরত, ৪র্থ অংশ, পৃষ্ঠা ৩৯০)

আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ঈমান হরণ হয়ে যাওয়ার ভয়ে কাঁপতে থাকতেন। যেমনটি, হযরত সায়্যিদুনা ইউছুফ বিন আসবাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "আমি একবার হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি সারা রাত কান্না করতে থাকলেন।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি কি গুনাহের ভয়ে কান্না করছেন?" তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একটি খড় উঠিয়ে বললেন: "গুনাহ তো **আল্লাহ পাকের** দরবারে এই খড়ের চাইতেও কম গুরুত্ব বহন করে, আমার তো এই বিষয়ে ভয় যে, ঈমানের সম্পদই না হরণ হয়ে যায়।" (মিনহাজুল আবেদীন, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের ঈমান হরণ হয়ে যাওয়ার কিরূপ ভয় ছিলো, কিন্তু আফসোস! আজকাল আমাদের সমাজে সিনেমা-নাটক, ছবির গান সমূহ, সংবাদ পত্রের বিষয়বস্তু, যৌনতা ও প্রেম কাহিনী, শিশুদের অহেতুক কাহিনী, বিভিন্ন ধরণের আজেবাজে সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র, অশ্লিল মাসিক ম্যাগাজিন, চরিত্র বিনষ্টকারী উপন্যাস এবং কৌতুকের ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে কুফরী বাক্য প্রসার হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের অধিকাংশই এই বিষয়ে জানে না, অথচ কুফরী বাক্য

www.dawateislami.net

সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরয। যেমনটি আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه **"ফতোওয়ায়ে রযবীয়া"** ২৩তম খন্ডের ৬২৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন: "বাতেনী রোগসমূহ যেমন; অহঙ্কার, লৌকিকতা, অহমিকা, ঈর্ষা ইত্যাদি এবং এর চিকিৎসার জ্ঞানও সকল মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফরয সমূহের অন্যতম।" ৬২৬ নং পৃষ্ঠায় **ফতোওয়ায়ে শামী**'র উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলেন: "হারাম বাক্য ও কুফরী বাক্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরয, এই যুগে এটা সবচেয়ে অত্যাবশ্যক কাজ।" (দুররে মুখতার ও রুদ্দুল মুহতার, ১/১০৭)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুফর এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: "কোন কিছুকে লুকানো।" (আল মুফরিদাত, ৭১৪ পৃষ্ঠা) এবং পারিভাষিক ভাবে কোন একটি দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়কে অস্বীকার করাকেও কুফর বলে, যদিওবা দ্বীনের বাকী সকল আবশ্যিক বিষয়কে স্বীকার করে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৯৬ পৃষ্ঠা) যেমন, কোন ব্যক্তি যদি দ্বীনের সকল আবশ্যিক বিষয়কে তো স্বীকার করে, কিন্তু নামায ফরয হওয়াকে বা খতমে নবুয়তকে (নবুয়তের ধারাবাহিকতা শেষ হওয়াকে) অস্বীকার করে, তবে সে কাফির। কেননা নামাযকে ফরয মানা এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শেষ **নবী** হিসাবে মানা দুটি বিষয়ই দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়ের অন্যতম।

দ্বীনে আবশ্যিক বিষয়ের পরিচিতি

দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়, তথা ইসলামে ঐ আহকাম, যা প্রত্যেক বিশেষ ও সাধারণ মানুষ জানে, যেমন, **আল্লাহ পাকের** একত্ববাদ (অর্থাৎ তিনি এক হওয়া), আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام নবুয়ত, নামায, রোযা, হজ্জ, জান্নাত, দোযখ, কিয়ামতে আবার জীবিত করা, হিসাব-নিকাশ নেয়া ইত্যাদি। যেমন এই আক্বীদা পোষণ করা যে (এটাও দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়গুলোর অন্যতম) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই শেষ নবী, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর

www.dawateislami.net

আর কোন নবী হতে পারে না। আর এখানে সাধারণ মানুষ দ্বারা মুসলমানদের বুঝানো হয়েছে, যারা ওলামাদের শ্রেণীভুক্ত নয় কিন্তু ওলামাদের সংস্পর্শে থাকে ও মাসয়ালার জানার আগ্রহ রাখে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা ৯৬)

উদ্বেগময় পরিস্থিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান সময়ে ঈমান হিফাযতের মন-মানষিকতা অনেকাংশে কমে গেছে, মুখের লাগাম একেবারে ঢিলে হয়ে গেছে, অধিকাংশের অবস্থা এমন যে, ব্যস মুখে যা আসে বলতেই থাকে, সিনেমা, নাটক, উপন্যাস, ম্যাগাজিন, স্কুলের লাইব্রেরীর বই এবং সংবাদ পত্রেও অনেক সময় বিভিন্ন ধরণের কুফরী বাক্য হয়ে থাকে। বিশেষ করে গানের মধ্যে তো সবচেয়ে বেশি কুফরী বাক্য থাকে, যা আমরা গুনগুনাতে গুনগুনাতে ঘুরে বেড়াই এবং এই দিকে কারো মনোযোগই থাকে না। এই ধরণের কিছু কলি উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরছি, যা হচ্ছে অকাট্য কুফর:

(১) সে'প কা মুতি হে তু ইয়া আসমান কি ধুল হে
তু হে কুদরত কা করিশমা ইয়া খোদা কা ভুল হে

এই কলিতে مَعَاذَ الله (**আল্লাহ**র পানাহ) **আল্লাহ তাআলা**কে ভুলকারী হিসাবে বলা হচ্ছে, যা অকাট্য কুফর। **আল্লাহ পাক** ভুল থেকে পবিত্র। যেমনটি, **কোরআনুল কারীমে**র ১৬ পারায় সূরা ত'হা এর ৫২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

لَا يَضِلُّ رَبِّىۡ وَلَا يَنۡسَى ﴿۵۲﴾
(পারা-১৬, সুরা ত'হা, আয়াত-৫২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার প্রতিপালক না পথভ্রষ্ট হন, না ভুলে যান।

(২) তুজকো দি সুরত পরী সি, দিল নেহী তুজ কো দিয়া
মিলতা খোদা তো পুচতা, ইয়ে যুলম তুনে কিঁউ কিয়া?

এই কলিতে দুটি অকাট্য কুফর রয়েছে: **আল্লাহ তাআলা**কে مَعَاذَ الله (**আল্লাহ**র পানাহ) যালিম বলা হয়েছে আর ২য় টি হলো, **আল্লাহ পাকে**র ব্যাপারে আপত্তি করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

(৩) আও মেরে রাব্বা রাব্বা রে, রাব্বা ইয়ে কিয়া গযব কিয়া
জিস কো বানানা থা লড়কি, উসে লড়কা বানা দিয়া

এই কুফরী বাক্যে ভরপুর কলিটিতে **আল্লাহ পাকের** প্রতি আপত্তি এবং **তাঁর** প্রতি অবজ্ঞা বিদ্যমান।

মুঝে দেয় দে ঈমান পর ইস্তিকামত
পা'য়ে সায়্যিদে মুহতাশাম ইয়া ইলাহী
(ওসায়িলে বখশীশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অকাট্য কুফরী সম্বলিত একটি গানের কলিও যে আনন্দচিত্তে পড়লো, শুনলো বা গাইলো সে কুফরীতে গিয়ে পতিত হলো এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেলো, তার সকল নেক আমল মূল্যহীন হয়ে গেলো অর্থাৎ পূর্বে সকল নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি সমস্ত নেকী নষ্ট গেছে। বিবাহিত হলে তার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, যদি কারো মুরিদ ছিলো তবে বাইয়াতও শেষ হয়ে গেছে। এখন তার জন্য ফরয হচ্ছে যে, এই কলিতে যে কুফরী ছিলো তা থেকে তাড়াতাড়ি তাওবা করা এবং কালেমা পড়ে নতুন ভাবে মুসলমান হওয়া। মুরিদ হতে চাইলে এখন নতুন করে কোন জামে শরায়িত (পীর হওয়ার শর্ত সমূহ আছে এমন) পীরের মুরিদ হবে, যদি পূর্বের স্ত্রীকে রাখতে চায় তবে আবার নতুন মোহর দিয়ে তাকে বিয়ে করবে।

যার এরূপ সন্দেহ আছে যে, আমি এই গানের কলি গুলো তেমন আনন্দচিত্তে গেয়েছি, শুনেছি বা পড়েছি কিনা! আরে আমার তো এমনিতেই গান গাওয়া, শুনা আর গুনগুন করার অভ্যাস, তবে এমন ব্যক্তিও সতর্কতা মূলক তাওবা করে নতুন ভাবে মুসলমান হয়ে যাবে, তাছাড়া নতুন ভাবে বাইয়াত এবং নতুন ভাবে বিয়ে করে নেবে কেননা এতেই দু'জাহানের সফলতা। (কুফরীয়া কালেমাত, ৫২৪-৫২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে একজন মুসলমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রিয় সম্পদ হচ্ছে তার ঈমান এবং সবচেয়ে বেশি এটিরই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শয়তান আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং তার সবচেয়ে কঠিন হামলাই এই ঈমানের উপর হয়ে থাকে। মুসলমানদের ঈমানের নিরাপত্তার আবেগের দিকে দৃষ্টি রেখে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই স্পর্শকাতর বিষয়ে কলম ধরেছেন এবং কঠিন অধ্যাবসায়ের পর অসংখ্য কিতাবের বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি রেখে নিজের মুবারক অভ্যাস অনুযায়ী অত্যন্ত সহজ ও মার্জিত ভাষায় **"কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সোয়াল জাওয়াব"** নামে একটি অতুলনীয় কিতাব রচনা করেন, **আল্লাহ পাকের** অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে এই কিতাবটি রচনায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এমন কঠোর পরিশ্রম এবং সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, উর্দু ভাষায় ঈমান এবং কুফরীর বিষয়ে এর চেয়ে বেশি সংকলিত, উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব আজ পর্যন্ত নজরে আসেনি, সুতরাং এখন জরুরী হচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ইসলামী ভাই যেন এই কিতাবটি বার বার মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে থাকে এবং এতে বর্ণনাকৃত আহকামের আলোকে মুখকে শুধু কুফরী বলা থেকে নয় বরং অহেতুক কথা বলা থেকেও বাঁচানো, আর অধিকহারে যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা নিজের জিহবাকে সতেজ রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে নিজের দ্বীন ও ঈমানের হিফাযত করার এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় মত্ত হয়ে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৪৪

নুরানী চেহারায় খুশির ঝলক

হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন: যে, একদিন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং অবস্থা এমন ছিলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চেহারায় খুশির ঝলক স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছিলো, বললেন: "জিব্রাঈল আমার কাছে এসে আরয করলো যে, আপনার **রব তাআলা** ইরশাদ করেন: '**হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার যে কোন উম্মত আপনার প্রতি একবার দরূদ পাক প্রেরণ করবে তবে আমি তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করবো আর যদি আপনার প্রতি একবার সালাম প্রেরণ করে তবে আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করবো।" (মিশকাত, কিতাবুস সালাত, ১/১৮৯, হাদীস নং-৯২৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! **আল্লাহ পাক** আমাদের উপর কিরূপ দয়াবান, আমরা যদি **তাঁর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি একবার দরূদ পাক প্রেরণ করি তবে তিনি আমাদের প্রতি দশবার তাঁর রহমত অবতীর্ণ করবেন, যদি **আল্লাহ পাক** কোন ব্যক্তির প্রতি একবার রহমত অবতীর্ণ করে তবে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যাবে।

একটি রহমতের অবস্থা

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি তুমি পুরো জীবন ইবাদত ও রিয়াযতে অতিবাহিত করো এবং যদি **আল্লাহ পাক** তোমার প্রতি একবার রহমত প্রেরণ করে তবে সেই একবার রহমতই তোমার পুরো জীবনের ইবাদতের চেয়ে বড় হয়ে যাবে। কেননা তুমি তোমার সাধ্য অনুযায়ী দরূদ প্রেরণ করছো এবং তিনি **তাঁর রাবুবীয়তে**র আস্থা অনুযায়ী রহমত প্রেরণ

www.dawateislami.net

করেন। এটাতো একবার রহমত অবতীর্ণের অবস্থা তবে একের পরিবর্তে দশবার রহমত প্রেরণের অবস্থা কি হতে পারে?

(মাতলাউল মাসার্‌রাত (অনুদিত), ৮৮ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

যদি কোন বুদ্ধিমানকে প্রশ্ন করা হয় যে, সমস্ত সৃষ্টি জগতের নেকী সমূহ তোমার আমল নামায় লিখে দেয়া হবে, এটা তোমর পছন্দ নাকী তোমার প্রতি **আল্লাহ পাকের** একবার রহমতের দৃষ্টি? তবে নিঃসন্দেহে সে **আল্লাহ পাকের** রহমতের পরিবর্তে অন্য কিছুই পছন্দ করবে না।

গুনাহগার তলব গারে আফউ রহমত হে   আযাব সেহনে কা কি মে হে হোচলা ইয়া রব!
নেহী হে নামায়ে আত্তার মে কোয়ী নেকী   ফক্‌ত হে তেরী হি রহমত কা আ'সরা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩,৯৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও রহমতপ্রাপ্তি এবং সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকা উচিৎ অতঃপর **আল্লাহ পাক তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহে যে সাওয়াব দান করবেন তবে পরোপকারের নিমিত্তে তার সাওয়াব নিজের মরহুম আত্মীয়ের রুহে ঈসাল করা উচিৎ, এর বরকতে আমরা এর সাওয়াব তো পাবোই, পাশাপাশি এই দরূদ শরীফ আমাদের মরহুম আত্মীয়দের ক্ষমারও কারণ হবে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা শ্রবণ করুন এবং **আল্লাহ পাকের** রহমতের প্রতি উৎসর্গিত হয়ে যান।

ঈসালে সাওয়াবের বরকত

একবার হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এক মহিলা আবেদন করল, আমার যুবতী মেয়ে মারা গেছে। আমি আপনার কাছে এই জন্য এসেছি যে, এমন কোন আমল আছে কি? যা করলে আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পাব। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মহিলাটিকে একটি আমল বলে দিলেন। মহিলাটি রাতে সেই আমল করে শুয়ে গেলেন, স্বপ্নে সে

তার মরহুমা কন্যাটিকে এমন অবস্থায় দেখলেন যে, তার শরীরে আলকাতরার পোশাক পরিহিত। তার হাতে শিকল, আর পায়ে লোহার বেড়ি ছিল। পরের দিন সে এসে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে স্বপ্নের কথা বলল। স্বপ্নটি শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে গেলেন।

কিছু দিন পর হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখলেন। মেয়েটি জান্নাতে একটি আসনে মাথায় তাজ পরে বসে আছে। তাঁকে দেখে মেয়েটি বলল: হে হাসান (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি হলাম সেই মহিলাটিরই কন্যা, যিনি আপনাকে আমার অবস্থার কথা বলেছিলেন। তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার অবস্থায় এত বড় পরিবর্তন কীভাবে হলো? মেয়েটি বলল: কবরস্থানের পাশ দিয়ে একজন নেককার লোক যাচ্ছিলেন। লোকটি **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে মৃতদের জন্য এর সাওয়াব ঈসাল করে দিয়েছিলেন। সেই মুহুর্তে ৫০০ জন কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছিলো, তাঁর সেই দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে **আল্লাহ পাক** আমাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আমাদের সকলকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! যে এক ব্যক্তি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে মৃতদের ইছালে সাওয়াব করে দিলে **আল্লাহ পাক** এর বরকতে তাদের কবরের আযাব থেকে মুক্ত করে দিলেন। এই ঘটনা থেকে আরো জানা গেলো যে, আমরা আমাদের নেক আমলের সাওয়াব অন্য কাউকে পৌঁছাতে পারবো।

www.dawateislami.net

প্রত্যেক নেক আমলের সাওয়াব ঈসাল করুন

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: "ঈসালে সাওয়াব তথা কোরআন মাজিদ বা দরূদ শরীফ বা কালেমা তায়্যিবা বা যেকোন নেক আমলের সাওয়াব অন্যকে পৌঁছানো জায়িয। আর্থিক ইবাদত (অর্থাৎ সম্পদ খরচ করে যে ইবাদত করা হয়) বা শারীরিক ইবাদত, ফরয বা নফল সবকিছুরই সাওয়াব অন্যকে পৌঁছানো যাবে, কেননা জীবিতদের ইছালে সাওয়াবে মৃতরা উপকৃত হয়ে থাকে।" (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬৪২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: "শারীরিক ইবাদতে (অর্থাৎ নামায, রোযা) প্রতিনিধিত্ব জায়িয নাই, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অন্য কারো প্রতিনিধিত্ব করে ফরয নামায আদায় করলে, তার সেই নামায হবে না, তবে হ্যাঁ! নামাযের সাওয়াব প্রদান করা যাবে। যেমনটি মিশকাত শরীফে রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কাউকে বলেন: " مَنۡ یَّضۡمِنُ لِیۡ مِنۡکُمۡ اَنۡ یُّصَلِّیَ فِیۡ مَسۡجِدِ الۡعَشَّارِ رَکۡعَتَیۡنِ وَیَقُوۡلُ هٰذِهٖ لِاَبِیۡ هُرَیۡرَةَ; অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে কে আমাকে এই বিষয়ে জামানত দিবে যে, সে মসজিদে আশ্‌শারে দু'রাকাআত নামায পড়ে এর সাওয়াব আবু হুরাইরাকে ঈসাল করে দেবে।" এই বর্ণনা থেকে দুটি বিষয় জানা গেলো যে, প্রথমতঃ শারীরিক ইবাদত অর্থাৎ নামাযও কারো ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে আদায় করা জায়িয এবং দ্বীতিয়তঃ মুখ দ্বারা ইছালে সাওয়াব করা যেমন, হে খোদা! এর সাওয়াব অমুকের নিকট পৌঁছে যাক, খুবই উত্তম। বাকি রইল আর্থিক ইবাদত বা আর্থিক ও শারীরিক ইবাদতের সমষ্টি যেমন, যাকাত এবং হজ্জ, তবে এতে যদি কোন ব্যক্তি কাউকে বলে দেয় যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দাও, তবে দিতে পারবে। এবং এভাবে যদি সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির হজ্জ করার শক্তি নাই তবে অন্যের

www.dawateislami.net

দ্বারা হজ্জে বদল করাতে পারবে। তবে সকল ইবাদতের সাওয়াব অবশ্যই পৌঁছে। (জা'আল হক, ২১৩ পৃষ্ঠা)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জীবিতদের ইছালে সাওয়াবে মৃতরা উপকৃত হয়ে থাকে।

উম্মে সা'আদ এর কুপ

হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মায়ের যখন ইন্তিকাল হলো তখন তিনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! সা'আদের মায়ের ইন্তিকাল হয়ে গেছে, কোন সদকাটি উত্তম ?" ইরশাদ করলেন: "পানি।" তিনি কুয়া খনন করলেন এবং বললেন এটি সা'আদের মায়ের জন্য। (অর্থাৎ সা'আদের মায়ের ইছালে সাওয়াবের জন্য) বুঝা গেলো যে, জীবিতদের কাজে মৃতরা সাওয়াব পায় এবং উপকৃত হয়। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬৪২)

ঠিক এভাবে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বীয় কিতাব **"জা'আল হক"** এ **দুররে মুখতারের** বরাত দিয়ে একটি হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করেন, যাতে নিজের নেক আমলের সাওয়াব অন্যকে পৌঁছানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং হাদীসে পাকে রয়েছে, "مَنْ قَرَءَ الْاِخْلَاصَ اَحَدَ عَشَرَ مَرَّةً; যে ব্যক্তি এগারো বার সুরা ইখলাছ পড়ে, ثُمَّ وَهَبَ اَجْرَهَا لِلْاَمْوَاتِ অতঃপর এর সাওয়াব মৃতদের প্রদান করে, اُعْطِیَ مِنَ الْاَجْرِ بِعَدَدِ الْاَمْوَاتِ তবে সে মৃতদের সংখ্যার সমপরিমান সাওয়াব পাবে।" **ফতোওয়ায়ে শামীর** বরাত দিয়ে আরো বলেন: "যার যতটুকু সম্ভব কোরআনে পাক পড়ে, সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার প্রাথমিক আয়াত এবং আয়াতুল কুরসী এবং اٰمَنَ الرَّسُوْلُ এবং সূরা ইয়াসিন, সূরা মূলক এবং সূরা তাকাসূর, সূরা ইখলাছ তিনবার, সাতবার, এগারো বা ১২বার পড়ে, অতঃপর বলে যে, হে

www.dawateislami.net

আল্লাহ তাআলা! আমি যাকিছু পড়েছি তার সাওয়াব অমুক অমুককে পৌঁছিয়ে দাও।" (জা'আল হক, ২১৫ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত দ্বারা আমাদের এখানে প্রচলিত ফাতিহার সম্পূর্ণ পদ্ধতি অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় কোরআনে পাক পড়া, এর সাওয়াব মৃত মুসলমানদের পৌঁছানো এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। মুফতী সাহেব **ফতোওয়ায়ে আযীযীয়া**র বরাত দিয়ে আরো বলেন: "যে খাবার হযরত হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا এর নামে ফাতিহা দেওয়া হয়, তাতে قُلْ এবং ফাতিহা আর দরূদ শরীফ পাঠ করা বরকতের কারণ এবং এই খাবার অত্যন্ত উত্তম খাবার।"

ফিরিশতারাও ইছালে সাওয়াব করে

ঈসালে সাওয়াব তো এমনই উত্তম আমল, যা **আল্লাহ পাকের** আদেশে **তাঁর** ফিরিশতারাও করে থাকে।

শুয়াবুল ঈমানে হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহা মর্যাদাময় ইরশাদ হচ্ছে: " **আল্লাহ পাক তাঁর** প্রত্যেক মুমিন বান্দার উপর ফিরিশতা নিযুক্ত করেন, যারা তার আমল লিখার কাজে ব্যস্ত থাকে। যখন সেই মুমিন বান্দা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় তখন এই কারামান কাতেবীন আরয করে যে, "হে **রব তাআলা**! আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, সেই ব্যক্তি আমলের স্থান থেকে (অর্থাৎ দুনিয়া) বিদায় নিয়েছে, অনুমতি দিন যে, আমরা আসমানে চলে আসি এবং আপনার ইবাদত করি।" **রব তাআলা** ইরশাদ করেন: "আমার আসমান ভরে আছে ইবাদত কারীদের দ্বারা, তোমাদের কোন প্রয়োজন নাই।" তারা আরয করে: "**ইলাহী**! আমাদের যমীনে জায়গা দিন।" তখন ইরশাদ করেন: "আমার যমীন ভরে আছে ইবাদত কারীদের দ্বারা, তোমাদের কোন

www.dawateislami.net

প্রয়োজন নাই।” তারা আরয করে: “**ইলাহী**! তবে আমরা কোথায় যাবো?” **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: “আমার বান্দার কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে তাসবীহ ও হামদ এবং তাকবীর ও তাহলীল করতে থাকো এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত আমার বান্দার জন্য লিখতে থাকো।” (শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৮৪, হাদীস নং-৯৯৩১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **তোমার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো এবং এর বরকতে মৃত মুসলমানদের কবরকে আলোকিত করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কাশির চিকিৎসা

প্রত্যহ কিসমিসের ৪০টি দানা (যদি হজমশক্তি ঠিক থাকে তাহলে কিসমিসের পরিমাণের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮০ টি হলেও কোন সমস্যা নেই) এবং ৩টি বাদাম নিয়ে এগুলোর উপর ১১বার দরূদ শরীফ পাঠ করে ফুঁক দিয়ে খেয়ে নিন। খাওয়ার পর ২ ঘন্টা পর্যন্ত পানি পান করবেন না। اِنْ شَآءَ الله কাশির জন্য যথেষ্ট উপকারী হবে। কফ বেরিয়ে আসবে এবং আর কখনো এ রোগ দেখা দিবে না। (প্রয়োজনে: কিসমিসের সংখ্যা বাড়াতেও পারেন।) একেবারে ছোট বাচ্চাদের জন্য প্রয়োজন অনুসারে কিসমিসের সংখ্যা কমিয়ে দিন। আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা অব্যাহত রাখুন।

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৪৫

বরকত শূন্য কথোপকথন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিময় ইরশাদ হচ্ছে: “ كُلُّ كَلَامٍ لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ فَيُبْدَأُ بِهٖ وَيُصَلّٰى عَلَيَّ فِيْهِ فَهُوَ اَقْطَعُ اَكْتَعُ مَمْحُوْقٌ مِّنْ كُلِّ بَرَكَةٍ অর্থাৎ যে কথাবার্তার পূর্বে **আল্লাহ পাকের** যিকির এবং আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা না হয়, তা অসম্পূর্ণ এবং বরকত শূন্য হয়।”

(কানযুল উম্মাল, ২/১০৭, ৩য় অংশ, হাদীস নং ৬৪৬০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, প্রত্যেক জায়িয ও নেক কাজের শুরুতে (যখন কোন শরীয়াতের নিষেধাজ্ঞা না থাকে) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকা উচিৎ। কেননা بِسْمِ الله শরীফ পাঠ করাতে আমাদের এই উপকার অর্জিত হবে যে, আমাদের সেই কাজ শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে এবং এতে বরকতও হবে।

খাবারে বরকতের কারণ

হযরত সায়্যিদুনা আবূ আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমরা **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতপূর্ণ খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। (তখন) খাবার পরিবেশন করা হলো। আমরা শুরুতে এতো বরকত কোন খাবারে পাইনি কিন্তু শেষে খুবই বরকত শূন্যতা দেখলাম। আমরা আরয করলাম: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এরূপ কেন হলো?” ইরশাদ করলেন: আমরা সবাই খাওয়ার সময় بِسْمِ الله পড়েছিলাম। অতঃপর এক ব্যক্তি بِسْمِ الله পাঠ করা ছাড়া খেতে বসে গেলো। তার সাথে শয়তান খাবার খেয়ে নিলো।” (শরহুস্ সুন্নাহ, ৬/৬২, হাদীস নং- ২৮১৮)

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! খাওয়া বা পান করার পূর্বে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পাঠ করে নেয়াতে যেরূপ আখিরাতের মহান সাওয়াব রয়েছে, তেমনি দুনিয়াতেও এর উপকারীতা রয়েছে, যদি খাবার বা পান করার বস্তুতে ক্ষতিকর কিছু থেকেও থাকে তবে اِنۡ شَآءَ الله তা ক্ষতি করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা শ্রবণ করুন এবং আনন্দে মাতোয়ারা হোন।

ভয়ঙ্কর বিষ প্রভাবমুক্ত হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ "হীরা" নামক স্থানে যখন আপন সৈন্যবাহিনীর সাথে তাঁবু গাড়লেন, তখন লোকেরা আরয করল: ইয়া সায়্যিদী! আমাদের আশংকা হচ্ছে; কখনো যেন এ অনারবী লোকেরা আপনাকে বিষ পান করিয়ে না দেয়, সুতরাং সতর্ক থাকবেন। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বললেন: "নিয়ে আস আমি দেখে নিই, অনারবী লোকদের বিষ কেমন হয়?" লোকেরা তাঁকে তা এনে দিলো। তিনি "بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ" পাঠ করে পান করে নিলেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه তাঁর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ সামান্যতমও ক্ষতি সাধিত হলোনা এবং "কালবী"র বর্ণনায় এটা রয়েছে: আব্দুল মাসীহ নামের এক খ্রীষ্টান পাদ্রী ছিলো। সে এমন এক প্রকার বিষ নিয়ে আসলো, যা পান করার এক ঘন্টার মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু হয়ে যায়। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তার কাছ থেকে বিষ নিয়ে তারই সামনে "بِسۡمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ رَبِّ الۡاَرۡضِ وَ السَّمَآءِ بِسۡمِ اللّٰهِ الَّذِیۡ لَایَضُرُّ مَعَ اسۡمِهٖ دَاءٌ" পাঠ করলেন আর বিষ পান করে নিলেন। এ দৃশ্য দেখে আব্দুল মসীহ নিজ গোত্রকে বললো: "হে আমার জাতি! সীমাহীন আশ্চর্যের বিষয়। ইনি এত বিপদজনক বিষ খেয়েও জীবিত রয়েছেন। এখন উত্তম হচ্ছে; তার সাথে সমঝোতা করে নেয়া। নতুবা তাঁর বিজয় অবধারিত।"

(হুজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামীন, ২/৬১৭, সংগৃহিত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! بِسۡمِ الله শরীফের বরকতে ভয়ঙ্কর বিষ হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর উপর

www.dawateislami.net

প্রভাব বিস্তার করেনি। আমাদেরও প্রত্যেক কাজের শুরু **আল্লাহ পাকের** যিকির দ্বারাই করা উচিৎ এবং যখনই অবসর সময় হয় **আল্লাহ পাকের** যিকিরে ব্যস্ত থাকার পাশাপাশি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফও পাঠ করা উচিৎ। কেননা কোরআনের পাকেও **আল্লাহ পাক** বিভিন্ন স্থানে নিজের পবিত্র নামের পাশাপাশি **নিজ মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক নামও উল্লেখ করেছেন। যেমন, স্বয়ং নিজ পবিত্র সত্তার উপর ঈমান আনার পাশাপাশি নিজের **হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপরও ঈমান আনার আদেশ দিয়েছেন, আবার কখনো নিজের আনুগত্যের সাথে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও আনুগত্যকে আবশ্যক করে দিয়েছেন এবং কখনো **নিজের** আর **নিজের হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতাকারীকে জাহান্নামের হকদার ঘোষনা করেছেন। এভাবে বিভিন্ন স্থানে **নিজে**র নাম থেকে **নিজের মাহবুবে**র নামকে পৃথক করেননি। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, **আল্লাহ পাক** যিকিরের পাশাপাশি যিকিরে **রাসূলে**র নাম দ্বারাও নিজের কণ্ঠকে ভিজিয়ে রাখা, তবে اِنْ شَآءَ الله আমরা রহমত ও বরকতের ভান্ডারের ভাগীদার হবো।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ এর তাফসীর

হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযায়িনুল ইরফান"** এ এই আয়াতে মুবারাকা "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ (এবং আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।)" এর পাদটিকায় বলেন: হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ আয়াত সম্পর্কে হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন যে, "আপনার স্মরণকে সমুন্নত করার অর্থ হচ্ছে, যখন আমাকে স্মরণ করা হবে, তখন আমার সাথে আপনাকেও স্মরণ করা হবে।" হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: "এর অর্থ হচ্ছে, আযানে, তাকবীরে, তাশাহহুদে, মিম্বরের উপর, খোৎবাসমূহে (**আল্লাহ পাকের** যিকিরের

www.dawateislami.net

পাশাপাশি **তাঁর রাসূলের**ও স্মরণ করা হয়)। সুতরাং যদি কেউ **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করে এবং প্রত্যেক কথায় **তাঁর** সত্যতাকে স্বীকার করে এবং **সৈয়্যদে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রিসালাতের সাক্ষ্য না দেয়, তবে তার সব আমল নিষ্ফল, সে (ব্যক্তি) কাফিরই থেকে যাবে।

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ মাহদী ফাসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"মাতলাউল মাসার্‌রাত"** এ আল্লামা ফাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত একটি বানী উদ্ধৃত করেন: "প্রত্যেক লেখক, পাঠ দানকারী, খতীব, বিবাহ যে করে এবং বিবাহ যে পড়ায় তাদের জন্য এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে মুস্তাহাব হলো যে, **আল্লাহ পাকের** হামদ ও সানার সাথে সাথে বারগাহে রিসালাতে দরূদ শরীফের হাদীয়া পৌঁছানো।" **(মাতলাউল মাসার্‌রাত (অনুদিত), ৬২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপীত)**

তিনি আরো বলেন: **"মেরাজ রজনীর দুলহা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণের মধ্যে **আল্লাহ তাআলার**ও যিকির রয়েছে এবং **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকিরও রয়েছে, অথচ **আল্লাহ পাকের** যিকির করাতে **নবীয়ে পাকের** যিকির নাই, যদি কেউ সর্বদা যিকিরে **ইলাহী** করতেই থাকে তবে এর বরকতে গুনাহ থেকে বেঁচে যায় এবং তার মধ্যে এমন নূরানীয়্যত অর্জিত হয়, যা তার সমস্ত খারাপ গুনাবলী ধ্বংস করে দেয়, এবং যিকিরে **ইলাহীর** আতঙ্ক ও মহত্বের কারণে স্বভাবে যে উগ্রতা সৃষ্টি হয়ে যায়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে স্বভাবের এই উত্তাপ দূর হয়ে যায় এবং আত্মার শক্তি অর্জিত হয়।

(মাতলাউল মাসার্‌রাত (অনুদিত), ৭০ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপীত)

যিকিরে খোদা জু উন সে জুদা চাহো নজদী ইয়োঁ
ওয়াল্লাহ্! যিকিরে হক নেহী কুঞ্জি সকর কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা জানা গেলো যে, যখনই **আল্লাহ পাকের** যিকির করা হয় তবে সাথে সাথে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফও পাঠ করা উচিৎ, হতে পারে আমাদের পাঠকৃত দরূদ শরীফ কাল কিয়ামতে আমাদের ক্ষমা ও মুক্তির কারণ হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

দেখ! ঐ এসেছে আমার অবলম্বন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়মতের দিন হযরত আদম সাফিউল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরশের নিকট বিস্তৃত ময়দানে অবস্থান করেবেন, তাঁর উপর দুটি সবুজ কাপড় থাকবে, নিজের উত্তরসূরীদের ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখছেন, যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে এবং উত্তরসূরীদের মধ্যে ঐরূপ ব্যক্তিদেরও দেখছেন, যারা দোযখে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আদম عَلَیْهِ السَّلَام **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক উম্মতকে দোযখে যেতে দেখবেন। সায়্যিদুনা আদম عَلَیْهِ السَّلَام আহবান করবেন: হে **আহমদ**! হে **আহমদ**! **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: লাব্বাইক, হে আবুল বশর! সায়্যিদুনা عَلَیْهِ السَّلَام ইরশাদ করবেন: "আপনার (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এই উম্মত দোযকে যাচ্ছে।" এ কথা শুনে আমি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ফিরিশতাদের পেছনে পেছনে যাবো এবং বলবো: হে আমার **রবে**র ফিরিশতারা! দাঁড়াও। তারা আরয করবে: আমরা হলাম কাজে নিযুক্ত ফিরিশতা, যে কাজের জন্য **আল্লাহ পাক** আমাদের আদেশ করেছেন তার বিপরীত করি না, আমরা তাই করি, যা আমরা আদেশ পেয়েছি। যখন **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বেদনাছন্ন হবেন তখন নিজের দাঁড়িঁ মুবারককে হাতে ধরবে এবং আরশের দিকে হাতে ইশারা করে বলবে: হে আমার **পরওয়ারদিগার**! তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করোনি যে, তুমি আমাকে আমার উম্মতের ব্যাপারে অপমানিত করবে না। আরশ থেকে আওয়াজ আসবে: হে ফিরিশতারা! **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আনূগত্য করো এবং তাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর আমি আমার ঝুলি থেকে একটি সাদা রঙ্গের কাগজ বের করবো এবং এটি মিযানের ডান পাল্লায় রাখবো আর আমি বলবো: بِسْمِ الله সাথে সাথেই সেই নেকীর পাল্লা গুনাহের পাল্লার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে। আওয়াজ আসবে: ধন্য সে, সৌভাগ্যবান হয়ে গেলো এবং তার মিযান ভারী হয়ে গেলো। একে জান্নাতে নিয়ে যাও। সেই বান্দা বলবে: হে আমার

www.dawateislami.net

পরওয়ারদিগার এর ফিরিশতারা! দাঁড়াও, আমি এই বান্দার সাথে একটু কথা বলে নিই, যে নিজ **রবের** কাছে এতো উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত। অতঃপর সে বলবে: আমার পিতা মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক, আপনার নূরানী চেহারা কতই না সুন্দর এবং আপনার আকৃতি কতই না সুশ্রী, আপনি আমার অনিশ্চয়তার মুহুর্ত থেকে বাঁচিয়ে নিলেন এবং অশ্রুর প্রতি দয়া করলেন। (আপনি কে?) **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: আমি তোমার **নবী মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং এটা তোমার ঐ দরূদ যা তুমি আমার প্রতি প্রেরণ করতে, এগুলো তোমাকে পরিপূর্ণ উপকৃত করেছে, যতটুকু তোমার প্রয়োজন ছিলো।” (মু'সুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/৯১, হাদীস নং-৭৯)

এই বর্ণনার প্রতিফলন ঘটিয়ে আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম ইহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন:

উন কি আওয়াজ পে কর উঠোঁ মে বে সাখতা শোর
আউর তড়প কর ইয়ে কাহোঁ আব মুঝে পরওয়া কিয়া হে
লো ওহ আ'য়া মেরা হামী মেরা গম খোয়ার উমাম!
আ'গেয়ী জাঁ তনে বে জাঁ মে ইয়ে আ'না কিয়া হে
পির মুঝে দা'মানে আকদাস মে চুপা লে হুযুর
আউর ফরমায়েঁ “হঠো ইস পে তাকাযা কিয়া হে”
চোড় কর মুঝকো ফিরিশতে কাহে মাহকুম হে হাম
হুকুম ওয়ালা কি না তাকমিল হো যোহরা কিয়া হে
ছদকে উচ রহম কে উস ছায়া দামন পে নিসার
আপনে বান্দে কো মাসিয়্যত সে বাচাঁয়া কিয়া হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত দ্বারা ধন্য করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৪৬

অসম্পূর্ণ দরূদ

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَا تُصَلُّوْا عَلَيَّ الصَّلٰوةَ الْبَتْرَاءَ অর্থাৎ আমার প্রতি অসম্পূর্ণ দরূদ শরীফ পাঠ করিওনা," সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "وَمَا الصَّلٰوةُ الْبَتْرَاء ইয়া **রাসূলাল্লাহ্!** অসম্পূর্ণ দরূদ শরীফ কি?" **সুলতানে দু'জাহান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "تَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّتُمْسِكُوْنَ অসম্পূর্ণ দরূদ হলো যে, তোমরা (আমার সন্তানাদির প্রতি দরূদ পড়ো শুধুমাত্র) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ পর্যন্ত পড়ে থেমে যাও।" (অতঃপর ইরশাদ করলেন:) "এর পরিবর্তে এভাবে পাঠ করো اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ।"

(আস সাওয়ায়েকেল মাহরাকা, ১ম অধ্যায়, /১৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে জানা গেলো যে, যখনই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য নসীব হয় তবে সাথে সাথে **তাঁর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সন্তানাদির প্রতিও দরূদ পাঠ করে নেয়া উচিৎ এবং এমনিতেও ভালবাসার চাহিদা হলো যে, প্রেমিকের সাথে সর্ম্পকিত সকল বস্তুকেও ভালবাসা। মনে রাখবেন যে, মুসলমানের জান-মাল, মান-সম্মান, মা-বাবা, সন্তান-সন্তুতি এমনকি সৃষ্টি জগতের সকল বস্তু থেকেও বেশি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি ভালবাসা থাকা উচিৎ, কেননা এতেই আমাদের সত্যতা ও ঈমানের পরিপূর্ণতা নিহিত। যখন সবচেয়ে বেশি ভালবাসা ও বিশ্বাসের পাত্র **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তাই হয় তবে **তাঁর** পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসাও আমাদের জন্য আমাদের নিকটাত্মীয়দের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া দরকার এবং কেনইবা হবে না যে, কোরআনে পাকের সাথে এটাই তো সেই দ্বিতীয় বস্তু যা শক্তভাবে আকঁড়ে

www.dawateislami.net

ধরার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের উপদেশ দিয়েছেন।

দু'টি মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ বস্তু

হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন আরকাম رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিদায়ত মুলক ইরশাদ হচ্ছে: "اَنَا تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি, اَوَّلُهُمَا كِتَبُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ এর মধ্যে একটি হচ্ছে কিতাবুল্লাহ্ অর্থাৎ কোরআনে পাক, যাতে হিদায়তও রয়েছে আর নূরও রয়েছে, فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهٖ অতএব তোমরা কিতাবুল্লাহ্কে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখো। وَاَهْلُ بَيْتِيْ এবং দ্বিতীয় জিনিসটি হলো আমার আহলে বাইত অতঃপর তিনবার ইরশাদ করলেন: اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِيْ، اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِيْ، اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِيْ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইত সম্পর্কে **আল্লাহ**কে ভয় করছি।"

(মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলে সাহাবা, ১৩১২ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের টিকায় বলেন: "(ثَقَلَيْن অর্থ) দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বা মূল্যবান জিনিস যা ঈমানের মূলনীতিতে সবচেয়ে দামী, (এর মধ্যে প্রথমটি হলো কোরআন) অর্থাৎ কোরআনে মাজিদে আক্বীদা ও আমলের হিদায়ত রয়েছে এবং তা দুনিয়ায় অন্তরের নূর, আখিরাতে পুলসিরাতের নূর (তিনি আরো বলেন:) اِسْتِمْسَاك এর অর্থ হচ্ছে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, যেন ছুটে না যায়, কোরআনে পাককে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো যেন জীবন এর ছায়ায় অতিবাহিত হয় এবং মৃত্যু এর ছায়ায় আসে।

মনে রাখবেন! কিতাবুল্লার মধ্যে সুন্নাতে **রাসূলাল্লাহ্**ও অন্তর্ভুক্ত, তা হচ্ছে কিতাবুল্লাহ্র ব্যাখ্যা এবং এর উপর আমল কারক, সুন্নাত ছাড়া কিতাবুল্লাহ্র উপর আমল করা অসম্ভব, সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, শুধু

www.dawateislami.net

কোরআনই যথেষ্ট। হাদীসের প্রয়োজন নাই বরং ফিকাহও কিতাবুল্লাহ্‌র ব্যাখ্যা বা টীকা (আর দ্বিতীয় জিনিস "আমার আহলে বাইত" এর ব্যাখ্যায় বলেন) অর্থাৎ আমার সন্তান, আমার বিবিগণ, জনাবে আলী ইত্যাদি তাঁদের আনুগত্য করো, তাঁদের ভালবাসো। (হাদীসে পাকের এই অংশ "আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইত সম্পর্কে **আল্লাহ**কে ভয় করছি।" এর ব্যাখ্যায় বলেন) তাঁদের অবাধ্যতা, বেআদবী ভুলেও কখনো করোনা, অন্যথা দ্বীন থেকেই বের হয়ে যাবে, মনে রাখবে যে, সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতের লড়াই, ঝগড়া শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে ছিলো না বরং মত-বিরোধের কারণে ছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে মানব প্রজন্মের হিদায়ত ও পথপ্রদর্শনের জন্য **সায়্যিদিল মুরসালিন নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে দু'টি জিনিসের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআনে পাক এবং অপরটি হচ্ছে পবিত্র আহলে বাইত, যে মুসলমান কোরআনে পাক পড়ে এর হালাল ও হারামের উপর আমল করে এবং পাশাপাশি আহলে বাইতের ভালবাসাও নিজের অন্তরে গড়ে নেয়, তবে اِنْ شَآءَ الله কখনো পথভ্রষ্ট হতে পারে না। মোটকথা কোরআনে পাকের মহত্বতার সাথে সাথে আহলে বাইতের সম্মান ও মর্যাদা, প্রেম ও ভালবাসা এবং তাদের গোলামীও একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত জরুরী। যদি কেউ এই দু'টি থেকে যেকোন একটিকে যেমন কোরআনে পাককে তো হিদায়তের মূল হিসাবে মানে, কিন্তু তার অন্তরে আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নাই তবে এইরূপ ব্যক্তি সঠিক পথে পরিচালিত নয়, এভাবে যদি কেউ কোরআনে পাককে ছেড়ে শুধুমাত্র আহলে বাইতকেই মূল হক ও সত্য মানে, তবে তার জন্যও মুক্তির কোন উপায় নাই। সত্যিকার অর্থে সেই আশিকে রাসূল দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম, যে কোরআনে পাককেও মুক্তির পথ হিসাবে মানে এবং আহলে বাইতের ভালবাসাকেও নিজের পথপ্রদর্শনের জন্য সঠিক পথের দিশারী হিসাবে মানে।

www.dawateislami.net

আহলে সুন্নাত কা হে বেড়া পার আসহাবে হুযুর
নজম হে আউর নাও হে ইতরাত রাসূলাল্লাহ্ কি
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিনটি বিষয়ের শিক্ষা

আমীরুল মুমিনিন, হযরত মওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَدِّبُوْا اَوْلَادَكُمْ عَلٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ অর্থাৎ নিজেদের সন্তানদের তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও, حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ اَهْلِ بَيْتِهٖ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ নিজের নবীর ভালবাসা, আহলে বাইতের ভালবাসা এবং কোরআন পাক পাঠ করা।" (আস সাওয়ায়েকেল মাহরাকা, পৃষ্ঠা ১৭২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন আহলে বাইতদের কিরূপ ভালবাসেন, সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করছেন যে, তোমরা তো আমাকে এবং আমার আহলে বাইতকে ভালবাসই, আগামী প্রজন্মের অন্তরেও আমার এবং আমার আহলে বাইতদের ভালবাসা পাকাপোক্ত করে দাও যেন তাদেরও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নৌকা

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ مَثَلَ اَهْلِ بَيْتِىْ فِيْكُمْ مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ আমার আহলে বাইতের উদাহরণ হলো নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নৌকার মতো, مَنْ رَكِبَهَا نَجَا যে এতে আরোহন করলো সে মুক্তি পেলো, وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ এবং যে রয়ে গেলো সে ডুবে গেলো।" (আস সাওয়ায়েকেল মাহরাকা, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কোরআনে পাকে বিভিন্ন আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তাঁরা **আল্লাহ পাকের** একত্ববাদ, **আল্লাহ পাকের** হুকুম আহকাম এবং নিজের রিসালতের তবলীগ (প্রচার) করেছেন এবং পাশাপাশি এটাও বলেছেন যে, এই তবলীগ ও প্রসারের জন্য আমি তোমাদের থেকে কোন বিনিময় চাই না, এই নেক কাজের প্রতিদান এবং সাওয়াব তো আমাদের **রব তাআলাই** দান করবেন, সুতরাং হযরত নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام যখন নিজের গোত্রদের **আল্লাহ**র আযাবের ভয় দেখাতে গিয়ে **আল্লাহ**র আহকামের বিষয়ে নিজের আনুগত্যের শিক্ষা দিলেন তখন ইরশাদ করলেন:

وَ یٰقَوۡمِ لَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ مَالًا ؕ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ

(পারা-১২, সূরা হুদ, আয়াত-২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং হে সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট এর পরিবর্তে কোন ধন-সম্পদ চাই না; আমার প্রতিদান তো আল্লাহরই নিকট রয়েছে।

এরূপ যখন হযরত হুদ عَلَيۡهِ السَّلَام নিজ গোত্রদের **আল্লাহ**র আহকাম এবং **আল্লাহ**র ইবাদতের দিকে প্রবিষ্ট করা আর গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য নেকীর দাওয়াত দিলেন তখন বললেন:

یٰقَوۡمِ لَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ اَجۡرًا ؕ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلَی الَّذِیۡ فَطَرَنِیۡ ؕ

(পারা-১২, সূরা হুদ, আয়াত-৫১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে সম্প্রদায়! আমি পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাচ্ছি না। আমার প্রতিদান নিরেট তারই (বদান্যতার) দায়িত্বে রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু কোরবান হয়ে যান **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি যে, **তাঁর** দরবারে তো মানুষেরা দ্বীনের তবলিগের মহান কৃপার দিকে দৃষ্টি রেখে অনেক ধন-দৌলত পেশও করে দিয়েছেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নিজের আহলে বাইতের ভালবাসার দাবী করেছেন।

www.dawateislami.net

আহলে বাইতের সাথে ভালবাসার দাবী

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, যখন **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা মনোয়ারায় তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং আনসার সাহাবীগন দেখলেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দায়িত্বে ব্যয়ের খাত অনেক রয়েছে অথচ সম্পদ কিছুই নাই, তখন তারা পরস্পর পরার্মশ করলেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কর্তব্যাদি ও **তাঁর** উপকারাদির কথা স্মরণ করে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে পেশ করার জন্য অনেক সম্পদ জমা করলেন এবং তা নিয়ে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন আর আরয করলেন যে, **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনার কারণেই আমরা সঠিক পথ লাভ করেছি, আমরা পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়েছি, আমরা দেখলাম যে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যয়ের খাত অনেক বেশি, তাই আমরা খাদেমগন এই সম্পদ আপনার পবিত্রতম দরবারে উপহার স্বরূপ নিয়ে এসেছি, গ্রহণ করে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন," এই প্রসঙ্গে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়। (খাযাইনুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৬৯)

قُلۡ لَّاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ اَجۡرًا اِلَّا الۡمَوَدَّۃَ فِی الۡقُرۡبٰی ؕ

(পারা-২৫, সূরা আশ শূরা, আয়াত-২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন, 'আমি সেটার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু চাই নিকটাত্মীয়তার ভালোবাসা।

এর দ্বারা তাদের এটা বুঝিয়ে দিলো যে, এই তবলিগ ও দ্বীনের প্রসারের জন্য যদি তোমাদের থেকে কিছু চাওয়ার থাকে তবে তা শুধুমাত্র আমার আহলে বাইতের ভালবাসাকে আবশ্যক করে নাও এবং তাঁদের প্রেম নিজের অন্তরে ঠাঁয় দিয়ে তাঁদের দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে যাও।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনার! যে, এই আয়াতে করীমায় **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে কিরূপ সুন্দর পদ্ধতিতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কালেমা পড়া, লোকেদের ঈমানের দৌলত দান করা, তাদের পথভ্রষ্টতা ও বিপদগামীতার অন্ধকার থেকে বের করে সত্য ও সরল পথের দিশা দেওয়া এবং কুফর ও শিরকের ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের থাবা ডুবন্তদের দ্বীন ও ঈমানের তরীতে আরোহন করিয়ে তাদের তীরে পৌঁছানোর বিনিময় শুধুমাত্র আহলে বাইতের ভালবাসা দ্বারা চাওয়া হচ্ছে।

যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম কবুল করার পর সারা জীবন নামাযও রোযার নিয়মানুবর্তিতা করতে থাকে, হজ্জ ও যাকাত এর মতো গুরুত্বপূর্ণ **আল্লাহর** হুকুম সমূহ সুন্দর ভাবে আদায় করতে থাকে এবং পুরো পুরো রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেয় কিন্তু অন্তরে **রাসূলের** ভালবাসা ও আহলে বাইতের ভালবাসা নাই তবে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে **রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ কেউ ততক্ষন পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আমি তার নিকট তার প্রাণথেকেও বেশি প্রিয় হবো না, وَتَكُوْنَ عِتْرَتِىْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهٖ এবং আমার সন্তান তার সন্তান থেকে বেশি প্রিয় হবে না।”
(শুয়াবুল ঈমান, ২/১৮৯, হাদীস নং-১৫০৫)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণিত, **হুযুর তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ اَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوْكُمْ مِنْ نِعَمِهٖ তোমরা **আল্লাহ পাকের** সাথে ভালবাসা রাখো, কেননা তিনি তোমাদেরকে নিজের নেয়ামত থেকে খাওয়ায়, وَاَحِبُّوْنِىْ بِحُبِّ اللهِ وَاَحِبُّوا اَهْلَ بَيْتِىْ بِحُبِّىْ এবং **আল্লাহ তাআলাকে** ভালবাসার কারণে আমাকেও ভালবাসো এবং আমাকে ভালবাসার কারণে আমার আহলে বাইতদের ভালবাসো।”

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৩৪, হাদীস নং-৩৮১৪)

www.dawateislami.net

বাগে জান্নাত কে হে বেহরে মদহে খোয়ানে আহলে বাইত
তুম কো মুশদা নার কা এ্য দুশমনানে আহলে বাইত
কিস যবাঁ সে হো বয়ান আয ও শানে আহলে বাইত
মদহ গোয়ে মুস্তাফা হে মদহে খোয়ানে আহলে বাইত
উনকি পা'কী কা খোদায়ে পাক করতা হে বয়ান
আ'য়া তাতহীর সে যাহির হে শানে আহলে বাইত
উন কে ঘর মে বে ইজাযত জিব্রাঈল আ'তে নেহী
কদর ওয়ালে জা'নতে হে কদর ও শানে আহলে বাইত

(যওকে নাত, ৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার পাশাপাশি **তাঁর** আহলে বাইতদের প্রেম ও ভালবাসা পোষণ করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেদ বহুল শরীরের সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা

আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ক্ষুধাকে তিন ভাগ করে নাও। একভাগ খাবার, এক ভাগ পানি ও এক ভাগ বাতাস (দ্বারা পেটের ক্ষুধা নিবারণ করা উচিত)।" যদি খাবারের মধ্যে এ নিয়ম পালন করা হয়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله কখনো শরীর (অতিরিক্ত) মোটা হবে না এবং কখনো বায়ু, বাত, পেটের গন্ডগোল, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগও হবে না।

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৪৭

দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ পাক** তার জন্যে দশটি নেকী লিখে দেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হয় আর তা দশজন গোলাম আযাদ করার সমতুল্য।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ২/৩২২, হাদীস নং-২৫৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আমাদের **রব তাআলা** আমাদের প্রতি কিরূপ দয়াবান যে, যদি আমরা **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করি তবে সেই দয়ালূ **আল্লাহ পাক** এর বদলে আমাদের আমল নামায় দশটি নেকী লিখে দেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। শুধু তাই নয় বরং আমাদের পাঠকৃত দরূদ শরীফ আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণও বটে। সুতরাং উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে বেশি থেকে বেশি পরিমাণ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকা উচিৎ, যেন আমাদের গুনাহ ক্ষমার উপলক্ষ হয়ে যায়।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পাঠ করে 'اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ' যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তবে বসার পূর্বে এবং বসা থাকলে তবে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতে আলা সায়্যিদিস সা'আদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلٰى خَيْرِ الْاَنَامِ مُحَمَّدٍ ۝ اِنَّ الصَّلٰوةَ عَلَيْهِ نُوْرٌ يُعْقَدُ

অর্থাৎ: সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সত্তা হযরত সায়্যিদুনা **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিঃসন্দেহে সেই দরূদ শরীফ পাঠ করা, এমন নূর যা হচ্ছে জামিনদার। অর্থাৎ ক্ষমার গ্যারান্টি।

مَنْ كَانَ صَلّٰى قَاعِدًا يُّغْفَرُ لَهُ قَبْلَ الْقِيَامِ وَلِلْمَتَابِ يُجَدَّدُ

অর্থাৎ: যে বসাবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করে, দাঁড়ানোর পূর্বেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এবং তাওবা কারীদের গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়া হয়।

وَكَذَاكَ اِنْ صَلّٰى عَلَيْهِ قَآئِمًا يُغْفَرُ لَهُ قَبْلَ الْقُعُوْدِ وَيُرْشَدُ

অর্থাৎ: এবং এমনই যদি দাঁড়িয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করা হয় তবে বসার পূর্বেই ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তার জন্য হিদায়াতের প্রদীপ প্রজ্জলিত হয়ে যায়।

(হিকায়াতে আউর নসিহতে, পৃষ্ঠা ২৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরূদ শরীফ না লিখার শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা আবু যাকারিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমার এক বন্ধু আমাকে এই ঘটনাটি শ্রবণ করিয়েছে যে, বসরায় এক ব্যক্তি হাদীস শরীফ লিখতো এবং স্বইচ্ছায় কাগজ বাঁচানোর জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের পর দরূদ শরীফ লিখতো না। তার ডান হাতে পচন রোগ হয়ে গেলো। তার এই হাত পঁচে গলে গেলো এবং এই রোগের ব্যথায় সে মরে গেলো।" (সা'আদাতুদ দারাঈন, ৪র্থ অধ্যায়, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের আলোচনা করে দরূদ শরীফ না লিখার কারণে ঐ ব্যক্তির এক ভয়ঙ্কর রোগ দেখা দিলো এবং এই রোগের কারণে তার মৃত্যু হয়ে গেলো। আমাদেরও এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ এবং আজকের পর নিজের এই অভ্যাস করে নেয়া উচিৎ যে, যখনই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক লিখি বা শ্রবণ করি তবে **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবো اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে সকল কষ্ট ও রোগ দূর হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

গলার ব্যথা দূর হয়ে গেলো

মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ কাদেরী বযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল ছিলেন। একবার তিনি বয়ান করার জন্য নাড়ওয়াল (পাঞ্জাব) এ উপস্থিত হলেন। যখন তিনি সুন্নাতে ভরা বয়ান শুরু করলেন, তখন গলার ব্যথার কারণে এরূপ অনুভব হলো যে, আজ বয়ান করা কষ্টসাধ্য হবে, কিন্তু আরবী খুতবার পর তিনি বললেন: "আমার নিকট এমন এক ঔষুধ রয়েছে যা প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা স্বরূপ এবং **আল্লাহ**র দানক্রমে আরোগ্যও।" এটা বলে তিনি উচ্চ আওয়াজে দরূদ শরীফ পাঠ করতে লাগলেন। দরূদ শরীফ পাঠ করার সাথে সাথেই তাঁর আওয়াজ পরিষ্কার হয়ে গেলো। গলা ব্যথা দূর হয়ে গেলো, এর পর তিনি সাড়ে তিন ঘন্টা জ্বালাময়ী বয়ান করেন। তিনি এমন জোশের সাথে বয়ান করছিলেন যে, এর আগে এরূপ আর দেখা যায়নি। এসব দরূদ পাকের বরকতেই হয়েছিলো। (হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ১৫৩ পৃষ্ঠা সংক্ষেপিত)

হার দরদ কি দাওয়া হে সাল্লে আলা মুহাম্মদ — তাবীযে হার বালা হে সাল্লে আলা মুহাম্মদ
জু মরযে লা দাওয়া হে ইয়ে গুল কর পিলা দো — কিয়া নুসখা শিফা হে সাল্লে আলা মুহাম্মদ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরূদে তাজ এর বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুর্যুগানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দরূদ শরীফের বিভিন্ন শব্দগুচ্ছের আলোচনা করেছেন এবং এর উপকারীতা ও প্রতিফল সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, এমনি ভাবে রেওয়ায়াতে দরূদে তাজ এর ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে, এর মধ্য থেকে আটটি (৮) মাদানী ফুল বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে শ্রবণ করুন এবং অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা অভ্যাস গড়ে তুলুন:

(১) যে ব্যক্তি মাসের প্রথম ভাগে (অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১ম থেকে ১৪ তারিখের পর্যন্ত) বৃহস্পতিবার রাতে ইশার নামাযের পর ওযু অবস্থায়, পবিত্র কাপড়

www.dawateislami.net

পরিধান করে, সুগন্ধি লাগিয়ে, একশত সত্তর বার (১৭০) দরূদে তাজ পাঠ করে ঘুমায়, লাগাতার ১১ রাত যে এভাবে করবে اِنْ شَآءَ الله **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হবে।

(২) যাদু-মন্ত্র, জিন ও শয়তানকে দূর করার জন্য এবং বসন্ত রোগের জন্য এগারো (১১) বার পাঠ করে দম করে নিন اِنْ شَآءَ الله উপকার হবে।

(৩) অন্তর পবিত্র করার জন্য প্রত্যেহ ফযরের নামাযের পর ষাট (৬০) বার এবং আসরের নামাযের পর তিন (৩) বার আর ইশার নামাযের পর তিন (৩) বার করে পাঠ করুন।

(৪) শত্রু, অত্যাচারী, হিংসুক এবং শাসকের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এবং দুঃখ ও দরিদ্রতা দূর হওয়ার জন্য লাগাতার চল্লিশ (৪০) দিন ইশার নামাযের পর একচল্লিশ (৪১) বার পাঠ করুন।

(৫) আয়-রুজিতে বরকতের জন্য সাত (৭) বার ফযরের নামাযের পর সর্বদা পাঠ করুন।

(৬) বন্ধ্যা মহিলাদের জন্য একুশটি (২১) খোরমার (শুকনো খেজুর) উপর সাত (৭) সাত (৭) বার দম করে একটি (১) করে খোরমা (শুকনো খেজুর) প্রত্যেহ খাইয়ে দিন এবং হায়েযের (ঋতুস্রাব) পর, পবিত্রতা অবস্থায় সহবাস হলে **আল্লাহর** দয়ায় নেকার সন্তান জন্ম হবে।

(৭) যদি গর্ভবতীর কষ্ট হয় তবে সাত (৭) দিন পর্যন্ত সাত (৭) বার পানিতে দম করে খাইয়ে দিন।

(৮) জায়িয ভালবাসা যেমন, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা এবং প্রত্যেক জায়িয উদ্দেশ্যের জন্য অর্ধ রাতের পর চল্লিশ (৪০) বার একনিষ্ট ভাবে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله মনের উদ্দেশ্য সফল হবে। (আ'মালে রযা, ২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ার জন্যে, নামায ও সুন্নাতের রাস্তায় চলার জন্যে **দা'ওয়াতে ইসলামীর**

www.dawateislami.net

মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, اِنْ شَآءَ الله বরকত ও সৌভাগ্যই সৌভাগ্য অর্জিত হবে। সমাজের অসংখ্য বিগড়ে যাওয়া লোক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه সঠিক পতের সন্ধান পেয়েছে এবং কতজন যে দরূদ ও সালামের আশিক হয়ে সর্বদা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতেই থাকেন, আপনাদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য এমনি একজন সালাত ও সালামের প্রেমিকার ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার উল্লেখ করছি।

সালাত ও সালামের আশিকা

বাবুল মদীনা (করাচী) এর রনচুড় লাইন এলাকার এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারর্মম হচ্ছে, আমার আপন বোন (বয়স প্রায় ২২ বছর) সম্ভবত ১৯৯৪ সালে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়েছিলো। এই মাদানী সংগঠনের পবিত্র মাদানী পরিবেশের বরকতে তার জীবনে মাদানী পরির্বতন সাধিত হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে পড়তে লাগলো, **T.V.** তে সিনেমা নাটক ইত্যাদি দেখা ছেড়ে দিলো, পরিবারের কেউ **T.V.** চালু করলে সে অন্য রুমে চলে যেতো। ১৯৯৬ সালে হঠাৎ একদিন তার শরীর খারাপ হয়ে গেলো, চিকিৎসা করালাম কিন্তু রোগ বাড়তেই লাগলো, এমনকি অবস্থার অবনতি হতে হতে এমন হয়ে গিয়েছিলো যে, একা উঠে বসতেও পারতো না। সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতো। জুমার দিন যখন মসজিদ থেকে জুমার নামাযের পর আশিকানে রাসূলের পাঠকৃত সালাত ও সালাম....

মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখো সালাম   শময়ে বজমে হিদায়াত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

এর সুললিত আওয়াজ তার কানে এসে পৌঁছতো তখন তার এক প্রফুল্লতার ভাব এসে যেতো। সে অত্যন্ত কষ্ট ও দুর্বলতা স্বত্তেও খাট ধরে

সর্তকতার সহিত পর্দা করে আদব সহকারে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালামের সুরে হারিয়ে যেতো। তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো, এমনকি কাঁদতে কাঁদতে অনেক সময় অবস্থা খারাপ হয়ে যেতো, আর যতক্ষন পর্যন্ত বিভিন্ন মসজিদ থেকে আওয়াজ আসা বন্ধ না হতো ততক্ষন পর্যন্ত এভাবেই আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে সালাত ও সালামে উপস্থিত থাকতো। পরিবারের লোকেরা তার অসুস্থতার কারণে করুনা বশতঃ তাকে বসার পরার্মশ দিলে সে কাঁদতে কাঁদতে তাদের মানা করে দিতো। তার কণ্ঠে ধারাবাহিক ভাবে بِسۡمِ الله, কালেমা তায়্যিবা এবং দরূদ শরীফ লেগেই থাকতো।

১৫ই রমযানুল মুবারক ১৪১৫ হিজরি সে তার বড় বোন থেকে পানি চাইলো, পানি পান করার পূর্বে ওড়না মাথায় রাখলো, بِسۡمِ الله শরীফ পাঠ করে পানি পান করে লুঠিয়ে পরলো। তার বোন থাকে সোজা করার চেষ্টা করলে দেখলো যে তার রুহ দেহ পিঞ্জর থেকে বের হয়ে গেলো। চেহারার হাঁড় বের হয়ে এলো, ফোস্কা পরে গিয়েছিলো এবং রঙও কালচে হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু যখন তাকে মৃত্যুর পর গোসল দিয়ে কাফন পরানো হয়েছিলো তখন আমি দেখলাম যে, আশ্চার্য জনকভাবে আমার বোনের চেহারা ভরাট এবং উজ্জল হয়ে গিয়েছিলো, আর চেহারার সব ফোস্কা আশ্চার্য জনকভাবে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এগুলো সব দরূদ শরীফ পাঠ করার কারণে হয়েছিলো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরূদে পাক পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদের অন্তিম মুহুর্তে **মাহবুব** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়ায় ঈমান এবং ক্ষমার সহিত মৃত্যু নসীব করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৪৮

এক গুনাহগারের ক্ষমা লাভের কারণ

হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালীমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর গোত্রে এক ব্যক্তি অতিশয় গুনাহগার ছিলো, সে তার সারা জীবন **আল্লাহ্ পাকের** নাফরমানীতে কাটিয়েছে, যখন সে মারা গেলো তখন বনী ঈসরাইলরা তাকে কাফন-দাফন ছাড়াই আর্বজনার স্তুপে ফেলে দিলো। **আল্লাহ্ পাক** মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমার এক বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে এবং লোকেরা তাকে আবর্জনার স্তুপে ফেলে দিয়েছে। আপনি গিয়ে তাকে আবর্জনা থেকে বের করুন এবং আদব ও সম্মানের সহিত কাফন দাফনের ব্যবস্থা করুন আর তার জানাযা পড়িয়ে দিন। একথা শুনে হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام সেই জায়গায় পৌঁছে দেখলো যে, সে তো এক গুনাহগার ব্যক্তি ছিলো, তিনি عَلَیۡہِ السَّلَام অনেক আশ্চার্য হলেন বটে তবে **আল্লাহ্ পাকের** আদেশের উপর আমল করে তিনি عَلَیۡہِ السَّلَام অত্যন্ত আদব ও সম্মান সহকারে সেই ব্যক্তির কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করলেন এবং নামাযে জানাযা পড়ে দাফন করে দিলেন। পরে তিনি عَلَیۡہِ السَّلَام **আল্লাহ্ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে **আল্লাহ্**! এই বান্দা তো অনেক বড় অপরাধী ও গুনাহগার ছিলো, সে এরূপ সম্মানের অধিকারী কিভাবে হলো? **আল্লাহ্ পাক** ইরশাদ করলেন: হে মূসা! সে আসলেই ছিলো অনেক বড় গুনাহগার এবং কঠিন আযাবের যোগ্য কিন্তু তার এই অভ্যাস ছিলো যে, যখনই সে তাওরাত শরীফ খুলতো: "وَنَظَرَ اِلٰی اِسۡمِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَبَّلَهٗ وَوَضَعَهٗ عَيۡنَيۡهِ وَصَلّٰى عَلَيۡهِ এবং **মুহাম্মদে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নামে পাক দেখতো তবে ভালবাসার আবেগে এই নামে পাককে চুমু খেতো, একে চোখের সাথে লাগাতো এবং **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফের পুষ্পগুচ্ছ উপহার স্বরূপ প্রেরণ করতো, فَشَكَرۡتُ ذٰلِكَ لَهٗ وَغَفَرۡتُ ذُنُوۡبَهٗ وَزَوَّجۡتُهٗ سَبۡعِيۡنَ حُوۡرَاءَ ব্যস আমি (তার এই আমলের

www.dawateislami.net

কারণে) তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছি, তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিয়েছি এবং সত্তর জন হুরের সাথে তার বিবাহ করিয়ে দিয়েছি।”

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ, ৪/৪৫, হাদীস নং-৪৬৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যে ব্যক্তি খুবই গুনাহগার এবং লোকের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ছিলো, **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের আদব ও সম্মান করা, তা চুমু খেয়ে চোখে লাগানো এবং তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তার এই কাজ **আল্লাহ পাকের** এরূপ পছন্দ হলো যে, তাকে **আল্লাহ পাকের** দরবারে কবুল করে নিলেন। আমাদেরও উচিৎ যে, যখনই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক পড়ি বা শ্রবণ করি তবে সম্মানের নিয়্যতে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু খেয়ে তা চোখের সাথে লাগানো এবং **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশাধিকার অর্জিত হবে।

আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু খাওয়ার সাওয়াব

ফতোওয়ায়ে শামীতে রয়েছে, যখন মুয়াজ্জিন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله বলে তখন মুস্তাহাব হলো যে, শ্রবণকারী বলবে “صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله” এবং যখন দ্বিতীয়বার এই বাক্য শুনবে তখন এরূপ বলবে “ قُرَّتُ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ الله اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ” এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে চোখের সাথে লাগাবে, এরূপ আমলকারীকে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **কিতাবুল ফিরদাউসের** বরাত দিয়ে আরো বলেন: “مَنْ قَبَّلَ ظُفْرَىْ اِبْهَامِهٖ عِنْدَ سَمَاعِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ فِى الْاَذَانِ”

www.dawateislami.net

অর্থাৎ আযানে "أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ" শ্রবণ করে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখে চুমু খাবে, "أَنَا قَائِدُهُ وَمُدْخِلُهُ فِى صُفُوفِ الْجَنَّةِ" আমি এরূপ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব দেব এবং তাদের জান্নাতিদের কাতারে প্রবেশ করাবো।"

(দুররে মুখতার ওয়া রুদ্দুল মুহতার, ২/৮৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুযুরের নাম মুবারক

মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য নাম মুবারক রয়েছে। অনেক মুহাদ্দিসীনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "যেরূপ **আল্লাহ পাকের** নিরানব্বইটি (গুনবাচক) নাম রয়েছে ঠিক তেমনি **আল্লাহ পাক হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও নিরানব্বইটি (গুনবাচক) নাম প্রদান করেছেন। ইবনে আরাবী মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"আ'রেসাতুল আহওয়াযী"**তে উদ্ধৃত করেন যে, **আল্লাহ পাকের** হাজারো নাম রয়েছে এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও হাজার নাম রয়েছে, ইবনে ফারীস থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক হাজারের চেয়েও বেশি। এর মধ্যে প্রতিটি নাম **তাঁর** চরিত্রের কোন না কোন অংশকে প্রকাশ করে। এও মনে রাখবেন যে, যেমন **আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত** এর অসংখ্য নাম রয়েছে কিন্তু জাতি নাম হলো একটি **"আল্লাহ"** ঠিক তেমনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামের সংখ্যাও হাজারের মতো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য নাম হওয়ার পরও **তাঁর** জাতি নাম একটিই আর তা হচ্ছে **"মুহাম্মদ"**। এটি সেই নাম যা **আল্লাহ পাক** প্রথম দিন থেকেই **তাঁর** জন্য নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন।

(মাতালিউল মাসার্‌রাত (অনুদিত), পৃষ্ঠা ১৯৩, সংক্ষেপিত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেমন পছন্দনীয় যে, এটি শুনতেই সম্মানের প্রভাবে ভালবাসা পোষণকারীদের মন উদ্বেলিত হয়ে উঠে এবং আশিকানে রাসূলের মুখে স্বাভাবিক ভাবেই দরূদ ও

www.dawateislami.net

সালাম পাঠ শুরু হয়ে যায়। আর এসব আদব ও সম্মান কেনইবা হবে না যে, **মুহাম্মদ** তো তাকেই বলে যা প্রশংসনীয়, কেননা 'محمد' শব্দটি 'احمد' থেকে নির্গত এবং 'احمد' এর অর্থ হচ্ছে প্রশংসা করা, আর 'محمد' শব্দে অর্থ হচ্ছে ঐ সত্তা যার প্রশংসা ও সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়। ইমাম রাগিব আসফাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামে **মুহাম্মদ** সম্পর্কে বলেন: "وَمُحَمَّدٌ إِذَا كَثُرَتْ خِصَالُهُ الْمَحْمُوْدَةُ **মুহাম্মদ** সেই সত্তাকে বলা হয়, যার মধ্যে প্রশংসনীয় আচরণ অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।" (আল মুফরিদাত, ২৫৬ পৃষ্ঠা)

আঁখো কা তারা নামে মুহাম্মদ দিল কা উজালা নামে মুহাম্মদ
হে ইয়োঁ তো কসরত সে নাম লেকিন সব সে হে পেয়ারা নামে মুহাম্মদ

(কাবালায়ে বখশীশ. ৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার মতোই **তাঁর** নামও প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র আর এই নাম **আল্লাহ পাকের** কাছেও অত্যধিক পছন্দনীয়।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**হাবীবে রাব্বে আকবর, হুযুর পূর নূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক হচ্ছে, **মুহাম্মদ** ও **আহমদ** এবং প্রকাশ থাকে যে, এই দু'টি নাম স্বয়ং **আল্লাহ তাআলাই তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য নির্বাচিত করেছেন, যদি এই দু'টি নাম **আল্লাহ পাকের** নিকট অত্যধিক পছন্দনীয় না হতো, তবে নিজের **প্রিয় হাবীবের** জন্য পছন্দ করতেন না।" (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬০১)

যদি আমরাও এই মহৎ ও সম্মানিত নাম থেকে বরকত অর্জনের জন্য নিজের সন্তানদের নাম **মুহাম্মদ** রাখি তবে এই মুবারক নাম আমাদের ক্ষমার কারণ হতে পারে এবং **আল্লাহ পাক** এর বরকতে আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন।

www.dawateislami.net

নামে মুহাম্মদের বরকত

নবীয়ে করিম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিময় ইরশাদ হচ্ছে: “مَنْ وَلَدَ لَهٗ مَوْلُوْدٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً حُبّاً لِيْ وَتَبَرُّكاً بِاِسْمِيْ অর্থাৎ যার ওখানে সন্তান জন্ম নিয়েছে এবং সে আমার ভালবাসা ও আমার নামের বরকত অর্জনের জন্য নিজের সন্তানের নাম **মুহাম্মদ** রাখলো, “كَانَ هُوَ وَمَوْلُوْدُهٗ فِي الْجَنَّةِ তবে সে এবং তার সন্তান দুজনই জান্নাতের অধিকারী হিসাবে পরিগনিত হবে।” **(আস সীরাতুল হালবীয়া, ১/১২১)**

অপর এক হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: “وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَاأُعَذِّبُ اَحَدًا تُسَمّٰى بِاِسْمِكَ فِي النَّارِ অর্থাৎ হে **মাহবুব!** আমার ইয্যত ও জালালের কসম! আমি এমন কোন বান্দাকে দোযখের আযাব দিবো না, যার নাম আপনার নামের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে।” **(প্রাগুক্ত)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুহাম্মদ নাম রাখলে তার সম্মানও করো

আমীরুল মুমিনিন, হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ফরমান হচ্ছে: “ اِذَا سَمَّيْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّداً فَاَكْرِمُوْهُ অর্থাৎ যখন তোমরা কোন শিশুর নাম **মুহাম্মদ** রাখো তবে তার সম্মান করো, وَاَوْسِعُوْا لَهٗ فِي الْمَجْلِسِ وَلَاتُقَبِّحُوْا لَهٗ وَجْهاً এবং বৈঠকে তার জন্য জায়গা বিস্তৃত করো এবং তার চেহারার মন্দ বর্ণনা করো না।”

(আহকামে শরীয়াত, ৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! যার নাম **মুহাম্মদ** ও **আহমদ** বা কোন সম্মানিত ব্যক্তিত্বের নামানুসারে রাখা হয় তবে তার সম্মানও করা আমাদের জন্য আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে নাম তো ভাল ভাল রাখা হয় তবে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই মুবারক নামের সম্মান একেবারেই করা হয় না এবং এগুলো বিকৃত করে অদ্ভুত অদ্ভুত নামে ডাকা হয়, অথচ আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এরূপ অভ্যাস ছিলো যে, সম্মানিত নাম সমূহের যথাসম্ভব আদব ও সম্মান করতেন।

ওযু ছাড়া মুহাম্মদ নাম নিতো না যে বুযুর্গ

প্রসিদ্ধ বাদশাহ সুলতান মাহমুদ গযনবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন মহান আলিম ও নামায রোযার অনুসারী ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন। তিনি সারা জীবন দ্বীন ইসলামের হুকুম আহকাম অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করতে ও **আল্লাহ**র কালামকে প্রসারের জন্য অনেক যুদ্ধ করেছেন আর বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। বীর ও সাহসী হওয়ার পাশাপাশি আশিকে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর অনুগত গোলাম আয়াজ এর এক ছেলে ছিলো যার নাম ছিলো **মুহাম্মদ**। হযরত মাহমুদ গযনবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখনই সেই ছেলেকে ডাকতো তখনি তার নাম ধরে ডাকতো, একদিন তিনি স্বভাব বিরুদ্ধ ভাবে তাকে হে ইবনে আয়ায! বলে ডাকলেন। আয়ায মনে করলো যে, সম্ভবত বাদশাহ আজ অসন্তুষ্ট, এজন্যে আমার ছেলেকে নাম ধরে ডাকলেন না, তিনি দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **হুযুর**! আমার সন্তানের কি আজ কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, যার কারণে আপনি তার নাম ধরে না ডেকে ইবনে আয়ায বলে ডেকেছেন? সুলতান মাহমুদ গযনবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "আমি নামে **মুহাম্মদে**র সম্মানে তোমার ছেলের নাম ওযু ছাড়া নেইনি, কেননা তখন আমি ওযু অবস্থায় ছিলাম না, এজন্যই **মুহাম্মদ** শব্দটি ওযু ছাড়া উচ্চারণ করা ভাল মনে করিনি।"

www.dawateislami.net

লো ঝুমকে নাম মুহাম্মদ কা, ইস নাম সে রাহাত হোতি হে
ইস নাম কে সদকে বেটকে হে, ইস নাম সে বারাকাত হোতি হে
আপনে তো নিয়াজি আপনে হে, গায়রোঁ নে বি হামসে পেয়ার কিয়া
সব নামে নবী কা সদকা হে, আপনি জু ইয়ে ইজ্জত হোতি হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ্! আমাদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান করা এবং **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুখের দূর্গন্ধের চিকিৎসা

যদি কোন কিছু খাওয়ার কারণে মুখে দূর্গন্ধ দেখা দেয় তাহলে কাঁচা ধনিয়া চিবিয়ে চিবিয়ে খান। তাছাড়া গোলাপের তাজা অথবা শুকনো ফুল দ্বারা দাঁত মাজলেও মুখের দূর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله তবে হ্যাঁ! যদি পেটের রোগের কারণে মুখে দূর্গন্ধ দেখা দেয়, তাহলে কম খাওয়ার অভ্যাস করে ক্ষুধার বরকত অর্জন করা দ্বারা اِنْ شَآءَ الله পা এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুকের জ্বালাপোড়া, মুখের ফোস্কা, স্থায়ী সর্দি কাশি, গলা ব্যথা, মাড়িতে রক্ত দেখা দেয়া ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রোগের পাশাপাশি মুখের দূর্গন্ধ থেকেও আপনি রক্ষা পেয়ে যাবেন। ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার বরকতে শতকরা ৮০ ভাগ রোগ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। (বিস্তারিত জানার জন্য **"ফয়যানে সুন্নাত"** প্রথম খন্ডের অধ্যায় **"ক্ষুধার ফযীলত"** অধ্যয়ন করুন। যদি নফসের লোভ লালসার চিকিৎসা হয়ে যায় তাহলে অনেক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য রোগ এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৪৯

সেটিই প্রথম সেটিই শেষ

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **শরহে শেফা**'য় একটি হাদীসে পাক উদ্ধৃতি করেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তাফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুগন্ধিময় ইরশাদ হচ্ছে: "একবার জিব্রাঈল আমীন উপস্থিত হয়ে আমাকে এভাবে সালাম করলো: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ظَاهِرُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَاطِنُ" আমি বললাম: "হে জিব্রাঈল! এই গুনাবলী তো **আল্লাহ তাআলারই**, এর উপযুক্ত তো তিনিই, আমার মতো সৃষ্টির কিভাবে হতে পারে?" জিব্রাঈল আমীন (عَلَيْهِ السَّلَام) আরয করলেন: **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আপনাকে** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এই গুনাবলী দ্বারা ধন্য করেছেন এবং সকল আম্বিয়া ও রাসূলগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام উপর আপনাকে বিশেষত্ব দান করেছেন, নিজের নাম ও গুনাবলীর সাথে আপনার নাম ও গুনাবলীকে একত্র করেছেন, "سَمَّاكَ بِالْاَوَّلِ لِاَنَّكَ اَوَّلُ الْاَنْبِيَاءِ خَلْقًا" আপনাকে আউয়াল (প্রথম) গুনাবলী দ্বারা এই জন্যই প্রশংসীত করেছেন যে, আপনি সৃষ্টিগত ভাবে সকল আম্বিয়া থেকে অগ্রবর্তী, "وَسَمَّاكَ بِالْاٰخِرِ لِاَنَّكَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ فِى الْعَصْرِ" এবং আখির (শেষ) এই জন্যই রাখা হয়েছে যে, আপনি পয়গম্বরদের মধ্যে সময়ের হিসাবে সর্বশেষ।" আপনি বাতিন (গোপন) এই কারণে যে, **আল্লাহ পাক** নিজের নামে পাকের সাথে আপনার নামকে সোনালী নূর দ্বারা আরশের মধ্যে হযরত আদম সফিউল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বেই স্থায়ীভাবে লিখে দেন অতঃপর আমাকে আপনার বরকতময় সত্তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দেন, তখন আমি দু'হাজার বছর পর্যন্ত দরূদ প্রেরণ করতে রইলাম, এমনকি **আল্লাহ পাক** আপনাকে প্রেরণ করেছেন।" (শরহুশ শেফা, ৩য় অধ্যায়, ১/৫১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই রেওয়ায়াতে ফিরিশতাদের সরদার হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام সকল আম্বিয়া ও রাসূলগনের **সরদার নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আউয়াল ও আখির (প্রথম ও শেষ) গুণাবলী দ্বারা সম্ভাষণ করেছেন এবং **তাঁর** প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন। এ থেকে এই বিষয়টি জানা যায় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথমও, শেষও, গোপনও, প্রকাশ্যও। আমাদের উচিৎ যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রত্নগর্ভ দরবারে উপহার স্বরূপ দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার সময় **তাঁর** পবিত্র গুনাবলী দ্বারা দরূদ ও সালাম আরম্ভ করা।

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'মাদারিজুন নবুয়ত'** এ এই আয়াতে মুবারাকা "هُوَالْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ" (তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন) এর ব্যাখ্যায় বলেন: "এই মর্যযাদাবান বাক্য **আল্লাহ পাকের** সুন্দরতম নাম সমূহের হামদ ও সানার সাথে অন্তর্ভুক্ত, কেননা **আল্লাহ পাক তাঁর** মহত্বকে যিকির ও বয়ানে ইরশাদ করেছেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা ও গুনাবলীও অন্তর্ভুক্ত, কেননা **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা** এই গুনাবলীর সাথে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, তাছাড়া এই নাম, **আল্লাহ**র নামও। **আল্লাহ পাক** এই গুণকে নিজ **হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে পাক বলে ঘোষনা করে, **তাঁর** হুলিয়া মুবারক, সৌন্দর্য এবং সুন্দর আচরণের প্রতিকৃৎ বানিয়েছেন। যদিওবা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নাম দ্বারা গুনান্বিত তারপরও বিশেষ ভাবে এর মধ্য হতে কিছু গুনাবলীকে বিশেষায়ীত করা হয়েছে। এর মধ্যে আউয়াল, আখির, জাহির, বাতিন (প্রথম, শেষ, প্রকাশ্য, গোপন)ও রয়েছে।"

তিনি আরো বলেন: "এখন এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামের গুণাবলীতে আউয়াল কিভাবে? তবে এই প্রথম হওয়াটা এই জন্যে যে, **তাঁর** সৃষ্টি সমস্ত সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে প্রথম।"

www.dawateislami.net

সিফ্‌তে আউয়াল এর ব্যাখ্যা

হাদীস শরীফে রয়েছে: "اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِى অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** সর্ব প্রথম আমার নূরকে অস্তিত্ব দান করেছেন।"

দ্বিতীয়ত্বঃ তিনি নবুয়তের মর্যাদায়ও সর্ব প্রথম। সুতরাং হাদীসে পাকে রয়েছে: "كُنْتُ نَبِيًّا وَّاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ" অর্থাৎ আমি সেই সময়ও নবী ছিলাম যখন আদম عَلَيْهِ السَّلَام নিজের খামীরের মধ্যে ছিলো।"

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রথম সৃষ্টি হওয়ার তৃতীয় কারণ হলো যে, তিনিই অঙ্গীকার আদায়ের দিন সমস্ত জাহানের পূর্বে উত্তর প্রদানকারী, যখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ (তোমাদের **রব** কি নাই?) তখন সবাই বললো: "قَالُوْا بَلٰى ۚ (সবাই বললো কেন নয়)

এবং তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী আর হাশরের দিন শাফায়াতের দরজা সর্বপ্রথম **তাঁর** জন্যই খোলা হবে এবং জান্নাতেও সর্বপ্রথম **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই যাবেন।

সিফ্‌তে আখির এর ব্যাখ্যা

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সিফ্‌তে আখির দ্বারা এজন্যই সম্ভাষণ করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম হওয়া সত্ত্বেও রিসালত ও নবুয়ত প্রকাশকালে তিনি সর্ব শেষ। সুতরাং **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ হ্যাঁ **আল্লাহর রাসূল** এবং সমস্ত নবীদের পূর্বে।"

দ্বিতীয় কারণ এই যে, সকল আসমানি কিতাবের মধ্যে **তাঁর** কিতাব অর্থাৎ কোরআনে করীম সর্বশেষ এবং সকল দ্বীনের মধ্যে **তাঁর** দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম সর্বশেষ। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে: "نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ অর্থাৎ সকল শ্রেষ্ঠত্বের পরও নবুয়ত প্রকাশে আমি সর্বশেষ।"

অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহির ও বাতিন হওয়ার কারণ বর্ণনা করে ইরশাদ করেন: "**তাঁর** জাহির হওয়া এই কারণে যে, **তাঁরই** নূরের

www.dawateislami.net

তাজাল্লিতেই সমস্ত ভুবনকে ঘিরে রেখেছে, যার কারণে সমস্ত জগত আলোকিত এবং **তাঁর** সিফ্‌তে বাতিন দ্বারা উদ্দেশ্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই রহস্যময়তা যার মৌলিক জ্ঞান অসম্ভব। (মাদারিজুন নবুয়ত, ১/২)

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হযরত আল্লামা মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মেরাজ রজনীর আলোচনা করতে গিয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই প্রশংসীত গুনাবলী সম্পর্কে কিছুটা এরূপ বর্ণনা করেন:

নামাযে আকছা মে থা এহি সিররা ইঁ'য়া হো মা'না আউয়াল আখির
কেহ দস্ত বস্তা হে পীছে হাজির জু সালতানাত আ'গে কর গেয়ে থে
(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩২ পৃষ্ঠা)

ওহি হে আউয়াল ওহি হে আখির ওহি হে বাতিন ওহি হে জাহির
ওসি কি জলওয়ে ওসি সে মিলনে ওসি সে ওস কি তরফ গেয়ে থে
(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক সকল আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام এমনকি হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বরং সকল সৃষ্টি ও সমস্ত কায়েনাতের পূর্বেই নিজ **হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **তাঁর** কুদরতের উৎকর্ষতায় সৃষ্টি করেছেন, যেমনটি হযরত জাবির رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: "اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرَ نَبِيِّكَ يَا جَابِر অর্থাৎ হে জাবির! **আল্লাহ পাক** সর্বপ্রথম তোমার **নবীর** নূর সৃষ্টি করেছেন।" (কাশফুল হাফা, ১/২৩৭)

সে যখন ছিলো না তখন কিছুই ছিলো না

মনে রাখবেন! যখন জমিন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা **রব তাআলা** কায়েনাত বানানোর ইচ্ছা করলেন, তখন **তিনি তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর সৃষ্টি করলেন, সেই সময় না জ্বিন ছিলো, না মানুষ, না ছিলো লোহ-কলম, না ছিলো বেহেশত-দোযখ, না ছিলো হুর ও ফিরিশতা, না ছিলো আসমান-জমিন, না এই স্নেহ ভালবাসা ছিলো। সেই সময় **আল্লাহ পাক তাঁর**

www.dawateislami.net

মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর থেকে লৌহ-কলম, আরশ-কুরছি সৃষ্টি করলেন, অতঃপর এই নূর থেকে আসমান-জমিন এবং বেহেশত-দোযখ সৃষ্টি করলেন, মোটকথা হলো যে, **হুযুরে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তাই হচ্ছে কায়েনাত সৃষ্টির উদ্দেশ্য, যেমনটি হাদীসে কুদসীর সারর্মম হচ্ছে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: **আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: হে ঈসা! **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করুন! এবং আপনার উম্মতের মধ্যে যারা **তাঁর** সময়কাল পাবে তাদেরও আদেশ করুন যেন **তাঁর** প্রতি ঈমান আনে, " فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ اٰدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ অর্থাৎ যদি **মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সত্তা না হতো তবে আমি না আদমকে সৃষ্টি করতাম, না বেহেশত ও দোযখ বানাতাম।" আমি আরশকে যখন পানির উপর বানালাম তখন তা কাঁপতে লাগলো, আমি তাতে "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ " লিখে দিলাম, অতঃপর তা স্থির হয়ে গেলো। (আল খাছাইছুল কোবরা, ১/১৪)

উল্লেখিত আলোচনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, দুনিয়ার সকল জিনিসের অস্তিত্বের দৌলত **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণেই পাওয়া, **তিনি** কায়েনাতের মূল এবং সকল প্রাণের উৎস, আর **খোদা তাআলার** পর **তাঁর** বরকতময় সত্তাই মহান ও শ্রেষ্ট।

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَر
مِنْ وَّجْهِكَ الْمُنِيْرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَر
لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهٗ
بَعْدَ اَزْ خُدَا بُزُرْگ تُوئِی قِصَّه مُخْتَصَر

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সর্ব প্রথম ও শ্রেষ্ঠ আমাদের নবী

হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **'খাযায়িনুল ইরফান'** এ আয়াতে করীমা "وَ رَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجٰتٍ ؕ" (এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছেন।) এর ব্যাখ্যায় বলেন:" আয়াতের মধ্যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এবং নামে মুবারকের বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকেও **হুযুরে আকদাছ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, এ মহান সত্তার এমনই মর্যাদা, যখনই সমস্ত নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করা হয় তখনই সেই পবিত্র সত্তা ছাড়া তা অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্যই হয়না এবং কোন সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারেনা। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ বৈশিষ্ট্যাবলী ও পূর্ণতাসমূহ অগণিত, যেগুলোর মধ্যে **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নবীদের মধ্যে উচ্চ ও শ্রেষ্ট এবং **তাঁর** সাথে (সেগুলোতে) কোন শরীক নেই। যেমনটি কোরআনে করীমে এ কথা ইরশাদ হয়েছে: "উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছেন।" সেই মর্যাদাগুলোর সংখ্যাও যেহেতু কোরআনে করীমে উল্লেখ করেননি তখন কে আছে যে, এর সীমা নির্ণয় করতে পারে? সেই অগণিত বৈশিষ্ট্যের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক মর্যাদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো যে, **তাঁর** (**হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) রিসালত ব্যাপক, সমগ্র সৃষ্টিজগত **তাঁরই** উম্মত। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: " وَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيۡرًا وَّنَذِيۡرًا" (অর্থাৎ আমি, হে **হাবীব**! আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু সমস্ত মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে)। অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন: "لِيَكُوۡنَ لِلۡعٰلَمِيۡنَ نَذِيۡرَا ۙ" (অর্থাৎ, যাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হন।) **মুসলিম শরীফের** হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: "اُرۡسِلۡتُ اِلَى الۡخَلَائِقِ كَآفَّةً" (অর্থাৎ, আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিই প্রেরিত হয়েছি।) এবং **তাঁরই** মাধ্যমে নবূয়তের ধারা সমপ্ত হয়েছে, কোরআনে পাকে

তাঁকে **‘খাতামুন্নবীয়্যীন’** (শেষ নবী) বলে ইরশাদ করা হয়েছে, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ “خُتِمَ بِیَ النَّبِیُّوْنَ” (অর্থাৎ আমার মাধ্যমে নবীগণের আগমনের ধারা শেষ হয়েছে)। সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সমুজ্জল মু’জিযা সমূহের ভিত্তিতে **তাঁকে** সমস্ত নবীদের উপর শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে, **তাঁর** উম্মতদেরকে সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে, ‘শাফা’আতে কুবরা’ তথা বৃহত্তম সুপারিশ এর মর্যাদা **তাঁকেই** দান করা হয়েছে, মিরাজরূপী বিশেষ নৈকট্য **তিনিই** লাভ করেছেন, জ্ঞান ও আমলগত পূর্ণতাসমূহের মধ্যে **তাঁকে** সবার সেরা করেছেন এবং এছাড়াও অসীম গুণাবলী **তাঁকে** দান করা হয়েছে।”

(খাযাইনুল ইরফান, পারা-৩, সূরা বাকারা, ২৫৩ নং আয়াতের পাদটিকা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহার দরূদ ও সালাম পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং **আপনার হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবী দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সাপ, বিচ্ছু থেকে বেঁচে থাকার সহজ ওযীফা

রিসালতের দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলোঃ ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কাল রাতে একটি বিচ্ছু আমাকে দংশন করলো। ইরশাদ করলেনঃ আহ! যদি তুমি রাতে اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (অর্থাৎ আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের সহিত সকল সৃষ্টি জীবের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) পাঠ করে নিতে, তবে তোমাকে কোন বস্তু কষ্ট দিতে পারতো না।

(মুসলিম, ১৪৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭০৯)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৫০

কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান ইরশাদ হচ্ছে: " یَا اَیُّهَا النَّاسُ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا অর্থাৎ হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং দূর্গম উপত্যাকা হতে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সে হবে, اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِي دَارِ الدُّنْيَا যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।" (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫৪, হাদীসনং-২২২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের দিন নফসী নফসীর অবস্থা হবে এবং এই কঠিন সময়ে সেই ব্যক্তি যে দুনিয়ায় **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করেছিলো, সে কিয়ামতের এই কঠিনত্ব ও কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে। সুতরাং আমাদেরও **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে প্রেম ও ভালবাসা সহকারে হেলে-দুলে দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকা উচিৎ এবং নিজের জীবনকে আর্শীবাদ মনে করে নিজের কবর ও হাশরের সম্বল গোছানোতে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ।

মনে রাখবেন! এই দুনিয়া কয়েক দিনের মাত্র, এর প্রশান্তি ও বিপদাপদ সব শেষ হয়ে যাবে, এখানের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সব নষ্ট হয়ে যাবে, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সবচেয়ে কাছের বন্ধু ও আপনজন কোন কাজে আসবে না, মৃত্যুর পর যদি **আল্লাহ পাক তাঁর** দয়া ও অনুগ্রহ এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাফা'য়াতের সদকায় আমাদের ক্ষমা করে দেন তবেই আমাদের তরী পাড় হবে, নয়তো কবর ও হাশরের অবস্থা অতিশয় কঠিন।

www.dawateislami.net

কবর, জান্নাতের বাগান

আমাদের মুক্তি এই অবস্থায় হবে যে, আমরা দুনিয়ায় থাকাবস্থায়ই কবর ও হাশরের প্রস্তুতিতে লেগে যাওয়া, মনে রাখবেন! যে সৌভাগ্যবান নিজের জীবনকে **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহকামের অনুসরণ করে অতিবাহিত করেছে, যখন মুনকার নকীর কবরে তাকে প্রশ্ন করবে: "مَنْ رَبُّكَ؟ তোমার রব কে?" তখন তার উত্তর প্রদানে দৃঢ়তা নসীব হবে: "رَبِّيَ الله আমার রব **আল্লাহ তাআলা**।" প্রশ্ন হবে: "مَنْ دِيْنُكَ؟ তোমার দ্বীন কি?" তখন সে বলবে: "دِيْنِيَ الْاِسْلَام আমার দ্বীন ইসলাম।"

অতঃপর **নবীদের তাজেদার, মাহবুবে রব্বে আকবর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহে আনওয়ার দেখিয়ে **তাঁর** সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে: "مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?" **তাঁর** নূরানী চেহারা দেখে অন্তর খুশিতে দুলে উঠবে ও স্বাভাবিক ভাবেই বলে উঠবে "هُوَ رَسُوْلُ الله! ইনি তো **আল্লাহর রাসূল**, ইনিই তো আমার **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যার আলোচনায় আমি দুলে উঠতাম এবং কেনইবা হবো না, **তাঁর** যিকিরই তো আমার অন্তরের প্রশান্তি আর আমার নয়নের আলো, যখন **তাঁর** নাম শুনতাম তখন ভক্তিতে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুমু খেতাম এবং দরূদ শরীফ পাঠ করতাম, ইনিই তো **প্রিয় হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যার স্মরণই আমার জীবনের পাথেয় ছিলো।

এহি তো এক সাহারা হে যিন্দেগী কে লিয়ে
তোমারি ইয়াদ কো কেয়ছে না যিন্দেগী সামজো
মে জি রাহা হোঁ যামানে মে আ'প হি কে লিয়ে
মরে তো আ'প হি সব কুছ হে রহমতে আলম

অতঃপর যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন জলওয়া দেখিয়ে তাশরিফ নিয়ে যেতে উদ্ধত হবেন তখন অসম্ভব কি যে, সেই সত্যিকার আশিক **তাঁর** কদমে জরিয়ে ধরে আরয করবে:

কিয়া হে এইসী ভি জা'নে কি জলদী
দিল ভি পিয়াসা নজর ভি হে পিয়াসী
হাম নে জি ভর কে দেখা নেহী হে
টেহরো! টেহরো! যরা জানে আলম!

www.dawateislami.net

নিঃসন্দেহে এমনই এক আশিকে রাসূলের ইচ্ছ ও আকাঙ্খা হবে যে, আহ! কিয়ামত পর্যন্ত আমার কবর **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর জলওয়া দ্বারা আলোকিত থাকুক।

শেষ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর দোযখের দরজা খুলে যাবে এবং সাথে সাথে আবার বন্ধ হয়ে যাবে অতঃপর বেহেশতের দরজা খুলে যাবে এবং তাকে বলা হবে, যদি তুমি সঠিক উত্তর দিতে না পারতে তবে তোমার জন্য দোযখের দরজাই হতো। এখন তোমার জন্য বেহেশতী কাফন হবে, বেহেশতী বিছানা হবে, কবর দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং তখন মজাই মজাই হবে।

কবর মে গড় না মুহাম্মদ কে নাযারে হোঁঙ্গে   হাশর তক কেয়ছে মে পির তানহা রহোঙ্গা ইয়া রব!
কবর মাহবুব কে জলওয়োঁ সে বাচা দে মালিক   তেরা কিয়া জায়েগা মে শাদ রহোঙ্গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই উপহার ও দয়া তো সেই সৌবাগ্যবানের জন্য, যে নিজের জীবনকে কোরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী অতিবাহিত করেছে। সুতরাং আমাদেরও শরীয়াতের মূলনীতি অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করা উচিৎ। যদি আমাদের মন্দ স্বভাবের কারণে **আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাল্লা জালালুহু** অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নারাজ হয়ে যায় আর গুনাহের কারণে مَعَاذَ الله (**আল্লাহ**র পানাহ) ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে তবে আমাদের কি হবে? মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিবো?

জাহান্নামের গর্ত

মনে রাখবেন! উল্লেখিত এই তিনটি প্রশ্ন সেই দূর্ভাগাকেও করা হবে, যে সারা জীবন **আল্লাহ পাকের** নাফরমানিতেই কাটিয়েছে। ফিরিশতা অত্যন্ত র্ককট ভাষায় প্রশ্ন করবে: "مَنْ رَّبُّكَ؟ তোমার রব কে?" আহ! সারা জীবন তো **আল্লাহ তাআলা**কে স্বরণও করোনি! উত্তর তো দিতে পারছোনা এবং যে দূর্ভাগা গুনাহের কারণে ঈমান নষ্ট করে বসেছে তার মুখ দিয়ে স্বাভাবিক

ভাবেই বের হয়ে আসবে: “هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَا اَدْرِى আফসোস! আফসোস! আমি কিছুই জানিনা।” অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হবে: “مَنْ دِيْنُكَ؟ তোমার দ্বীন কি?” যে দূর্ভাগা শুধুমাত্র দুনিয়াকেই চিরস্থায়ী মনে করে বসেছিলো, দুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চিন্তায় বিভোর ছিলো। কবরের পরীক্ষার প্রস্তুতির দিকে কখনো মনোযোগই দেয়নি, ব্যস শুধুমাত্র দুনিয়ার রঙ-তামাশায় মত্ত ছিলো, কিছুই বুঝে আসছে না এবং মুখ দিয়ে বের হয়ে আসছে: “هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَا اَدْرِى আফসোস! আফসোস! আমি কিছুই জানিনা।” অতঃপর তাকেও সেই সুন্দর সুশ্রী আলোকিত জলওয়া দেখানো হবে এবং প্রশ্ন করা হবে: “مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِى هٰذَا الرَّجُلِ এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?” সে চিনবে কিভাবে! দাঁড়ির সাথে তো প্রেম ভালবাসা ছিলোই না, ইংলিশ কাটিং চুলই তো পছন্দ ছিলো, বিদেশীদের পদ্ধতিই তো পছন্দনীয় ছিলো, সারা জীবন দাঁড়ি মুন্ডানোর অভ্যাসই তো ছিলো, এ তো দাঁড়ি শরীফ ওয়ালা ব্যক্তিত্ব এবং জীবনে কখনো পাগড়ীর চিন্তাই তো ছিলো না, উপস্থিত হওয়া বুর্যুগ তো মাথায় পাগড়ী পরিহিত, সুন্দর বক্র বাবরী চুলে আবৃত। আমি তো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এবং গায়ক-গায়িকাদের চিনতাম, জানিনা ইনি কোন ব্যক্তি? আহ! যার শেষ পরিণতি ঈমানের উপর হয়নি তার মুখ দিয়ে বের হবে: “هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَا اَدْرِى আফসোস! আফসোস! আমি কিছুই জানিনা।” এমনি সময় বেহেশতের দরজা খুলে যাবে এবং সাথে সাথে আবার বন্ধ হয়ে যাবে অতঃপর দোযখের দরজা খুলে যাবে এবং তাকে বলা হবে, যদি তুমি সঠিক উত্তর দিতে পারতে তবে তোমার জন্য বেহেশতের দরজাই হতো। এ কথা শুনে সে বেদনা বিভূর হয়ে যাবে, কাফনকে আগুনের কাফনে পরিবর্তন করে দেয়া হবে, আগুনের বিছানা কবরে বিছিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর সাপ আর বিচ্ছু তাকে জড়িয়ে ধরবে।

ঢঙ্ক মাচ্ছর কা ভি মুঝ সে তো সাহা জাতা নেহী কবর মে বিচ্ছু কে ঢঙ্ক কেয়ছে সহোঙ্গা ইয়া রব!
গুপ আন্দেরা হি কিয়া ওয়েহশত কা বসিরা হুগা কবর মে কেয়ছে একেলা মে রহোঙ্গা ইয়া রব!
গড় কাফন পাঠকে সাপোঁ নে জমায়া কবযা হায় বরবাদী! কাঁহা জাকে চুপুঙ্গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

পরীক্ষা সন্নিকটে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! কবর ও হাশরের অবস্থা খুবই কঠিন, এই পরীক্ষায় সেই সফল হবে, যে দুনিয়ায় এর প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো। আমাদের স্কুল বা কলেজের পরীক্ষার সময় যখন সন্নিকটে চলে আসে, তখন ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাত দিন সর্বদা তাদের মাথায় একটি চিন্তাই বিরাজ করতে থাকে যে, পরীক্ষা অতি সন্নিকটে। পরীক্ষার জন্য তারা পরিশ্রমও করে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে কাকুতি মিনতি করে দোয়া করতে থাকে। এমনকি কিছু বোঁকা শিক্ষার্থী পরীক্ষক মহোদয়কে ঘুষ পর্যন্তও দিয়ে থাকে। এসব কিছু করার পিছনে তাদের একটি মাত্রই কামনা বাসনা থাকে যে, আমি যেন কোন ভাবে ভালো নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারি। হে দুনিয়ার পরীক্ষার ব্যস্ততায় মগ্ন শিক্ষাথীরা! কান পেতে শুনুন! একটি পরীক্ষা এমনও রয়েছে, যা কবরে অনুষ্ঠিত হবে। হায়! কবরের পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার সৌভাগ্য যদি আমাদের নসীব হতো। আজকাল দুনিয়ার পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (IMPORTANTS) যদি পেয়ে যায়, তাহলে শিক্ষার্থী তা শেখার জন্য রাতের পর রাত পরিশ্রম করতে থাকে। এমনকি নিদ্রা নিবারণকারী ট্যাবলেট খেতে হলে তাও খেয়ে নেয়। আশ্চার্যের বিষয় হলো, তোমরা দুনিয়ার পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী নিয়ে এতই পরিশ্রম করছো। কিন্তু আফসোস! তোমরা যদি অনুধাবন করতে পারতে, কবরে যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে সে পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সম্ভাব্য নয় বরং তা হবে নিশ্চিত। যা আমাদের **আল্লাহ পাকের রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে অগ্রিম জানিয়ে দিয়েছেন (এবং) এর উত্তরও বলে দিয়েছেন। কিন্তু! আফসোস! কবরের প্রশ্ন ও উত্তরের প্রতি আমাদের কোন মনোযোগ নেই। আজ! আমরা দুনিয়াতে এসে দুনিয়ার চাকচিক্যে এতই বিভোর হয়ে গেছি, আমাদের এ কথার অনুভূতি পর্যন্তও রইলো না যে, আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আল্লাহর ওয়াস্তে একটু অনুভব করার চেষ্টা করুন এবং কবরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন।

www.dawateislami.net

অনুকরণকারীরাই সফল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা সবাই জানে যে, দুনিয়ার পরীক্ষায় নকল করা (অনুকরণ) অপরাধ, কিন্তু কবর ও আখিরাতের পরীক্ষাও কেমন মনোহর যে, এতে নকল করা আবশ্যক। আর **আল্লাহ্ পাক** আমাদের এমন একটি পবিত্র আদর্শ দান করেছেন যে, যেই মুসলমান এই আদর্শের যত বেশি নকল করবে, সে তত বেশি সফলতার শীর্ষে উপনীত হবে। সুতরাং **আল্লাহ পাক** এই সম্মানীত আদর্শের বর্ণনা **তাঁর** পবিত্র কিতাব কোরআনে মজিদের পারা ২১, সূরা আহযাব এর ২১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(পারা-২১, সূরা আহযাব, আয়াত-২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র অনুসরণ উত্তম।

হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযাইনুল ইরফান"** এ এই আয়াতের পাদটিকায় বলেন: "**তাঁর** ভালভাবে অনূকরণ করো, **আল্লাহর** দ্বীনের সাহায্য করো ও **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ ত্যাগ করো না। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো আর **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতসমূহ অনুসারে চলো, এটাই উত্তম।"

শাহা! এয়ছা জযবা পাঁও কেহ্ মে খুব সিখ জাঁও তেরে সুন্নাতেঁ সিখানা মাদানী মদীনে ওয়ালে
তেরে সুন্নাতোঁ পে চল কর মেরি রুহ জব নিকাল কর চলে তুম গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্রের উপর আমল করে কবরের পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের তৌফিক দান করুন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা সহকারে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বয়ান নম্বর ৫১

রহমতের সত্তরটি দরজা

হযরত সায়্যিদুনা আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ খাইয়াম সমরকান্দি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি একদিন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তি চোখে পড়লো এবং তিনি আমাকে বললেন: “আমার সাথে এসো।” আমি তাঁর সাথে চললাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, ইনি হযরত সায়্যিদুনা খিজর عَلَيۡهِ السَّلَام। আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার নাম খিজর বলে জানালেন। তাঁর সাথে আরো একজন বুযুর্গ ছিলেন, আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলে বললেন: “ইনি ইলইয়াস عَلَيۡهِ السَّلَام।” আমি আরয করলাম: “আপনাদের উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষিত হোক, আপনারা দু’জনেই কি **শাহানশাহে আলম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করেছেন?” তারা বললেন: “জি!” আমি আরয করলাম: “**হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে শুনা এমন কোন ইরশাদে পাক বলুন, যাতে আমি আপনাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে পারি।” তাঁরা বললেন: “আমরা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো, তার অন্তরকে কপঠতা থেকে এমন ভাবে পবিত্র করা হয়, যেমনভাবে পানি দ্বারা কাপড়কে পবিত্র করা হয়। তাছাড়া যে ব্যক্তি “صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد” পাঠ করে, সে নিজের জন্য রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে নেয়।” (আল কওলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৭৭, সংক্ষেপিত)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং নিজের জন্য রহমতের অসংখ্য দরজা খুলে নিন। উল্লেখিত বর্ণনায় হযরত খিজর ও ইলইয়াস عَلَيۡهِ السَّلَام এর বরকতময় আলোচনা রয়েছে। রহমতের বর্ষণ এবং বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে এই ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে ঈমান

www.dawateislami.net

তাজাকারী জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে **"মলফুযাতে আলা হযরত"** থেকে জিজ্ঞাসা ও উত্তর শ্রবণ করুন এবং নিজের ঈমানতে সতেজ করুন।

হযরত খিজর عَلَیۡہِ السَّلَام হচ্ছেন নবী

জিজ্ঞাসা : হযরত খিজর عَلَیۡہِ السَّلَام কি নবী নাকি নবী নয় ?

উত্তর: অধিকাংশের মত এমনই এবং এটাই সঠিক যে, তিনি নবী এবং জীবিত। (ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল ইলম, ২/৮৪-৮৫, ৭৩ নং হাদীসের পাদটিকা)

তিনি আরো বলেন: চারজন নবী জীবিত, তাঁদের (ওফাতের বিষয়ে) **আল্লাহ পাকের** ওয়াদা এখনো কার্যকর হয়নি, এমনই তো সকল নবী জীবিত (যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে) " اِنَّ اللّٰہَ حَرَّمَ عَلَی الۡاَرۡضِ اَنۡ تَاۡکُلَ اَجۡسَادَ الۡاَنۡبِیَاءِ فَنَبِیُّ اللّٰہِ حَیٌّ یُّرۡزَقُ অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ السَّلَام শরীরকে নষ্ট করা জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, অতএব **আল্লাহ পাকের** নবী জীবিত, তাঁদের রিযিক দান করা হয়।" (ইবনে মাযাহ্, কিতাবুল জানায়েয, ২য় অধ্যায়, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬৩৭) আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** ওয়াদাকে সত্য প্রমাণার্থে এক মুহুর্তের জন্য মৃত্যু ঘটে, অতঃপর তাঁদের আবার দুনিয়ার মতোই জীবন ফিরিয়ে দেয়া হয়।

এই চারজনের মধ্যে দু'জন আসমানে আর দু'জন জমিনে। খিজর ও ইলইয়াস عَلَیۡہِمَا السَّلَام জমিনে অর্থাৎ দুনিয়ায় এবং ইদ্রিস ও ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام আসমানে রয়েছে। (মলফুযাত, ৪৮৩-৪৮৪ পৃষ্ঠা)

জমিনে অবস্থানরত দু'নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ায় যে দু'নবী এখনো জীবিত অর্থাৎ খিজর ও ইলইয়াস عَلَیۡہِمَا السَّلَام এদের ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে, প্রতি বছর হজ্জের সময় দু'জন একত্রিত হন, হজ্জ করেন, হজ্জের পর যমযম শরীফের পানি পান করেন, কেননা এই পানি সারা বছর খাওয়া দাওয়া থেকে তাঁদের বাঁচিয়ে রাখে। (মলফুযাত, ৫০৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক সমস্ত পাহাড় এবং জীব-জন্তুদের হযরত সায়্যিদুনা ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর অধীন করে দিয়েছেন এবং তাঁকে সত্তরজন আম্বিয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর শক্তি দান করেছেন। ক্রোধ ও গরীমা এবং শক্তি ও সামর্থ্যে হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সমকক্ষ বানিয়ে দিয়েছেন। রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হযরত সায়্যিদুনা ইলইয়াস ও হযরত সায়্যিদুনা খিজর عَلَيْهِمَا السَّلَام প্রতি বছর রোযা বাইতুল মোকাদ্দাসে পালন করেন এবং প্রতি বছর হজ্জের জন্য মক্কায়ে মুকার্‌রমা যান আর বছরের বাকী দিনগুলোতে হযরত সায়্যিদুনা ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام বন-জঙ্গল এবং বিস্তৃর্ণভূমিতে ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং হযরত সায়্যিদুনা খিজর عَلَيْهِ السَّلَام নদী এবং সমুদ্রে সফর করে বেড়ান এবং দু'জনই শেষ জামানায় ওফাত গ্রহণ করবেন।

(আজাইবুল কোরআন মা'আ গারাইবুল কোরআন, পৃষ্ঠা ২৯৩)

আসমানে অবস্থানরত দু'নবী

ঠিক এরূপ দু'জন নবী আসমানে জীবিত আছেন, তাঁদের **আল্লাহ পাকের** ওয়াদা অনুযায়ী এখনো মৃত্যু আসেনি। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছে হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام। তাঁর আসল নাম হচ্ছে "আখনোয়াখ"। তাঁর পিতা হচ্ছেন হযরত শীষ বিন আদম عَلَيْهِمَا السَّلَام। তিনিই সর্বপ্রথম কলম দিয়ে লিখেন। কাপড় সেলাই করা এবং সেলাই করা কাপড় পরিধান করা সর্বপ্রথম তাঁর মাধ্যমেই শুরু হয়েছে। এর পূর্বে মানুষ পশুর চামড়া পরিধান করতো। সর্বপ্রথম হাতিয়ার প্রস্তুতকারী, দাঁড়িপাল্লা এবং স্কেল উদ্ভাবনকারী, জ্যোতিবিদ্যা ও গণিতেশাস্ত্রে সর্বপ্রথম দৃষ্টি দানকারী তিনিই। **আল্লাহ পাক** তাঁর উপর ত্রিশটি আসমানী কিতাব অবর্তীণ করেছেন এবং তিনি **আল্লাহ পাকের** কিতাব হতে অধিকহারে দরস প্রদান করতেন। এই কারণে তাঁর উপাধী "ইদ্রিস" (দরস প্রদানকারী) হয়ে গেলো আর তাঁর এই উপাধী এমন প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো যে, অধিকাংশ মানুষই তাঁর আসল নাম জানে না।

হযরত সায়্যিদুনা কা'আবুল আহবার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام একদিন মালাকুল মউতকে বললেন: 'আমি মৃত্যুর

www.dawateislami.net

স্বাদ অনুভব করতে চাই, আপনি আমার রূহ হরন করে দেখান।’ মালাকুল মউত আদেশ মান্য করে রূহ হরন করলেন এবং তৎক্ষনাৎ তা ফিরিয়ে দিলেন আর তিনি পুনরায় জীবিত হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি বললেন: ‘এবার আমাকে জাহান্নাম দেখান যাতে আমার খোদভীতি আরো বেড়ে যায়।’ সুতরাং এরূপ করা হলো, জাহান্নাম দেখে তিনি জাহান্নামের দারোগাকে বললেন: ‘দরজা খুলে দিন, আমি সেটার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে চাই।’ সুতরাং তাই করা হলো এবং তিনি সেটার উপর দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর তিনি মালাকুল মউতকে বললেন: ‘আমাকে জান্নাত দেখান’ তখন তাঁকে জান্নাতে নিয়ে গেলেন। তিনি দরজা খুলিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মালাকুল মউত বললেন: ‘এখন আপনি আপন স্থানে তাশরীফ নিয়ে চলুন।’ তখন তিনি বললেন: ‘এখন আমি এখান থেকে আর কোথাও যাবো না। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেছেন: “كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ; অর্থাৎ প্রত্যেককে মৃত্যু সূধা পান করতে হবে।” আমিতো মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেই নিয়েছি এবং **আল্লাহ পাক** এও ইরশাদ করেছেন: “وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا; অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে।” আর আমি তা অতিক্রম করেছি। এখন আমি জান্নাতে পৌঁছে গেছি, আর যারা জান্নাতে পৌঁছে যায় তাদের জন্য **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেছেন যে, “ وَمَاهُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ; অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবে না।” সুতরাং এখন কেন আমাকে জান্নাত থেকে বের হতে বলছেন ?’ **আল্লাহ পাক** মালাকুল মউতকে ওহী প্রেরণ করলেন যে, হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام যা কিছু করেছেন আমার অনুমতি সাপেক্ষেই করেছেন এবং আমারই অনুমতিতে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। সুতরাং আপনি তাঁকে ছেড়ে দিন। তিনি জান্নাতেই থাকবেন। সুতরাং হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام আসমানের উপর জান্নাতে রয়েছেন এবং জীবিতই আছেন। (খাযাইনুল ইরফান, পারা-১৬, সূরা মরিয়ম, ৫৭ নং আয়াতের পাদটিকা)

www.dawateislami.net

আর দ্বিতীয় নবী যিনি আসমানে রয়েছে তিনি হলেন, হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام । তাঁরও এখনো মৃত্যু হয়নি। **আল্লাহ পাক** তাঁকে বণী ইসরাঈলের নিকট নবী রূপে প্রেরণ করেছেন, তিনি তাদের **আল্লাহ পাকের** দ্বীনের দাওয়াত দিলেন।

যখন হযরত ঈসা عَلَیْہِ السَّلَام ইহুদীদের সামনে নিজের নবুয়তের ঘোষনা করলেন তখন যেহেতু ইহুদীরা তাওরাতে পড়ে নিয়েছিলো যে, ঈসা عَلَیْہِ السَّلَام তাদের দ্বীনকে রহিত করে দেবেন, সেকারণে ইহুদীরা তাঁর শত্রুতে পরিনত হলো। যখন তিনি عَلَیْہِ السَّلَام অনুমান করে নিয়েছেন যে, ইহুদীরা তাদের কুফরের উপর অটল থাকবে আর আমাকে মেরে ফেলবে, তখন তিনি একদিন লোকেদের ডেকে বললেন: "مَنۡ اَنۡصَارِیۡۤ اِلَی اللّٰہِ ؕ; অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** দ্বীনের জন্য কে আমার সাহায্যকারী হবে।" তাঁর কতিপয় হাওয়ারীরা বললো: "نَحۡنُ اَنۡصَارُ اللّٰہِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰہِ ۚ وَ اشۡہَدۡ بِاَنَّا مُسۡلِمُوۡنَ ○; অর্থাৎ আমরাই **আল্লাহ পাকের** দ্বীনের সাহায্যকারী। আমরা **আল্লাহ**র উপর ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী হয়ে যান যে, আমরা মুসলমান।"

বাকী সকল ইহুদীরা নিজেদের কুফরীর উপর অটল রইলো, এমনকি শত্রুতা বশতঃ তারা তাঁকে হত্যা করার অভিসন্ধি করলো এবং এক ব্যক্তিকে যার নাম তাতইয়ানুস ছিলো, তাকে হযরত ঈসা عَلَیْہِ السَّلَام কে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই সময় **আল্লাহ পাক** হযরত জিব্রাঈল عَلَیْہِ السَّلَام কে মেঘকে সাথে নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁকে মেঘের আকারে আসমানে উঠিয়ে নিলেন। এভাবে **আল্লাহ পাক** আপন প্রিয় নবী عَلَیْہِ السَّلَام কে এই শত্রুদের শত্রুতা থেকে নিরাপত্তা দান করলেন।

(আজাইবুল কোরআন, ৭৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদা

শাহাজাদায়ে আলা হযরত, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা হামিদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর ব্যাপারে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদা ও এর হুকুম বর্ণনা করেন:

www.dawateislami.net

প্রথম আক্বীদা:

এটা হলো যে, তাঁকে না খুন করা হয়েছে, না শূলে ছড়ানো হয়েছে বরং **আল্লাহ পাক** তাঁকে ইহুদীদের কপঠতা থেকে বাঁচিয়ে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তাঁর অকৃতিতে আরেকজনকে রেখে দিলেন যাতে অভিশপ্ত ইহুদীরা এই ধোকায় তাকে শূলে ছড়িয়ে দেয়, এটাই আমরা মুসলমানদের অকাট্য, দৃঢ় আক্বীদা এবং বিশ্বাস। অর্থাৎ যা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়, যা অস্বীকার করা কুফরী। (ফাতাওয়ায়ে হামীদিয়া, ১৪০ পৃষ্ঠা)

এর অকাট্য দলীল হচ্ছে **আল্লাহ পাকের** এই ফরমান:

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ﴿۱۵۷﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۵۸﴾

(পারা-৬, সূরা নিসা আয়াত-১৫৭,১৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের এ উক্তির কারণে, ‘আমরা **আল্লাহর** রাসূল মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহকে শহীদ করেছি’ আর প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এটাই যে, তারা তাকে না হত্যা করেছে এবং না তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে; বরং তাদের জন্য তারই সদৃশ একটা তৈরী করে দেয়া হয়েছে; এবং ওই সব লোক, যারা তার সম্পর্কে মতভেদ করছে নিশ্চয় তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছে; তাদের এ সম্পর্কে কোন খবরই নেই, কিন্তু এ ধারণারই অনুসরণ মাত্র; এবং নিঃসন্দেহে তারা তাকে হত্যা করেনি; বরং **আল্লাহ** তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং **আল্লাহ** পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

দ্বিতীয় আক্বীদা:

হযরত ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে নেমে আবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করা ঐ ওয়াদা অনুযায়ী যা **আল্লাহ পাক** সকল আম্বিয়াদের عَلَيْهِمُ السَّلَام থেকে নিয়েছিলো যে, **মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের সাহায্য করবে, এই বিষয়টিও মাযহাবে আহলে

www.dawateislami.net

সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রয়োজনীয় বিষয়, যার অস্বীকারকারী গোমরাহ, ক্ষতিগ্রস্থ বদ মাযহাব, পাপী। এর দলীল বিভিন্ন হাদীস শরীফ ও হকপন্থীদের সমন্বিত মত। (ফাতাওয়ায়ে হামীদিয়া, ১৪২ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় আকীদা:

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর হায়াত!

এর দুটি অর্থ রয়েছে, প্রথমতঃ তিনি এখনো জীবিত, এটাও মাযহাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রয়োজনীয় বিষয়। যার বিরোধীতা করা গোমরাহী যে, আহলে সুন্নাতের নিকট সকল আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ السَّلَام দুনিয়ার জীবনের মতোই জীবিত, তাঁদের মৃত্যু শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** ওয়াদার সত্যতার নিমিত্তে কিছুক্ষণের জন্য হয়ে থাকে, অতঃপর তাঁদের জীবন অনন্ত। আর এই বিষয়টি ওলামায়ে কিরাম প্রমাণিত করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ এখনো তাঁর মৃত্যু আসেনি, তাঁকে জীবিতবস্থায়ই আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং দুনিয়ায় অবতরণের পর অনেকদিন দুনিয়ায় অবস্থান করে পরিপূর্ণ ইসলামের উপর ওফাত গ্রহণ করবেন। (ফাতাওয়ায়ে হামীদিয়া, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মুহুর্তে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام আসমানে জীবিত অবস্থায় আছেন, কিয়ামতের পূর্বে তিনি **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উম্মত হয়েই তাশরীফ নিয়ে আসবেন, যেমন, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: হযরত ঈসা আমার উম্মতের মাঝে খলিফা হয়ে অবতরণ করবেন।

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ

মনে রাখবেন! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর অবতরণের পূর্বে কিয়ামতের কিছু নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যেমনটি সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: “দুনিয়া নিশ্চিন্ন হওয়ার পূর্বে কিছু নিদর্শন

প্রকাশ পাবে। ইলম উঠে যাবে, মূর্খের আধিক্য হবে, যিনা বেড়ে যাবে, দ্বীনের প্রতি অটল থাকা অতিশয় দূরহ হয়ে যাবে, যেমন হাতের মুঠোয় জ্বলন্ত আগুনের কয়লা নেয়া, যাকাত দেয়াকে লোকেরা কঠিন মনে করবে যেন এটাকে জরিমানা মনে করবে, পূরুষ নিজের স্ত্রীর অনুগত হয়ে যাবে, মা-বাবার অবাদ্য হয়ে যাবে, গান-বাজনার আধিক্য হবে।

দাজ্জাল প্রকাশ্যে আসবে এবং চল্লিশ দিনের মধ্যে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ ছাড়া সমস্থ পৃথিবী চষে বেড়াবে, তার ফিত্না (বিশ্বাস ঘাতকতা) খুবই কঠিন হবে, নিজেকে খোদা দাবী করবে, যে তার উপর ঈমান আনবে তাকে তার জান্নাতে নিক্ষেপ করবে আর যে অস্বীকার করবে তাকে তার জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, অনেক ভেলকি দেখাবে এবং এই সবই হবে যাদুর কারিশমা, যা বাস্তবতার সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

অতঃপর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام আসমান থেকে দামেশ্কের জামে মসজিদের পূর্ব মিনারে অবতরণ করবেন, অভিশপ্ত দাজ্জাল হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিশ্বাসের সুগন্ধে গলতে শুরু করবে, যেমন পানিতে লবণ গলে যায়, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তার পীঠে বর্শা নিক্ষেপ করবে, আর এতেই সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে।

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগে চারিদিকে শান্তি বিরাজ করবে, ঘৃণা ও শত্রুতা, প্রেম ও ভালবাসায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে, কুফর ও বিপথগামীতার অন্ধকার দূর হয়ে যাবে এবং চারিদিকে ইসলামের বিজয় নিশান উড়তে থাকবে। তিনি বিবাহ করবেন, সন্তানাদিও হবে, অতঃপর তিনি ওফাত গ্রহণ করবেন। ওফাতের পর তাঁকে **রাসূলে**র রওযার পাশেই দাফন করা হবে।

এছাড়াও আরো অনেক নিদর্শন রয়েছে। যখন সব নিদর্শন শেষ হয়ে যাবে তখন মুসলমানের বগলের নীচ দিয়ে একটি সুগন্ধিময় বাতাস প্রবাহিত হবে, যার কারণে সকল মুসলমানের ওফাত হয়ে যাবে, এর পর চল্লিশ বছরের একটি সময় এমন হবে যে, এতে কারো কোন সন্তান জন্মাবে না, অর্থাৎ চল্লিশ বছরের কম বয়সি কেউ থাকবে না এবং দুনিয়ায় কুফর ই কুফর থাকবে।

www.dawateislami.net

অতঃপর **আল্লাহ পাক** হযরত ঈস্রাফিল عَلَيْهِ السَّلَام কে শিঙ্গা ফুকাঁর জন্য আদেশ করবেন, প্রথম প্রথম এর আওয়াজ অনেক মৃদু হবে এবং ধীরে ধীরে এর আওয়াজ অনেক জোড়ে হতে থাকবে, লোকেরা কান লাগিয়ে এর আওয়াজ শুনবে এবং বেহুশ হয়ে পরে মরে যাবে, আসমান, জমিন, পাহাড়, এমনকি শিঙ্গা এবং ঈস্রফিল আর সকল ফিরিশতারাও বিলীন হয়ে যাবে, সেই সময় একমাত্র **আল্লাহ** ছাড়া আর কেউ থাকবে না, তিনি ইরশাদ করবেন: "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ; অর্থাৎ আজ কার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত আছে।" কেউ উত্তর দেয়ার জন্য থাকবে না, অতঃপর তিনি নিজেই ইরশাদ করবেন: "لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ; অর্থাৎ শুধুমাত্র এক **আল্লাহ কাহ্হরের** সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।"

অতঃপর যখন **আল্লাহ পাক** চাইবেন, ঈস্রাফিলকে জীবিত করবেন এবং শিঙ্গা সৃষ্টি করে আবারো শিঙ্গা ফুঁকার আদেশ দিবেন, শিঙ্গা ফুঁকতেই সকল পূর্বাপর, ফিরিশতা, মানুষ ও জ্বিন এবং সকল জীব-জন্তু উপস্থিত হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম **হুজুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরে আনওয়ার থেকে এভাবে বর্হিগমন করবেন যে, **তাঁর** ডান হাতে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর হাত, বাম হাতে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর হাত হবে, অতঃপর মক্কায়ে মুকাররমা ও মদীনায়ে মনোয়ারার কবরস্থানে যত মুসলমান দাফন ছিলো, সবাইকে নিজের সাথে নিয়ে হাশরের ময়দানে তাশরীফ নিয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/১১৬-১২৯, সংক্ষেপিত)

কিয়ামতের দিন লোকেরা নিজ নিজ কবর থেকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ আরোহী অবস্থায়, আর কাফিররা অধঃমুখে (মূখ নিচের দিকে করে) চলতে চলতে হাশরের ময়দানের দিকে যাবে এবং কাউকে ফিরিশতারা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে যাবে। পঞ্চাশ হাজার বছরের দিন হবে, তামার উত্তপ্ত জমিন হবে, সূর্য এক মাইল দূরত্ব থেকে আগুন বর্ষণ করবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘামে গোসল করবে, পীপাসায় জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, নফসী নফসীর অবস্থা হবে এবং এই কঠিন অবস্থায় কেউ জিজ্ঞাসা

www.dawateislami.net

করার মতো থাকবে না। হাশরবাসীরা এই পেরেশানী থেকে মুক্তির জন্য সুপারিশকারী খুঁজে বেড়াবে যিনি তাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারবে। সুতরাং লোকেরা পড়ি-মরি করে আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে এবং সুপারিশ করার জন্য আবেদন করবে, কিন্তু (একের পর এক) সকল আম্বিয়াগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام এটাই বলবে যে, অন্য কারো কাছে যাও। এরূপ করতে করতে লোকেরা হযরত ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর কাছে আসবে, তিনিও এরূপ উত্তর দিবেন, তখন লোকেরা আরয করবে তবে আমরা কার কাছে যাবো? তিনি عَلَيۡهِ السَّلَام বলবেন: তোমরা **মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে যাও, তিনিই তোমাদের শাফায়াত করবেন।

এবার লোকেরা ধাক্কাধাক্কি করতে করতে, কান্না-কাটি করতে করতে **শাফিউল মুযনিবিন, নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসহায়দের আশ্রয়স্থল দরবারে উপস্থিত হয়ে শাফায়াতের জন্য আবেদন করবেন, তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: “শাফায়াতের জন্য আমিই নিযুক্ত।” অতঃপর তিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে সিজদায় পতিত হবেন, তখন ইরশাদ হবে: “হে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠান, বলুন! আপনার কথা শুনা হবে, যা চাইবেন দেওয়া হবে এবং শাফায়াত করুন আপনার শাফায়াত কবুল করা হবে।” এবার শাফায়াতের ধারা শুরু হবে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের গুনাহগার উম্মতের শাফায়াত করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। (বাহারে শরীয়াত থেকে সংক্ষেপিত)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনার তাজেদার, শফীয়ে রোজে শুমার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত পাওয়ার একটি পন্থা হলো **তাঁর** পবিত্র বরকতময় সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ مَنۡ صَلّٰى عَلَيَّ حِيۡنَ يُصۡبِحُ

www.dawateislami.net

عَشْراً وَحِيْنَ يُمْسِى عَشْراً অর্থাৎ যে আমার প্রতি সকালে দশবার এবং সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ তার কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত নসীব হবে।” (মজমুয়ায়েয যাওয়ায়েদ, ১০/১৬৩, হাদীস নং-১৭০২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং কিয়ামতের দিন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

‘আবে কাওসার’ এর পূর্ণ পেয়ালা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْهَارِهٖ وَاَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهِ وَاُمَّتِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যে ব্যক্তি হাউজে কাউসার থেকে পূর্ণ পেয়ালা পান করতে চায় সে যেন এই দরূদ শরীফটি পাঠ করে। (আল কাউলুল বাদী, ১২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৫২

সত্তর হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ

হযরত সায়্যিদুনা কা'আব رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন: "مَا مِنۡ فَجۡرٍ یَطۡلُعُ اِلَّا نَزَلَ سَبۡعُوۡنَ اَلۡفًا مِنَ الۡمَلَائِکَۃِ حَتّٰی یَحُفُّوۡا بِالۡقَبۡرِ অর্থাৎ প্রতিদিন সকালে সত্তর হাজার ফিরিশতা অবতরণ করে, এমনকি তারা কবরে আনোয়ারকে ঘিরে নেয়, یَضۡرِبُوۡنَ بِاَجۡنِحَتِہِمُ الۡقَبۡرَ وَیُصَلُّوۡنَ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ নিজেদের পাখাকে রওযায়ে রাসূলের সাথে লাগিয়ে **নবী করীম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকে, حَتّٰی اِذَا اَمۡسَوۡا عَرَجُوۡا وَہَبَطَ سَبۡعُوۡنَ اَلۡفًا حَتّٰی یَحُفُّوۡا بِالۡقَبۡرِ সন্ধ্যা হতেই এই সত্তর হাজার ফিরিশতা ফিরে যায় এবং আরো সত্তর হাজার ফিরিশতা অবতরণ করে, যারা কবরে আনোয়ারকে ঘিরে নেয়, یَضۡرِبُوۡنَ بِاَجۡنِحَتِہِمُ الۡقَبۡرَ فَیُصَلُّوۡنَ عَلَی النَّبِیِّ তারাও নিজেদের পাখাকে রওযায়ে রাসূলের সাথে লাগিয়ে **নবী করীম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকে, (এভাবেই) সত্তর হাজার ফিরিশতা রাতে এবং সত্তর হাজার ফিরিশতা দিনে হয়ে থাকে। এমনকি কিয়ামতের দিন যখন **হুযুরে পাক** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কবরে আনোয়ার খুলে যাবে, তখন **তিনি** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সত্তর হাজার ফিরিশতার সমাবেশ সহকারে তাশরীফ নিয়ে আসবেন, যারা নিজেদের পাখা বিস্তৃত করে দৌড়াতে থাকবে। (জালাউল আফহাম, ৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের মাসূম ফিরিশতারা **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী কবরে সকাল ও সন্ধ্যা উপস্থিত হয় এবং **আল্লাহ পাকের** আদেশে **আক্বায়ে দু'জাহান** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালামের পুস্পস্তবক উৎসর্গ করতে থাকে। ফিরিশতারা তাই করে যা বারগাহে **ইলাহি** থেকে আদেশ হয়। একে তো হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَیۡہِ السَّلَام কে

www.dawateislami.net

সিজদা করা এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ পাক পাঠ করা দু'টিই **আল্লাহ পাকের** আদেশ মান্য করাই, কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করা হতেও উত্তম।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হযরত আবু হাফস ওমর বিন আলী হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত মুহাম্মদে আরাবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি স্বয়ং দরূদ পাক প্রেরণ করেন, ফিরিশতা ও সকল মুসলমানকে এর আদেশ করেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা (তিনটি কারণে) সায়্যিদুনা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করা থেকেও উত্তম। (১) " فَاِنَّ سُجُوْدَ الْمَلَائِكَةِ لِاٰدَمَ كَانَ تَأْدِيْبًا অর্থাৎ আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করাটা ফিরিশতাদের আদব শেখানোর জন্য ছিলো, وَاَمْرَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْرِيْبًا অর্থাৎ আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ পাঠ করা নৈকট্য অর্জনের জন্য।" (২) " فَالصَّلَاةُ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে, وَسُجُوْدُ الْمَلَائِكَةِ لِاٰدَمَ لَمْ يَكُنْ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً অর্থাৎ আর আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করার জন্য শুধুমাত্র একবারই আদেশ দেয়া হয়েছিলো।" (৩) " فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ اِنَّمَا اُمِرُوْا بِالسُّجُوْدِ لِاٰدَمَ لِاَجْلِ اَنَّ نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَبْهَةِ اٰدَمَ। অর্থাৎ ফিরিশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ এইজন্যই দেয়া হয়েছিলো যে, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কপালে নূরে **মুহাম্মদী** বিদ্যমান ছিলো।"

(আল লুবাবু ফি আওয়ামুল কিতাব, পারা-৩, সূরা বাকারা, ২৫৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৩০২)

www.dawateislami.net

আদমের ললাটে নূরে মুহাম্মদী

মনে রাখবেন! ফিরিশতারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সেই সময় থেকেই দরূদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত, যখন তিনি নূর আকারে সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ললাটে (কপালে) ছিলেন। ফিরিশতারা সারিবদ্ধ হয়ে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর বংশানুক্রমের পেছনে দাঁড়িয়ে নূরে **মুহাম্মদী**র যিয়ারত করতো। হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** কাছে আরয করলেন: "ইয়া **আল্লাহ**! ফিরিশতারা আমার পেছনে সারিবদ্ধভাবে কেন দাঁড়িয়ে থাকে?" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: "হে আদম! এই ফিরিশতারা আমার **হাবীব, শেষ নবী, মুহাম্মদে মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করছে, যাকে আমি আপনার বংশ থেকে সৃষ্টি করবো।" হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: "ইয়া **ইলাহী**! এই মুবারক নূরকে আমার কাপালে স্থাপন দিন যাতে এই ফিরিশতারা আমার সামনে থাকে।" তখন **আল্লাহ পাক** এই নূরকে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কপালে স্থাপন করে দিলেন। ফিরিশতারা হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সামনে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং নুরে **মুহাম্মদী**র প্রতি দরূদ ও সালামের উপহার পেশ করতে থাকতেন। হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: "ইয়া **ইলাহী**! আমিও এই মুবারক নূরের যিয়ারত করতে চাই, সুতরাং এটি এমন কোন স্থানে প্রতিস্থাপন করুন যেখানে আমিও এর যিয়ারত করতে পারি।" তখন **আল্লাহ পাক** নুরে **মুহাম্মদী**কে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর শাহাদত আঙ্গুলে প্রতিস্থাপন করে দিলেন। (হিকায়াতেঁ আউর নসিহতেঁ, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)

হুযুরের দুনিয়ায় আগমন

অতঃপর এই মুবারক নূর পবিত্র পৃষ্ঠদেশ থেকে পবিত্র গর্ভে পরিবর্তীত হতে হতে হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পবিত্র গর্ভে এসে আত্মপ্রকাশ হলো এবং বার রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদিকের

www.dawateislami.net

আলোকিত সোনালী মুহুর্তে অনন্ত সৌভাগ্য এবং চিরন্তন সুখের নূর হয়ে চমকালো অর্থাৎ দুনিয়ায় আগমন করলো।

না কিউঁ আজ জশনে বিলাদত মানায়ে নযর রব্ব কি রহমত কে আ'সার আ'য়ে
আদদ হাম কো বারা কিউঁ হো না পেয়ারা কেহ্ বারা খি তারিখ যব ইয়ার আ'য়ে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

যেই সময় **সরকারে মক্কায়ে মুকার্‌রমা, সরদারে মদীনায়ে মুনাওয়ারা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভ আগমন হলো তখন সৌভাগ্যের বর্ষণ হতে লাগলো, পাপ এবং অন্ধকারাচ্ছন্নতা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো এবং সমস্ত পৃথিবী সতেজ এবং নূর দ্বারা ছেয়ে গেলো। ফিরিশতারা পরস্পর মুবারকবাদ দিতে লাগলো এবং প্রত্যেক আসমানে একটি করে যবরজদ পাথরের স্তম্ভ স্থাপন করা হয় আর সৌভাগ্যময় জন্মের কারণেই নূরের বিকিরণ ছড়িয়ে দেয়া হয়।

(আল খাছাইচুল কুবরা (অনুদিত), ১৫২ পৃষ্ঠা)

মুমিনোঁ ওয়াক্তে আদব হে আ'মদে মাহবুবে রব্ব হে
জায়ে আ'দব ও তরব হে আ'মদে শাহে আরব হে
গুঞ্জি চুটকে ফুল মেহকে শাখে গুল পর মুরগ চেহকে
রোতা হে শয়তাঁ ইয়ে কেহকে আ'মদে শাহে আরব হে
বাজ রাহে শা'দ ইয়ানে বুত লাগে কলমা শুনানে
হার যবাঁ পে হে তারানে আ'মদে শাহে আরব হে

(কাবালায়ে বখশীশ, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় জন্মের সুসংবাদ শুনে **(তাঁর)** দাদা 'আব্দুল মুত্তালিব' খুশিতে আত্মহারা হয়ে হারামে কা'বা হতে নিজের ঘরে আসলেন এবং ভালবাসার উষ্ণ উদ্যোমে নিজের নাতিকে বুকের সাথে লাগালেন। অতঃপর কা'বায় নিয়ে গিয়ে মঙ্গল ও বরকতের দোয়া করলেন এবং "**মুহাম্মদ**" নাম রাখলেন। (শরহে যুরকানী, ১/২৩২) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু লাহাবের দাসী "সুয়াইবা" খুশিতে দৌড়ে আসলো এবং "আবু লাহাব"কে ভাতিজা হওয়ার সুসংবাদ দিলো, তখন আবু লাহাব এই খুশিতে শাহাদত আঙ্গুলের ইশারায় "সুয়াইবা"কে আযাদ (মুক্ত) করে দিলো, যার

www.dawateislami.net

প্রতিফল আবু লাহাব এটা পেল যে, তার মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা তাকে স্বপ্নে দেখলো এবং তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, তখন সে তার আঙ্গুল উঠিয়ে বললো যে, তোমাদের নিকট হতে পৃথক হওয়ার পর আমার ভাগ্যে ভাল কিছুই নসীব হয়নি, এটা ব্যতিত যে, "সুয়াইবা"কে মুক্ত করার কারণে এই আঙ্গুল দ্বারা কিছু পানি পান করানো হয়।

(বোখারী, ৩/৪৩২, হাদীস নং-৫১০১। শরহে যুরকানী, ১/২৫৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাতৃভাষা রক্ষার অসাধারণ পদ্ধতি

অভিজাত আরবদের রীতি ছিলো যে, তারা নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করানোর জন্য আশপাশের গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন, গ্রামের পরিস্কার-পরিছন্ন আবহাওয়ায় শিশুদের শারীরিক সুস্থতা এবং সাস্থ্য ভাল হয়ে যেতো, আর তারা পরিশুদ্ধ আরবী ভাষাও শিখে যেতো, কেননা শহরে বাহিরের মানুষের আনাগোনায় ভাষার সঠিক ও শুদ্ধতা আর থাকে না।

মু'জিযা সমূহ

হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর বর্ণনা হলো যে, আমি 'বণী সা'আদ' এর মহিলাদের সাথে দুধ পানকারী শিশুর খোঁজে মক্কায় গেলাম। সেই বছর আরবে কঠিন দূর্ভিক্ষ চলছিলো, আমার কোলে একটি বাচ্চা ছিলো, কিন্তু অভাব অনটনের কারণে বুকে এতো দুধ ছিলোনা যে, তা এই শিশুর জন্য যথেষ্ট হবে। সারা রাত শিশুটি ক্ষুধায় চটফট করতো এবং কান্না করতো আর আমি মমতায় কাতর হয়ে সারা তার পাশে বসেই কাটিয়ে দিতাম। একটি উটনিও আমাদের কাছে ছিলো, কিন্তু তার দুধ ছিলোনা। মক্কায়ে মুকার্‌রমার সফরে যে খচ্চরটির উপর আরোহী ছিলাম সেটিও এমন ক্ষীণ ছিলো যে, কাফেলার সাথে চলতে পারছিলো না, আমার সফর সঙ্গীরাও এর কারণে অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। অত্যন্ত কষ্টে সফর শেষ করলাম (এবং এই কাফেলা মক্কায় গিয়ে পৌঁছলো এবং বণী সা'আদ গোত্রের মহিলারা দুধ পানকারী শিশুর

www.dawateislami.net

জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজাখুজি শুরু করে দিলো আর এই সকল মহিলাই দুধ পান করানোর জন্য শিশু পেয়ে গেলো কিন্তু হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا দুধপান করানোর কোন শিশু পেলো না, অনেক খোঁজখুজির পর অবশেষে) হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো এবং **কায়েনাতের সরদার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই তাঁর কোলে এসে গেলো। নিজের তাবুতে গিয়ে যখন দুধ পান করানো জন্য বসলো তখন রহমতের বৃষ্টির ন্যায় নবুয়তের বরকতের প্রকাশ শুরু হয়ে গেলো, খোদার শান দেখুন যে, হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর মুবারক স্তনে এভাবে দুধ নামলো যে, **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** দুধভাইও পেঠ ভরে দুধ পান করলো এবং দু'জনই আরামে ঘুমিয়ে পড়লো। এদিকে উটনিকে দেখা গেলো পালানে (পশুর স্তন) দুধ এসে ভরে গেলো। হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর স্বামী দুধ দোহন করলো এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পেট ভরে পান করলো এবং দু'জনেই ভরা পেটে রাত ভর সুখ ও প্রশান্তির নিদ্রায় ডুবে গেলো।

হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর স্বামী **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বরকত সমূহ দেখে আশ্চার্য হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো, হালিমা! তুমি বড়ই মুবারক বাচ্চা নিয়ে এসেছো। হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলতে লাগলো যে, আসলেই আমারও এমন মনে হয়, এ অত্যন্ত বরকতময় শিশু এবং **আল্লাহ পাকের** রহমত স্বরূপ আমরা পেয়েছি আর আমার এমন প্রত্যাশা যে, এবার আমাদের ঘর বরকতে ভরে যাবে।

হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন: এরপর আমরা **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিয়ে মক্কায়ে মুকার্‌রমা হতে আমাদের গ্রামের দিকে রওয়ানা হলাম, তখন আমার সেই খচ্চর এমন দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো যে, কারো বাহনই এর আশেপাশে পৌঁছাতে পারছিলো না, কাফেলার মহিলারা আশ্চার্য হয়ে আমাকে বলতে লাগলো: হে হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا! এটা কি সেই খচ্চর, যাতে করে তুমি এসেছিলে, নাকি কোন দ্রুত গতির খচ্চর তুমি কিনে নিয়েছো? অবশেষে আমরা আমাদের ঘরে পৌঁছালাম, সেখানে কঠিন দূর্ভিক্ষ

www.dawateislami.net

হচ্ছিলো, সকল পশুর পালানে দুধ শুকিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আমার ঘরে কদম রাখতেই আমার ছাগলগুলো পালান দুধে ভরে গেলো, এখন রোজ আমার ছাগলগুলো মাঠ থেকে ঘরে ফিরলে তাদের পালান দুধে ভরে থাকে অথচ পুরো বস্তিতে অন্য কেউ তাদের পশু থেকে এক ফোঁটা দুধও পেতো না, আমার গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদের বলতো যে, তোমরাও পশুদের সেখানে চরাবে যেখানে হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পশুগুলো চরে বেড়ায়। সুতরাং সবাই ঐ জায়গায় নিজেদের গৃহপালিত পশু চরানো শুরু করলো যেখানে আমার ছাগল গুলো চরতো, কিন্তু এখানে তো চারনক্ষেত্র আর জঙ্গলের কোন ভূমিকা ছিলো না, এটাতো **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের বরকতের ফয়য ছিলো, যা আমি আর আমার স্বামী ছাড়া আমাদের গোত্রের কেউ তা বুঝতে পারতো না।

মোটকথা এভাবেই প্রতিটি মুহুর্তে প্রতিটি কদমে আমরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতের দৃশ্য অবলোকন করতে রইলাম, এমনকি দু'বছর পূর্ণ হয়ে গেলো এবং আমি **তাঁর** দুধ ছাড়িয়ে নিলাম। **তাঁর** সাস্থ্য ও সুস্থ সবল অবস্থা অন্যান্য শিশু থেকে অনেক ভাল ছিলো, দু'বছর বয়সে **তাঁকে** মোটামুটি বড়ই মনে হতো, এবার আমরা রীতি অনুযায়ী **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **তাঁর** মায়ের কাছে নিয়ে আসলাম এবং তাঁরা তাদের সাধ্যমতো আমাদেরকে উপহার সামগ্রী দান করলো।

নিয়ম অনুযায়ী এখন আমাদের **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের কাছে রাখার আর কোন অধিকার নেই, কিন্তু **তাঁর** নবুয়তের বরকতের কারণে এক মুহুর্তও **তাঁকে** ছাড়া থাকা সহ্য হচ্ছিলো না। আশ্চর্যজনক ভাবে সেই বছর মক্কায়ে মুকার্‌রমায় প্লেগ রোগ মহামারি আকার ধারণ করেছিলো। সুতরাং আমরা এই প্লেগ রোগের বাহানা করে হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে রাজি করিয়ে নিলাম অতঃপর **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আবারও আমাদের ঘরে নিয়ে আসলাম এবং আবারো আমাদের ঘর রহমত ও বরকতের

www.dawateislami.net

খনিতে পরিণত হলো। **তিনি** আমাদের সাথে অত্যন্ত আনন্দ ও খুশিতে থাকতে লাগলেন। (সীরাতে মুস্তাফা, ৭৩-৭৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

নূরের খেলনা

শিশু কালের বর্ণনা করে হযরত হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন: **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোলনা ফিরিশতাদের নাড়ানোর কারণে নড়তো এবং তিনি শিশুকালে চাঁদের দিকে ইশারা করতো, তখন চাঁদ **তাঁর** আঙ্গুলের নড়া-চড়ার সাথে সাথে নড়তো। (সীরাতে মুস্তাফা, ৮১ পৃষ্ঠা)

চাঁদ ঝুক জা'তা জিধার ওঙ্গলী ওঠাতে মাহাদ মে
কিয়া হি চলতা থা ইশারোঁ পর কেলোনা নূর কা
(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হুযুরের সত্তায় মু'জিযার সমাহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَیۡهِمُ السَّلَام অনেক মু'জিযা দান করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام কে নিজের কলীম বানিয়েছেন এবং এমন এক লাঠি দান করেছেন যা জাদুকরদের বড় বড় অজগরকেও নিশ্চিন্ন করে দিয়েছিলো আর যখন তিনি এই লাঠি দিয়ে পাথরে মারলেন তখন পানির বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেলো, এরূপ হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَیۡهِ السَّلَام এর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছেন, জ্বীন ও মানুষ, পশু-পাখি এবং বাতাসকে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَیۡهِ السَّلَام এর অধীন করে দিয়েছেন, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَیۡهِ السَّلَام কে শৈশবেই কথা বলার ক্ষমতা দান করেছেন এবং তাছাড়াও মৃতব্যক্তিকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীদের এবং জন্মান্ধদের সুস্থ করার মু'জিযা দান করেছেন, মোটকথা বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَیۡهِمُ السَّلَام বিভিন্ন ধরণের মু'জিযা দান করেছেন এবং **সায়্যিদিল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সেই সকল মু'জিযার সমষ্টি করে পাঠিয়েছেন, যেমন কোন কবি কত সুন্দরই না বলেছেন।

www.dawateislami.net

হুসনে ইউসুফ, দমে ঈসা, ইয়াদি বায়ধা দারি
আ'নচা খুবাঁ হামা দা'রান্দ, তু তানহা দারি

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ভালবাসা দান করুন, **তাঁর** ভালবাসায় ব্যাকুল অন্তর এবং **তাঁর** প্রেমে অশ্রু ঝরা চোখ দান করুন, সারা জীবন আপনার **প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদের বেহিসাব ক্ষমা করে দিন। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

মুস্তফার সৌন্দর্য

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَاَنْوَرَهُمْ لَوْنًا অর্থাৎ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে বেশি সুন্দর ও উজ্জ্বল বর্ণের ছিলেন। তিনি আরো বলেন: لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ قَطُّ اِلَّا شَبَّهَ وَجْهَهُ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা ও সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন: সেই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের সাথে তুলনা দিয়েছেন। وَكَانَ عَرَقُهٗ فِيْ وَجْهِهٖ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘামের বিন্দুকে **তাঁর** নূরানী চেহারায় মুক্তার দানার মতো লাগতো। (আল হাছায়েছুল কুবরা, বাবুল আয়াতি ফিল আরকাশ শরীফ, ১/১১৫)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৫৩

সাহাবার প্রতি বিদ্রুপ, হুযুরের অপছন্দনীয়

হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ‘সা’আদাতুদ দারাঈন’এ আবু আলী কাহতান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি প্রাচ্যের করখ শহরের জামে মসজিদে প্রবেশ করলাম, আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখলাম যে, তাঁর সাথে আরো দু’জন ব্যক্তি যাদের আমি চিনতাম না, আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না, আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় এতো এতোবার দরূদ ও সালাম প্রেরণ করি এবং আপনি আমাকে সালামের উত্তর প্রদান থেকে বঞ্চিত করে দিলেন ? **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “তুমি আমার প্রতি দরূদ তো প্রেরণ করো কিন্তু আমার সাহাবাদের বিদ্রুপ ও কটাক্ষ করো।” আমি আরয করলাম: “ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার মুবারক হাতে তাওবা করছি, ভবিষ্যতে এরূপ করবো না।” অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সালামের উত্তর প্রদান করলেন) ইরশাদ করলেন: “وَعَلَيۡكُمُ السَّلَامُ وَرَحۡمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ” (সা’আদাতুদ দারাঈন, ৪র্থ অধ্যায়, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

বেহরে সিদ্দিক ও ওমর ওসমান আলী কিজিয়ে রহমত এ্যয় নানায়ে হাসান
সব সাহাবা কা ওসীলা সৈয়্যেদা কিজিয়ে রহমত এ্যয় নানায়ে হাসান
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হেদায়াতের উজ্জল নক্ষত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবেসে **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার পাশাপাশি **তাঁর** সকল সাহাবীয়ে

www.dawateislami.net

কিরামদেরও عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ভালবাসা উচিৎ এবং তাঁদের চরিত্রের উপর আমল করে নিজের জীবন অতিবাহিত করা উচিৎ, কেননা এরাই হচ্ছে হেদায়াতের উজ্জল নক্ষত্র, যাঁদের ব্যাপারে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ইরশাদ হচ্ছে: "اَصۡحَابِىۡ كَالنُّجُوۡمِ فَبِاَيِّهِمِ اقۡتَدَيۡتُمۡ اِهۡتَدَيۡتُمۡ অর্থাৎ আমার সাহাবারা নক্ষত্র সমতূল্য, যারই অনুসরণ করবে হেদায়াত পাবে।"

(মিশকাত, কিতাবুল মানাকিব, ২/৪১৪, হাদীস নং-৬০১৭)

সুতরাং আমাদেরও সকল সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ভালবাসা উচিৎ, এমন যেন না হয়, কোন এক সাহাবীয়ে রাসূলের জন্য তো অত্যন্ত ভালবাসা প্রকাশ পাচ্ছে এবং বাকী সাহাবায়ে রাসূলের প্রতি অন্তরে বিদ্ধেষ ভরা, আর এই বিদ্ধেষের কারণে **আল্লাহ ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লানতের ভাগিদার হয়ে যাবো।

আল্লাহ পাকের লানতের ভাগিদার

হযরত ওয়াইম বিন সা'য়েদা رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " اِنَّ اللّٰهَ اخۡتَارَنِىۡ وَاخۡتَارَلِىۡ اَصۡحَابًا অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আমাকে পছন্দ করেন এবং আমার কারণে আমার সাহাবাদের পছন্দ করেন, فَجَعَلَ لِىۡ مِنۡهُمۡ وُزَرَاءً وَاَنۡصَارًا وَّ اَصۡهَارًا অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আমার উজির, সহকারী এবং আত্মীয় বানিয়েছেন, فَمَنۡ سَبَّهُمۡ فَعَلَيۡهِ لَعۡنَةُ اللّٰهِ وَالۡمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجۡمَعِيۡنَ সুতরাং যারা তাঁদের গালি দিবে, তাদের উপর **আল্লাহ তাআলা, তাঁর** ফিরিশতা এবং সমস্ত লোকের লানত, لَايَقۡبَلُ اللّٰهُ مِنۡهُ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ صَرۡفًا وَّ لَا عَدۡلًا কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** না তার কোন ফরয কবুল করবে, না নফল।"

(আস সাওয়ায়েকেল মাহরাকা, ৪ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফফাল رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার সাহাবাদের সম্পর্কে **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

তাআলাকে ভয় করো, لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ আমার পর তাঁদের (অপবাদ এবং মন্দ কথার) নিশানা বানিও না, فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ সুতরাং যারা তাঁদেরকে ভালবাসলো, তবে তারা আমাকে ভালবাসার কারণে এরূপ করলো, وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ এবং যারা তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করলো, তবে তারা (আসলে) আমার সাথে বিদ্বেষের কারণেই এরূপ করলো, وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ এবং যারা তাঁদের কষ্ট দিলো, তারা মূলত আমাকে কষ্ট দিলো, وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰه এবং যারা আমাকে কষ্ট দিলো, তারা মূলত **আল্লাহ তাআলা**কেই কষ্ট দিলো, وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ এবং যারা **আল্লাহ তাআলা**কে কষ্ট দিলো, অতিশীঘ্রই **আল্লাহ পাক** তাদের পাকড়াও করবেন।” (মিশকাত, কিতাবুল মানাকিব, ২/৪১৪, হাদীস নং-৬০১৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে বিদ্বেষ পোষণকারী হাদীসের হুকুম অনুযায়ী **আল্লাহ তাআলা**, ফিরিশতা ও সমস্ত লোকের লানতের ভাগীদার এবং যারা তাঁদের ভালবাসে তারা না শুধু **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূলে**র প্রিয় বরং এমন সৌভাগ্যবানদের কিয়ামতের দিন **আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদে মুস্তাফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ নৈকট্যও অর্জিত হবে।

হুযুরের নৈকট্য অর্জনকারী সৌভাগ্যবান

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সাহাবা, বিবিগণ এবং আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি রাখে এবং এদের মধ্যে কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করে না আর তাঁদের ভালবাসার উপর দুনিয়া থেকে ইন্তিকাল করে, তবে সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে আমার মর্যাদায় থাকবে।” (আর রিয়াযুন নাদারাত, ১ম অধ্যায়, ১/২২)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ اَحۡسَنَ الۡقَوۡلَ فِیۡ اَصۡحَابِیۡ فَقَدۡ بَرِیٌٔ مِنَ النِّفَاقِ অর্থাৎ যে আমার সাহাবী সম্পর্কে ভাল কথা বলবে, তবে সে নাফরমানি (নিফাক) থেকে মুক্ত হয়ে গেলো, وَمَنۡ اَسَاءَ الۡقَوۡلَ فِیۡ اَصۡحَابِیۡ کَانَ مُخَالِفًا لِسُنَّتِیۡ যে আমার সাহাবী সম্পর্কে মন্দ বললো, তবে সে আমার তারীকা (অনুসরণ) থেকে সরে গেলো, وَمَأۡوَاہُ النَّارُ وَبِئۡسَ الۡمَصِیۡرُ এবং তার ঠিকানা হলো আগুন এবং কতোই যে মন্দ পরিণতি।" (আর রিয়াযুন নাদারাত, ১ম অধ্যায়, ১/২২)

আল্লাহ পাকের বন্ধু

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রশান্তিমূলক ইরশাদ হচ্ছে: "আমার এই চার সাহাবী আবু বকর, ওমর, ওসমান এবং আলী (رِضۡوَانُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن) এর সাথে ভালবাসা পোষণকারী **আল্লাহ পাকের** দোস্ত তথা বন্ধু এবং তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণাকারী **আল্লাহ পাকের** শত্রু।" (আর রিয়াযুন নাদারাত, ১ম অধ্যায়, ১/৪৮)

আ'ল সে সাহাবা সে কায়েম রাহে তা আবাদ নিসবত এ্যয় নানায়ে হোসাইন
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবীদের সাথে বেআদবী করার দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি

হযরত সাইয়িদুনা খলফ বিন তামীম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাছীব বশীর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমাকে বলেছেন: আমি ব্যবসা করতাম। **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আমি যথেষ্ট ধন-সম্পদের মালিক ছিলাম। আমার সবরকমের সুযোগ-সুবিধা ছিলো। অধিকাংশ সময় আমি ইরানের নগরী গুলোতেই অবস্থান করতাম।

www.dawateislami.net

একবার আমার এক কর্মচারী আমাকে সংবাদ দিল যে, অমুক মুসাফিরখানায় এক ব্যক্তি মারা গেছে। সেখানে তার কোন ওয়ারিশ নাই। তাকে কাফন-দাফন দেবার কেহই নাই। লাশটি করুণ অবস্থায় পড়ে আছে। এই সংবাদ শোনার সাথে সাথে আমি মুসাফিরখানায় গেলাম। এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় দেখলাম। তার পেটের উপর কিছু কাঁচা ইট রাখা ছিল। আমি গিয়ে তার গায়ে একটি চাদর ঢেকে দিলাম। মৃতব্যক্তিটির সাথে তার কিছু সাথীও ছিল। তারা আমাকে বলল: লোকটি অত্যন্ত ইবাদতগুজার নেককার ব্যক্তি ছিলেন। আজ তাকে কাফন দেবার মতও কেহ নাই। আমাদের কাছেও সেই টাকা নাই যে, তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবো। এসব শুনে আমি এক ব্যক্তিকে কাফন নিয়ে আসতে এবং আরেক জনকে টাকার বিনিময়ে কবর খনন করতে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর আমি তার জন্য কিছু কাঁচা ইট তৈরি করতে লাগলাম। তারপর তাকে গোসল দেওয়ানোর জন্য পানি গরম করতে লাগলাম। আমরা সবাই এসব কাজে ব্যস্ত ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ মৃতব্যক্তিটি উঠে বসে গেল। তার পেট থেকে ইটগুলো পড়ে গেল। অতঃপর সে ভয়ানক আওয়াজে চিৎকার করতে লাগল, 'হায় আগুন! হায় ধ্বংস! হায় বরবাদী! হায় আগুন! হায় ধ্বংস! হায় বরবাদী!' তার সাথীরা এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। আমি তার নিকট গিয়ে বাহু ধরে নাড়া দিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম: "তুমি কে? কী ব্যাপার?"

সে বলল: আমি একজন কুফার অধিবাসী। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এসব মন্দ লোকের সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, যারা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এবং হযরত সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কে গালমন্দ করতো। তাদের কুসংশ্রবে থেকে আমিও তাঁদেরকে গালমন্দ করতাম। তাঁদেরকে ঘৃনার চোখে দেখতাম।

হযরত সায়্যিদুনা আবুল খাসীব رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলছেন: তার কথা শুনে আমি ইস্তেগফার পাঠ করতে লাগলাম। আর বললাম: "হে দূর্ভাগা! তাহলে তো তোমার সমুচিৎ সাজা হওয়াই উচিৎ। মৃত্যুর পর তুমি জীবিত হলে

www.dawateislami.net

কীভাবে?” সে উত্তর দিলো: “আমার নেক আমলগুলো আমার কোনই উপকারে আসেনি। সাহাবায়ে কেরামদেরকে গালমন্দ করার কারণে আমাকে টেনে-হেঁচড়া জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে আমাকে আমার ঠিকানা দেখানো হয়েছিল। সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল।

তারপর আমাকে বলা হলো, তোমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে। তুমি যেন তোমার বদ-আকীদা পোষণকারী সাথীদেরকে তাদের ভয়াবহ করুণ পরিণতি সম্বন্ধে জানিয়ে দাও। যেই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, আখিরাতে তাদের কীরূপ পীড়াদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তা যেন তুমি তাদের জানিয়ে দাও। তুমি যখন তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পরিণতি সম্বন্ধে জানিয়ে দেবে, তারপর তোমাকে তোমার মূল ঠিকানায় (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করা হবে।

এই সংবাদ জানিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে পুনরায় জীবন দান করা হয়েছে। যাতে করে আমার এই অবস্থা থেকে সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি বেআদবী প্রদর্শনকারীরা দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা পায় এবং বেআদবী করা থেকে ফিরে আসে। অন্যথায় যারা সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শানে বেআদবী করবে, তাদের পরিণতিও আমার মতোই হবে।”

এসব বলার পর সে আবারও মৃতাবস্থায় ফিরে গেল। আমি এবং অন্যান্য সবাই তার এসব দৃষ্টান্তমূলক কথাগুলো শুনলাম। এই সময়টুকুর মধ্যে কর্মচারী কাফন নিয়ে এলো, কাফনটি হাতে নিয়ে আমি বললাম: “যেই ব্যক্তি শায়খাইনে করীমাইনদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا শানে বেআদবী করেছে এহেন বদ-নসীব ব্যক্তির কাফন-দাফনে আমি নাই। তোমরা তোমাদের সাথীকে সামলাও। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও আমি শোভনীয় বলে মনে করি না।”

এই বলে আমি সেখান থেকে চলে এলাম। পরে জানতে পারলাম যে, তার বদ-আকীদা পোষণকারী সাথীরাই তাকে গোসল দিয়েছে, কাফন পরিয়েছে এবং সেই গুটিকতেক লোকই তার জানাযার নামায পড়েছিলো। তারা ব্যতিত অন্য কেহই তার জানাযার নামাযে শরিক হওয়া পছন্দ করেনি।

(উয়ূনুল হিকায়াত (অনুদিত), ১/২৪৮)

www.dawateislami.net

মাহফুয সদা রাখনা শাহা বেআদবোঁ সে আউর মুঝ সে ভি সরযদ না কাভি বেআদবী হো

(ওসায়িলে বখশীশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তো সেই পবিত্র আত্মা, যাদেঁর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহচর্য ও সংস্পর্শের কারণে এমন মহত্ব এবং আভিজাত্য নসীব হয়েছে, যা সাহাবী নয় এমন কারোই হতে পারে না, তাঁদের উচ্চ ও উচ্চতর মর্যাদার অনুমান এই বিষয় থেকে করুন যে, সাহাবী নয় এমন কারো বড় থেকে বড় কোন নেকী তাঁদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) কোন একবারে ছোট নেকীরও সমতুল্য কখনোই হতে পারে না, কেননা এটা স্থিরকৃত বিষয় যে, সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যে সাহাবীয়্যতের মর্যাদা অর্জিত, সাহাবী নয় এমন কোন উম্মতের অর্জিত ফযীলত তার সমকক্ষ হতে পারে না।

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তাফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِیْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ অর্থাৎ আমার কোন সাহাবীকে গালি দিও না, যদি তোমরা উহুদ পাহাড়ের সমপরিমানও স্বর্ণ সদকা করো তবুও তাঁদের (সাহাবীদের) এক বা অর্ধেক পরিমানও হতে পারবে না।"

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবিন নাবী, ২/৫২২, হাদীস নং-৩৬৭৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শানে কটাক্ষ এবং বেআদবী করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং সকল সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাত্যিকার ভালবাসা দান করুন, আর আমাদের **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতি দরূদ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বয়ান নম্বর ৫৪

তিনটি বিষয়ে ওসিয়ত

হযরত আল্লামা ইউসূফ বিন ইসমাইল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"সা'আদাতুদ দারাঈন"**এ একটি রেওয়ায়াত নকল করেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে (তিনটি বিষয়ে) ওসিয়ত করেছেন: "اَنْ اُصَلِّيَهَا فِى السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ يَعْنِى صَلَاةَ الضُّحٰى যেন আমি সফর অবস্থায় ও মুকিম অবস্থায় চাশতের নামায পড়তে থাকি, وَاَنْ لَا اَنَامَ اِلَّا عَلٰى وِتْرٍ وَ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِىِّ এবং রাতে শোয়ার পূর্বে বিতরের নামায এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে যেন ঘুমাই।" (সা'আদাতুদ দারাইন, ২য় অধ্যায়, ৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** প্রিয় সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে তিনটি বিষয়ে ওসিয়ত করেছেন, (১) সফর অবস্থায় ও মুকিম অবস্থায় চাশতের নামায আদায় করতে থাকো (২) ঘুমানোর পূর্বে বিতরের নামায পড়ে নিবে এবং (৩) **নবী পাকের** বরকতময় সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবে।

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, ফরয নামাযের পাশাপাশি নফল ইবাদতের অভ্যাস গড়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বারগাহে অধিকহারে দরূদ ও সালামের উপহার পেশ করতে থাকা।

চাশতের নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব

বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাশতের নামায পড়ার উৎসাহ প্রদান করেছেন, চাশতের নামায সম্পর্কে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "চাশতের

www.dawateislami.net

নামায মুস্তাহাব, চাশতের নামায কমপক্ষে দুই রাকাআত এবং সর্বোচ্চ বার (১২) রাকাআত, এবং উত্তম হচ্ছে বার (১২) রাকাআত। হাদীসে পাকে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি চাশতের নামায বার (১২) রাকাআত পড়বে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে সোনার মহল তৈরী করবেন।” (তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/১৭, হাদীস নং-৪৭২) তিনি আরো বলেন: “এর সময় হলো সূর্যের তাপ প্রখর হওয়া থেকে জাওয়াল অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত এবং উত্তম হচ্ছে, দিনের চতুর্থাংশে আদায় করা।” (বাহারে শরীয়াত, ১/৬৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চাশতের নামাযের অভ্যাস গড়ার জন্য শায়খে তারিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কতৃক প্রদত্ত ‘মাদানী ইনআমাত’ এর উপর আমল করতে থাকুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তিনি এই ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে নেক কাজ করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার নিয়মাবলী সম্পর্কিত শরীয়াত ও তরীকতের সমন্বিত সমষ্টি (ইসলামী ভাইদের জন্য) “৭২টি মাদানী ইনআমাত” প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন, যাতে একটি মাদানী ইনআম এও রয়েছে যে, **“আপনি কি আজ তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবীনের নামায আদায় করেছেন?”** সুতরাং যদি আমরা ফরয ও ওয়াজিব আদায় করার পাশাপাশি নফলেরও চেষ্টা করি তবে এরূপ একটি মাদানী ইনআমের উপর এবং আসলে **হুযুর** صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমানের উপর আমল হয়ে যাবে।

ফযরের নামাযের পর যিকিরুল্লাহ্’র ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফযরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন, কেননা এই সময় যিকিরের অনেক ফযীলত রয়েছে, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত বসে **আল্লাহ পাকের** যিকির করা এবং **তাঁর** মহত্ব

www.dawateislami.net

বর্ণনা করা এবং **তাঁর** হামদ ও সানা করা (প্রশংসা করা) আর তাসবীহ ও তাহলীল করা, আমার কাছে ঈসমাইল عَلَيۡهِ السَّلَام এর বংশের দ্বিগুণের চাইতেও বেশি গোলাম আযাদ করার চেয়েও বেশি পছন্দ।"

(মসনদে আহমদ, মসনদে আনসার, ৮/২৮১, হাদীস নং-২২২৫৬)

এবং যখনই সূর্য উদিত হয়ে যাবে চাশতের নামায আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে পাওয়া দয়া ও দানের ভাগিদার হয়ে যান।

হযরত সায়্যিদুনা মু'আয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ قَعَدَ فِی مُصَلَّاہُ حِیۡنَ یُصَلِّیۡ الصُّبۡحَ حَتّٰی یُسَبِّحَ الضُّحٰی لَا یَقُوۡلُ اِلَّا خَیۡرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফযরের নামায পড়ে নিজের স্থানেই বসে থাকে অতঃপর চাশতের নামায পড়ে এবং ভাল কথা ছাড়া কোন কথা না বলে, غُفِرَتۡ لَہٗ خَطَایَاہُ وَاِنۡ کَانَتۡ اَکۡثَرَ مِنۡ زَبَدِ الۡبَحۡرِ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিওবা সমুদ্রের ফেনার চাইতেও বেশি হয়।"

(মসনদে আহমদ, মসনদে আল মাকিন, ৫/৩১০, হাদীস নং-১৫৬২৩)

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি: "যে ফযরের নামায আদায় করার পর আপন স্থানে বসে থাকে এবং কোন দুনিয়াবী কথা না বলে আর **আল্লাহ পাকের** যিকির করতে থাকে অতঃপর চার রাকাআত চাশতের নামায আদায় করে তবে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যাবে, যেমন সেই দিনের মতো, যেইদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে, তার কোন গুনাহ ছিলো না।" **(মুসনদে আবি ইয়ালা, মুসনদে আয়েশা, ৪/৯, হাদীস নং-৪৩৪৮)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! দেখলেন তো আপনারা! চাশতের নামায পড়ার কিরূপ বরকত রয়েছে, **আল্লাহ পাক** সেই ব্যক্তিকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেয় যে, যেন সে আজই তার মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। অপর একটি হাদীসে পাকের সারমর্ম অনুযায়ী **আল্লাহ পাক** মানুষের শরীরে ৩৬০টি গ্রন্থি সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি গ্রন্থির সদকা করা আমাদের জন্য আবশ্যক, যার পদ্ধতি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের বলে দিয়েছেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য সদকা রয়েছে এবং প্রতিটি তাসবীহ অর্থাৎ سُبۡحَانَ اللهِ বলা সদকা স্বরূপ এবং প্রতিটি তামহীদ অর্থাৎ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ বলা সদকা স্বরূপ আর প্রতিটি তাহলীল অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বলা সদকা স্বরূপ এবং প্রতিটি তাকবীর অর্থাৎ اَللّٰهُ اَکۡبَرُ বলাও সদকা স্বরূপ আর ভাল কথার আদেশ করা সদকা স্বরূপ এবং মন্দ কথা থেকে বারণ করা সদকা স্বরূপ আর দু'রাকাআত চাশতের নামায এইসব কিছুর উপর প্রাধান্য লাভ করে।" (মুসলিম, ৩৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮২০১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান সময়ে অনেক লোক বেকারত্বের শিকার হয়ে আছে এবং যারা রোজগার করে তারাও অভাবের কারণে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। যদি আমরা চাশতের নামায পড়ার অভ্যাস করে নিই তবে অন্যান্য উপকারীতার পাশাপাশি اِنۡ شَآءَ الله আমাদের হালাল রিযিকেও অনেক বরকত অর্জিত হবে, কেননা রিযিকের অন্বেষণ এবং অভাব দূর করার জন্য চাশতের নামায আদায় করা অতিশয় উপকারী এবং পরীক্ষিত আমল।

অভাব দূর করার পদ্ধতি

মাশায়িখে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: দুটি জিনিস কখনো জমা হতে পারে না ১. দরিদ্রতা এবং ২. চাশতের নামায, (অর্থাৎ যে চাশতের নামায নিয়মিত আদায় করে, اِنۡ شَآءَ الله সে কখনো দরিদ্র হবে না।)

এরূপ হযরত সায়্যিদুনা শফিক বলখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡه বলেন: "আমি পাঁচটি জিনিসের প্রার্থনা করতাম, সেই পাঁচটি জিনিসই আমি পেয়েছি। (তার মধ্যে একটি) যখন আমি রুজিতে বরকত প্রার্থনা করলাম, তখন তা আমি চাশ্তের নামায পড়াতে পেয়ে গেলাম। (অর্থাৎ রিযিকি বরকত পেলাম)"

(নুযহাতুল মাজালিশ, ১/১৬৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ দ্বিতীয় ওসিয়তটি করেছিলেন যে, "রাতে শোয়ার পূর্বে বিতরের নামায পড়ে ঘুমাবে।"

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "বিতরের নামায ওয়াজিব, যদি ভুলে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে না পড়ে তবে কাযা ওয়াজিব।" (বাহারে শরীয়াত, ১/৬৫৩) তিনি আরো বলেন: "যে ব্যক্তি জাগ্রত হওয়ার উপর ভরসা রাখে, তবে তার শেষ রাতে বিতর পড়া মুস্তাহাব, নয়তো শোয়ার পূর্বেই পড়ে নিবে।" (বাহারে শরীয়াত, ১/৬৫৩)

বিতরের নামায রাতের শেষভাগ পর্যন্ত বিলম্বিত করাও উত্তম, যেমন, হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিমূলক ইরশাদ হচ্ছে: "যার ভয় হয় যে শেষ রাতে উঠতে পারবে না, সে রাতের প্রথম ভাগে পড়ে নিবে এবং যার আশা আছে যে রাতের শেষ প্রহরে উঠবে, সে যেন শেষ রাতে পড়ে, কেননা শেষ রাতের নামাযই প্রমাণিত (অর্থাৎ এই সময় রহমতের ফিরিশতারা উপস্থিত হয়ে থাকে) এবং এটাই উত্তম।"

(মুসলিম, কিতাবুস সালাতিল মুসাফির, পৃষ্ঠা ৩৭৮, হাদীস নং-৭৫৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে তৃতীয় ওসিয়ত করেছিলেন যে, "শোয়ার পূর্বে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবে।" আমাদেরও উচিৎ যে, শোয়ার পূর্বে বিভিন্ন ওযীফা পাঠ করে দিনের সমাপ্তি যিকির ও দরূদ শরীফ দ্বারা করা কেননা এতে অগণিত বরকত রয়েছে।

রাতে শোয়ার সময়ের ওযীফা

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যদি শোয়ার সময় আয়াতুল কুরছি পাঠ করে নেয় তবে

www.dawateislami.net

সেই ঘর চুরি, আগুন এবং আকস্মিক বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং পাঠকারী মন্দ স্বপ্ন ও জ্বিনের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকবে। প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরছি পাঠ করাতে اِنۡ شَآءَالله শেষ পরিণতি ঈমানে সহিত হবে।”

(ইসলামী জিন্দেগী, ১৩০ পৃষ্ঠা)

যে ব্যক্তি শোয়ার সময় পাঁচ কালেমা এবং قُلۡ یٰۤاَیُّهَاالۡكٰفِرُوۡنَ এক এক বার পাঠ করে ঘুমোবে তবে اِنۡ شَآءَ الله মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবে, কিন্তু এরপর কোন দুনিয়াবী কথা বলা যাবেনা। যদি কথা বলতেই হয় তবে আবারো এগুলো পাঠ করে নিবেন। (ইসলামী জিন্দেগী, ১৩০ পৃষ্ঠা)

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, নিজের কাজকর্ম শেষ করে শোয়ার সময় **আল্লাহ পাকের** যিকির এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে শোয়ার অভ্যাস করা, এর বরকতে না শুধু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হবে বরং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন সৌভাগ্যবানদের জন্য শাফায়াতের সুসংবাদও শ্রবণ করিয়েছেন।

শাফায়াতের সুসংবাদ পেয়ে গেলাম

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়িদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার এক প্রতিবেশী ছিলো, যে বাদশাহের খিদমত করতো, **আল্লাহ পাকের** স্বরন থেকে উদাসীন এবং ফিত্না ফ্যাসাদ ছড়ানোতে প্রসিদ্ধ ছিলো, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, তার হাত **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতে, আমি আরয করলাম: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই মন্দ লোকটি তো ঐ লোকদের সাথে, যারা **আল্লাহ পাকের** থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো, আর আপনার হাত মুবারক তার হাতে কেন? **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আমি তা জানি এবং শোনো! আমি **আল্লাহ পাকের** কাছে তার সুপারিশ করতে যাচ্ছি।” আমি আরয করলাম: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে এই স্থানে কিভাবে পৌঁছলো? ইরশাদ করলেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার কারণে, নিশ্চয় সে প্রতিদিন শোয়ার সময়

www.dawateislami.net

আমার প্রতি একহাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করে এবং আমার ধারনা **আল্লাহ পাক** তার হকে আমার শাফায়াত কবুল করবেন।”

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওয়াহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন সকালে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম যে, সেই যুবক কান্নারত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করছে। তার সম্পর্কে যা স্বপ্নে দেখলাম তা আমি আমার বন্ধুদের বলছিলাম, সে সালাম করে সামনে বসে গেলো এবং বললো: হে আব্দুল ওয়াহিদ! আমি আপনার হাতে তাওবা করতে চাই, আমাকে **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার কাছে পাঠিয়েছে। যখন সে তাওবা করে নিলো তখন আমি তার সেই স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: আমার কাছে **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, তিনি আমার হাত ধরে ইরশাদ করলেন: “আমার প্রতি তুমি যে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে তার কারণে আমি আমার **রবে**র কাছে তোমার জন্য শাফায়াত করবো।” সুতরাং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুপারিশ করে ইরশাদ করলেন: “সকাল সকাল আব্দুল ওয়াহিদের কাছে গিয়ে তার হাতে তাওবা করবে এবং এর উপর দৃঢ় ভাবে অটল থাকবে।” (সা’আদাতুদ দারাঈন, ৪/১৫০, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পাশাপাশি নফল ইবাদত করার তৌফিক দান করুন এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্রের উপর আমল করে তাঁর ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৫৫

আরশের ছায়া লাভকারী তিন সৌভাগ্যবান

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহান শাহে বনী আদম, রাসূলে **মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতরূপী ইরশাদ হচ্ছে: "ثَلَاثَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ عَرْشِ اللهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরণের ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়ায় থাকবে।" আরয করা হলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা ? ইরশাদ হলো: (১) "مَنْ فَرَّجَ عَنْ مَكْرُوْبِ اُمَّتِىْ ঐ ব্যক্তি, যে আমার কোন উম্মতের পেরেশানী দূর করলো।" (২) "وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِىْ আমার সুন্নাতকে পূনরুজ্জীবিত কারী।" (৩) "وَمَنْ اَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَىَّ এবং আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী।" (বুস্তানুল ওয়াজিন লি ইবনে জাওযী, পৃষ্ঠা ২৬০,২৬১) (আল বদুরুস সাফিরাত ফি উমুরিল আখিরাতে লিস সুয়ূতি, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বরকত অর্জন, মারিফাতের উন্নতি এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জনের জন্য দরূদ ও সালাম হচ্ছে উত্তম পন্থা, যদি সৌভাগ্যবান জীবনভর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালামের উপহার উৎসর্গ করতে থাকে তবে কিয়ামতের দিন তার না শুধু **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়া নসীব হবে বরং সে **মক্কী মাদানী আক্বা, বিচার দিনের শাফায়াত কারী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের অধিকারীও হয়ে যাবে, সুতরাং আমাদেরও দিন-রাত **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালামের উপহার পেশ করতে থাকা উচিৎ কেননা এর ফযীলত ও প্রতিদান অগণিত। সুতরাং এই বিষয়ে কিছু হাদীস শরীফ শ্রবণ করুন এবং দরূদ শরীফের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

www.dawateislami.net

দিন-রাতের গুনাহের ক্ষমা

আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি দিন ও রাতে আমার প্রতি প্রেম ও ভালবাসার কারণে তিন তিন বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাকের** হক হলো যে, তিনি তার দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

(আত তারগীব ও আত তারহিব, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস নং- ২৫৯২)

তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুসংবাদ মূলক ইরশাদ হচ্ছে: "مَنۡ صَلّٰى عَلَيَّ فِىۡ يَوۡمٍ خَمۡسِيۡنَ مَرَّةً صَافَحۡتُهٗ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ যে সারা দিনে আমার প্রতি পঞ্চাশ (৫০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৮২ পৃষ্ঠা)

দুঃখ যার চির সঙ্গী, তবে দরূদ পড়ো

তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যায় পড়ে, তবে তার উচিৎ আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ করা। কেননা তা সমস্যা ও বিপদ-আপদ দূর করে দেয়, রোজগারে বরকত এবং চাহিদা পূরণ করে।" (বুস্তানুল ওয়াজিন ওয়া রিয়াযুল সামেঈন, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আপনিও মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ ও সালামের অভ্যাস গড়ার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত হয়ে যান, কেননা উত্তম সংস্পর্শের বরকতে আমাদের শুধু অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার উৎসাহ বাড়বে না বরং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করে জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য নসীব হবে, বলা হয় যে, "তিলকে গোলাপের মধ্যে রেখে দাও তবে তার সংস্পর্শে এসে গোলাপী হয়ে যায়" ঠিক এভাবেই **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে আশিকানে রাসূলের সঙ্গ গ্রহণকারী **আল্লাহ পাক**

www.dawateislami.net

এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় কৃপাদৃষ্টিতে অবহেলিত পাথরও অমূল্য রত্নে পরিণত হয়ে যায়, খুবই উজ্জলতা ছড়িয়ে এবং এমন শান ও শওকতে মৃত্যু বাহককে লাব্বাইক বলে যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা (এর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে যায় এবং) জীবিত থাকার পরিবর্তে এমন মৃত্যুর প্রত্যাশা করতে থাকে। যেমন, এই বিষয়ে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করুন এবং খুশিতে দুলে উঠুন।

অন্তিম মুহূর্তে ওযীফা পাঠ

চাকওয়াল (পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর স্থানীয় এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত বর্ণনার সারমর্ম হলো: আমার বড় চাচা হাজী মুহাম্মদ নাসিম আত্তারী, যিনি আমাকে ছোটবেলা থেকে লালন-পালন করেছেন তিনি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং মদীনা মনওয়ারা (زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا) এর সাথে তার ভালবাসার এই পরিস্থিতি যে, তিনি তার চাকরী জীবনের শেষে পাওয়া সব অর্থ হজ্ব এবং যিয়ারতে মদীনায় খরচ করে দেন। যখন আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হলাম তখন আমার মাথায় সবুজ পাগড়ী দেখে অনেক খুশি হতেন এবং তোমাকে দেখে মদীনা শরীফের কথা মনে পড়ে যায়। ফয়যানে সুন্নাতের দরস শুনলেই কান্না করে দিতেন। ইন্তিকালের এক সপ্তাহ পূর্বে মসজিদে নামাযীদের উদ্দেশ্যে বললেন: "হতে পারে আগামী সাপ্তাহে সাক্ষাৎ হবে না।" জীবনের শেষ তিন দিন আমি তাকে তিনটি ওযীফা অধিকহারে পাঠ করতে দেখেছি, (১) ইস্তিগফার (২) কালেমা শরীফ (৩) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। তিনি তার জীবনের শেষ রাতে আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন এবং বললো যে, ওযু করে এসো আর আমাকে সূরা ইয়াসিন শরীফ পাঠ করে শুনাও। আমি তার আদেশ অনুযায়ী তিলাওয়াত শুরু করলাম, সূরা ইয়াসিন শরীফ শুনে বলতে লাগলেন, আমার অনেক শান্তি অনুভব হচ্ছে। ১৭ রমযানুল মুবারক ১৪২৬ হিজরি অনুযায়ী নভেম্বর ২০০৫ সালে আমার এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিলো। আমি যাওয়ার অনুমতি চাইলে তখন তিনি বললেন, না

www.dawateislami.net

যেও না, হয়তঃ আবার ফিরে আসতে হবে, যখন সকাল হলো তখন দেখলাম তার দৃষ্টি ছাদের উপর লেগে রয়েছে এবং পুরো শরীর এমনকি বিছানা পর্যন্ত ঘামে ভিজে গিয়েছিলো। পাঁচ মিনিট পর্যন্ত তিনি বেঁহুশ অবস্থায় ছিলেন এবং তারপর হুঁশে ফিরে আসলো এবং বলতে লাগলেন: "সময় অনেক কম।" আমি ভাবলাম যে, শরীর অনেক খারাপ তাই এরূপ বলছে, সুতরাং আমি তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল নিয়ে গেলাম, সেখানে পৌঁছে তিনি হাসপাতালের লোকজন একত্র করে ফেললেন এবং তাদের বললেন: তোমরাও কালেমা পড়ো, আমিও পড়ছি। কিছু লোক ঠাট্টা করতে লাগলো যে, চাচাজী মরার কথা বলছে, কিন্তু মনে তো হয়না সে মরবে, এরপর বড় চাচা এই শব্দগুলো বললো: "ইয়া **আল্লাহ তাআলা**! আর একবার মদীনা নিয়ে চলো।" অতঃপর কালেমা শরীফ ও দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে তিনি তার প্রাণবায়ুকে সৃষ্টিকর্তার নিকট সর্মপন করে দিলেন। (اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ) এর কিছুদিন পর আমি গুনাহগারের স্বপ্নে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের সৌভাগ্য নসীব হলো, **তাঁর** সাথে আমি আমার বড়চাচাকেও দেখলাম, তিনি বলছিলেন যে, হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও এখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম সঙ্গ গ্রহণ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল সমাজের শোচনীয় অবস্থা গুনাহের জোড়দার বন্যার মতো বাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এরূপ পরিস্থিতিতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ কোন মহান নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, এর সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে নেক কাজ করা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, দরূদ ও সালামের অভ্যাস গড়তে এবং সুন্নাতের উপর আমল করার মানষিকতা সৃষ্টি হবে। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি উত্তম সংশ্রবের বরকতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাধ্য ও আনুগত্য করে এবং নিজের সারা জীবন **তাঁর**

www.dawateislami.net

সুন্নাতের অনুসরনেই অতিবাহিত করতে থাকে তবে **আল্লাহ পাক** সেই সৌভাগ্যবানকে জান্নাতে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব দান করবেন।

সুন্নাতের উপর আমল করার প্রতিদান

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী ফরমান হচ্ছে: "যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসে, মূলত সে আমাকে ভালবাসে আর যে আমাকে ভালবাসে, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (তারীখে মদীনাতু দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৯/৩৪৩)

মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র মুবারক এবং **তাঁর** সুন্নাতে মুবারাকার আনুগত্য ও অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব এবং আবশ্যক। **আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত** ইরশাদ করেন:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾
(পারা-৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে **মাহবুব!** আপনি বলে দিন, 'হে মানবকুল, যদি তোমরা **আল্লাহকে** ভালবেসে থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, **আল্লাহ** তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন আর **আল্লাহ** ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

এজন্যই উম্মতের আকাশের উজ্জল নক্ষত্র, হিদায়তের চন্দ্র ও তারা, **রাসূলুল্লাহ্‌র** প্রিয় সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **তাঁর** প্রত্যেকটি সুন্নাতে কারীমার অনুসরণকে নিজেদের জীবনের প্রতিটি কদমে কদমে নিজের ঈমানের জন্য আবশ্যক ও আমলের জন্য ওয়াজিব মনে করতেন, এবং চুল পরিমাণও কোনো অবস্থাতেই **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সুন্নাতের বিপরীত করা মেনে নিতে পারতেন না।

এই পরিপূর্ণ ভালবাসার কারণেই সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দুনিয়ায় ক্ষমতা ও মাহাত্ম এবং আখিরাতে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এটা তাঁদের ভালবাসার উৎকর্ষতা যে, কঠিন বিপদের মূহুর্তে এবং সর্বোচ্চ দুর্বলতার মূহুর্তেও তাঁরা **রাসূলের** সুন্নাতের অনুস্বরণ থেকে বিরত থাকা সহ্য

www.dawateislami.net

করতে পারতেন না। তাঁরা প্রতিটি পর্যায়ে **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুকরনকে খুঁজে বেড়াতেন এবং তা চলার পথের পাথেয় বানিয়ে রাখতেন।

লহদ মে ইশক রুখ শা কা দাগ লে কে চলে আন্দেরী রাত সুনি থি চেরাগ লে কে চলে

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৩৬৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক মানুষের জীবন অতিবাহিত করার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন এবং দুটি রাস্তা দেখিয়েছেন, একটি রাস্তা জান্নাতের দিকে যাচ্ছে আর অপরটির শেষ জাহান্নাম, **আল্লাহ পাক** আমাদের সঠিক পথে চলার এবং উত্তম পদ্ধতিতে জীবন অতিবাহিত করার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাধ্যতা ও আনুগত্যের আবদ্ধ করেছেন আর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রকে আমলের জন্য উত্তম নমুনা হিসাবে ইরশাদ করেছেন। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(পারা-২১, সূরা আহযাব, আয়াত-২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য **রাসূলুল্লাহ**র অনুসরণ উত্তম।

সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "**খাযায়িনুল ইরফান**"এ এই আয়াতের পাদটিকায় বলেন: "**তাঁর** ভালভাবে অনুসরণ করো, **আল্লাহ**র দ্বীনের সাহায্য করো এবং **রাসূলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ ত্যাগ করো না। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো আর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সমূহ অনুসারে চলো। কেননা এটাই উত্তম।"

হযরত জুনায়িদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উক্তি হলো যে, কোন ব্যক্তিই **আল্লাহ পাকের** পর্যন্ত **তাঁর** শক্তি ছাড়া পৌঁছাতে পারে না এবং **আল্লাহ পাক** পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তা হলো **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অনুসরণ নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের জন্য পাথেয় স্বরূপ। সুন্নাতের উপর আমল করার অগণিত সাওয়াবের পাশাপাশি দুনিয়াবী অনেক

উপকারীতাও রয়েছে। খাওয়ার পূর্বে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া সুন্নাত, মুখের সামনের অংশ ধোয়া এবং কুলিও করে নেয়া উচিৎ। যেহেতু হাত দ্বারা বিভিন্ন কাজ করা হয় এবং বিভিন্ন বস্তুর সাথে লেগে থাকে, সেহেতু হাতে ধুলো-ময়লা এবং অনেক ধরণের জীবাণু লেগে যায়। খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়াতে এগুলো পরিস্কার হয়ে যায় এবং এই সুন্নাতের বরকতে আমরা অনেক রোগ থেকে পরিত্রান পেয়ে যাই। খাওয়ার পূর্বে ধৌত করা হাত কোন কিছুতে মুছবেন না কারণ তোয়ালে ইত্যাদিতে থাকা জিবাণু হাতে লেগে যায়।

ড্রাইভারের রহস্যময় মৃত্যু

কথিত আছে; একজন ট্রাক-ড্রাইভার হোটেলে খাবার খেল আর খাওয়ার সাথে সাথে ছটফট করতে করতে মারা গেল। অন্যান্য অনেক মানুষও এ হোটেলে খাবার খেয়েছে কিন্তু তাদের কিছুই হলো না। তদন্ত শুরু হলো। কেউ বলল যে, ড্রাইভার খাওয়ার আগে হোটেলের ধারে টায়ার চেক করেছিল। এরপর হাত না ধুয়েই সে খাবার খেয়েছিল। সুতরাং ট্রাকের টায়ারগুলো চেক করা হল। দেখা গেল যে, চাকার নিচে একটি বিষাক্ত সাপ পিষ্ট হয়ে সেটার বিষ টায়ারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আর তা ড্রাইভারের হাতে লেগেছিল। হাত না ধোয়ার কারণে খাবারের সাথে ঐ বিষ পেটে চলে যায়, যা ড্রাইভারের হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হয়।

আল্লাহ কি রহমত সে সুন্নাত মে শারাফত হে হুযুর কি সুন্নাত মে হাম সব কি হিফাযত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালবাসায় তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৫৬

ভুলে যাওয়া বিষয় স্বরণে এসে যাবে

শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুরে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِذَا نَسِيْتُمْ شَيْئًا فَصَلُّوْا عَلَيَّ تَذْكُرُوْهُ اِنْ شَآءَ الله অর্থাৎ যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, اِنْ شَآءَ الله মনে পরে যাবে।" (জালাউল আফহাম, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফ দ্বারা জানতে পারলাম যে, দরূদ শরীফ এমন উত্তম একটি ওযীফা, যার বরকতে ভুলে যাওয়া বিষয়ও মনে পরে যায়। আমাদেরও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নেয়া উচিৎ, এর উপকারীতা হলো যে, যদি কারো ভুলে যাওয়া রোগ থাকে, তবে اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে দূর হয়ে যাবে।

স্মৃতি শক্তি মজবুত করার দরূদ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"মাদানী পাঞ্জে সূরা"** এর ১৬৪ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, "যদি কোন ব্যক্তির ভুলে যাওয়া রোগ থাকে তবে মাগরীব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে এই দরূদ শরীফটি অধিকহারে পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله স্মৃতিশক্তি বেড়ে যাবে।"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ

الْكَامِلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ

سُبْحٰنَ الله! দরূদ শরীফের এমনি বরকত, এর দ্বারা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য উপকারীতা অর্জিত হয়। ঐ ইসলামী

www.dawateislami.net

ভাইয়েরা, দ্বীনি বা দুনিয়াবী যে কোন ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত হোন না কেন, হোক তা শিক্ষক, কিংবা ছাত্র যদি তার স্বরণশক্তি হ্রাসের অভিযোগ থাকে তবে সে যেন একনিষ্টতা ও ভালবাসা সহকারে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাকে রাত দিনের ওযীফা বানিয়ে নেয় তবে اِنْ شَآءَ الله অসংখ্য উপকারীতার পাশাপাশি তার স্বরণশক্তিও বৃদ্ধি পাবে।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির পাঁচটি মাদানী ফুল

অবশ্যই পাঠ মুখস্ত করাই হাফিযের মূল গুরুত্বপূর্ণ কাজ, বরং এর দূর্বলতাকেই জ্ঞানের জন্য বিপদ ঘোষনা করা হয়েছে। যেমনটি বর্ণিত আছে "اٰفَةُ الْعِلْمِ اَلنِّسْيَانُ অর্থাৎ ভুলে যাওয়া জ্ঞানের জন্য বিপদ স্বরূপ।" সুতরাং আমাাদের উচিৎ যে, আমাদের স্মৃতি শক্তিকে প্রখর করার চেষ্টা করা। এই বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কাজগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা অতীব উপকারী:

(১) সর্বপ্রথম **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিজের স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধির জন্য দোয়া করুন যে, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। দোয়া এই ভাবেও করা যায়: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে **আল্লাহ পাকের** হামদ্ বর্ণনা করে এবং **রহমতে আলম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার পর এভাবে আরয করুন:) হে আমার **মালিক ও মাওলা**! তোমার বিনয়ী বান্দা, তোমার দরবারে উপস্থিত, ইয়া **আল্লাহ তাআলা**! আমি তোমার দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে চাই কিন্তু আমার স্বরণশক্তি আমার সঙ্গ দিচ্ছে না, হে প্রতিটি বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান **রব**! তুমি আমার দূর্বল স্বরণশক্তিকে সবল করে দাও এবং আমাকে ভুলে যাওয়া রোগ থেকে মুক্তি দান করুন।

(২) যদি সম্ভব হয় তবে সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করুন। এর একটি উপকারীতা এও রয়েছে যে, আমাদের সুন্নাতের উপর আমল করার সাওয়াব অর্জিত হবে আর অপর উপকারীতা হলো যে, আমাদের আত্মবিশ্বাসী হওয়ার দৌলত নসীব হবে এবং হীনমন্যতা আমাদের স্পর্শও করতে পারবে না, যা স্মৃতি শক্তির জন্য খুবই ক্ষতিকর।

www.dawateislami.net

(৩) নিজের সাস্থ্যের প্রতি বিশেষ করে খেয়াল রাখুন। যেন এমন না হয় যে, সর্বদা পড়তে থাকার কারণে শরীর এমন দূর্বল হয়ে যায় যে, সামান্য ঠান্ডা বাতাসেও সর্দি এবং জ্বর এসে ভর করে এবং আবার ওজন এমন ভাবে বাড়ানো উচিৎ নয় যে, ঘুম আর অলসতা থেকে নিস্তার পাওয়া দুস্কর। এছাড়া খাবার-দাবারেও সর্তক থাকতে হবে, চর্বিযুক্ত, টক এবং কফ সৃষ্টিকারী খাবার থেকে দূরে থাকুন কেননা এটা স্মৃতি শক্তির জন্য খুবই ক্ষতির কারণ। কফের চিকিৎসায় পরিবেশ অনুযায়ী প্রতিদিন বা কয়েকদিন পর পর মুষ্টি ভরে কিসমিস খাওয়া অত্যন্ত উপকারী। যেমনটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: "কফ এবং সর্দির চিকিৎসায় যে উপকারীতা কিসমিস দিয়ে থাকে তা আর কোন ঔষধ দিতে পারে না।" (মাদানী মুযাকারা, ক্যাসেট নং-১২৪)

(৪) অযথা কথাবার্তা থেকে বেঁচে মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে নিন, এর উপকারীতা হলো, মুখ যতই কম ব্যবহৃত হবে মেধা তত বেশি সংরক্ষিত থাকবে আর এই মেধা পাঠ মুখস্ত করার সময় আমাদের কাজে আসবে।

(৫) দৃষ্টিকে নিচের দিকে রাখার সুন্নাতের উপর আমল করে চোখের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে নিন, অপ্রয়োজনীয় এবং গুনাহপূর্ণ ধ্যান থেকেও বেঁচে থাকুন। এরও উপকারীতা হলো যে, আমাদের মেধা সংরক্ষিত থাকবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মনে রাখবেন! স্মৃতি শক্তি বলবৎ রাখা এবং মানষিক প্রশান্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমান কয়েক ঘন্টা ঘুমানো অত্যন্ত উপকারী। এমন যেন না হয় যে, প্রথম প্রথম পড়ার উৎসাহে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলো কিন্তু কিছুদিন পর অবসাদের আবেশ আপনার মনে এরূপ প্রভাব পরলো যে, কিছুক্ষণ পড়ার পর তন্দ্রাছন্নতা ছেয়ে যায় এবং আপনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ঘুমানোর পর সম্পূর্ণ রূপে সতেজতা লাভের উদ্দেশ্যে সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে ওযু

www.dawateislami.net

অবস্থায় ঘুমানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং ঘুমানোর পূর্বে তাসবীহে ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھَا (অর্থাৎ ৩৩বার سُبۡحٰنَ اللّٰہ, ৩৩বার اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ, এবং ৩৪বার اَللّٰہُ اَکۡبَر) পাঠ করে নিন।

যদি আরাম করার পরও পড়ার সময় তন্দ্রা ভাবের অভিযোগ আসে তবে প্রতিদিন লেবু মিশ্রিত পানিতে এক চামচ মধু মিশিয়ে পান করা খুবই উপকারী। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বলেন: "রীতি বর্হিভূত (অর্থাৎ সর্বদা) ঘুম আসা কিডনীর (যকৃৎ) সমস্যার প্রমাণ বহন করে এবং এর চিকিৎসা হলো যে, লেবু মিশ্রিত পানিতে এক চামচ মধু মিশিয়ে সকাল বেলা মুখ না ধুয়ে ব্যবহার (পান) করুন اِنۡ شَآءَ اللّٰہ উপকার হবে। (মাদানী মুযাকারা, ক্যাসেট নং-১২৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

জ্ঞান সংরক্ষন করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীনের আলোচনা শুনে তা মনে রাখার উত্তম পন্থা হলো যে, তা লিখে পূনরাবৃত্তি করে নেয়ার পর কখনো কখনো অন্য কোন ইসলামী ভাইকে মুখস্ত শ্রবণ করিয়ে নিন, কেননা একে অপরকে শ্রবণ করিয়ে মনে রাখা সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সুন্নাত।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরশাদ করেন: "আমরা **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী সমূহ শুনতাম, অতঃপর যখন মাদানী আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বৈঠক থেকে তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন আমরা পরস্পর (**হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যবানে বর্ণিত বাণী সমূহ) একে একে পূনরাবৃত্তি করতাম। যখন আমরা সেখান থেকে উঠতাম তখন হাদীস সমূহ আমাদের এমন ভাবে মুখস্ত হয়ে যেতো, যেন তা আমাদের অন্তরে রোপণ করা হয়েছে।"

(মজমুয়েয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল ইলম, ১/৩৯৭, হাদীস নং- ৭৩৪, সংক্ষেপিত)

হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ নিজের প্রত্যক্ষ করা অবস্থা বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ফরয নামাযের পর মসজিদে নববীতে বসে হাদীসে পাকের মুযাকারা করতেন (অর্থাৎ একে অপরকে শুনাতেন)। (মুসতাদরিক, কিতাবুল ইলম, ১/২৮৫, হাদীস নং-৩২৬, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্মরণশক্তি হ্রাসের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ হলো, আমাদের গুনাহে ভরা জীবন। বলা হয় যে, "اَلنِّسْيَانُ مِنَ الْعِصْيَانِ অর্থাৎ বিস্মৃতি (ভূলে যাওয়া) গুনাহের কারনেই হয়ে থাকে।" যদি আমরা আমাদের জীবন গুনাহেই অতিবাহিত করি তবে এর বয়াবহতার কারণে যেমন **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হয় তেমনি স্মৃতিশক্তি হ্রাসের ক্ষতিও বহন করতে হয়। সুতরাং জীবনকে গণীমত মনে করে তাড়াতাড়ি গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নিন এবং যিকির ও দরূদের আধিক্য দিয়ে রব তাআলাকে সন্তুষ্ট করে নিন اِنْ شَآءَاللّٰه অবশ্যই দয়া হবে।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: যদি তুমি তাড়াতাড়ি তাওবা করে নাও, তাহলে আশা করা যায় বারবার গুনাহ্ করার ব্যাধি তোমার অন্তর থেকে শীঘ্রই সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে এবং গুনাহের অমঙ্গলজনক বোঝা তোমার অন্তর থেকে নেমে যাবে। গুনাহের কারণে তোমার অন্তর যে পাষাণ হৃদয়ে পরিণত হয়েছে তৎপ্রতি তুমি অমনোযোগী হয়ো না, বরং সর্বদা তোমার অন্তরের প্রতি তুমি সতর্ক দৃষ্টি রাখো। কেননা পূন্যবান বান্দারা বলেছেন: "গুনাহ্ করার কারণে অন্তর কালো হয়ে যায়। আর অন্তর কালো হওয়ার আলামত হচ্ছে, মানুষ গুনাহের প্রতি নির্ভীক ও বেপরোয়া হয়ে যায়। ইবাদত করার কোন সুযোগ তার হয় না। নাম মাত্র ইবাদত করলেও তাতে তার মন নিবিষ্ট হয় না।

www.dawateislami.net

নসিহত ও উপদেশ তার কোন কাজে আসে না। অর্থাৎ নসিহত ও উপদেশ তার অন্তরে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।” হে প্রিয়! কোন গুনাহকে তুমি ছোট মনে করো না এবং বারবার কবিরা গুনাহ্ করতে থাকা সত্ত্বেও তুমি নিজেকে কখনো তাওবাকারী মনে করো না। (গীবত কে তাবাকারীয়া, পৃষ্ঠা ৪২৯)

মে করকে তওবা পলট কর গুনাহ করতা হোঁ
হাকীকী তওবা কা করদে শরফ আতা ইয়া রব!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **‘ফতোওয়ায়ে রযবীয়া’**র ২৬তম খন্ডের ৬০৫ পৃষ্ঠায় আমাদের জন্য ভুলে যাওয়া থেকে বাঁচার একটি উত্তম আমল বর্ণনা করেন: “ভূলে যাওয়া রোগ থেকে মুক্তির জন্য ১৭বার সূরা আলম নাশরাহ প্রতি রাতে শোয়ার সময় পাঠ করে বুকে দম করুন এবং সকালে ১৭বার পানিতে দম করে পান করা আর সিরামিকের প্লেটে এই শব্দগুলো ا ء ط م ف ش লিখে পান করাও উপকারী। আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত সাদা সিরামিকের প্লেটে মুশক বা জাফরান বা গোলাপ দিয়ে লিখে তাজা পানি দিয়ে ধুয়ে পান করুন। অতঃপর তাসমীয়ার (অর্থাৎ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করার) পর فَسَهِّلْ يَااِلٰهِيْ كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ سَهِّلْ يَامُحْىَ الدِّيْنِ اَجِبْ. يَاجِبْرَائِيْلُ بِحَقِّ يَابُدُوْحُ পাঠ করুন।

অসাধারণ স্মৃতি শক্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন যে, স্মৃতিশক্তি বাড়ানো জন্য উল্লেখিত পদ্ধতি তো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বিশেষ ভাবে আমরা গুনাহের রোগীদের জন্য স্থির করেছেন কেননা স্বয়ং তাঁর স্মৃতি শক্তির অবস্থা এমন ছিলো যে, বড় বড় পন্ডিতরাও তাঁর স্মৃতিশক্তিকে সমীহ করতেন।

www.dawateislami.net

হযরত আবু হামিদ সায়্যিদ মুহাম্মদ মুহাদ্দিস কুচুচুভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "উত্তর শেষ করার জন্য ফিকহার অংশ বিশেষ খুঁজতে খুঁজতে যারা ক্লান্ত হয়ে যেতেন তারা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে এসে আরয করতেন এবং উদ্ধৃতি সমূহ চাইতেন তখন তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তি কারণে সেই সময়ই বলে দিতেন যে, "**দুররে মুহতার**" এর অমুক খন্ডের অমুক পৃষ্ঠার অমুক লাইনে এই ভাবে এর জুযিয়া রয়েছে। "**রদ্দুল মুখতার**"এ অমুক পৃষ্ঠার অমুক লাইনে এর আরবী ইবারত এরূপ। "**আলমগীরী**"র অমুক খন্ডের অমুক পৃষ্ঠার অমুক লাইনে এই বাক্য রয়েছে। "**হিন্দিয়া**" "**খায়রিয়া**" "**মাবসুত**" সহ ফিকহার এক একটি কিতাবের আসল ইবারত পৃষ্ঠা এবং লাইন সহ বলে দিতেন এবং যখন কিতাবে দেখা হতো তখন হুবহু সেই পৃষ্ঠা, লাইন ও ইবারত পাওয়া যেতো যা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতেন। একে আমরা এভাবে বলতে পারি যে, খোদা প্রদত্ত প্রখর স্বরণশক্তি দ্বারা চৌদ্দশত শতাব্দীর কিতাব সমূহ হেফয ছিলো।" (হায়াতে আলা হযরত, ১/২১০, সংক্ষেপিত)

মাত্র এক মাসেই কোরআন হিফয

হযরত সায়্যিদ আইয়ুব আলী সাহিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: "একদিন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "আমার সম্পর্কে কিছু অনবহিত লোক আমার নামের আগে হাফেয লিখে দেন, অথচ আমি পবিত্র কুরআনের হাফেয নই।" সায়্যিদ আইয়ুব আলী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরও বর্ণনা করেন, "যেদিন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এ কথা বলেছেন: সেদিন থেকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কোরআন শরীফ হিফয করা শুরু করেন এবং ইশার নামাযের জন্য অযু করার পর থেকে জামাআত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কোরআন শরীফ হিফয করার জন্য সময় নির্ধারণ করেন। এভাবে তিনি দৈনিক এক পারা করে মাত্র ত্রিশ দিনে ত্রিশ পারা কোরআন শরীফ হিফয করা শেষ করেন। এক জায়গায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন যে, আমি কোরআন শরীফ ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুখস্থ করি আর তা এজন্য যে, ঐসব **আল্লাহর**

বান্দার কথা (যারা আমার নামের আগে হাফেয লিখে দেয়) যেন ভুল প্রমাণিত না হয়।” (হায়াতে আলা হযরত, ১/২০৮, সংক্ষেপিত)

আলিম কা চশমা হুয়া হে মু’ জিযন তেহরীর মে
যব কলম তু’নে উঠায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা
হাশর তক জারী রাহে গা ফয়য মুর্শিদ আ’প কা
ফয়য কা দরিয়া বাহায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের **হুযুর** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং দরূদ শরীফের বরকতে আমাদের স্মৃতি শক্তি মজবুত করে দিন।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

চাঁদের চেয়েও সুন্দর

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন সামরাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “একবার আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চাঁদনী রাতে দেখলাম, আমি কখনো চাঁদের দিকে দেখতাম এবং কখনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দিকে দেখতাম, তবে আমার **তাঁর** চেহারাকে চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর লাগতো।”

(শামাইলে মুহাম্মদীয়া, মাযা ফি খলকে রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৫৭

আল্লাহ পাকের রহমতের দৃষ্টি

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত রূপী ইরশাদ হচ্ছে: "নিশ্চয় যে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন এবং **আল্লাহ পাক** যার দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন তাকে কখনো আযাবে পতিত করবেন না।" (আফযালুস সালাত, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

সরওয়ার রেহতা হে কেয়ফ দাওয়াম রেহতাহে লবোঁ পে মেরে দরূদ ও সালাম রেহতা হে
বরী হে নারে জাহান্নাম সে ওহ খোদা কে কসম! কেহ জিন কো যিকিরে মুহাম্মদ সে কাম রেহতা হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! যে ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** সেই সৌভাগ্যবানের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করে এবং তাবে আযাব থেকে নিরাপদ রাখে। সুতরাং আমাদেরও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকা উচিৎ যেন এর বরকতে আমাদের অসংখ্য উপকার সাধিত হয়।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "**নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার উপকারীতা স্বয়ং পাঠকারীরই হয়ে থাকে, কেননা এটি ভাল আক্বিদা, একনিষ্ঠ নিয়্যত, ভালবাসার প্রকাশ, সর্বদা আনুগত্য করা এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সম্পর্ককে সম্মানীত জ্ঞান করার বিষয়ে পথপ্রদর্শন করে।"

(আল মাওয়াহিব লিদ দুনিয়া, মাকাসিদুস সাবেয়ে, ফসলুস সানী, ২/৫০৬)

মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা শুনেছেন বা পড়েছেন তবে দরূদ ও সালাম একত্রে পাঠ করা উচিৎ কেননা এর দ্বারা **আল্লাহ পাকের** এই ফরমান "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

www.dawateislami.net

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** হে ঈমানদারগণ! **তাঁর** প্রতি দরূদ এবং অধিকহারে সালাম প্রেরণ করো।)” এর উপর আমলও হয়ে যাবে এবং দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতের পাশাপাশি সালাম প্রেরণের উপকারীতা ও প্রতিদান অর্জিত হবে। শুধুমাত্র দরূদ বা শুধুমাত্র সালাম পাঠ করা উচিৎ নয় কেননা এটা মাকরূহ।

ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন: “দরূদ ও সালাম ছেড়ে দেয়া বা এর মধ্য হতে একটিতেই যথেষ্ট রাখা মাকরূহ।” অনেকের মতে এখানে মাকরূহ দ্বারা ‘খেলাফে আওলা’ (অর্থাৎ যে আমল না করাই উত্তম) উদ্দেশ্য, যা মাকরূহ নয়। কেননা দরূদ ও সালাম পাঠ করাতে সাওয়াব অর্জিত হয় এবং দুটিকেই ছেড়ে দেয়া বা একটিকেই দেয়াতে যে সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার ছিলো তা থেকে বঞ্চিত হবে আর এটা হলো উচ্চ এবং উত্তম একটি আমল বর্জন করা। সুতরাং আমাদের মতানৈক্য থেকে বেঁচে দরূদ ও সালাম দু’টিই পাঠ করা উচিৎ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করার সৌভাগ্য হয় তবে **তাঁর** প্রতি দরূদ পাঠ করার প্রেক্ষিতে **তাঁর** পরিবার-পরিজন ও সাহাবাদের প্রতি দরূদ পাঠ করে নেয়া উচিৎ, কেননা **নবী** ছাড়া অন্য কারো প্রতি আনুগত্য প্রকাশার্থে দরূদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। এই বিষয়ে দারূল ইফতা আহলে সুন্নাতের ফাতাওয়া অবলোকন করুন।

নবী ছাড়া অন্য কারো প্রতি দরূদ প্রেরণ করার ব্যাপারে ফাতোয়া

ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে কিরামগণ এই মাসয়ালা সম্পর্কে কি বলেন যে, নবী ছাড়া অন্য কারো প্রতি সালাম পাঠ করা কেমন?

প্রশ্নকারী- মুহাম্মদ শওকত কাদেরী আত্তারী (সারজানী টাউন)

www.dawateislami.net

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡوَهَّابِ اللّٰهُمَّ هِدَایَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

নবীগন عَلَیۡهِمُ السَّلَام এবং ফিরিশতাগণ ব্যতিত অন্য কারো নামের সাথে عَلَیۡهِ السَّلَام পৃথকভাবে কিংবা প্রারম্ভিকভাবে লিখা কিংবা বলা শরীয়াত মোতাবেক বিশুদ্ধ নয়। ওলামায়ে কিরাম এটা আম্বীয়ায়ে কিরামদের عَلَیۡهِمُ السَّلَام সাথে বিশেষায়িত করেছেন। যেমনটি সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: “কারো নামের সাথে عَلَیۡهِ السَّلَام বলা, এটা নবী ও ফিরিশতাগণের জন্যই বিশেষায়িত। উদাহরণ স্বরূপ মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام, জিব্রাঈল عَلَیۡهِ السَّلَام নবী ও ফিরিশতা ব্যতিত অন্য কারো নামের সাথে এভাবে বলা যাবেনা। (বাহারে শরিয়াত, ৩/৪৬৫)

অবশ্য তাদের সাথে মিলিয়ে নবীগণ ব্যতিত অন্য কারো নামে সালাম প্রেরণ করা হলে এর জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যেমনটি ফকীহে মিল্লাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী জালালুদ্দীন আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ লিখেন: “এ মাসয়ালাটি বিরোধপূর্ণ, অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের অভিমত হচ্ছে পৃথকভাবে ও প্রারম্ভিকভাবে জায়েয নেই তবে মিলিয়ে লিখা জায়িয অর্থাৎ ইমাম হুসাইন عَلَیۡهِ السَّلَام বলা জায়িয নেই এবং ইমাম হোসাইন عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ السَّلَام বলা জায়িয। (ফাতাওয়ায়ে ফয়যে রাসূল, ১/২৬৭)

হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস বদরুদ্দিন আইনী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ লিখেন: وَقَالَ اَبُوۡ حَنِیۡفَةَ وَاَصۡحَابُهٗ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِیُّ وَالۡاَکۡثَرُوۡنَ اِنَّهٗ لَا یُصَلّٰی عَلٰی غَیۡرِ الۡاَنۡبِیَاءِ عَلَیۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِسۡتِقۡلَالًا . فَلَا یُقَالُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِ اَبِیۡ بَکۡرٍ اَوۡ عَلٰی اٰلِ عُمَرَ اَوۡ غَیۡرِهِمَا وَلٰکِنۡ یُّصَلّٰی عَلَیۡهِمۡ تَبۡعًا (ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবুয যাকাত, ৬/৫৫৬)

প্রসিদ্ধ শাফেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম মুহিউদ্দিন নববী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ লিখেন: “ لَا یُصَلِّ عَلٰی غَیۡرِ الۡاَنۡبِیَاءِ اِلَّا تَبۡعًا لِاَنَّ الصَّلٰوةَ فِیۡ لِسَانِ السَّلَفِ مَخۡصُوۡصَةٌ بِالۡاَنۡبِیَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهٗ عَلَیۡهِمۡ کَمَا اَنَّ قَوۡلَنَا "عَزَّوَجَلَّ" مَخۡصُوۡصٌ

بِاللّٰه سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰی فَكَمَا لَا يُقَالُ مُحَمَّدٌ عَزَّوَجَلَّ وَاِنْ كَانَ عَزِيْزاً جَلِيْلًا لَا يُقَالُ اَبُوْ بَكْرٍ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنْ صَحَّ الْمَعْنٰى (اِلٰى اَنْ قَالَ) وَاتَّفَقُوْا عَلٰى اَنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يُّجْعَلَ غَيْرَ الْاَنْبِيَاءِ تَبْعاً لَهُمْ فِيْ ذَالِكَ فَيُقَالُ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ لِاَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَمْنَعُوا مِنْهُ وَقَدْ اُمِرْنَا بِهٖ فِى التَّشَهُّدِ وَغَيْرِهٖ قَالَ الشَّيْخُ اَبُوْ مُحَمَّدِ الجُوَيْنِى مِنْ اَئِمَّةِ اَصْحَابِنَا اَلسَّلَامُ فِيْ مَعْنَى الصَّلَاةِ وَلَا يُفْرَدُ بِهٖ غَيْرُ الْاَنْبِيَاءِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَرَنَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُفْرَدُ بِهٖ غَائِبٌ وَلَا يُقَالُ قَالَ فُلَانٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ" (শরহে মুসলিম লিন নবভী, বাবুদ দোয়া লিমান আতি বিসাদকাতিহি, ৪/১৮৫, ৭ম অংশ)

এ দু'টি ইবারতের সারাংশ হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা, তাঁর আসহাব, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের অভিমত হচ্ছে, নবী ব্যতিত অন্য কারো নামের সাথে পৃথকভাবে দরুদ পাঠ করা যাবেনা, অবশ্য মিলিয়ে পড়া যাবে। অর্থাৎ এভাবে বলা যাবে: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَبِىْ بَكْر এর তাছাড়া এভাবে বলা যাবে: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ জায়িয ও নাজায়িজ হওয়ার দলীল হচ্ছে পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের আমল আর মিলিয়ে পাঠ করার দলীল হচ্ছে তাশাহুদ ইত্যাদি সহ অন্যান্য স্থানেও পাঠ করা হয় যেখানে মিলিয়ে পাঠ করার আদেশ রয়েছে। ইমামুল হারামাইন হযরত ইমাম জুয়াইনী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "সালাম ও সালাতের অর্থে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।"

সায়্যিদী আ'লা হযরত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইরশাদ করেন: সালাত ও সালাম পৃথকভাবে আম্বীয়া ও ফিরিশতাগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام ব্যতিত অন্য কারো জন্য জায়িয নেই, অবশ্য মিলিয়ে পাঠ করা জায়িয যেমন اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰينَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان জন্য سَيِّدِنَا وَمَوْلٰينَا مُحَمَّدٍ এবং رَضِيَ اللهُ عَنۡهُ,

www.dawateislami.net

আউলিয়া ও ওলামায়ে কিরামদের জন্য رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ কিংবা قُدِّسَتْ اَسْرَارُهُمْ আর যদি رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ বলা হয় এতেও কোন অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৯০)

وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّم

এই উত্তরটি সঠিক

আব্দুল মাযনাব আবুল হাসান ফুযাঈল রযা আল আত্তারী عفاعنه البارى

ফাতোয়া লিখক

মুহাম্মদ হাসান রযা আল আত্তারী আল মাদানী

২০ মুহাররামুল হারাম ১৪৩২ হিজরি ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ ইংরেজী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ শরীফ পাঠ করা একটি মহান ইবাদত। বুযুর্গানে দ্বীনরা তা পাঠ করার যে হিকমত বর্ণনা করেছেন তার সারর্মম হলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহকারী ও দয়াবান, স্নেহশীল ও মহান। **তাঁর** মুমিনদের প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ। এজন্য মহান অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমাদের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা নিদ্দিষ্ট করা হয়েছে। তাই আমাদেরও উচিৎ যে, অধিকহারে দরূদ শরীফ করা, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে **আল্লাহ পাকের** দয়া ও নিরাপত্তা আমাদের ভাগ্যে জুঁটবে।

রব তাআলার সালাম

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: "জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) আমাকে আরয করলেন যে, রব তাআলা ইরশাদ করেন: হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, তবে আমি তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করবো, এবং আপনার প্রতি

www.dawateislami.net

একবার সালাম প্রেরণ করে তবে আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করবো।” (মিশকাত, কিতাবুস সালাত, ১/১৮৯, হাদীস নং-৯২৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ আয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “**রব তাআলা**র সালাম প্রেরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হয়তো ফিরিশতাদের মাধ্যমে সালাম বলানো অথবা বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ রাখা।” (মিরাত, ২/১০২)

আল্লাহ পাক নিজ বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করা অনেক হাদীসে মুবারাকা দ্বারা প্রমাণিত, যেমনটি...

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: “ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! ইনি হচ্ছেন খাদীজা (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) যিনি একটি পাত্র নিয়ে আসছেন, যার মধ্যে তরকারী এবং খাবার-পানীয়ের বস্তু রয়েছে। যখন তিনি আপনার কাছে আসবেন তখন তাঁকে তাঁর **রব তাআলা**র এবং আমার সালাম বলবেন।”

(বুখারী, কিতাবুল মানকিব আল আনসার, ২/৫৬৫, হাদীস নং-৩৮২০)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ থেকে বর্ণিত, **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী ইরশাদ হচ্ছে: “যখন কদরের রাত আসে তখন সিদরাতুল মুনতাহায় অবস্থানকারী ফিরিশতা নিজের সাথে চারটি পতাকা নিয়ে অবতরন করে। হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)ও তাঁদের সাথে থাকে। এর মধ্য হতে একটি পতাকা আমার দাফন হওয়া স্থানে, একটি সিনাই পর্বতে, একটি মসজিদে হারামে এবং একটি বায়তুল মুকাদ্দাসে স্থাপন করে, অতঃপর তিনি প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর ঘরে প্রবেশ করে তাদের বলে: “হে মুমিন পুরুষ এবং মহিলা! **আল্লাহ পাক** তোমাদের সালাম প্রেরণ করেন।”

(তাফসীরে কুরতুবী, পারা-৩০, সূরা কদর, ৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ১০/৯৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের রহমত এবং **তাঁর** নিরাপত্তা পাওয়ার জন্যে দরূদ শরীফ একটি উত্তম ওযীফা, এর বরকত দুনিয়ায় তো অর্জন হতেই থাকে, মৃত্যুর পরও এটি আমাদের মুক্তির উপায় হতে পারে।

অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ ধ্বংস থেকে রক্ষা করলো

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হোসাইন বিন আহমদ কাওয়ায বোস্তামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট এই দোয়া করেছি: "হে **আল্লাহ!** আমি স্বপ্নে আবু সালিহ মুয়াজ্জিনকে দেখতে চাই।" সুতরাং আমার দোয়া কবুল হলো এবং আমি স্বপ্নে তাকে উত্তম অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: "হে আবু সালিহ! আমাকে আপনার অবস্থা সম্পর্কে জানান।" তখন তিনি বললেন: "হে আবুল হাসান! যদি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ না করতাম তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।" (১৫২ রহমতপূর্ণ ঘটনা)

মুশকিলেঁ উন কা হাল হোয়ে কিসমতেঁ উন কি কুল গেয়ী
ভিরদ জিনহো নে করলিয়া সাল্লে আলা মুহাম্মদ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং তা আমাদের মুক্তির জামানত বানিয়ে দিন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৫৮

হুযুর আমাদের নাম জানেন

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে: “اِنَّكُمْ تُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ بِأَسْمَائِكُمْ وَسِيْمَائِكُمْ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের নাম, পরিচয় সহকারে আমার নিকট পেশ করা হয়, فَأَحْسِنُوْا الصَّلَاةَ عَلَيَّ সুতরাং আমার প্রতি সুন্দর শব্দ দ্বারা দরূদ শরীফ পাঠ করো।” (মুসান্নিফ আব্দুর রায্যাক, ২/১৪০, হাদীস নং-৩১১৬)

يَا شَفِيْعَ الْوَرٰى سَلَامٌ عَلَيْك

يَا نَبِيَّ الْهُدٰى سَلَامٌ عَلَيْك

خَاتَمُ الْاَنْبِيَاء سَلَامٌ عَلَيْك

سَيِّدُ الْاَصْفِيَاء سَلَامٌ عَلَيْك

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য নসীব হয় তবে **তাঁর** সম্মান ও মর্যাদায় উত্তম উপাধী এবং শব্দাবলী দ্বারা দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ। আর সেই শব্দাবলী হাদীস শরীফে উল্লেখ থাক বা না থাক, যদি এমন শব্দাবলী দ্বারা দরূদ ও সালাম পাঠ করাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান, মহত্ব বৃদ্ধি পায় তবে তা উত্তম আমল। যেমনটি আল্লামা মুহাম্মদ মাহদী ফাসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **“মাতালিউল মাসার্‌রাত শরহে দালাঈলুল খায়রাত”** এ বলেন: “দরূদ শরীফে সায়্যিদুনা মাওলানা ইত্যাদি শব্দগুলো শ্রদ্ধা ও সম্মানার্থে আনা জায়িয এবং উত্তম, নামাযের ভিতর বা বাইরে সবখানে এর ব্যবহার করা যায়। তবে, কোরআনে পাকের কোন আয়াত বা কোন রেওয়ায়াতে যেভাবে বর্ণিত আছে সেভাবেই পড়বে।” (মাতালিউল মাসার্‌রাত শরহে দালাঈলুল খায়রাত, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

একটি কুমন্ত্রণা ও তার উত্তর

এই আলোচনা শুনে কোন ইসলামী ভাইয়ের মনে এই ধারনা আসতে পারে যে, যেই শব্দগুলো হাদীসে মুবারাকায় এসেছে, তা দ্বারা দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ, কেননা এটাই উত্তম। আসলে হাদীসে উল্লেখ নাই এমন শব্দাবলী দ্বারা দরূদ পাক পাঠ করা বা কিছু শব্দ বৃদ্ধি করা সঠিক নয়।

হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তরে বলেন: "নিঃসন্দেহে দরূদ ও সালামে সেই শব্দাবলী যা **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে প্রমানিত তা অন্যান্য দরূদ শরীফ থেকে উত্তম, কিন্তু সেই দরূদ শরীফ যা সাহাবায়ে কিরাম বা আউলিয়ায়ে আরেফিন বা ওলামাগণ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن থেকে বর্ণিত এবং এতে কিছু শব্দ বেশিও রয়েছে, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণিত নয়। তবে এতে বেশি শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রশংসা পাওয়া যায় এবং অসংখ্য প্রসংশনীয় গুনাবলী পাওয়া যায়, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণিত দরূদ শরীফে বিদ্যমান নেই, কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিনয়ের কারণে এই দরূদ শরীফের বাক্য গুলোতে নিজের সুন্দর গুনাবলী সমূহ আলোচনা করেননি।" (সা'আদাতুদ দারাঈন, ৮ম অধ্যায়, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

সুতরাং আমাদের উপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান করা ফরয, **আল্লাহ পাক** নিজ বান্দাদের **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম ধরে ডাকতে নিষেধ করেছেন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ

(পারা-১৮, সূরা নূর, আয়াত-৬৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনি স্থির করো না যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।

সদরুল আফাযিল, হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযায়িনুল ইরফান"** এ এই আয়াতে কারীমার অধীনে বর্ণনা করেন: "তাফসীরকারকগণ এও বর্ণনা করেন যে, **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى الله

www.dawateislami.net

عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আহবান করলে যেন আদব ও সম্মান প্রদর্শন সহকারেই **তাঁর** সম্মানিত উপাধী সমূহ দ্বারা নিম্ন স্বরে মনোযোগ আকর্ষণের ভঙ্গিতে يَارَسُوۡلَ اللّٰهِ يَا حَبِيۡبَ اللّٰهِ বলে ডাকে।”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও কোরআনের নির্দেশের উপর আমল করে যতটুকু সম্ভব আদব ও সম্মান সূচক বাক্য দ্বারা উত্তম ভাবে দরূদ ও সালামের পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে থাকা উচিৎ কেননা এর অসংখ্য উপকারীতা ও প্রতিদান রয়েছে।

“সা’আদাতুদ দারাঈন” এ রয়েছে, ওলামা ও আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام থেকে বর্ণিত বাক্য গুলো দ্বারা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাতে একটি উপকার এও রয়েছে যে, দরূদ শরীফ পাঠকারীর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুনকীত্তন ও প্রশংসায় আনন্দ অনুভূত হয়, **হুযুরে**র মহৎ গুনাবলী সমূহে আলোচনা এবং নতুন নতুন বিষয় সামনে চলে আসে যাতে বিরক্তিবোধ হয়না এবং এই বিষয়টি পাঠকারীর জন্য **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠে সহায়তা করে, সৌন্দর্য ও প্রশংসা বেশি হয়ে থাকে, অধিক পূনরাবৃত্তীর কারণে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন হতে থাকে, যার কারণে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, বুযুর্গানে দ্বীনরা বলেন: “হাদীসে বর্ণিত নয় এমন বাক্যের মধ্যে অধিকাংশ হলো যা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাগ্রতাবস্থায় বলেছেন এবং কিছু বুযুর্গরা এই বাক্যসমূহ নিদ্রাবস্থায় **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণনা করেছেন। আর সত্য কথা হলো, যে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখলো, মূলতঃ সে জাগ্রতাবস্থায় দেখলো এবং অনেক সময় কিছু দরূদ শরীফের ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনরা সাওয়াবের সংখ্যাও বর্ণনা করেন যে, অমুক দরূদ পাক পাঠ করলে এক হাজার বা দশ হাজার বা এক লাখ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জিত হবে। এসব তাঁরা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে স্বপ্নে বা জাগ্রতাবস্থায় বর্ণনা করেছেন এবং অনেক সময় অন্য পন্থায়ও তাঁরা এ সম্পর্কে জ্ঞাত হন।

www.dawateislami.net

দশ হাজার দরূদে পাকের সাওয়াব

হযরত শায়খ সায়্যিদি আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"আত তাবকাতুল আওসাত"** কিতাবে নিজ শায়খ নূরুদ্দীন এর সম্পর্কে লিখছেন: আমি তাঁকে মৃত্যুর ষাট দিন (৬০) পর স্বপ্নে দেখলাম, আমাকে বললেন যে, "আমাকে শায়খ সায়্যিদি আব্দুল্লাহ্ আব্দুসীর সংকলিত দরূদ শরীফটি বলো, কেননা আখিরাতে আমি এর প্রতিদান অন্যান্য দশ হাজার দরূদ শরীফের সমান পেয়েছি এবং দুনিয়ায় আমি এই কাজটি করতে পারি নাই।" আমি বুঝে গেলাম যে, শায়খ আমাকে সেই দরূদ শরীফ পাঠ করার শিক্ষা দিচ্ছেন যা তিনি পাড়তে পারেননি। সায়্যিদি শায়খ আব্দুল্লাহ্ আব্দুসীর দরূদ শরীফটি হলো: "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ اَبَدًا وَاَنْمٰى بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا"

(সা'আদাতুদ দারাঈন, ২য় অধ্যায়, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরূদ ও সালামে সম্মানসুচক বাক্য এবং শব্দাবলী ব্যবহার করা উচিৎ, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বানী হচ্ছে: "اِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلٰى نَبِيِّكُمْ" অর্থাৎ যখনই তোমরা দরূদ পাঠ করবে তবে স্বীয় **নবী**র প্রতি উত্তম দরূদ পড়ো।" উত্তম শব্দাবলীর মধ্যে একটা হচ্ছে **"সায়্যিদুনা"**। দরূদ শরীফে **"সায়্যিদুনা"** শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে বুর্যুগানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام উক্তিসমূহ অবলোকন করুন।

ইমাম ইবনে হাজর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতে, দরূদে **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক যখন তাশাহুদে আসে বা অন্য কোন জায়গায় আসে তবে এর পূর্বে **"সায়্যিদুনা"** শব্দটি অতিরিক্ত ব্যবহার করা মুস্তাহাব। অনূরূপ শায়খ আযীযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম তাশাহুদে **মুহাম্মদ** নামের পূর্বে **"সায়্যিদুনা"** শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে বলেন: "উত্তম হলো যে, আদেশ মান্য করা হোক (অর্থাৎ, যেভাবে তাশাহুদ পাঠ করার আদেশ হয়েছে

www.dawateislami.net

ঠিক সেভাবেই সায়্যিদুনা ছাড়া পাঠ করা হোক) অথবা আদবের পথ অবলম্বন করুন (কেননা, সায়্যিদুনা বলা সম্মানের দৃষ্টিতে উত্তম), দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা (আদবের পথ অবলম্বন করা) মুস্তাহাব।”

শায়খ আল ইয়াশি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ কে দরূদ শরীফে সায়্যিদুনা শব্দটি ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন: “এটা তো ইবাদত, কেননা দরূদ শরীফ পাঠকারীর নিয়্যতও তো তাঁর আদব ও সম্মান করাই হয়, যখন বাস্তব এটাই তখন “**সায়িদুনা**” শব্দটি ছেড়ে দেয়ার কোন কারণ নেই কেননা এটাতো সম্মান করাই।”

(সা'আদাতুদ দারাঈন,মাসালাতুস সানীয়া ফি যিয়াদাতু লাফযে সায়্যিদুনা, পৃষ্ঠা ৩৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের নিয়্যতে উত্তম উপাধী ও শব্দাবলী দ্বারা তাঁর পবিত্রতম বরকতময় সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ার জন্য উত্তম পন্থা হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এটি সুন্নাতে পরিপূর্ণ এমন একটি সংগঠন যা মানুষদের ধরে ধরে দরূদ শরীফের সুধা পান করায় বরং এর বরকতে অসংখ্য আশিকানে রাসূল দীদারে মুস্তাফার সৌভাগ্যও অর্জন করে থাকে। সুতরাং এরই প্রেক্ষিতে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করুন এবং খুশিতে আত্মহারা হয়ে যান।

আড়মোড়া ভেঙ্গে ভাগ্য জেগে উঠলো

বানদরার (মুম্বাই, ইন্ডিয়া) এক ইসলামী ভাই যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার সারমর্ম হলো, ২০০০ সালে এলাকার চৌক দরসে আমার উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিলো, দরসের পর এক ইসলামী ভাই আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলো। আমি ইজতিমায় উপস্থিত হলাম, সেখানে মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** দরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণনা করছিলেন, যার ফলে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমি প্রদিতিন ৩১৩ বার

www.dawateislami.net

দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিলাম। কিছুদিন পর আমি যখন রাতে ঘুমালাম তখন আমার ঘুমন্ত ভাগ্য আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠলো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, কেউ বলছিলো: "অমুক জায়গায় **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ এনেছেন।" একথা শুনে আমি পগলপারা হয়ে যিয়ারতের নিয়্যতে দৌঁড় দিলাম, সামনেই লোকের জঠলা চোখে পরলো, ডান পাশের একটি ঘর হতে আসলেই নূরের কিরণ বের হচ্ছিলো, আমি তাতে প্রবেশ করলাম, দেখলাম যে, আমীরুল মুমিনিন হযরত মওলায়ে কায়েনাত, আলী মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم উপস্থিত আছেন, আমি আরয করলাম: "**হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথায় আছেন?" তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আমাকে ভেতরে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন, আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه **রাসূলদের সরদার, মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট আছেন। আমি সালাম আরয করলাম, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালামের উত্তর দিলেন এবং আমার সাথে মুসাফাহা করলেন, তাঁর চেহারা মুবারক গোলাপ ফুলের মতো প্রস্ফুটিত ছিলো এবং তাঁর চেহারা থেকে নূরের কিরণ বের হচ্ছিলো তা দ্বারা সম্পূর্ণ ঘর আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। سُبْحٰنَ الله

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেই সময় থেকে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত এবং এর মাদানী পরিবেশের বরকত অর্জন করছি।

এয়ছি কিসমত খুলে, দেখনে কো মিলে ... জলওয়ায়ে মুস্তাফা, কাফেলে মে চলো
শওকে হজ্ব কা হে গর, আউর আক্বা কা দর ... তুম কো হে দেখনা, কাফেলে মে চলো
সবজ গুম্বদ কা নূর, দেখনে কা সুরুর ... পাও গে আউনা, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের কিয়ামত পর্যন্ত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন এবং আপনার দ্বীনে মতিনের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে মাদানী কাফেলায় সফর করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৫৯

হযরত খিজর عَلَيْهِ السَّلَام এর পছন্দনীয় বৈঠক

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান নুহাওয়ান্দি যাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এক ব্যক্তি হযরত খিজর عَلَيْهِ السَّلَام এর সাক্ষাৎ পেয়ে বললো যে, সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন এবং **তাঁর** প্রতি দরূদ প্রেরণ করা।" হযরত সায়্যিদুনা খিজর عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: "উত্তম দরূদ হচ্ছে, যা হাদীস শরীফের সংকলন এবং মুদ্রনের সময় পড়া হয়, কেননা এই সময় মুখে পাঠ করা হয় এবং কিতাবে লিখা হয়। এতে অত্যন্ত মোহ সৃষ্টি হয় এবং অনেক বেশি আনন্দ অনুভূত হয়। যখন হাদীসের ওলামাগণ একত্রিত হয় তখন আমিও তাঁদের মজলিশে উপস্থিত হই।"

(আল কওলুল বদী, ৫ম অধ্যায়, ৪৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! হযরত সায়্যিদুনা খিজর عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর হাদীসে মুবারাকার মধ্যে পাঠ্য দরূদে পাক কিরূপ পছন্দ যে, তিনি সেই দরূদে পাক পাঠ করাকে শুধু সবচেয়ে উত্তম বলেননি বরং মুহাদ্দিসীনে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মজলিশে স্বয়ং উপস্থিতও থাকতেন।

মুহাদ্দিসীনে কিরামদের অভ্যাস

سُبْحٰنَ الله! মুহাদ্দিসীনে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কতইনা প্রিয় অভ্যাস ছিলো যে, যখনই হাদীসে মুবারাক লিখতেন বা লোকেদের দরস দিতেন আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাম মুবারক এসে যেতো তখন **তাঁর** পবিত্র বরকতময় সত্তার প্রতি দরূদ শরীফের পুষ্পাঞ্জলী উৎসর্গ করতেন।

হযরত আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"সা'আদাতুদ দারাঈন"**এ দরূদ পাক পাঠ করার বিভিন্ন স্থান বর্ণনা করতে

www.dawateislami.net

গিয়ে বলেন যে, হাদীসে মুবারক পাঠ করার সময়ও দরূদ ও সালাম পড়া উচিৎ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام হাদীস শরীফ পাঠ করার সময় দরূদে পাক পাঠ করাকে মহান সৌভাগ্য মনে করতেন। যেমন, ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আলী বিন সাবীত প্রকাশ খতিবে বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের আবু নঈম (মুহাদ্দিসে কবীর) বলেন: "হাদীস শরীফ বর্ণনা করার সময় দরূদে পাক পাঠ করা হচ্ছে সেই মহান সৌভাগ্য, যা শুধুমাত্র হাদীসের বর্ণনাকারীরই অর্জিত হয়ে থাকে। কেননা হাদীস শরীফ লিখা এবং বর্ণনা করার সময় যত দরূদ ও সালাম এদের পাঠ করার সুযোগ হয় তা আর কারো হয় না।"

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "মুহাদ্দিসদের **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করার জন্য (যদিও) অন্য কোন উপকার না'ও হয়, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট যে, যতদিন কিতাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক বাকী থাকবে, ততদিন তার উপর (অর্থাৎ মুহাদ্দিসের) রহমত বর্ষণ হতে থাকবে।"

আরো বলা হয়েছে, মুহাদ্দিসদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, তাঁরা কিয়ামতের দিন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতি নিকটে থাকবেন, কেননা তাঁরা কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে, রাত-দিন হাদীস শরীফ লিখতে ও পড়তে **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করেন, সুতরাং তাঁরা লোকেদের মধ্যে সর্বাধিক দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী হিসাবে ওলামাদের মাঝে শুধু তাঁরাই এই সম্মান ও প্রশংসার দাবীদার।

একইভাবে আবুল ইয়ামন বিন আসাকির বলেন: "এই সুসংবাদের জন্য মুহাদ্দিসগণ كَثَّرَهُمُ اللهُ অভিনন্দনের উপযুক্ত, নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** তাঁদের প্রতি এই মহান দয়া করে নিজের সকল নেয়ামত দান করেছেন, তাঁরাই কিয়ামতের দিন اِنْ شَآءَ الله রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটতম এবং

www.dawateislami.net

হুযুরের শাফায়াত ও ওসীলার অধিকারী হবেন, কেননা তাঁরা এমন লোক যারা সর্বদা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা লিপিবদ্ধ করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নিজেদের মজলিশসমূহ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম আলোচনা করতে থাকেন। আর দরস ও পাঠদানের মাহফিলে দরূদ ও সালামের পুস্পস্তবক প্রেরণ করতে থাকেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা ও গুনকীর্তন করাই তাঁদের রীতি ও নীতি এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহা মূল্যবান হাদীসে করীমাসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে মুদ্রন করাই তাঁদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট। তাছাড়াও অসংখ্য হাদীস শরীফ, কোরআনী দলীল ইত্যাদির জ্ঞান ও বুদ্ধির অন্ধকারে তাঁরা রবি হয়ে জগমগ করেন, আর এর অর্ন্তনিহিত অর্থ নিরূপনকারীও তাঁরা এবং اِنْ شَآءَ الله তাঁরা নাজাতপ্রাপ্তদের মধ্যেই থাকবে।”

আবু আরোবা আল হারাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অভ্যাস ছিলো যে, তাঁর সামনে যখন কেউ হাদীস শরীফ পাঠ করে তখন তিনি দরূদ ও সালাম পাঠে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং খুবই স্পষ্ট করেই পড়তেন আর বলতেন হাদীস শরীফ পাঠ করার একটি বরকত হলো যে, দুনিয়ায় অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয় এবং আখিরাতে اِنْ شَآءَ الله জান্নাতের নেয়ামত অর্জিত হবে। (সা'আদাতুদ দারাঈন, ৫ম অধ্যায়, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله আপনারা দেখলেন তো! মুহাদ্দিসে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো যে, যখনই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক শুনতেন তখন প্রেম ও ভালবাসায় **তাঁর** পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করতেন, এমন সৌভাগ্যবানদের **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার হতে সালামও পেয়ে যায়।

www.dawateislami.net

হুযুরের সালাম

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: একদিন আমরা হযরত সায়্যিদুনা আবু আলী বিন শাযা'ন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন এক যুবক আসলো, তাকে আমরা কেউ চিনতাম না, সে এসে সালাম করলো এবং জিজ্ঞাসা করলো: "আপনাদের মধ্যে আবু আলী বিন শাযা'ন (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) কে ?" আমারা তাঁর দিকে ইশারা করলাম, সেই যুবক বললো: "ইয়া শায়খ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه)! আমি স্বপ্নে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য হয়েছি, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে আদেশ করলেন যে, আলী বিন শাযা'ন (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) এর ব্যাপারে খোঁজ নাও এবং যখন তার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে তখন আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম বলবে।" এ কথা বলে সেই যুবক চলে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা আবু আলী বিন শাযা'ন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলেন এবং বললেন: "আমি তো এমন কোন আমল দেখছি না যার কারণে আমি এরূপ দয়া ও অনুগ্রহের ভাগীদার হলাম, তবে হ্যাঁ! হতে পারে আমি ধীরে ধীরে হাদীসে **মুস্তফা** পাঠ করি এবং যখনই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক আসে তখন আমি দরূদ পাঠ করি। (আল মুনতাযাম ফি তারীখিল মূলক ওয়াল আমাম, ১৫/২৫০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই লোক, যে **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিয়েছে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ অনুগ্রহের অংশীদার হয়েছে এবং দীদারে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বারা ধন্য হয়েছে। **আল্লাহ পাকের** এই আশিকানে রাসূলের ভালবাসার প্রতিদান হিসাবে শুধু দুনিয়ায় তাদের মাথায় সম্মানের মুকুট রাখে না বরং আখিরাতেও তাদের সম্মান রাখেন।

www.dawateislami.net

সবুজ পোশাক

হযরত সায়্যিদুনা খলফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমার সাথে এক যুবক ইলমে হাদীস শিখতেন, তার মৃত্যুর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম যে, সে সবুজ রঙ্গের পোশাক পরে অত্যন্ত আনন্দের সাথে এদিক সেদিক ঘুরাফেরা করছে। আমি তাকে ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিলো: যকন আমি হাদীস শরীফ লিখতাম তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক **"মুহাম্মদ"** আসলেই আমি এর নিচে "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم" লিখে দিতাম। **আল্লাহ পাক** আমাকে এর প্রতিদান দান করেছেন, যা আপনি এখন দেখছেন।"

(আল ফজরুল মুনির, ৫৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুহাদ্দিসে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ঘটনা এবং তাঁদের বর্ণনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হাদীসে মুবারাকা বা অন্য যেখানেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক লিখা, পড়া বা শুনা হয় তবে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রেম ও ভক্তি সহকারে দরূদ ও সালামের উপহার প্রেরণ করা উচিৎ, কেননা এতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনন্দিত হবেন আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের কিরূপ নেয়ামত দান করবেন তা আমরা অনুমানও করতে পারবো না।

হাদীসে মুবারাকার সম্মান

মনে রাখবেন! **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের সম্মানের পাশাপাশি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কর্ম ও বানী অর্থাৎ হাদীস শরীফ পাঠ করারও কিছু আদব রয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام যখন হাদীস শরীফ লিখতেন বা লোকেদের হাদীস শরীফের দরস দিতেন তখন হাদীস শরীফের সম্মানের কথা ভেবে প্রথমে গোসল করতেন, সুগন্ধী লাগাতেন অতঃপর লোকেদের হাদীস শরীফ বর্ণনা করতেন। যেমন

www.dawateislami.net

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যিনি হাদীসের ইমামগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী, যখন ইলমে হাদীসের আকাশে ইমাম বুখারী নামে সূর্যের উদয় হলো তখন অন্যান্য সকল মুহাদ্দিসগণ নক্ষত্রের মতো তাঁর সামনে বিবর্ণ হতে থাকে। তিনি হাদীস শরীফের এরূপ আদব করতেন যে, প্রতিটি হাদীস শরীফ লিখার পূর্বে গোসল করতেন এবং দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করতেন।

এভাবে হযরত সায়্যিদুনা মুতাররফ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর হাদীসে পাকের ভালবাসা ও সম্মানের অবস্থা বর্ণনা করেন: "যে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট যখন লোকেরা কিছু জানার জন্য আসতেন তখন তাঁর খাদেমা (দাসী) তাঁর হুজরা থেকে বের হয়ে জিজ্ঞাসা করতো যে, হাদীস শরীফ জানার জন্য এসেছেন নাকি ফিকহার মাসয়ালা? যদি সে বলতো যে, ফিকহার মাসয়ালা জানার জন্য এসেছে তখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সাথে সাথেই বাইরে বের হয়ে আসতেন। আর যদি সে বলতো যে, হাদীস শরীফ শুনার জন্য এসেছে, তবে তিনি প্রথমে গোসল করে ভাল পোশাক পরতেন, সুগন্ধি লাগাতেন, পাগড়ী বাঁধতেন অতঃপর মাথার উপর চাদর জড়াতেন। তাঁর আসন পাতানো হতো, যার উপর তিনি অত্যন্ত বিনয় ও নম্র হয়ে বসে হাদীস শরীফ বর্ণনা করতেন এবং মজলিশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুগন্ধি আগরবাতি জ্বালাতেন আর এই আসনটি শুধুমাত্র হাদীস শরীফ বর্ণনা করার জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো, যখন তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: "আমি হাদীসে **রাসূলের** সম্মান করা খুবই পছন্দ করি।"

(শেফা শরীফ, হুকুকুল মুস্তফা (অনুদিত) ১/৫২)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: "আমি একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, তিনি হাদীস শরীফ বর্ণনা করছিলেন, এই অবস্থায় একটি বিচ্ছু তাঁকে ষোলবার দংশন করলো, ব্যথার প্রভাবে তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে লালছে হয়ে গেলো, কিন্তু তিনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

হাদীস শরীফ বর্ণনা করা ত্যাগ করেননি, যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস রেওয়ায়াত করা থেকে অবসর হলেন এবং লাকেরা চলে গেলো, তখন আমি বললাম: আজকে আমি আপনার মধ্যে একটি আশ্চার্য বিষয় লক্ষ্য করলাম। তখন তিনি বললেন: "হ্যাঁ! আমি **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস শরীফের সম্মানে ধৈর্য ধারণ করেছি।" (শেফা শরীফ, হুকুকুল মুস্তফা (অনুদিত) ১/৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ভালবাসা দান করুন এবং **তাঁর** স্বরণে **তাঁর** মুবারক সত্তার প্রতি প্রেম ও ভক্তি সহকারে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য

সাহেবে কুরআনে করীম, মাহবুবে রব্বুল আ'লামীন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদা মিম্বর শরীফে তাশরীফ নিলেন। (এমন সময়) একজন সাহাবী আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হল সেই ব্যক্তি, যে বেশি পরিমাণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে, অধিক খোদাভীরু, সব চেয়ে বেশি নেকীর আদেশ দেয় আর অসৎকাজে নিষেধ করে এবং সর্বাধিক আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০/৪০২, হাদীস: ২৭৫০৪)

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৬০

শহীদদের সহচর

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ফরমান হচ্ছে: "مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِائَةً كَتَبَ اللّٰهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَائَةً مِنَ النَّارِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার দু'চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে, এই ব্যক্তি মুনাফেকী (কপঠতা) এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত, وَاَسْكَنَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।"

(মু'জামুল আউসাত, মিন ইসমুহু মুহাম্মদ, ৫/২৫২, হাদীস নং-৭২৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, দরূদ শরীফ পাঠকারীকে **আল্লাহ পাক** কিরূপ দান ও অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেন, শুধু মুনাফেকী এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরওয়ানা দান নয় বরং কাল কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে উঠাবেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যেখান থেকে শহীদী হুকুমের সংখ্যা নকল করেন, সেখানে বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের উদ্ধৃতি দিয়ে **নবী পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি একশত বার দরূদ শরীফ পাঠকারীকে শহীদের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

(দুররে মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৯৬)

সুতরাং আমাদেরও **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নেয়া উচিৎ, যেন আমাদের হাশরও ভালদের সাথে হয়।

মনে রাখবেন! এখানে শহীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হুকমী শহীদ। হুকমী শহীদরা শাহাদতের সাওয়াব তো পাবে কিন্তু তার উপর শহীদের ফিকহী আহকাম বলবৎ হবে না, যেমনটি শহীদকে গোসল দেয়া হয় না, বরং রক্ত সহ দাফন করা হয়, আর হুকমী শহীদকে গোসল দেয়া হয়।

এরূপ আরো অনেক লোক রয়েছে যাদের হাদীসে পাকে শহীদ বলা হয়েছে। যেমনটি হযরত জাবির বিন আতিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **আল্লাহ পাকের রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাকের** রাস্তায় মৃত্যু ছাড়াও আরো সাত প্রকারের শহীদ রয়েছে, (১) যারা (প্লেগ) মহামারীতে মৃত্যুবরণ করে তারা শহীদ, (২) যারা পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে তারা শহীদ, (৩) যারা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে তারা শহীদ, (৪) যারা পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করে তারা শহীদ, (৫) যারা আগুনে পুরে মৃত্যুবরণ করে তারা শহীদ, (৬) যারা ভবনের নিচে চাপা পরে মৃত্যুবরণ করে তারা শহীদ এবং (৭) যে মহিলা সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ।"

(মিশকাত, কিতাবুল জানায়িয, বাবুল ইয়াদাতুল মারিজ, ১/২৯৯, হাদীস নং-১৫৬১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যের বাণী প্রচারের জন্য কাফেরদের সাথে জিহাদ করা এবং ইসলামের বটবৃক্ষকে উর্বর করার জন্য ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে আসা কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করে শাহাদতের অমীয় সূধা পান করা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু কিরূপ ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়ে তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেনি এবং কোন তীর বা বল্লম তাঁর শাহাদতের কারণ নয়, কিন্তু তবুও সে শাহাদতের মহান সাওয়াব অর্জন করে নিয়েছে। এরূপ মহান সৌভাগ্যের অধিকারী ৩৬ জন খোশনসীবের আলোচনা সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও করেছেন, যার কয়েক জন হলো:

(১) যে জ্বরের কারণে মৃত্যুবরণ করবে। (২) সম্পদ বা (৩) প্রাণ বা (৪) পরিবার বা (৫) কোন হককে বাঁচাতে গিয়ে হত্যা হয়েছেন। (৬) যাকে কোন হিংস্র প্রাণী ছিঁড়ে খেয়ে নিয়েছে। (৭) যে কোন বিষাক্ত প্রানীর ছোবলে মৃত্যুবরণ করেছে। (৮) যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীনের অন্বেষণে মৃত্যুবরণ করে। (৯) এমন ব্যক্তি যে পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়েছিলো এবং ঘুমের মধ্যেই মৃত্যুবরণ

www.dawateislami.net

করলো। (১০) যে সত্য অন্তরে এমন প্রার্থনা করে যে **আল্লাহ**র রাস্তায় খুন হয়ে যাবে। (১১) যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮৫৭-৮৬০, সংক্ষেপিত)

ফিকহী শহীদ এবং হুকমী শহীদের মধ্যে পার্থক্য

সদরুশ শরীয়াত আল্লামা আমজাদ আলী আযমী বলেন: "ফিকাহর পরিভাষায় শহীদ সেই বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমাসকে বলে, যাকে অন্যায়ভাবে কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়েছে এবং এই হত্যার কারণে কোন সম্পদের অধিকারী হয়নি আর দুনিয়া থেকেও কোন উপকার গ্রহণ করেনি। শহীদের হুকুম হলো, গোসল দেয়া যাবে না, রক্ত সহ দাফন করে দিবে। তো যেখানে এই হুকুম পাওয়া যাবে ফকিহগণ একে শহীদ বলবে নয়তো না। কিন্তু ফিকহী শহীদ না হলে এটা আবশ্যক নয় যে, শহীদের সাওয়াবও পাবে না, শুধুমাত্র এর কারণে এরূপ হবে যে, গোসল দেয়া হবে ব্যস।" (বাহারে শরীয়াত, ১/৮৬০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারক এবং সদরুশ শরীয়াত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোচনা দ্বারা আমরা এই বিষয়ে জানতে পারলাম যে, হুকমী শহীদদের ফিকহী শহীদের সাওয়াব অর্জিত হবে, এবার হাদীসে পাকের আলোকে শহীদের সাওয়াবও শ্রবণ করে নিন।

শহীদের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা মিকদাম বিন মা'দী কারিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** শহীদদের ছয়টি পুরস্কার দান করেন: (১) তাঁর রক্তের প্রথম ফোঁটা গড়িয়ে পরার সাথে সাথেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাকে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয়। (২) তাঁকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হয়। (৩) কিয়ামতের দিন তাঁকে হতাশা থেকে নিরাপত্তা দান করবেন। (৪) তাঁর

www.dawateislami.net

মাথায় মর্যাদার মুকুট পড়ানো হবে, যার পদ্মরাগ মণি দুনিয়া ও এর সকল বস্তু হতে উত্তম। (৫) ৭২ জন হুরের সাথে তাঁর বিবাহ দেওয়া হবে এবং (৬) তাঁর ৭০জন আত্মিয়ের জন্য তার শাফায়াত কবুল করা হবে।”

(ইবনে মাযাহ, কিতাবুল জিহাদ, ৩/৩৬০, হাদীস নং-২৭৯৯)

মনে রাখবেন! হুকমী শহীদের যদিওবা শাহাদতের সাওয়াব অর্জিত হবে কিন্তু কোন ইসলামী ভাই কখনোই এটা মনে করবেন না যে, এই দু'প্রকারের শহীদের পদমর্যাদাও একই, সত্য তো এটাই যে, **আল্লাহর** রাস্তায় নিজের প্রান উৎসর্গকারীর পদমর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।

পদমর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে

হযরত আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: “হাদীস থেকে জানা গেলো যে, এই সাত প্রকারের শহীদের ফি সাবিলিল্লাহ্র সাওয়াব অর্জিত হবে, যদিওবা **আল্লাহর** রাস্তায় গর্দান কেটে শহীদ হওয়া আর এই লোকেদের মধ্যে মর্যাদা ও মর্তবায় অনেক পার্থক্য থাকে। এটা **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহ যে, এরূপ রোগ ও পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ কারীও শহীদের সাওয়াব পাবে।”

(বেহেশতের কুঞ্জি, ১৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই মুসলমান, যে ইসলামের শ্রেষ্টত্ব রক্ষার্থে **আল্লাহর** রাস্তায় শহীদ হয় এবং অনন্ত জীবন পেয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে উন্নত নেয়ামত ভোগ করবে। **আল্লাহ পাক** আমাদের জীবনেও সেই মুবারক মুহুর্ত দান করুন যে, আমরাও আমাদের মন প্রাণ ধন যেন **তাঁর** রাস্তায় লুটিয়ে দিই। এই জীবন **তাঁর** দেওয়া আমানত, তবে সৌভাগ্যবান তারাই যারা এই প্রাণ **তাঁর** রাস্তায় কুরবান করে দেয়।

জান দি, দি হোয়ী ইচি কি থি
হক তো ইয়ে হে কেহ হক আদা না হুয়া

www.dawateislami.net

নফসের সাথে জিহাদ, জিহাদে আকবর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রাস্তায় গর্দান কাটিয়ে দেয়ার কথা বলা সহজ, কিন্তু যখন আমলের ময়দান সামনে আসে তখন বড় বড়দের অবস্থা পানি হয়ে যায়। একটু কল্পনা করুন! আজ যে নফস আমাদের ফযরের নামাযের জন্য উঠতে দেয় না, সে রনাঙ্গনে ন্যায় ও অন্যায়ে গর্দান কাটতে দিবে? আজ যেই নফস কয়েক গ্রাস খাবার ঈসার করতে দেয় না, সে এই প্রাণকে সত্যের পথে উৎসর্গ করতে কিভাবে তৈরি হবে? সুতরাং এই মুহুর্তে যেই কাজটি আবশ্যক তা হচ্ছে, আমরা আমাদের নফসে আম্মারার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে **আল্লাহ পাকের** হুকুমের আমলকারী বানানো, কেননা হাদীসে পাকে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে জিহাদে আকবর তথা সর্বশ্রেষ্ট জিহাদ বলা হয়েছে, যেমনটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে ইরশাদ করেন: “ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ অর্থাৎ আমরা জিহাদে আসগর তথা ছোট জিহাদ থেকে জিহাদে আকবরের অর্থাৎ বড় জিহাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। আরয করা হলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! اَىُّ جِهَادٍ اَكْبَرُ هٰذَا অর্থাৎ এর চেয়ে বড় জিহাদ কোনটি? ইরশাদ করলেন: جِهَادُ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ অর্থাৎ নফস ও শয়তানের সাথে জিহাদ করা।”
(কাশফুল খিফা, ১/৩৭৫, হাদীস নং-১৩৬০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীস শরীফে নফস ও শয়তানের সাথে জিহাদ করাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে। মনে রাখবেন! নফস ও শয়তান মানুষের গোপন শত্রু এবং যে শত্রু দৃষ্টির অন্তরালে থাকে তা প্রকাশ্য শত্রু হতে অনেক বেশি দুশ্চরিত্র ও ভয়ংকর হয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের উচিৎ, নিজের নফসের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কাহিনী অধ্যয়ন করে নিজের নফস থেকে কৈফিয়ত গ্রহণ করা এবং নফসকে আয়ত্বে আনার জন্য বিভিন্ন সময়ে নফসের চাহিদাগুলো ত্যাগ করে তাকে শাস্তিও দিতে থাকুন, যেমনটি আমাদের বুযুর্গদের পদ্ধতিই ছিলো যে, তাঁরা

www.dawateislami.net

নিজের নফসকে সম্পূর্ণরূপে কাবু করে রাখতেন এবং নিজের নফসকে শাস্তিও দিতেন।

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ سُبْحٰنَ الله এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, একবার তিনি গরমের মৌসুমে রোদের মধ্যে বসে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। তাঁর সম্মানিতা মা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তাঁকে বললেন: "পুত্র, ছায়ার মধ্যে এসে গেলে ভালো হতো।" তিনি তদুত্তরে আরয করলেন: "আম্মাজান, আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে, নিজের নফসের প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ করতে।" একবার তাঁর পানির কলসি রোদের মধ্যে দেখে কেউ আরয করলো: "হে আমার সরদার! সেটা ছায়ায় রাখলে ভালো হতো!" তিনি বললেন: "আমি যখন রেখেছিলাম তখন এখানে ছায়া ছিলো; কিন্তু এখন রোদ থেকে তা উঠিয়ে নিতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে যে, "আমি শুধু নিজের নফসের প্রশান্তির জন্য কলসি সরাতে গিয়ে সময় ব্যয় করবো! ততক্ষণ তো **আল্লাহ পাকের** যিকর থেকে উদাসীন হয়ে যাব!" (ফয়যানে সুন্নাত, ১০৩১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কিভাবে নিজের নফসকে আয়ত্বে রাখতেন এবং তার প্রবৃত্তি সমূহ কখনো পূরণ করতেন না, কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় যে, যদি আমরা পরিবার পরিজন বা কোন অধিনস্থদের কোন অসদাচরণ বা কোন কাজে অলসতা করতে দেখি তবে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করি, অনেক সময় শাস্তিও দিয়ে থাকি, কেননা আমরা ভয় করি যে, যদি তার সাথে ক্ষমা প্রদর্শন করি তবে সে আমার আয়ত্বে থাকবে না এবং আমার অবাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আফসোস! আমরা নিজের নফসকে গুনাহের ব্যাপারে একেবারে স্বাধীন করে রেখেছি, সে যখন চায় আমাদের দিয়ে গুনাহ করিয়ে নেয়, অথচ সে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং তার অবাধ্যতার ক্ষতিসমূহ আমাদের পরিবার পরিজনের অবাধ্যতার ক্ষতি হতে অনেক বেশি ক্ষতিকর। আমাদের পরিবার পরিজন সর্বোচ্চ আমাদের জীবিতবস্থায় আমাদেরকে সমস্যায় ফেলবে কিন্তু

আমদের নফস হারাম ও নাজায়িয প্রবৃত্তির অনুসরন করিয়ে আমাদের আখিরাতকে ধ্বংস করে দেবে।

সরওয়ারে দিঁ লিজিয়ে আপনে নাতোয়ানোঁ কি খবর
নফস ও শয়তাঁ সৈয়্যদা! কব তক দাবাতে জায়েঙ্গে
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নফসের প্রকারভেদ

মনে রাখবেন! মানুষের মধ্যে যে নফস রয়েছে তার তিনটি স্তরও রয়েছে:

(১) **নফসে মুতমাইন্না:** যখন নফস **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য ও বাধ্য হয়ে যায় এবং নফসের প্রবৃত্তি সমূহ ত্যাগ করার কারণে এর চাঞ্চল্য শেষ হয়ে যায় তখন তাকে **নফসে মুতমাইন্না** বলা হয়।

(২) **নফসে লাওয়াম্মা:** নফস যদিও **আল্লাহ পাকের** বাধ্যতা ও আনুগত্যে অভ্যস্ত হয়ে যায় না কিন্তু নফসের প্রবৃত্তি সমূহ ত্যাগ করে এবং যদি কোন মন্দকাজ হয়ে যায়, তবে অভিশাপ ও তিরষ্কার করে, নফসের এই অবস্থাকে **নফসে লাওয়াম্মা** বলা হয়।

(৩) **নফসে আম্মারা:** যখন নফস কোন মন্দকাজে তিরষ্কারও করে না এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরন করতে থাকে তখন তাকে **নফসে আম্মারা** বলা হয়। **(ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবু শরহে আজাইবুল কলব, ৩/৫)**

নফসের এই তিনটি প্রকারের মধ্যে নফসে আম্মারা হচ্ছে সর্বোনিকৃষ্ট, এটিই তার কুকর্মে সর্বোচ্চ দক্ষতার কারণে শয়তান থেকেও বড়, এটিই শয়তানের ঈমান ধ্বংস করেছিলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত অসংখ্য মুসলমানকে ধ্বংস করায় সর্বোচ্চ ভুমিকা রাখবে, এর থেকে কোন প্রকারের ভাল কিছুর আশা করাই অনর্থক, এটি একটি দয়ামায়াহীন শত্রু, তার আপদ থেকে নিরাপত্তার একটিই উপায়, আর তা হলো প্রতিযোগীতার মাধ্যমে তাকে পরাস্থ

www.dawateislami.net

করা। নফসকে পরাস্থ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেই প্রবৃত্তি থেকে নফসকে বিরত রাখতে চায় বা যেই ইবাদতের আদেশ দেয় তা অনতিবিলম্বে আনুগত্য করে এবং কোন প্রকারের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ না করে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নফস ও শয়তান সর্বদা মানুষকে বিপদগামী করার চেষ্টায় লেগে থাকে। এর ছলনা ও প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্য এমন লোকের সঙ্গ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যে তার ভয়ঙ্কর আঘাত হতে বাঁচার উপায় জানে এবং যার অন্তর খোদাভীতি ও **মুস্তফা** প্রেমের নূর দ্বারা আলোকিত, তার সাথে থেকে গুনাহ থেকে বাঁচা, নেককাজ করা এবং সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ জাগে। এমন ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ মহান একটি নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, এর সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই কাল পর্যন্ত গুনাহে ভরা জীবন কাটাচ্ছিলো اَلْحَمْدُ لِله এই মাদানী পরিবেশের বরকতে গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীর পথে চালিত হয়ে গেলো। আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি মাদানী বাহার পেশ করছি।

মন্দ স্বভাব হতে তাওবা

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর নিউ সামান আবাদ এলাকার চাহ জামু ওয়ালা বাজারের এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত চিঠির সারর্মম আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে। আমি অনেক বড় গুনাহগার ব্যক্তি ছিলাম, পিতা-মাতাকে সম্মান করার প্রতি উদাসীন ছিলাম। খারাপ পরিবেশ, সিনেমা-নাটকের ভয়াবহতা আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। কেবল ও ইন্টারনেটে অশ্লীল দৃশ্য দেখা, আমরদের (সূশ্রী বালক) সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের সাথে অনৈতিক কার্যকলাপ করাই আমার দিন রাতের রুটিন ছিলো। আমি সম্ভবত রমযানুল মুবারক ১৪২৬ হিজরি অনুযায়ী অক্টোবর ২০০৫ সালের শেষ দশ দিনের ইতিকাফ বদ মাযহাবীদের একটি মসজিদে করি। **আল্লাহ পাকের** কাজই এমন যে, আমার এক বন্ধুও শেষ তিনদিন আমার সাথে

www.dawateislami.net

এই মসজিদেই ইতিকাফ করে, যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছিলো। আমার প্রতি **আল্লাহ পাকের** দয়া এভাবেই হলো যে, এই মসজিদের লাইব্রেরীতে কিছু রিসালা পেয়ে গেলাম, আমার সেই বন্ধু বললো যে, এই রিসালা গুলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচিত, আমি নামের দিকে তেমন দৃষ্টি দিলাম না তবে রিসালা গুলো পড়তে সক্ষম হলাম। রিসালা গুলো পড়ে আমার মনের দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেলো। এই রিসালা গুলোর মধ্যে একটি রিসালা "**টিভির ধ্বংসলীলা**" ও ছিলো, এটি পড়ে আমি ঘরে ফিরে টিভি দেখা বন্ধ করে দিলাম। আমার সেই বন্ধু ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলে আমি তা সানন্ধে গ্রহণ করি। ইজমিায় আমার প্রশান্তি অনুভব হলো। ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে লাগলাম, মাদানী পরিবেশের বরকতে বদ মাযহাবীদের সঙ্গ ত্যাগ করে গুনাহ থেকে তাওবা করার তৌফিক অর্জিত হলো। অনৈতিক কাজ থেকে ফিরে এলাম এবং মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ আর সাদা মাদানী লেবাসকে আপন করে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِله এই বর্ণনা করার সময় ডিভিশন মুশাওয়ারাতের রুকন হওয়ার পাশাপাশি হালকা মুশাওয়ারাত এর খাদিম (নিগরান) হিসাবে মাদানী কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের সর্বদা নফস ও শয়তানের সকল আঘাতকে প্রতিহত করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদের সারা জীবন আপনার এবং আপনার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৬১

রব তাআলার দরূদ প্রেরণ দ্বারা কি উদ্দেশ্য

মেরাজ রজনীতে **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সিদরাতুল মুনতাহার পর রফরফ নামক নূরানী আসনে উপবিষ্ট হয়ে মেরাজের পরবর্তী সফর সম্পন্ন করছিলেন, তখন চলতে চলতে অবশেষে এক এমন স্থানে পৌঁছলেন যেখানে এই আসনটিও থেমে গেলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একা হয়ে গেলেন।

ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সেই সময় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্জনতা অনুভব হতে লাগলো, তখন তিনি একটি আওয়াজ শুনলেন যা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে মিলে। সেই আওয়াজটি ছিলো এরূপ "يَا مُحَمَّد قِفْ اِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي অর্থাৎ হে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! থামুন! নিশ্চয় আপনার **রব** দরূদ প্রেরণ করেন।"

(আল ইয়াওয়াকি'ত ওয়াল জাওয়াহির, ২৭৬ পৃষ্ঠা । মাকালাত, ১/১৭৩)

আল্লাহ পাক তাঁর নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, **রব তাআলা হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা ও সম্মান বর্ণনা করেন, যেমনটি আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আবুল আলীয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন: "اَنَّ مَعْنٰى صَلَاةِ اللّٰهِ عَلٰى نَبِيِّه' ثَنَاؤُهٗ عَلَيْهِ وَتَعْظِيْمُهٗ' অর্থাৎ **আল্লাহ পাক তাঁর নবী**র প্রতি যে দরূদ প্রেরণ করেন, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহান **আল্লাহ পাক তাঁর** প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করেন।"

(ফতহুল বারী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব সালাতু আলান নবী, ১২/১৩১, হাদীস নং-৬৩৫৮)

দীদারে ইলাহীর বাসনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতে **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা** মেরাজ রজনীতে **তাঁর প্রিয় হাবীবে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাকের পুস্পমাল্য প্রেরণ করেন এবং আপন দীদার দ্বারাও ধন্য

www.dawateislami.net

করেছেন। মনে রাখবেন! দীদারে ইলাহী এমন এক মহান নেয়ামত যা অর্জনে সকল বিশেষ ও সাধারণের আকাঙ্খা থাকে, যে চাওয়াটা সকল হৃদয়ের স্পন্দন। এই আশাই হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর মুবারক ঠোঁঠেও এসে গেলো, আরয় করলো: “رَبِّ اَرِنِیۡ হে আমার রব! আমাকে আপনার দীদার দিন!” রব তাআলা ইরশাদ করলেন: “لَنۡ تَرٰىنِیۡ আপনি আমাকে কখনোই দেখতে পারবেন না।” কিন্তু যখন বিষয়টি **তাঁর হাবীবের** পক্ষে এলো তখন স্বয়ং হযরত জিব্রাঈল عَلَیْهِ السَّلَام কে পাঠিয়ে **মাহবুব**কে ডেকে নিলেন এবং নিজের দীদার দ্বারা ধন্য করেছেন, তাইতো জান্নাতের বাগানের বুলবুল ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللهِ عَلَیْهِ স্বতস্ফুর্ত ভাবে বলে উঠেন:

তাবারাকাল্লা শান তেরী তুঝি কো যেবা হে বে নিয়াযী
কাহীঁ তু ওহ জোশে লান তারানী কাহীঁ তাকাযে বিসাল কে থে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

আজকে রাতেই হুযুর বরের বেশে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা কোরআনে মজীদ ফোরকানে হামীদে মেরাজের ঘটনাকে এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা বর্ণনা করেন:

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِهٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ ﴿۱﴾

(পারা-১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা তারই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদ-ই হারাম হ’তে মসজিদ-ই আক্বসা পর্যন্ত, যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাকে মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই; নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন।

www.dawateislami.net

হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযায়িনুল ইরফান"** এ এই আয়াতের পাদটিকায় বলেন: "মেরাজ শরীফ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক অনন্য মুজিযা ও **আল্লাহ পাকের** এক মহান অনুগ্রহ। এ থেকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ পরিপূর্ণ নৈকট্যপ্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ পায়, যা **আল্লাহ**র সৃষ্টিতে তিনি ছাড়া অন্য কারো ভাগ্যে অর্জিত হয়নি।

নবুয়তের দ্বাদশ বছরে **বিশ্বকুল সরদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজ দ্বারা ধন্য হন। মাস সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে; কিন্তু প্রসিদ্ধতম অভিমত হচ্ছে- ২৭ রজব মেরাজ হয়েছিলো। মক্কা মুকার্‌রমা থেকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রাতরে একটি ক্ষুদ্র অংশে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যাওয়া কোরআনের স্পষ্ট উদ্ধৃতি (نَصِّ قُرآنِى) থেকে প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী কাফির, আর আসমান সমূহের ভ্রমণ ও নৈকট্যের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছা নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যে গুলো "হাদীস-এ-মুতওয়াতির" এর কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এর অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট। মেরাজ শরীফ জাগ্রতাবস্থায়- শরীর ও রূহ মুবারক উভয়টি সহকারে সংঘটিত হয়েছে। এটিই অধিকাংশ মুসলমানের আক্বিদা বা দৃঢ় বিশ্বাস। **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীদের মধ্যে এক বিরাট দল এবং **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ এতেই বিশ্বাসী। সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত অর্থ সম্বলিত কোরআনী আয়াত ও হাদীস সমূহ থেকেও এটি বুঝা যায়। ভ্রান্ত চিন্তাধারার দার্শনিকদের ভ্রান্ত ধারনা এ প্রসঙ্গে নিছক বাতিল।"

سُبْحٰن শব্দটির হিকমত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক এই অনন্য ঘটনাটির বর্ণনা سُبْحٰن শব্দ দ্বারা শুরু করেছেন, এর উদ্দেশ্য **আল্লাহ পাকের** পবিত্রতা এবং **আল্লাহ পাকের** সত্তা সকল অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া। এতে

www.dawateislami.net

হিকমত হলো, মেরাজের ঘটনা স্ব-শরীরে হওয়ার কারণে অস্বীকারবারীদের পক্ষ থেকে যতগুলো আপত্তি হতে পারে, সবগুলোর উত্তর হয়ে যাবে। যেমনটি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র শরীর মুবারক সহ বায়তুল মুকাদ্দাস বা আসমান সমূহে তাশরীফ নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে "ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছে সমান্য সময়ের মধ্যেই আবার ফিরে আসা অস্বীকারকারীদের নিকট তা অসম্ভব এবং অপ্রাকৃত ছিলো। **আল্লাহ পাক** سُبْحٰن শব্দটি দ্বারা এটা প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, এই সকল কাজসমূহ আমার জন্যও অসম্ভব ও অপ্রাকৃত হলে তবে তা আমার জন্য অসামর্থতা এবং দূর্বলতা হতো। আর দূর্বলতা ও অসামর্থতা হচ্ছে দোষ এবং আমি সকল দোষ থেকে পবিত্র। এই হিকমতের কারণে **আল্লাহ পাক** اَسْرٰی বললেন, যার কার্য সম্পাদনকারী **আল্লাহ তাআলা**। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গমনকারী বলা হয়নি বরং নিজের পবিত্র সত্তাকে নিয়ে আসলাম বলা হয়েছে। যে কারণে একেবারে প্রকাশ্য যে, **আল্লাহ পাক** سُبْحٰن ও اَسْرٰی শব্দ দ্বারা স্ব-শরীরে হওয়া মেরাজের সকল আপত্তির উত্তর দিয়ে দিয়েছেন এবং নিজ **মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তাকে সকল আপত্তি থেকে রক্ষা করলেন। (মাকালাতে কাজেমী, ১ম অধ্যায়, ১২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর সায়্যিদে কায়েনাত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই আজিমুশ্শান মুজিযা সম্পর্কে বাধাপ্রদানকারীগণ এবং হিংসুটে গণের আপত্তি করাটা কোন নতুন বিষয় নয়, বরং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক যুগেও এরূপ অনেক ক্ষীন মানষিকতা ও বাস্তবতার অদূরদর্শী লোকেরা এই মহান মুজিযা অস্বীকার করে আসছিলো, **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা** এদের থেকে নিরাপত্তা দান করুন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিকির আর বিখ্যাত মুজিযা সমূহের অধিকহারে আলোচনা করার তৌফিক দান করুন।

মনে রাখবেন! **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আপন প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজে ডেকে এবং নিজের দীদার দ্বারা ধন্য করার উদ্দেশ্য হলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সান্তনা ও পরিতৃপ্ত করার জন্যই, কেননা **তাঁর**

www.dawateislami.net

পক্ষ থেকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পর অত্যাচারী কাফেরদের লাগাতার অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পরেন, যার ঘটনাটি কিছুটা এরকম:

যেদিন সাফা পর্বতের চুঁড়ায় দাঁড়িয়ে **আল্লাহ পাকের মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কার কুরাইশদের তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেদিন থেকে ঘৃণা ও শত্রুতার অগ্নীশিখা প্রজ্জোলিত হতে থাকে, চারিদিক থেকে দুঃখ ও বেদনার বন্যা বইতে শুরু করলো। দূর্দশা ও বিষন্নতার অন্ধকার ক্রমবর্ধমানভাবে গভীর হতে লাগলো। কিন্তু এমন বিভিষীকাময় পরিস্থিতিতে **তাঁর** চাচা আবু তালিব এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَا এর উপস্থিতি সকল কঠিন মুহুর্তে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য শান্তি ও আরামের কারণ হয়ে দাড়াঁয়, নবুয়ত প্রকাশের দশম বছর **তাঁর** চাচা ওফাত গ্রহণ করলেন, এখনো সেই ক্ষত সেরে উঠেনি যে, দুঃসময়ের সাথী, সান্তনা দাতা, জীবন সঙ্গীনি হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাও رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَا **তাঁকে** বিচ্ছেদের দাগ লাগিয়ে চলে গেলো, এবার মক্কার কাফেরগণের অমানুষিক কষ্ট থেকে বাঁচানো এবং তাদের পাশবিক উম্মত্ততায় নিন্দা করার মতো আর কেউ রইল না, যার কারণে তাদের নিপীড়নের মাত্রা সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো।

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তায়েফ তাশরীফ নিয়ে গেলেন, হতে পারে সেখানকার লোকেরা **তাঁর** তাওহীদের দাওয়াত কবুল করে নিবে কিন্তু সেখানে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হলো, তা পূর্বের সকল ক্ষতের উপর লবন ছড়ানোর কাজ করলো, এই অবস্থায় যখন চারিদিক থেকে হতাশার কালো মেঘ আচ্ছন্ন হয়ে আসছিলো এবং প্রকাশ্য সমর্থনও যখন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো, তখন **রহমতে ইলাহী তাঁর** মহত্ব ও উদারতার স্পষ্ট চিহ্ন সমূহ প্রত্যক্ষ করানোর জন্য **তাঁর মাহবুবকে** উর্ধ্ব জগতের ভ্রমনের জন্য ডাকলেন, যেন অবস্থার প্রকাশ্য প্রতিকুলতা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরো বেশি চিন্তাগ্রস্থ করতে না পারে,

www.dawateislami.net

বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মেরাজের সফরের জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর হতে পারে না।

মেরাজের সফরের শুরু

এই মহিমান্বিত সফরের সকল বিষয় এবং সময় হাদীসে মুবারাকা আর জীবনির কিতাব সমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আসুন **নবী করীম, রউফর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির করা এবং **তাঁর** শ্রেষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জানার জন্য আমরাও সংক্ষিপ্ত আকারে মেরাজ শরীফের ঈমানোদ্দিপক আলোচনা শ্রবণ করি।

মেরাজের রাতে **সরওয়ারে কায়েনাত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘরের ছাদ খুলে গেলো এবং হঠাৎ জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কয়েকজন ফিরিশতা নিয়ে অবতরণ করলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হারামে কা'বায় নিয়ে গিয়ে **তাঁর** বক্ষ বিদীর্ণ করা হলো এবং নূরানী কলবকে (অন্তর) বের করে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করা হলো, অতঃপর ঈমান ও হিকমতে ভরা একটি পাত্রকে **তাঁর** বুকে ঢেলে দিয়ে বিদীর্ণ বক্ষ ঠিক করে দিলেন। এরপর তিনি বোরাকে আরোহন করে বায়তুল মুকাদ্দাস তাশরীফ নিয়ে গেলেন। বোরাকের গতি এমন ছিলো যে, তার কদম সেখানেই পরতো যেখানে তার দৃষ্টি সীমা শেষ হতো। বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে বোরাককে তিনি সেই জায়গায় বাধঁলেন যেখানে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام বাঁধতেন, অতঃপর তিনি সকল আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَام যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো তাদের নিয়ে দু'রাকাআত নফল নামাযের ইমামত করলেন। (রুহুল বয়ান, পারা ১৫, আল আসরা', ১নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/১০৬-১১২, সংক্ষেপিত)

নামাযে আকসা মে থা এহিঁ ছিরইয়াঁ হুঁ মা'নিয়ে আওয়াল আখির
কেহ্ দস্ত বস্তা হে পীছে হাজির জু সালতানাত আগে গির গেয়ে থে
(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩২ পৃষ্ঠা)

যখন এখান থেকে বের হলেন তখন হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام শরাব ও দুধের দু'টি পেয়ালা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে পেশ করলেন, **তিনি**

দুধের পেয়ালা নিলেন। এটা দেখে হযরত জিব্রাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام বললেন: আপনি প্রকৃতকে পছন্দ করেছেন, যদি আপনি শরাবের পেয়ালা নিতেন তবে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেতো। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিয়ে উর্ধ্বাকাশে গমন করলেন, প্রথম আসমানে হযরত আদম عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাথে, দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা عَلَيۡهِمَا السَّلَام এর সাথে যারা দুজনেই খালাত ভাই ছিলো তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলো এবং কিছু কথাবার্তাও হলো। তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ عَلَيۡهِ السَّلَام, চতূর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস عَلَيۡهِ السَّلَام, পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন عَلَيۡهِ السَّلَام, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাৎ হলো, তিনি বায়তুল মামুরের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসে ছিলেন, যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করে। সাক্ষাতের সময় সকল পয়গম্বরগণ “খোশ আমদ! হে পূন্যাত্মা পয়গম্বর” বলে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগতম জানালেন। অতঃপর **তাঁকে** জান্নাতে ভ্রমন করানো হলো। এরপর তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে পৌঁছলেন। এই গাছটিতে যখন আনোয়ারে **ইলাহী**র প্রতিবিম্ব পড়লো তখন একেবারে এর আকৃতি বদলে গেলো এবং এতে রঙ বেরঙের নূরের দ্যুতি দৃষ্টি গোচর হলো যার অবস্থা মূখে বর্ণনা করা যাবে না। এখানে পৌঁছেই হযরত জিব্রাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام এই বলে দাঁড়িয়ে গেলো যে, এর আগে আমি যেতে পারবো না। এরপর **হক তাআলা তাঁকে** আরশ নয় বরং আরশেরও উপরে যতটুকু তিনি চেয়েছেন ডেকে নিয়ে দীদার দ্বারা ধন্য করেছেন এবং হিকমতে ভরা নির্জন স্থানে দান ও বাদান্যতার ঐ বার্তা আদান প্রদান হয়েছে যার সৌন্দর্য ও কমনীয়তা শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৩৪ পৃষ্ঠা)

কিছে মিলি ঘাঠ কা কিনারা কিধার সে গুজারা কাহা উতারা
ভরা জু মিসলে নজর তারারা ওহ আপনি আঁখো সে খোদ চুপি থি
খিরদ সে কেহদো কেহ্ ছর জুকালে গুমাঁ সে গুজরে গুজরনে ওয়ালে
পড়ে হে ইয়া খোদ জাহাত কো লালে কিসে বাতায়ে কিদার গেয়ে থে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** বিশেষ নৈকট্য অর্জন করলেন, এই নৈকট্যের মর্যাদাকে কোরআনে মজীদে এরূপ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন: "ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝"[১] সেখানে কি হলো, এটাও আমি এবং আপনাদের বিবেকের গন্ডি পেরিয়েও অনেক উর্ধ্বে।

অতঃপর যখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আধ্যাত্মিক জগত উত্তম রূপে পরিভ্রমন করলেন এবং আয়াতে **ইলাহী** পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন করে আসমান থেকে জমিনে তাশরীফ নিয়ে এসে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন এবং বোরাকে আরোহন করে মক্কায়ে মুকার্‌রমার দিকে রওনা হলেন। রাস্তায় তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কা পর্যন্ত সমস্ত এলাকা এবং কোরাইশদের কাফেলাও দেখলেন। এই সমস্ত ধাপগুলো অতিক্রম করে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে হারামে এসে পৌঁছলেন, যেহেতু এখনো রাতের অনেকাংশ বাকী ছিলো, তাই শুয়ে পরলেন।

খোদা কি কুদরত কেহ্ চাঁন্দ হক কে, কারোড়ো মঞ্জিল মে জলওয়া কর কে
আভি না তারোঁ কি ছাওঁ বদলী, কেহ্ নূর কে তড়কে আ'লিয়ে থে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

অতঃপর সকালে জাগ্রত হয়ে যখন রাতের ঘটনা তিনি কোরাইশদের সামনে বর্ণনা করলেন, তখন অভিজাত কোরাইশগন আশ্চার্য হয়ে গেলো, এমনকি অনেক অর্ন্তদৃষ্টিহীন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিথ্যাবাদী পর্যন্ত বললো এবং অনেকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করতে লাগলো, কেননা আধিকাংশ কোরাইশগণ বারবার বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছিলো এবং তারা এও জানতো যে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো বায়তুল মুকাদ্দাস যায়নি, এজন্য পরীক্ষামূলক তারা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজা জানালা এবং মেহরাব সম্পর্কে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন শুরু করলো। এই সময়

---

১ <u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: অতঃপর ওই জ্যোতি নিকটবর্তী হলো। অতঃপর খুব নেমে আসলো। অতঃপর ওই জ্যোতি ও এ মাহবুবের মধ্যে দু'হাতের ব্যবধান রইলো, বরং তদপেক্ষাও কম।" (পারা-২৭, সূরা নাজম, আয়াত-৮,৯)

আল্লাহ পাক মুহুর্তেই তাঁর নবুয়তের দৃষ্টির সামনে বায়তুল মুকাদ্দসের পুরো ভবনের নকশা মেলে ধরলেন। সুতরাং কোরাইশের কাফেরগণ **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রশ্ন করে যাচ্ছে আর তিনি ভবনটি দেখে দেখে সঠিক উত্তর দিতে থাকেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৩৫ পৃষ্ঠা, উদ্ধৃতি করা হয়েছে- বোখারী; কিতাবুস সালাত, কিতাবুল আম্বিয়া, কিতাবুত তাওহীদ, মেরাজ অধ্যায় ইত্যাদি, মুসলিম; মেরাজ ও শেফা অধ্যায়, ১/১৮৫ ও তাফসীরে রুহুল মাআনি, ১৫/৪-১০ ইত্যাদির সানর্মম)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজের ঘটনার সাক্ষ্য হচ্ছে ঈমানের পরীক্ষা, যে সংক্ষিপ্ত সময়ে জাগ্রতাবস্থায় স্বশরীরে আসমান ও আরশে আযীম পর্যন্ত বরং আরশেরও উপর লা মকান পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যাওয়া, বিবেকের গন্ডির বাইরে। একারণেই সেই লোকেরা যাদের অন্তর নূরে ঈমানী বিহীন তারা এই মহৎ ঘটনাটিকে না শুধু মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন বরং বিভিন্ন রকমের হাসি তামাশাও করেছেন, কিন্তু যাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রদিপ প্রজ্জলিত ছিলো তারা কোন চিন্তা বা দ্বিধা-দন্দের সম্মুখিন হয়নি এবং কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই এই মুজিযাকে স্বীকার করে নিলেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে,

মেরাজের সাক্ষ্যদানকারী সাহাবী

উম্মল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার ভ্রমন করানো হলো তখন **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পরদিন সকালে লোকেদের সামনে সেই সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলে, মুশরিকরা দৌড়ে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর নিকট গিয়ে বলতে লাগলো: "هَلْ لَكَ اِلٰى صَاحِبِكَ يَزْعُمُ اَسْرٰى بِهِ اللَّيْلَةَ اِلٰى بَيْتِ الْمُقَدَّس অর্থাৎ আপনি কি এই কথার সাক্ষ্য দিতে পারেন যা আপনার বন্ধু বলছে যে, রাতের মধ্যেই মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার ভ্রমন করেছেন?" তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বললেন: "**হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্যিই কি এরূপ

www.dawateislami.net

বর্ণনা করেছেন?” তারা বললো: “জি, হ্যাঁ।” তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: “ لَئِنۡ کَانَ قَالَ ذٰلِكَ لَقَدۡ صَدَقَ যদি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরূপ ইরশাদ করে থাকেন তবে নিঃসন্দেহে তিনি সত্যিই বলছেন।” এবং আমি **তাঁর** এই কথার উপর বিনা দ্বিধায় সাক্ষ্য দিচ্ছি। তারা বললো: “ اَوَ تُصَدِّقُهٗ اَنَّهٗ ذَهَبَ اللَّيۡلَةَ إِلٰى بَيۡتِ الۡمُقَدَّسِ وَجَاءَ قَبۡلَ اَنۡ يُصۡبِحَ؟ অর্থাৎ আপনি কি এই আশ্চর্যজনক বিষয়েও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি আজ রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস গেলেন, আবার সকাল হওয়ার পূর্বে ফিরে এলেন?” তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: “ نَعَمۡ! اِنِّىۡ لَاُصَدِّقُهٗ فِيۡمَا هُوَ اَبۡعَدُ مِنۡ ذٰلِكَ اُصَدِّقُهٗ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِىۡ غَدۡوَةٍ اَوۡ رَوۡحَةٍ জি হ্যাঁ! আমি তো **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আসমানী সংবাদও রাত দিন সাক্ষ্য দিচ্ছি।” যা নিঃসন্দেহে এই বিষয়ের চেয়েও বেশি আশ্চার্যের। ব্যাস এই ঘটনার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ‘সিদ্দিক’ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন।”

(মুস্তাদরিক, কিতাবু মা’রেফাতুস সাহাবা, ৪/২৫, হাদীস নং-৪৫১৫)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! কিরূপ পরিপূর্ণ ঈমান ছিলো হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর, যখন তিনি শুনলেন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরূপ এরূপ ইরশাদ করেছেন তখন এর উপর চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে নিলেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **আপনার প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ভালবাসা দান করুন এবং **তাঁর** সুন্নাতের উপর আমল করতঃ নিজের জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِين صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৬২

রহমতের ভান্ডার

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সাখাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: **হুযুরে দো'আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাক প্রেরণ করলো, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন, وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِائَةً এবং যে আমার প্রতি দশ বার দরূদ পাক প্রেরণ করলো, **আল্লাহ পাক** তার উপর একশটি রহমত অবতীর্ণ করেন, وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَائَةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَائَةً مِّنَ النَّار এবং যে আমার প্রতি একশ বার দরূদ পাক প্রেরণ করলো, **আল্লাহ পাক** তার দুচোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই বান্দা মুনাফেকী এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্ত, وَاَسْكَنَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاء এবং কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।" (আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! দরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর **খোদায়ে রহমানে**র কিরূপ অনুগ্রহ যে, কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে উঠাবে, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা যাতে আমাদের পাঠকৃত দরূদ শরীফ আমাদের মুক্তির উপায় হয়ে যায়।

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল হাসান বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট এই দোয়া করেছি: "হে **আল্লাহ!** আমি স্বপ্নে আবু সালিহ মুয়াজ্জিনকে দেখতে চাই।" সুতরাং আমার দোয়া কবুল হলো এবং আমি স্বপ্নে তাকে উত্তম অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: "হে আবু সালিহ!

আমাকে আপনার অবস্থা সম্পর্কে জানান।” তখন তিনি বললেন: “ !يَا اَبَاحَسَن كُنْتُ مِنَ الْهَالِكِيْنَ لَوْ لَا كَثْرَةُ صَلَاتِيْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হে আবুল হাসান! যদি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ না করতাম তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।”

(আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ২৬০ পৃষ্ঠা)

মেরা আ'মাল কা বদলা তো জাহান্নাম হি থা
মে তো জাতা মুঝে হুযুর নে জানে না দিয়া
(হাদায়িকে বখশীশ, ৬১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা অসংখ্য রহমত ও বরকত অর্জনের উপায় এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাযহাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের রীতিই হলো, তারা এই বরকত অর্জনের জন্য নিজেদের প্রত্যেক মাহফিলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালাম পাঠ করে থাকে।

আহলে সুন্নাতের নিদর্শন

হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন হোসাইন বিন আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُم ইরশাদ করেন: “عَلَامَةُ اَهْلِ السُّنَّةِ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা আহলে সুন্নাতের নিদর্শন।” (আল কওলুল বদী, ২য় অধ্যায়, ১৩১ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার** অশেষ দয়ায় সুন্নি সঠিক আক্বিদার মুসলমান আযানের পূর্বে, আযানের পর, জুমা'র নামাযের পর এবং অন্যান্য অনেক সময় ও সুযোগে দরূদ ও সালাম পাঠ করে থাকে এবং সৌভাগ্যবান অনেকের তো মৃত্যুর পরও মুখে দরূদ ও সালাম অব্যাহত থাকে।

মে ওহ সুন্নি হো জামিলে কাদেরী মরনে কে বাদ
মেরা লাশা ভি কাহেগা আস সালাতু আস সালাম
(কাবালায়ে বখশীশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

কোরআনে দরূদ ও সালামের একচ্ছত্র আদেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ধূর্ত ও প্রতারক শয়তান যেমন মুসলমানদের অন্যান্য নেক আমল থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, তেমনি আযানের পূর্বে ও পরে দরূদ সালাম সম্পর্কেও বিভিন্ন রকমের কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। কখনো বলে এটা বিদআত, অথবা কখনো এইভাবে আঘাত করে যে, হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কি আযানের পূর্বে দরূদ সালাম পাঠ করতেন?

মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাক** পারা ২২, সূরা আহযাব এর ৫৬ নং আয়াতে স্বাধীনভাবে (অর্থাৎ কোন প্রকার বাঁধা-ধরা নিয়ম ছাড়া) দরূদ পাঠ করা সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার প্রতি দরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো।

এবং প্রচলিত নিয়ম এটাই যে, "اَلْمُطْلَقُ یَجْرِیْ عَلٰی اِطْلَاقِهٖ মুতলাক তার ইতলাকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।" অর্থাৎ, যে বিষয়টি শরীয়াতে কোন প্রকার নিয়ম এবং শর্ত ছাড়াই বর্ণনা করা হয়েছে, তখন এতে নিজের পক্ষ থেকে কোন শর্ত বা নিয়ম লাগিয়ে দেয়া ঠিক নয়। যেহেতু **আল্লাহ পাক** কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম ছাড়াই দরূদ ও সালাম পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, এজন্যই তা আযানের পূর্বে পাঠ করা হোক বা আযানের পর অথবা দু'জায়গাতেই, কোরআনের এই আদেশের প্রতি আমল করার আওতায় পরে।

আযাঁ কিয়া জাহাঁ দেখো ঈমান ওয়ালো
পসে যিকরে হক যিকির হে মুস্তফা কা

(যওকে নাত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়া বিন যুবের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, বণী নাজ্জারের এক সাহাবীয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বললেন: "মসজিদে নববীর আশে পাশে যতগুলো ঘর রয়েছে তার মধ্যে আমার ঘর সবচেয়ে উচুতে। হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফযরের আযান এখান থেকেই দিতেন। তিনি পূর্বের রাত্রে ঘরের ছাদে এসে বসে থাকতেন এবং ফযর শুরু হওয়ার অপেক্ষা করতেন, যখন তা দেখতেন তখন অলসতা কাটিয়ে বলতেন: 'اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَحۡمَدُكَ وَاسۡتَعِيۡنُكَ عَلٰى قُرَيۡشٍ اَنۡ يُّقِيۡمُوۡا دِيۡنَكَ হে **আল্লাহ তাআলা!** আমি তোমার হামদ ও সানা বর্ণনা করছি, এবং কোরাইশদের জন্য তোমার সাহায্য প্রার্থণা করছি যেন তারা তোমার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে।' এর পর আযান দিতেন। সাহাবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বর্ণনা যে, **আল্লাহ পাকের** কসম! আমার জানা মতে এমন কোন রাত নেই যে, তিনি এরূপ বলেননি।"

(আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবুল আযান ফওকাল মানারাহ, ১/২১৯, হাদীস নং-৫১৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! হযরত সায়্যিদুনা বিলালে হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সর্বদা আযানের পুর্বে কোরাইশদের জন্য দোয়া সূচক বাক্য পাঠ করতেন। যখন আযানের পূর্বে কোরাইশদের জন্য দোয়া সূচক বাক্য পাঠ করা শুধূ জায়িয নয় বরং বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সুন্নাত, অতএব আযানের পূর্বে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য দোয়া করা অর্থাৎ দরূদ ও সালাম পাঠ করা নিঃসন্দেহে জায়িয বরং অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জনের উপায়।

কিসমত মুঝে মিল জয়ে বিলালে হাবশী কি
দম ইশ্‌কে মুহাম্মদ মে নিকাল জায়ে তো আচ্ছা হে

আযানের পর দরূদ শরীফ পাঠ করার প্রমাণ

মনে রাখবেন! আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করা যদিওবা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত নয় কিন্তু আযানের পরে দরূদ শরীফ পাঠ করার আদেশ তো **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন। যেমনটি **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " اِذَا سَمِعۡتُمُ الۡمُؤَذِّنَ فَقُوۡلُوۡا مِثۡلَ مَا يَقُوۡلُ ثُمَّ صَلُّوۡا عَلَىَّ فَاِنَّهٗ مَنۡ صَلّٰى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ بِهَا عَشۡرًا অর্থাৎ যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যেভাবে বলে তোমরাও

www.dawateislami.net

সেভাবে বলো, অতঃপর আমার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করো কেননা যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে **আল্লাহ্ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

(তিরমীযি, কিতাবুল মানাকিব আন রাসূলুল্লাহ্, বাব মা'যা ফি ফদ্বলুন নবী, ৫/৩৫৩, হাদীস নং-৩৬৩৪)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: “আযানের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত, অনেক মুয়াজ্জিন আযানের পূর্বেই দরূদ শরীফ পাঠ করে নেয়, এতে কোন সমস্যা নেই, তাদের উৎস হলো এই হাদীস শরীফ। হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: “ইকামতের সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত, মনে রাখবেন যে, আযানের পূর্বে বা পরে উচ্চ আওয়াজে দরূদ শরীফ পাঠ করাও জায়িয বরং সাওয়াব, অযথা নিষেধ করা যাবে না।” (মীরাত, ১/৪১১)

আযান এবং সালাত ও সালামের মধ্যে দূরত্ব রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বলেন: “আযান এবং ইকামতের পূর্বে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পাঠ করে দরূদ ও সালামের এই চারটি বচন পাঠ করুন।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا رَسُوۡلَ الله

وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا حَبِيۡبَ الله

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا نَبِيَّ الله

وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا نُوۡرَ الله

অতঃপর দরূদ সালাম ও আযানের মাঝখানে দূরত্ব রাখার জন্য এ ঘোষনাটি করুন, “আযানের সম্মানার্থে কথাবার্তা এবং কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে আযানের উত্তর প্রদান করুন এবং প্রচুর নেকী অর্জন করুন।” এরপর আযান দিন। দরূদ সালাম ও ইকামতের মাঝখানে এটা ঘোষনা করুন, “ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, মোবাইল ফোন থাকলে বন্ধ করে দিন।”

www.dawateislami.net

আল্লামা নাবহানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করার হিকমত এবং আযানের পূর্বে দরূদ ও সালামের শুরু কোন নেক ব্যক্তিত্ব করেছেন এবং কেন করেছেন আর কবে থেকে তা দুনিয়া জুরে মুসলমানদের রীতি হিসাবে চলে আসছে তার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “**আল কওলুল বদী**’তে রয়েছে, “আযানের পর মুয়াজ্জিনরা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা শুরু করেন এবং মুয়াজ্জিনগন সকালে ও জুমার আযানের পূর্বে পাঠ করতেন আর মাগরীবের আযানে সময় কম হওয়ার কারণে সাধারণত পাঠ করতেন না, এর শুরু মুসলমানদের প্রসিদ্ধ ও প্রিয় বাদশাহ, সিপাহ সালার সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শাসনামলে তাঁরই আদেশে হয়েছিলো। এবার রইলো তার পূর্বের কথা, তা হলো যে, যখন হাকীম বিন আব্দুল আযীযকে হত্যা করা হলো তখন তার বোন আদেশ দিলেন যে, তার (হাকীম বিন আব্দুল আযীয) ছেলে জহিরকে সালাম প্রেরণ করা হোক, তখন তার প্রতি এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা সালাম প্রেরণ করা শুরু হলো “اَلسَّلَامُ عَلَى الۡاِمَامِ الطَّاهِر” অতঃপর এরপর থেকে পরবর্তী খলিফাদের মধ্যে এই সালামের রীতি প্রচলিত হয়ে গেলো, অবশেষে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই প্রচলিত রীতিটি বন্ধ করে দেন এবং এর পরিবর্তে **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালামের রীতি চালু করেন।” (সা’আদাতুদ দারাঈন, ৫ম অধ্যায়, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুমন্ত্রণা ও এর উত্তর

কুমন্ত্রণা: “যেহেতু আযানের পূর্বে দরূদ ও সালাম পাঠ করা রিসালাতের যুগে প্রচলিত ছিলো না, এ কারণে এটা বিদআত এবং নাজায়িয।”

উত্তর: এই কুমন্ত্রণার উত্তর দিতে গিয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বলেন: “যদি এ নিয়ম মেনে নেয়া হয় যে, যে সমস্ত কাজ ঐ

www.dawateislami.net

যুগে ছিল না, তা এখন করা মন্দ বিদআত (বিদআতে সাইয়া) ও গুনাহ্, তবে বর্তমান যুগের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে যাবে, অগণিত উদাহরণ সমূহ হতে শুধুমাত্র ১২টি উদাহরণ উপস্থাপন করছি যে, এ সমস্ত কাজ সেই বরকতময় যুগে ছিল না অথচ তা বর্তমানে সবাই গ্রহণ করে নিয়েছে:

(১) কুরআনে পাকে নুকতা ও হারাকাত হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৯৫ হিজরিতে প্রদান করেছেন। (২) তিনিই আয়াতের সমাপ্তির চিহ্ন স্বরূপ আয়াতের শেষে নুকতা প্রদান করেছেন, (৩) কুরআনে পাক মুদ্রণ করেছেন, (৪) মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে ইমাম সাহেব দাঁড়ানোর জন্য সিড়ি বিশিষ্ট মেহরাব প্রথমে ছিল না, ওয়ালীদ মারওয়ানীর যুগে সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ এটা তৈরী করেন। বর্তমানে কোন মসজিদ মেহরাব বিহীন নেই। (৫) ছয় কলেমা, (৬) ইলমে সরফ ও নাহু, (৭) ইলমে হাদীস এবং হাদীসের প্রকারভেদ, (৮) দরসে নিজামী, (৯) শরীয়াত ও তরীকতের চারটি ছিলছিলা, (১০) মুখে নামাযের নিয়্যত বলা, (১১) উড়োজাহাজের মাধ্যমে হজ্জে গমন, (১২) আধুনিক অস্ত্র দ্বারা জিহাদ, এ সমস্ত বিষয় ঐ বরকতময় যুগে ছিল না কিন্তু বর্তমানে কেউ এগুলোকে গুনাহ্ বলে না, তাহলে আযান ও ইকামাতের পূর্বে **প্রিয় আকা** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা কেন মন্দ বিদআত ও গুনাহের কাজ হয়ে গেল! মনে রাখবেন! কোন বিষয় না জায়িয বা অবৈধ হওয়ার কোন প্রমাণ না থাকাটাই স্বয়ং জায়িয বা বৈধ হওয়ার প্রমাণ। নিশ্চয়ই শরীয়াতের নিষেধাজ্ঞা নেই এমন সব নতুন বিষয় বিদআতে হাসানা এবং মুবাহ অর্থাৎ উত্তম বিদআত ও বৈধ। আর এটা অবশ্য স্বীকৃত বিষয় যে, আযানের পূর্বে দরূদ পাঠ করাকে কোন হাদীসের মধ্যে নিষেধ করা হয় নাই। সুতরাং নিষিদ্ধ না হওয়াটাই স্বয়ং **মদীনার তাজওয়ার, নবীদের সরওয়ার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং **মুসলিম শরীফের** অধ্যায় "কিতাবুল ইলম" এর মধ্যে **দো-জাহানের সুলতান, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

www.dawateislami.net

“مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ كُتِبَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে কোন ভাল প্রথা চালু করে এবং এরপরে এ প্রথানুযায়ী আমল করা হয় তবে এ প্রথানুযায়ী আমলকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব তার (অর্থাৎ এ প্রথা চালুকারীর) আমলনামাতে লিখে দেয়া হবে এবং আমলকারীর সাওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না।” (মুসলিম, কিতাবুল ইলম, ১৪৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০১৭)

উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা চালু করে সে মহান সাওয়াবের অধিকারী। সুতরাং নিঃসন্দেহে যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আযান ও ইকামাতের পূর্বে দরূদ ও সালামের প্রথা চালু করেছেন তিনিও সাওয়াবে জারিয়্যার অধিকারী, কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান এ প্রথানুযায়ী আমল করতে থাকবে সে সাওয়াব পাবে এবং এ প্রথা চালুকারীও সাওয়াব পেতে থাকবেন তবে উভয়ের সাওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না।

(নামাযের আহকাম, ফয়যানে আযান অধ্যায়)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে সর্বদা **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করতঃ নিজের জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ান নম্বর ৬৩

জুমার দিনে দরূদে পাকের ফযীলত

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শাফায়াত মূলক ইরশাদ হচ্ছে: "مَنۡ صَلّٰی عَلَیَّ یَوۡمَ الۡجُمُعَۃِ کَانَتۡ لَہٗ عِنۡدِیۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ যে ব্যক্তি জুমার দিনে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত আমার দয়াময় জিম্মায় থাকবে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১/২৫৫, ১ম অংশ, হাদীস নং- ২২৩৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা, দুনিয়ার সকল কিছু **তাঁরই** সৃষ্টি, যদি আমরা আমাদের চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে অনুমান করতে পারবো যে, জ্বিন ও মানুষ, মাটির জমিন এবং নীলাকাশ, সুবিশাল মরুভুমি, সতেজ উম্মুক্ত মাঠ, মনোরম বাগান, শষ্য শ্যামল ক্ষেত, উজ্জল নক্ষত্র, সুন্দর চন্দ্র কিরণ, আলোকিত সূর্য, অসাধারণ খণিজ সম্পদ, বিভিন্ন পদার্থ এবং অসংখ্য জীব-জন্তু **আল্লাহ তাআলারই** সৃষ্ট, যেমনটি পারা ২৪ সূরা আয যুমার এর ৬২ নং আয়াতে **রব তাআলার** ফরমান হচ্ছে:

اَللّٰہُ خَالِقُ کُلِّ شَیۡءٍ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এই সকল সুন্দর বস্তু সমূহ সৃষ্টি করে পুরো দুনিয়াকে সৌন্দর্য মন্ডিত করেছেন এবং সমস্ত বিশ্ব মন্ডলের সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে সৌন্দর্য দান করেছেন। তাঁর সৌন্দর্যের অবস্থা এমন ছিলো যে, যখন মিশরের মহিলারা তাঁকে দেখলো, তখন তাঁর সৌন্দর্যে এমন ভাবে হারিয়ে গেলো যে,

www.dawateislami.net

আত্মভোলা হয়ে নিজের আঙ্গুল কেটে ফেললো। এই ঘটনাটি কোরআনে পাকে এই শব্দসমষ্টি দ্বারা বর্ণনা করেন:

فَلَمَّا رَاَيۡنَهٗۤ اَكۡبَرۡنَهٗ وَ قَطَّعۡنَ اَيۡدِيَهُنَّ وَ قُلۡنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيۡمٌ ﴿۳۱﴾

(পারা-১২, সূরা ইউসূফ, আয়াত-৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন নারীরা ইউসুফকে দেখলো তখন তারা তার মহত্ব বর্ণনা করতে লাগলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো আর বললো, ‘**আল্লাহ**রই জন্য পবিত্রতা, এটাতো মানব জাতির কেউ নয়, এটাতো নয়, কিন্তু কোনো সম্মানিত ফিরিশতা!’

হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **“খাযায়িনুল ইরফান”**এ এই আয়াতে কারীমার তাফসীরে লিখেন: “কেননা, তারা সেই বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সৌন্দর্যের পাশাপাশি নবুয়ত ও রিসালতের আলো, বিনয় ও নম্রতার চিহ্নসমূহ এবং বাদশাহ সূলভ ভয় ও ক্ষমতা এবং সুস্বাদু খাদ্য ও সুন্দরী নারীদের দিক থেকে অনাসক্তির অবস্থাও দেখলো এবং বিস্ময়াভিভূত হলো এবং তাঁর মহত্ব ও ভয়ে তাদের অন্তর ভরে উঠলো এবং তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিলো যে, সেই নারীরাও আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের অন্তর হযরত ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام এর প্রতি এমন ভিবোর হয়ে গিয়েছিলো যে, হাত কাটার কষ্ট মোটেই অনুভব হয়নি।”

এটাতো ছিলো হযরত সায়্যিদুনা ইউসূফ عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সৌন্দর্যের অবস্থা। যাকে সমস্ত সৃষ্টি থেকেও বেশি সৌন্দর্য দান করা হয়েছিলো। কিন্তু মনে রাখবেন যে, এই বিশ্ব ভ্রম্মান্ডে এমন এক মহান ব্যক্তিত্বও আছেন, যিনি হযরত সায়্যিদুনা ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام এর চেয়েও বেশি সুন্দর। সেই শ্রেষ্ট সৌন্দর্যের আধার হলো **হাবীবে পরওয়ার দীগার, হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যার সৌন্দর্য ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام এর থেকেও

www.dawateislami.net

বেশি। হযরত ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام সৌন্দর্যের একটি অংশ লাভ করেছিলেন এবং **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমস্ত সৌন্দর্যই দান করা হয়েছে।

হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাফজ আবু নাঈম থেকে উদ্ধৃতিতে বলেন: "হযরত ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام কে সমস্ত আম্বিয়া ও মুরসালিন عَلَيۡهِمُ السَّلَام বরং সকল সৃষ্টি থেকেও বেশি সৌন্দর্য দান করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের **নবী** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন সৌন্দর্য দান করা হয়েছে যা কাউকেও দান করা হয়নি। হযরত ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام কে সৌন্দর্যের একটি অংশ দান করা হয়েছিলো এবং **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমস্ত সৌন্দর্যই দান করা হয়েছে।

সবছে ছে বা'লা ও ওয়ালা হামারা নবী — সব ছে আওলা ও আলা হামারা নবী
আউর রাসূলোঁ ছে আলা হামারা নবী — খলক ছে আউলিয়া আউলিয়া ছে রাসূল
ওহ মলিহে দিল আ'রা হামারা নবী — হুচন খাতাহে জিস কি নমক কি কসম

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ১৩৮)

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন:

"فَلَوْ سَمِعُوْا فِیْ مِصْرَ اَوْصَافَ خَدِّهٖ   لَمَا بَذَلُوْا فِیْ سَوْمِ يُوْسُفَ مِنْ نَقْدٍ"

অর্থাৎ যদি **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক মুখমন্ডলের গুনাবলী মিশরবাসী শুনতো তবে হযরত ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام এর মূল্য নির্ধারণে ধন সম্পদ ব্যয় করতো না।

"لَوَاحِیْ زُلَيْخَا لَوْرَاَيْنَ جَبِيْنَهٗ   لَاٰثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوْبِ عَلَی الْاَيْدِی"

অর্থাৎ যদি জুলেখাকে নিন্দাকারী মহিলারা **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী ললাট মুবারক যিয়ারত করতো তবে হাত কাটার পরিবর্তে নিজের অন্তর কাটাকে প্রাধান্য দিতো। (যুরকানী আলাল মওয়াহেব, আয়েশাতু উম্মুল মুমিনিন, ৪/৩৯০)

হুসনে ইউসূফ পে কাটি মিসর মে আঙ্গুশত যানাঁ
সর কাটা থে হে তেরা নাম পে মরদানে আরব

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب!   صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যেভাবে চারিত্রিক উৎকর্ষতায় সকল পূর্ব ও পরবর্তীদের মধ্যে বৈশিষ্টময় এবং উত্তম বানিয়েছেন, তেমনি **তাঁর** সুন্দর অবয়বেও অতুলনীয় বানিয়েছেন। আমি এবং আপনারা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতুলনীয় শানকে কিভাবেই বা বুঝবো? সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان যারা দিন রাত সর্বদা নবুয়তের সুন্দর জ্যোতী দেখতেই থাকতেন, তাঁরা **মাহবুবে খোদা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতুলনীয় শ্রেষ্টত্ব ও উৎকর্ষতাকে যে শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন তা উপস্থাপন করা হলো।

হুযুরের সৌন্দর্যতা

হযরত সায়্যিদুনা বারা' বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "كَانَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اَحۡسَنَ النَّاسِ وَجۡهًا وَاَحۡسَنَهٗ خُلُقًا অর্থাৎ **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল মানুষের চেয়ে সৌন্দর্যময় এবং সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলো।"

(বোখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু সিফতুন নবী, ২/৪৮৭, হাদীস নং-৩৫৪৯)

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: "كَانَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) اَحۡسَنَ النَّاسِ وَجۡهًا وَاَنۡوَرَهُمۡ لَوۡنًا" **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে বেশি সুন্দর এবং উজ্জল বর্ণের ছিলেন।" তিনি আরো বলেন: "لَمۡ يَصِفۡهُ وَاصِفٌ قَطُّ اِلَّا شَبَّهَ وَجۡهَهٗ بِالۡقَمَرِ لَيۡلَةَ الۡبَدۡرِ অর্থাৎ যারাই **তাঁর** সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, তারাই **তাঁকে** চৌদ্দ তারিখের চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন। "وَكَانَ عَرَقُهٗ فِيۡ وَجۡهِهٖ مِثۡلَ اللُّؤۡلُؤِ অর্থাৎ **তাঁর** ঘামের ফোঁটা নূরানী চেহারায় মুক্তার দানার মতো মনে হতো।"

(আল খাসায়িসূল কোবরা, ১/১১৫)

চেহারা মুবারকের ঔজ্জল্যতা

হযরত সায়্যিদুনা কা'আব বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "وَكَانَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم إِذَا سُرَّ اِسۡتَنَارَ وَجۡهُهٗ حَتّٰى كَاَنَّهٗ قِطۡعَةُ قَمَرٍ অর্থাৎ যখন

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনন্দিত হতেন তখন নূরানী চেহারা খুশিতে দীপ্তি ছড়াতো এবং এমন লাগতো যেন চাঁদের টুকরো।”

(বোখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু সিফতুন নবী, ২/৪৮৮, হাদীস নং-৩৫৫৬)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم كَاَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِىْ عَلٰى وَجْهِهٖ অর্থাৎ আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি সুন্দর আর কাউকে দেখিনি, যেন এমন মনে হয় যে, সূর্য **তাঁর** চেহারায় পরিচালিত হচ্ছে।”

(মিশকাত, কিতাবুল ফাযায়িল, বাব ফাযায়িলে সায়্যিদিল মুরসালিন, ২/৩৬২, হাদীস নং-৫৭৯৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আপন আপন ভাষায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, কেউ চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন বা সূর্যের সাথে, এটা শুধুমাত্র বুঝানোর জন্যে, কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য তো অতুলনীয়।

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা যাবির বিন সামুরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “একবার আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চাঁদনী রাতে দেখলাম, আমি একবার চাঁদের দিকে দেখছিলাম আর একবার **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দিকে দেখছিলাম, তখন আমার চোখে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা চাঁদের চেয়েও বেশি সৌন্দর্য মন্ডিত দেখাচ্ছিলো।”

(আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া, মা'যা ফি খলকি রাসূলিল্লাহ্ ﷺ, ২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯)

নূর কি খয়রাত লেনে দৌড়তি হে মেহের ও মাহ
উঠতি হে কিস শান সে গরদে সাওয়ারী ওয়াহ ওয়াহ

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

ইয়ে জু মেহের মাহ পে হে ইতলাক আ'তা নূর কা
ভিক তেরে নাম কি হে ইসতিআরা নূর কা

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতে এবং এছাড়াও অধিকাংশ রেওয়ায়াতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নূরানী চেহারাকে

www.dawateislami.net

চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন, অথচ সূর্যের আলো চাঁদের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে, এর অর্ন্তনিহিত বিষয় হচ্ছে যে, চাঁদ পুরো পৃথিবীকে তার ঔজ্জল্য দিয়ে ভরে দেয় এবং প্রত্যক্ষকারীর এতে প্রেমানুভূতি সৃষ্টি হয়, আর কোন কষ্ট ছাড়াই তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, যেহেতু সূর্যে এসব সম্ভব নয় কেননা তা দেখাতে অত্যধিক আলোর কারণে চোখ ঝলসে যায়।

(যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, আল মাকসাদুস সালেস, ৫/২৫৮)

মনে রাখবেন! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেই সৌন্দর্যকে চাঁদ ও সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন, তা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য নয়, যদি **তাঁর** পরিপূর্ণ সৌন্দর্য মানুষের সামনে প্রকাশ হয়ে যেতো তবে চোখ তা দেখার সামর্থ হারাতো।

তিনি যদি উপস্থিত হন, তবে কে দেখার আছে

আল্লামা যুরকানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইমাম কুরতুবি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ থেকে উদ্ধৃতি করেন: "**হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য আমাদের কাছে প্রকাশ হয়নি, যদি **তাঁর** পরিপূর্ণ সৌন্দর্য আমাদের কাছে প্রকাশ হতো তবে আমাদের চোখ এই কমনীয় ঔজ্জ্বল্যতা সহ্য করতে পারতো না।"

(যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, আল মাকসাদুস সালেস, ৫/২৪১)

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দীস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "আমার সম্মানিত পিতা শাহ আব্দুর রহমান সাহেব **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখে আরয করলেন: "ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام কে দেখে মিশরের মহিলারা হাত কেটে ফেলেছিলো এবং অনেক লোক তাঁকে দেখে মরে যেতো কিন্তু আপনাকে দেখে কারো এমন অবস্থা হয়নি।" তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমার সৌন্দর্য মানুষের দৃষ্টি থেকে **আল্লাহ পাক** মর্যাদাবোধের কারণে লুকিয়ে রেখেছে এবং যদি প্রকাশিত হয়ে যায় তবে মানুষের অবস্থা তার চেয়ে বেশি হবে যা ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام কে দেখে হতো।" (যিকরে জামীল, ৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ইক ঝলক দেখনে কি তা'ব নেহী আ'লম কো
ওহ আগর জলওয়া করেঁ কোন তামাশায়ি হো
(যওকে নাত, ১৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ সৌন্দর্য ও গুনাবলী দ্বারা ধন্য করেছেন, যদি আমরা আমাদের মুখে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা ও সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে চাই বা **তাঁর** সৌন্দর্যকে লিপিবদ্ধ করতে চাই তবে কাগজে পাতা কম পরে যাবে, আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তবুও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল গুনাবলী বর্ণনা করার হক আদায় হবে না। যেমনটি

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তার প্রসিদ্ধ নাতেরগ্রন্থ **"হাদায়িকে বখশীশ"** এর একটি কালামে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসীত গুনাবলী সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে এই বিষয়টির বারবার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুনাবলীসমূহ সংখ্যায় গনণা করার মতো নয়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুনাবলী বর্ণনা করে তা সমস্ত গুনাবলী রূপে বলে দেয়া আমার নিকট দোষনীয়, কেননা **তাঁর** গুনাবলী তো চুরান্তভাবে গনণাই করা যাবে না, সুতরাং আরয করলেন:

তেরে তো ওসফ এয়ব তনাহি সে হে বড়ি
হায়রাঁ হোঁ মেরে শাহ মে কিয়া কিয়া কাহোঁ তুঝে
কেহ লে গি সব কুছ উন কে ছানা খোয়াঁ কি খা'মিশি
চুপ হো রাহা হে কেহকে মে কিয়া কিয়া কাহোঁ তুঝে
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুনাবলী ও উৎকর্ষতা বর্ণনা করার হক আদায় করতে পারবো না কিন্তু **তাঁর** আলোচনার বরকত অর্জন করার জন্যে **তাঁর** কিছু মুবারক অঙ্গ সৌবিষ্ট এবং

www.dawateislami.net

সৌন্দর্যের আলোচনা শুনে নিজের জন্য রহমত এবং বরকতের ভান্ডার কুরিয়ে নিই।

শরীর মুবারক

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা হচ্ছে যে, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীর মুবারকের রঙ ফর্সা ছিলো। দেখে এমন মনে হতো যে, যেন **তাঁর** মুবারক শরীর চাঁদনী ঢেলে বানানো হয়েছে।

(শামাঈলে মুহাম্মদীয়া, বাব মা'যা ফি খলকি রাসূলিল্লাহ্ ﷺ, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১)

আকৃতি মুবারক

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা হচ্ছে যে, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক লম্বা ছিলেন না বেটেও না, বরং **তিনি** মধ্যম আকৃতির ছিলেন এবং **তাঁর** পবিত্র দেহ অত্যন্ত সুন্দর ছিলো, যখন **তিনি** পথ চলতেন তখন সামান্য ঝুঁকে চলতেন।

(শামাঈলে মুহাম্মদীয়া, বাব মা'যা ফি খলকি রাসূলিল্লাহ্ ﷺ, ১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২)

পবিত্র চুল মুবারক

হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুয়ে মুবারক (চুল মুবারক) বেশি কোকঁড়ানোও ছিলোনা, আবার বেশি সোজাও ছিলোনা বরং এ দু'টির মধ্যবর্তী ছিলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চুল প্রথমে কানের লতি পর্যন্ত ছিলো, পরে মুবারক কাঁধ পর্যন্ত সুন্দর কেশরাজি ঝুলে থাকতো, কিন্তু বিদায় হজ্বের সময় **তিনি তাঁর** মুবারক চুল সমূহ মুন্ডিয়ে নিলেন। আলা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَيۡه **তাঁর** পবিত্র চুলের এই তিনটি আকারকে নিজের দুটি পংতিতে খুবই সুশ্রী ও সুন্দর ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন:

গোশ তক সুনতে থে ফরিয়াদ আব আয়ি তা দোশ　　কেহ বিনী খানা বদোশোঁ কো সাহারে গেসো
আখিরে হজ্ব গমে উম্মত মে পেরেশান হো কর　　তেরা বখতোঁ কি শাফায়াত কো সুধারে গেসো

(হাদায়িকে বখশীশ, ১১৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

নূরানী চক্ষু মুবারক

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চোখ দু'টি বড় এবং কুদরতি ভাবে সুরমা লাগানোবস্থায় ছিলো। পলকগুলো ঘন এবং বিস্তৃত ছিলো। চোখের মণির রঙ ঘন কালো এবং সাদা অংশ শুভ্র সাদা ছিলো, যাতে সুক্ষ্ম লাল রেখা ছিলো। (শামাঈলে মুহাম্মদীয়া, বাব মা'যা ফি খলকি রাসূলিল্লাহ্ ﷺ, পৃষ্ঠা ১৯, হাদীস নং-৬)

তাঁর পবিত্র চোখ মুবারকের এই বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, **তিনি** একই সময়ে সামনে-পেছনে, ডানে-বায়ে, উপরে-নীচে, দিন-রাত, অন্ধকার বা আলোতে একই ভাবে দেখতেন। (খাসায়িসুল কোবরা, বাবুল মু'জাযাতুল খাসায়িস, ১/১০৪। আল মাওয়াহিবুদ দুনিয়া ওয়া শরহুয যুরকানী, আল ফসলূল আউয়াল ফি কামালে খালকাতাহু, ৫/২৬৩,২৬৪)

শশ জাহাত সমত মুকাবেল শব ও রোজ এক হি হাল
ধুম "ওয়াল নজম" মে হে আ'প কি বীনায়ি কি
ফরশ তা আরশ সব আয়েনা যামায়ির হাজির
বস কসম কায়ে উম্মি তেরী দানায়ি কি
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

মুখ মুবারক

হযরত হিন্দ বিন আবি হালা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ এর বর্ণনা হচ্ছে যে, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কপোল (গাল) মুবারক নরম, কোমল এবং মসৃণ ছিলো, **তাঁর** মুখ চওড়া এবং দাঁত প্রশস্ত ও উজ্জল ছিলো। যখন **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথাবার্তা বলতেন তখন **তাঁর** সামনের দু'পাটি দাঁতের মাঝখান থেকে নূর বের হয়ে আসতো এবং যখন **তিনি** কখনো অন্ধকারে মুচকি হাসতেন তখন দাঁত মুবারকের ঔজ্জ্বল্যতায় আলোকিত হয়ে যেত।

(শামাঈলে মুহাম্মদীয়া, বাব মা'যা ফি খলকি রাসূলিল্লাহ্ ﷺ, পৃষ্ঠা ২৭, হাদীস নং-১৪)

ওহ দহন জিস কি হার বা'ত ওহীয়ে খোদা
চশমায়ে ইলম ও হিকমত পে লাখো সালাম
(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায় যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলো কুদরতি নৈপূন্যের সর্বোচ্চ নমুনা, ঐশ্বরিক সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার শ্রেষ্ট বহিঃপ্রকাশ এবং নিখূত সৌন্দর্যে অতুলনীয়, পূর্বে ও পরে এরূপ না কেউ ছিলো, না আছে, না হবে। আমাদেরও উচিৎ এমন সুশ্রী মনমোহিনী **আক্বা** صَلَّی اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সর্বদা গুণকিত্তন করতে থাকা এবং নিজের জীবনকে **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত অনুযায়ী অতিবাহিত করা। সুন্নাতের প্রতি আমল করার উৎসাহ পাওয়ার জন্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতির মানষিকতা সৃষ্টির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে কতযে বদমাযহাব তাওবা করে সত্যিকার আশিকে রাসূল হয়ে গেছে। সুতরাং এরই প্রেক্ষিতে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি।

সত্যের সন্ধানী

উজিরাবাদ (গুজরাঁওয়ালা, পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত বর্ণনার সারাংশ: আমি আক্বিদা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলাম, সত্য মাযহাবের সন্ধানে আমি ঘুরতে লাগলাম, কিন্তু আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে কোন মাযহাবটি হক? এমনকি আমি মসজিদে নামায পড়াও ছেড়ে দিলাম। তখন ঘরেই নামায পড়ে নিতাম। কিছুদিন এর ধারাবাহিকতা বজায় ছিলো, পরে মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেবের বুঝানোর কারণে আবার মসজিদে নামায পড়তে লাগলাম, একদিন মসজিদে কিছু ইসলামী ভাই আমাকে অন্তরের প্রশান্তি অর্জনের জন্য সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার উৎসাহ প্রদান করলে আমি ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা শুরু করলাম। ইজতিমায় অনুষ্ঠিত কোরআনে পাকের তিলাওয়াত, নাত, বয়ান এবং শেষে আবেগাপ্লুত দোয়া ধীরে ধীরে আমার মনের মরিচা দূর করে আমার অন্তরকে ইশ্‌কে রাসূলে ভরে দিলো। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সত্য হওয়ার বিষয়টি আমার কাছে প্রকাশ পাচ্ছিলো। আমি জীবনে প্রথমবার

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর আয়োজিত ৩০দিনের সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম এবং আমার অর্ধ আলোকিত সূর্য পুরোপুরি আলোকিত হয়ে গেলো যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই সত্যের উপর রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন আমার অন্তরে প্রশান্তি অর্জিত হয়েছে। এখন আমি না শুধু মসজিদে নামায পড়ছি বরং ফয়যানে সুন্নাতের দরসেরও সৌভাগ্য অর্জিত হচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা সহকারে দরূদ ও সালামের উপহার প্রেরণ করার তৌফিক দান করুন, গুনাহ থেকে বেঁচে নেককাজ করা এবং **তাঁর** প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করে আজীবন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ্

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ**র সাথে শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণী হত্যা করা আর মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ্।" (বুখারী, ৪/২৯৫, হাদীস: ৬৬৭০)

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	আল্লাহ্ পাকের বাণী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কানযুল ঈমানের অনুবাদ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, মৃত্যু ১৩৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
দুররে মুনসুর	ইমাম জালালুদ্দিন বিন আবি বকর সুয়ুতি, মৃত্যু ৯১১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩ হিঃ
তাফসীরে তাবরী	ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবরী, মৃত্যু ৩১০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
তাফসীরে কবীর	ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হুসাইন রাজী, মৃত্যু ৬০৬ হিঃ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
রুহুল বয়ান	মৌলভী আল রুম শায়খ ইসমাঈল হক্কী বারোসী, মৃত্যু ১১৩৮ হিঃ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
লিল বাব ফি উলুমিল কিতাব	আবুল হাফস ওমর বিন আলী ইবনে আদিল হাম্বলী, মৃত্যু ৮৮০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১৯ হিঃ
খাযায়িনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল মুফতী নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী, মৃত্যু ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কাওসারুল খাইরাত	হযরত আল্লামা মাওলানা আশরাফ সিয়ালভী, মৃত্যু ১৪৩৪ হিঃ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
সহীহ বোখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বোখারী, মৃত্যু ২৫৬ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হিজাজ কুশাইরী, মৃত্যু ২৬১ হিঃ	দারু ইবনে হাজম, ১৪১৯ হিঃ
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, মৃত্যু ২৭৯ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
সুনানে ইবনে মাজাহ্	আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন যায়িদ ইবনে মাজাহ, মৃত্যু ৬৭৩ হিঃ	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশ'আশ সাজাস্তানি, মৃত্যু ৬৭৫ হিঃ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলী মুত্তাকী বিন হিশামুদ্দিন হিন্দী, মৃত্যু ৯৭৫ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
জামেউছ ছগীর	ইমাম জালালুদ্দিন বিন আবি বকর সুয়ুতি, মৃত্যু ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৫ হিঃ
মিশকাতুল মাসাবিহ	আল্লামা ওয়ালীউদ্দীন তিবরীযি, মৃত্যু ৭৪২ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
মজমুয়ায যাওয়ায়েদ	হাফেজ নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবি বকর হাশেমী, মৃত্যু ৮০৭ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
মু'জাম কাবির	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী, মৃত্যু ৩৬০ হিঃ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ
আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, মৃত্যু ২৪১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাঈন বিন আলী বায়হাকী, মৃত্যু ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
জমউল জাওয়ামে	ইমাম জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান সুয়ুতি শাফেয়ী, মৃত্যু ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ

www.dawateislami.net

আল ইহ্সান বিতারতিবে ছহীহ্ ইবনে হাবান	আল্লামা আমীর আলাউদ্দীন আলী বিন বলবান ফারেসী, মৃত্যু ৮৩৯ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৭ হিঃ
মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম সানআয়ী, মৃত্যু ২১১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
মু'জামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী, মৃত্যু ৩৬০ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসনাদে আবি ইয়ালা	আবু ইয়ালা আহমদ বিন আলী বিন মসনী মুসলী, মৃত্যু ৩০৭ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
আল মুসতাদরাক	আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ হাকিম নিশাপুরী, মৃত্যু ৪০৫ হিঃ	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
আত তারগীব ওয়াত তারহীব	ইমাম যাকীউদ্দীন আব্দুল আযিম বিন আব্দুল কাভী মানযারী, মৃত্যু ৬৫৬ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
শরহুস সুন্নাহ্	ইমাম আবু মুহাম্মদ আল হোসাইন বিন মাসউদ বাগভী, মৃত্যু ৫১৬ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ
আল মু'সুয়াতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া	ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ কুরশী, মৃত্যু ২৮১ হিঃ	মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬ হিঃ
কাশফুল খাফা	শায়খ ইসমাইল বিন মুহাম্মদ আ'জলুনি, মৃত্যু ১১৬২ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ
ফতহুল বারী	হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী, মৃত্যু ৮৫২ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
উমদাতুল কারী	ইমাম বদরুদ্দিন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনি, মৃত্যু ৮৫৫ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
মিরকাতুল মাফাতিহ্	আল্লামা মোল্লা আলী বিন সুলতান ক্বারী, মৃত্যু ১০১৪ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
মিরাতুল মানাজিহ	হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, মৃত্যু ১৩৯১ হিঃ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
নুযহাতুল কারী	মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী, মৃত্যু ১৪২০ হিঃ	ফরিদ বুক স্টল, লাহোর
ফয়যুল কদির	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভি, মৃত্যু ১০১৩ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ
আল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়্যা	শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন মুহাম্মদ কস্তুলানী, মৃত্যু ৯২৩ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
আল খাসাইচুল কোবরা	ইমাম জালালুদ্দিন বির আবি বকর সুয়ূতী, মৃত্যু ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
হিলিয়াতুল আউলিয়া	হাফেয আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ্ আসফাহানি, মৃত্যু ৪৩০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
আর রিয়াযুন নাযারা ফি মানাকিবিল আশারা	ইমাম শায়খ আবু জাফর আহমদ আশ শাহীর আত তাবরী, মৃত্যু ৬৯৪ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মাদারিজুন নবুয়ত	শায়খুল মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, মৃত্যু ১০৫২ হিঃ	মারকায আহলে সুন্নাত, বারাকাত রযা, হিন্দ
নাসিমুর রিয়ায	শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ওমর খাফাজি, মৃত্যু ১০২৯ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
আশ শিফা বিতারিফিল হুকুকুল মুস্তফা	আল কাযী আবুল ফযল আয়ায মালেকী, মৃত্যু ৫৪৪ হিঃ	মারকায আহলে সুন্নাত, বারাকাত রযা, হিন্দ, ১৪২৩ হিঃ
সীরাতে মুস্তফা	মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী, মৃত্যু ১৪০৬ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ফাতাওয়ায়ে হামীদিয়া	মাওলানা হামিদ রযা খাঁন, মৃত্যু ১৩৬২ হিঃ	যাওইয়া পাবলিকেশন্স, লাহোর

www.dawateislami.net

দুররে মুখতার	মুহাম্মদ বিন আলী প্রকাশ আলাউদ্দিন হাচকাফী, মৃত্যু ১০৮৮ হিঃ	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
আল হাভী লিল ফাতাওয়া	ইমাম জালালুদ্দিন বির আবি বকর সুয়ুতী, মৃত্যু ৯১১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
নুরূল ইযাহ মাআ মারকিইল ফালাহ	হাসান বিন আম্মার বিন আলী আল মিসরী আশ শারনিবলালী, মৃত্যু ১০৬৯ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, মৃত্যু ১৩৪০ হিঃ	রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
মালফুযাত	মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন কাদেরী, মৃত্যু ১৪০২ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
বাহারে শরীয়ত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী, মৃত্যু ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আস সাওয়ায়েক আলা মাহরাকা	হাফেয আহমদ বিন হাজর মক্কী হায়তামী, মৃত্যু ৯৭৪ হিঃ	মুলতান, পাকিস্তান
আত তাবকাতুল কুবরা	আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানী, মৃত্যু ৯৭৩ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকীন	সায়্যিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হোসাইনি জুবাইদি, মৃত্যু ১২০৫ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
আজ্জাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির	আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাজর হাইতামি, মৃত্যু ৯৭৪ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
ইহইয়াউল উলুমুদ্দিন	হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ ইমাম মুহাম্মদ গাযালী, মৃত্যু ৫০৫ হিঃ	দারুচ্ছাদির, বৈরুত, ২০০০ ইংরেজী
সবয়ে সানাবিল	মীর আব্দুল ওয়াহিদ বলগেরামী, মৃত্যু ১০১৭ হিঃ	মাকতাবা নূরীয়া রযবীয়া, সক্কর, পাকিস্তান
গুনিয়াতুত তালিবিন	শায়খ আব্দুল কাদের বিন আবু সালিহ আল জিলানী, মৃত্যু ৫৬১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৭ হিঃ
নুযহাতুল মাজালিস	আব্দুর রহমান বিন আব্দুস সালাম আল সাফুরী আশ শাফেয়ী, মৃত্যু ৮৯৪ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
দুররাতুন নাসিহিন	ওসমান বিন হাসান বিন আহমদ আশ শাকের আল খুবুই, মৃত্যু ১২৪১ হিঃ	দারূল ফিকির, বৈরুত
সা'আদাতুদ দারাইন	আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী, মৃত্যু ১৩৫০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ
আল কওলুল বদী	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী, মৃত্যু ৯০২ হিঃ	মুসাসাতুর রিয়ান, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ
আফযালুস সালাত	আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী, মৃত্যু ১৩৫০ হিঃ	দারূস সামরা
শানে হাবীবুর রহমান	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, মৃত্যু ১৩৯১ হিঃ	নঈমী কুতুব খানা, গুজরাট
রাসাঈলে নঈমীয়া	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, মৃত্যু ১৩৯১ হিঃ	নঈমী কুতুব খানা, গুজরাট
আনওয়ারে জামালে মুস্তফা	রইসুল মুতাকাল্লিমিন মাওলানা নকী আলী খান বিন আলী রযা, মৃত্যু ১২৯৭ হিঃ	শাব্বির ব্রাদার্স, লাহোর
জা'আল হক	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, মৃত্যু ১৩৯১ হিঃ	কাদেরী পালিকেশন্স, লাহোর
আজায়িবুল কোরআন	মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী, মৃত্যু ১৪০৬ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসুলের সাথে সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَاءَ اللّٰہ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَاءَ اللّٰہ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَاءَ اللّٰہ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net